ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কর্ম্মবিভাগ।

মহিমবর শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব ১৮৭২ সালের আপ্রিল মাসের ২৫ তারিখে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের নিম্নলিখিত আইন অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন।

ইংরাজী ১৮৭২ সালের ১০ আইন।

ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের কার্য্যপ্রণালীর বিধান করণার্থ আইন।

[হেতুবাদ।]

ফৌজদারী মোকদ্দমার আদিম বিচার করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট নানা রাজধানীর হাই কোর্ট ভিন্ন ও সেই সেই নগরস্থ পোলীসের মাজিষ্ট্রেটদের আদালতভিন্ন ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য আদালতের কার্য্যপ্রণালীর বিধান করণার্থ আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতু নিম্ন লিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম খণ্ড।

১ অধ্যায়।

পারিভাষিক কথা ও অন্য আইন রহিত হওয়ার ও এই আইনের ব্যপকতার ও নানা শব্দের অর্থের কথা।

[সংক্ষেপ নামের কথা।]

১ ধারা। এই আইন "ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

[যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।]

তাহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে, কিন্তু পশ্চাৎ যে স্থলের

অন্য বিধান হইয়াছে সেই স্থলভিন্ন এই আইনদ্বারা রাজধানীর হাই কোর্টের ও পোলীস মাজিষ্ট্রেটদের কার্য্যপ্রণালীর ব্যতিক্রম হইবে না।

[যে অবধি আরম্ভ হইবে তাহার কথা।]

এই আইন ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রবল হইবে ইতি।

[যে যে বিধান রহিত হইল তাহার কথা।]

২ ধারা। এই আইনের প্রথম তফসীলে যে যে আইনের উল্লেখ হইয়াছে সেই তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল সেই সেই আইন তত দূর রহিত করা গেল।

[বিশেষ কার্য্যপ্রণালী প্রবল থাকার কথা।]

এই আইনের প্রথম তফসীলে যে আইন স্পষ্টরূপে রহিত করা যায় নাই এমত কোন আইনে কার্য্য প্রণালীর বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারিত থাকিলে তাহা এই আইনের বিধানের অসঙ্গত বলিয়া ভাবতঃ রহিত করা গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

[ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানে আইনের উল্লেখ হইলে তাহার কথা।]

এই আইনের পূর্ব্ব প্রণীত কোন আইনে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের উল্লেখ হইয়া থাকিলে এই আইনের উল্লেখ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

[পূর্ব্বং আইনে উল্লেখ হওয়ার কথা।]

এই আইনের পূর্ব্ব প্রণীত কোন আইনে "মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কর্ম্মকারী কার্য্যকারক" ও "অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "অধঃস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" এইং কথা থাকিলে, তদ্দ্বারা এই আইনের নির্দ্দিষ্ট "প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ক্রমশঃ জানিতে হইবে।

[নির্দ্দিষ্ট কোন কোন ধারা উল্লেখ হওয়ার কথা।]

এই আইনের পঞ্চম তফসীলের প্রথম ঘরের নির্দ্দিষ্ট আইনে ঐ তফসীলের দ্বিতীয় ঘরের নির্দ্দিষ্ট ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের পূর্ব্ব আইনের কোন ধারার উল্লেখ হইলে ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে দ্বিতীয় ঘরের ঐ ঐ ধারার পরিবর্ত্তে এই আইনের যে যে ধারা ধরিবার আদেশ হইল সেই সেই ধারার উল্লেখ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

এতৎক্রমে যে যে আইন রহিত করা গেল সেই সেই আইনের কোন ধারামতে যে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ ও যে আজ্ঞা প্রণীত হয়, তাহা এই আইনগত তত্তুল্য ভাবের ধারামতে প্রকাশ ও প্রণীত হইল জ্ঞান হইবে ইতি।

[উপস্থিত মোকদ্দমার কথা।]

৩ ধারা। এই আইন যে সময়ে প্রচলিত হয় সেই সময়ে কোন ফৌজদারী আদালতে যত মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহা সাধ্যানুসারে এই আইনের নির্দ্ধারিত কার্য্যপ্রণালীমতে নিষ্পত্তি করা যাইবে ইতি।

[অর্থ করণের ধারা।]

৪ ধারা। এই ধারায় এই আইনগত নিম্নলিখিত কথার ও শব্দের যে অর্থ করা যাইতেছে, পূর্ব্বাপর কথার দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে সেই কথার ও শব্দের সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

["বিশেষ আইনের" অর্থ।]

"বিশেষ আইন" এই শব্দেতে বিশেষ কোন বিষয়ের প্রতি যে আইন বর্ত্তে সেই আইন বুঝাইবে।

["স্থানীয় আইনের" অর্থ।]

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের খণ্ডবিশেষের প্রতি যে আইন বর্ত্তে "স্থানীয় আইন" শব্দে সেই আইন বুঝাইবে।

[অনুসন্ধানের অর্থ।]

এই আইনমতে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্যে পোলীসের দ্বারা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার অনুমতি আছে "অনুসন্ধান" শব্দের মধ্যে তাহা গণ্য।

[তদন্তের অর্থ।]

এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কর্ত্তৃক তদন্ত লওনের যে কার্য্য করা যায় তদন্ত শব্দে তাহা গণ্য।

["তদন্ত লওনের" অর্থ।]

বিচারের পূর্ব্বে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় "তদন্ত লওন" শব্দে তাহা বুঝাইবে ও তাহা ধর্ত্তব্য।

[বিচারের অর্থ।]

অভিযোগপত্র লেখা গেলে পর আদালতে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় বিচার শব্দে সেই কার্য্য বুঝাইবে। তন্মধ্যে অপরাধির দণ্ড ও গণ্য।

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সময়ে আদালতে উপস্থিত হয় সেই সময়াবধি ১৬ ও ১৮ অধ্যায়মতে যত কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় ঐ শব্দে সেই সকল কার্য্য গণ্য।

[বিচার ঘটিত কার্য্য।]

যে কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে সাক্ষ্য লওয়া যায় বা লওয়া যাইতে পারে কিম্বা লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যক্রমে কোন নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা কি শেষ আজ্ঞা করা যায় বিচারঘটিত কার্য্য শব্দে সেই কার্য্য বুঝায়।

["লিখিত" কথার অর্থ।]

"লিখিত" শব্দেতে ছাপা ও লিথগ্রাফ ও ফটগ্রাফ কিবা ও খোদিত কথাও বুঝাইবে।

["ফৌজদারী আদালতের" অর্থ।]

যে জজ কি মাজিষ্ট্রেট ও যে সকল জজ ও যে সকল মাজিষ্ট্রেট একত্র বসিয়া ফৌজদারী কোন মোকদ্দমার তদন্ত লন কি বিচার করেন কিম্বা বিচারঘটিত কোন কার্য্যে নিবিষ্ট থাকেন ফৌজদারী আদালত শব্দে তাঁহাকে ও তাঁহারদিগকে বুঝাইবে ইতি।

["প্রদেশের" অর্থ।]

যে দেশ কোন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের শাসন কি নিরূপণাধীন থাকে প্রদেশ শব্দে তাহা বুঝাইবে।

["রাজধানীর" অর্থ।]

কলিকাতার কি মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ গ্রাহ্য করিবার সাধারণ ক্ষমতা যে সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় রাজধানী শব্দে সেই সীমান্তর্গত স্থান বুঝাইবে।

["হাই কোর্টের অর্থ।"]

ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের নামে কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের সহিত অন্য ব্যক্তিদের নামে অভিযোগ হইলে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তৎসম্পর্কে "হাই কোর্ট" শব্দে কলিকাতার কি মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের হাই কোর্ট ও উত্তর পশ্চিমদেশের হাই কোর্ট ও পাঞ্জাবের উচ্চতম আদালত বুঝাইবে।

অন্যস্থলে "হাই কোর্ট" শব্দে কোন প্রদেশের মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল গ্রাহ্য কিম্বা সেই মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টি করণার্থ উচ্চতম আদালত বুঝাইবে।

["সেশনের মোকদ্দমার" অর্থ।]

এই আইনের চতুর্থ তপসীলের ৭ ঘরে কেবল শেসন আদালতের বিচার্য্য বলিয়া যেং মোকদ্দমা নির্দ্দিষ্ট হইল এবং মাজিষ্ট্রেটেরা নিজে কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে সক্ষম হইয়াও সেশন আদালতে সমর্পণ করিলে সেশনের মোকদ্দমা শব্দে সেই সকল মোকদ্দমা বুঝাইবে ও গণ্য হইবে।

বিশেষ ও স্থানীয় আইন দ্বারা যে অপরাধ উত্থাপিত হয় তৎসম্পর্কে সেশনের মোকদ্দমা শব্দে সেশন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা কিম্বা মাজিষ্ট্রেট নিজে যে মোকদ্দমার বিচার করিবার সক্ষম হইয়াও সেশন আদালতে সমর্পণ করেন সেই মোকদ্দমা বুঝাইবে।

["মাজিষ্ট্রেটী মোকদ্দমার অর্থ"।]

এই আইনের চতুর্থ তফসীলের ৭ ঘরে মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য বলিয়া যে মোকদ্দমা নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা এবং মাজিষ্ট্রেটেরা যে মোকদ্দমা সেশন আদালতে বিচার হওনার্থে সমর্পণ করিতে সক্ষম হইলেও নিজে বিচার করেন "মাজিষ্ট্রেটী মোকদ্দমা" শব্দে সেই সকল মোকদ্দমা বুঝাইবে ও গণ্য হইবে।

["ধর্ত্তব্য অপরাধ কি মোকদ্দমার" অর্থ।]

যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে পোলীসের কর্ম্মকারক যে অপরাধের নিমিত্ত কি যে মোকদ্দমায় ওয়ারান্ট বিনা ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারেন "ধর্ত্তব্য অপরাধ কি মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ কি মোকদ্দমা বুঝাইবে।

["অধর্ত্তব্য অপরাধ কি মোকদ্দমার" অর্থ।]

যে অপরাধ হইলে কিম্বা যে মোকদ্দমায় পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারান্ট বিনা ব্যক্তিকে ধৃত করিতে না পারেন, অধর্ত্তব্য অপরাধ কি মোকদ্দমা শব্দে সেই অপরাধ কি মোকদ্দমা বুঝাইবে।

["সমনের মোকদ্দমার" অর্থ।]

সমনের মোকদ্দমা শব্দে ১৪৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারের অপরাধ বুঝাইবে।

["ওয়ারন্টের মোকদ্দমার" অর্থ।]

ওয়ারন্টের মোকদ্দমা শব্দে ১৪৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারের অপরাধ বুঝাইবে।

["জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ কি মোকদ্দমার" অর্থ।]

এই আইনের চতুর্থ তফসীলমতে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত হয় তদনুসারে কোন অপরাধের নিমিত্ত কিম্বা কোন মোকদ্দমায় হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ কি মোকদ্দমা শব্দে সেই অপরাধ কি মোকদ্দমা বুঝাইবে।

["জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ কি মোকদ্দমা"।]

এই আইনের চতুর্থ তফসীলমতে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত হয় তদনুসারে কোন অপরাধের নিমিত্ত কিম্বা কোন মোকদ্দমায় হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারিলে জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ কি মোকদ্দমা শব্দে সেই অপরাধ কি মোকদ্দমা বুঝাইবে ইতি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

[ফৌজদারী আদালত সংস্থাপনের ও তাহার ক্ষমতার বিধি।]

২ অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের কথা।

[ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণীর কথা।]

৫ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে হাই কোর্টভিন্ন চারি শ্রেণীর ফৌজদারী আদালত থাকিবে।

প্রথম। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের আদালত।

দ্বিতীয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের আদালত।

তৃতীয়। প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের আদালত।

চতুর্থ। সেশন আদালত ইতি।

[যেং কার্য্যকারক তদন্ত লইতে পারিবেন তাঁহারদের কথা।]

৬ ধারা। মাজিস্ট্রেটদের দ্বারা যে সকল তদন্ত লওয়া যায় তাহা পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে লওয়া যাইবে ইতি।

[যেং আদালত অপরাধের বিচার করিবেন তাহার কথা।]

৭ ধারা। এই আইনের চতুর্থ তফসীলে যেং আদালত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিম্বা যে আইনক্রমে কোন অপরাধ উপস্থাপিত হয় সেই আইনে যেং আদালত নির্দ্দিষ্ট থাকে, ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার সেইং আদালতে পশ্চাৎ লিখিত বিধানানুসারে হইবে ইতি।

[স্থানীয় ও বিশেষ আইনমত অপরাধের কথা।]

৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনভিন্ন কোন আইনমতে অপরাধ দণ্ডনীয় হইলে এবং কোন আদালতে বা কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে ঐ অপরাধের বিচার হইবে ঐ আইনে ইহার স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, এই আইনমতে স্থাপিত ফৌজদারী আদালতে পশ্চাৎলিখিত বিধান মতে ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে। কিন্তু উক্ত আদালত আপনার ক্ষমতাতিরিক্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

তদ্রূপ কোন অপরাধের নিমিত্ত এক বৎসরের ন্যূন কালের কারাদণ্ড হইতে না পারিলে তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট তাহার বিচার করিবেন না। ও তিন বৎসরের ন্যূন কালের কারাদণ্ড হইতে না পারিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট তাহার বিচার করিবেন না ইতি।

[জজদের ও মাজিস্ট্রেটদের নিযুক্ত ও অবসর হওনের কথা।]

৯ ধারা। হাইকোর্টভিন্ন ফৌজদারী আদালতের সকল জজ ও মাজিস্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন ও অবসৃত হইতে পারিবেন। কিন্তু এইক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক যে কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত বা অবসর করা গিয়া থাকে তাঁহারা সেই প্রকারে নিযুক্ত বা অবসৃত হইবেন ইতি।

[যাঁহারা এইক্ষণে পদস্থ আছেন তাঁহারদের থাকিবার কথা।]

১০ ধারা। যে সকল জজ ও মাজিস্ট্রেট এখন আছেন তাঁহারা এই আইনমতে নিযুক্ত হইয়াছেন জ্ঞান হইবে ইতি।

[ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের মোকদ্দমার তদন্ত ও বিচার করণের কথা।]

১১ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজারা অপরাধ করিলে ৭ অধ্যায়ের বিধানানুসারে ঐ অপরাধের তদন্ত ও বিচার করা যাইবে প্রকারন্তরে নয় কিন্তু ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে এই আইনের অন্য সকল বিধান জাতিভেদ না মানিয়া সকলের প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

৩ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কথা।

[সেশন এলাকার কথা।]

১২ ধারা। প্রত্যেক প্রদেশ নানা সেশন এলাকায় বিভক্ত হইবে ইতি।

[এলাকা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।]

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ ঐ২ এলাকার সংখ্যা ও ব্যাপকতা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন ইতি।

[এইক্ষণে যে২ স্থানে সেশন আদালতের বিচারাধিপত্য থাকে তাহাই সেশন এলাকা হইবার কথা।]

১৪ ধারা। এইক্ষণে যে২ স্থানে শেসন আদালতের বিচারাধিপত্য ব্যাপ্ত আছে যতকাল পূর্ব্বোক্তমতে পরিবর্ত্তন করা না যায় ততকাল সেই২ স্থান সেশন এলাকা হইবে ইতি।

[এক২ এলাকার এক২ আদালত থাকার কথা।]

১৫ ধারা। প্রত্যেক সেশন এলাকায় এক২ সেশন আদালত থাকিবে। সেই২ আদালত এই আইনের বিধানমতে কোন অপরাধের বিচার করিতে এবং কোন অপরাধির পক্ষে আই-নের নির্দ্ধারিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[সেশন জজদিগের নিযুক্ত হওনের ও ক্ষমতার কথা]

১৬ ধারা। প্রত্যেক সেশন এলাকায় এক২ সেশন জজ থাকিবেন। সেশন জজ সাহেব আপন সেশন আদালতের সমস্ত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন ইতি।

[এডিশ্যনল ও জাইণ্ট সেশন জজদের নিযুক্ত হওনের ও ক্ষমতার কথা।]

১৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এডিশ্যনল সেশন জজদিগকে কিম্বা জাইণ্ট সেশন জজ-দিগকে নিযুক্ত করিতে পরিতে পারিবেন। তাঁহারা এক কি অধিক যে২ সেশন এলাকায় কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা পান সেই২ এলাকায় সেশন আদালতের সমস্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে যে মোকদ্দমার বিচার করিতে আজ্ঞা করেন কিম্বা এলাকার সেশন জজ সাহেব তাঁহারদের বিচারার্থে যে২ মোকদ্দমা অর্পণ করেন তদ্ভিন্ন তাঁহারা অন্য মোকদ্দমার বিচার করিবে না ইতি।

[আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের নিযুক্ত হওনের ও ক্ষমতার কথা।]

১৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদিগকেও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তাহারা যে সেশন এলাকায় নিযুক্ত থাকেন তথায় আপীল শুনিবার ও প্রাণদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কিম্বা সাত বৎসরের অধিক কারাদণ্ডের আঁজ্ঞা করিবার ক্ষমতাভিন্ন সেশন আদালতের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু সেশন এলাকার সেশন জজ

সাহেব সাধারণ আজ্ঞা কিম্বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে তাঁহারদের প্রতি যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন তাহারা কেবল সেইং মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ তিন বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিলে, সেশন জজ সাহেব কর্ত্তৃক সেই আজ্ঞা অনুমোদন হওযার অপেক্ষা থাকিবে। সেশন জজসাহেব আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের ঐ আজ্ঞা দৃঢ় রাখিতে কিম্বা পরিবর্ত্তন কিম্বা রহিত করিতে পারিবেন ইতি।

৪ অধ্যায়।

[মাজিষ্ট্রেটদের ও তাঁহারদের ক্ষমতার কথা।]

১৯ ধারা। মাজিষ্ট্রেটেরা।—

[তিন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট থাকিবার কথা।]

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইবেন ইতি।

[মাজিষ্ট্রেটেরা যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।]

২০ ধারা। অপরাধের বিচার করণ ও কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করণ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটদের নিম্নলিখিত ক্ষমতা আছে।

[প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতার কথা।]

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা এই এই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দুই বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড। (আইনমতে নির্জ্জনে কারাবদ্ধ হইবার অনুমতি থাকিলে তাহাও ইহার মধ্যে ধরা যাইবে।)

এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড।

বেত্রাঘাত।

[দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতার কথা।]

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা এই এই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ছয় মাসের অনধিকাল কারাদণ্ড। (আইনমতে নির্জ্জনে কারাবদ্ধ হওয়ার অনুমতি থাকিলে তাহাও ইহার মধ্যে ধরা যাইবে।)

২০০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড।

বেত্রাঘাত।

[তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেদের ক্ষমতার কথা।]

তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা এই এই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এক মাসের অনধিক কাল কারাদণ্ড।

৫০ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড।

তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট নির্জ্জনে বদ্ধ থাকনের কি বেত্রাঘাতের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন তাহার মধ্যে আইনমত কোন দুই দণ্ড সংযোগ করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে সম্পূর্ণ যত কালের কারাদণ্ড করিতে সক্ষম হন অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে তদতিরিক্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ করা গেল তাহার কথা।]

২১ ধারা। ২০ ধারায় যে যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল তদতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি এই আইনক্রমে পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে এই এই ক্ষমতা প্রদান করা গেল।

(১) নিম্ন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪৪ ধারা।)

(২) নিম্ন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য লিপিবদ্ধ হয় তাহা দেখিয়া দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৪৬ ধারা।)

(৩) মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪৭ ধারা।)

(৪) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদ্বারা যে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার উপর আপীল হইলে তাহা উঠাইয়া লইবার কি অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪৭ ধারা।)

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাওয়া গেলে তাহাকে ধৃত করিবার ক্ষমতা (১০৪ ধারা।)

(৬) পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১১০ ধারা।)

(৭) পোলীসের অনুসন্ধানকালে যে অপরাধ স্বীকার করা যায় কি যে উক্তি করা যায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা (১১২ ধারা।)

(৮) পোলীসের অনুসন্ধানকালে কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দেওনের ক্ষমতা (১২৪ ধারা।)

(৯) কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৩৫ ধারা।)

(১০) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ও পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৪১ ধারা।)

(১১) নালিশ না হইলেও মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৪২ ধারা।)

(১২) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা।)

(১৩) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১৫৭) ধারা।)

(১৪) ভূম্যধিকারির নামে ওয়ারন্ট দিবার ক্ষমতা (১৬২ ধারা।)

(১৫) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার ক্ষমতা (১৬৬ ধারা।)

(১৬) ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে লিখিবার কিম্বা ওয়ারন্টমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হইলে তাহাকে স্থানান্তর করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১৬৮ ও ১৭০ ধারা।)

(১৭) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে ঘোষণাপত্র দিবার ক্ষমতা (১৭২ ও ১৫৩)

(১৮) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (১৭২ ও ৩৫৪ ধারা।)

(১৯) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২২২ ধারা)

(২০) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (২৬৬ ধারা)

(২১) আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতা (২৯৫ ও ২৯৬ ধারা)

(২২) কোন২ স্থলে অপরাধনির্ণয় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা (৩২৮ ধারা)

(২৩) ডাকঘরে কোন পত্রের তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৩৬৯ ধারা)

(২৪) তলাশী পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার ও যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা সমর্পণ করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৩৭২,৩৭৩ ও ৩৭৬ ধারা)

(২৫) তদন্ত লণ্ডনের কার্য্যক্রমে না হইয়া স্থলান্তরে তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৩৭৭ ধারা)

(২৬) হাজির জামিন বিষয়ক আজ্ঞা সংশোধন করিবার ক্ষমতা (৩৯৮ ধারা)

(২৭) সন্দিগ্ধভাবের আশুনাস্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৪১৫ ধারা)

(২৮) সন্দিগ্ধ কি চোরা দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৪১৭ ধারা)

(২৯) শান্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৪৯১ ধারা)

(৩০) শান্তিরক্ষার মুচলকা ক্ষমা করিবার ক্ষমতা (৫০০ ধারা)

(৩১) সদাচরণের জামিন দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৫০৪ ও ৫০৫ ধারা)

(৩২) যে ব্যক্তি সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ আছে তাহাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা (৫১১ ধারা)

(৩৩) পথাবরোধ প্রভৃতি নিবারণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৫১৮ ধারা)

(৩৪) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (৫১৯ ধারা)

(৩৫) স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে তদ্বিষয়ের আজ্ঞাপ্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (৫২১ধারা)

(৩৬) দখলের মোকদ্দমায় আজ্ঞাপ্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (৫৩০ ধারা)

(৩৭) ভরণপোষণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৫৩৬ ধারা) ইতি।

[মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি সাধারণ্যে যেং ক্ষমতা বর্ত্তে তাহার কথা।]

২২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রযুক্ত সকল শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের এইং ক্ষমতা থাকিবে।

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাওয়া গেলে তাহাকে ধৃত করিবার ক্ষমতা (১০৪ধারা)

(২) পোলীসের অনুসন্ধানকালে যে অপরাধ স্বীকার হয় বা যে উক্তি করা যায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা (১২২ ধারা)

(৩) পোলীসের অনুসন্ধানকালে কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দেওনের ক্ষমতা (১২৪ ধারা)

(৪) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার ক্ষমতা (১৬৬ ধারা)

(৫) ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে লিখিবার কিম্বা ওয়ারন্টক্রমে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হইলে তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইবার ক্ষমতা (১৬৮ ও ১৭০ ধারা)

(৬) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে ঘোষণাপত্র দিবার ক্ষমতা (১৭১ ও ৩৫৩ ধারা)

(৭) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (১৭২, ও ৩৫৪ ধারা)

(৮) তলাসী পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার ও যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা সমর্পণ করিতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৩৭২, ৩৭৩ ও ৩৭৬ ধারা)

(৯) সন্দিগ্ধভাবের আশুনাশ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৪১৫ ধারা) ইতি।

[স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি যে২ ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন তাহার কথা।]

২৩ ধারা। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি ২২ ধারার উল্লিখিত ক্ষমতার অতিরিক্ত নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রদান করা যাইতে পারিবে।

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(১) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৩৫ ধারা)

(২) যে২ মোকদ্দমায় বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকে সেই২ মোকদ্দমায় অপরাধের নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৪১ ধারা)

(৩) বিচারার্থে কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)

(৪) পথাবরোধ প্রভৃতি নিবারণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৫১৮ ধারা)

(৫) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (৫১৯ ধারা)

(খ) জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(১) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৩৫ ধারা)

(২) যেং মোকদ্দমায় বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকে সেই২ মোকদ্দমায় অপরাধের নালিশ গ্রাহ্য করণের ক্ষমতা (১৪১ ধারা)

(৩) পথাবরোধ প্রভৃতি নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (৫১৮ ধারা)

(৪) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (৫১৯ ধারা) ইতি।

[দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতার কথা।]

২৪ ধারা। মাজীষ্ট্রেটী পদপ্রযুক্ত ২২ ধারায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের যেং ক্ষমতার উল্লেখ হইয়াছে তদতিরিক্ত তাঁহাদের নিম্নলিখিত ক্ষমতা থাকিবে।

(১) যে অপরাধ হইলে মাজিষ্ট্রেট বিচার করিতে কিম্বা বিচারার্থে ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে সক্ষম হন পোলীসের প্রতি সেই অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১১০ ধারা) ইতি।

[দ্বীতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি যেং ক্ষমতা অর্পণ করা যাইতে পারে তাহার কথা।]

২৫ ধারা। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি ২৪ ধারার উল্লিখিত যেং ক্ষমতা প্রদান করা যাইতে পারে, তদতিরিক্ত তাঁহারা এইং ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(১) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৩৫ ধারা)

(২) যেং মোকদ্দমায় তাঁহার বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকে সেইং মোকদ্দমায় নালিশ গ্রাহ্য করিবার ও পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৪১ ধারা)

(৩) যেং মোকদ্দায় তাঁহার বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকে নালিশ না হইলেও সেইং মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৪২ ধারা)

(৪) বিচাররার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)

(৫) পথাবরোধ প্রভৃতি নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (৫১৮ ধারা)

(৬) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (৫১৯ ধারা)

(খ) জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(১) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৩৫ ধারা)

(২) যেং মোকদ্দমায় তাঁহার বিচার করিবার ও বিচারার্থে ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকে সেইং মোকদ্দমায় নালিশ গ্রাহ্য করিবার ও পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৪১ ধারা)

(৩) পথাবরোধ প্রভৃতি নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (৫১৮ ধারা)

(৪) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (৫১৯ ধারা)

[প্রথম শ্রেণীর মাজিস্টেটদের ক্ষমতার কথা।]

২৬ ধারা। মাজিষ্ট্রেটী পদপ্রযুক্ত ২২ ও ২৪ ধারায় প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের যে যে ক্ষমতার উল্লেখ হইয়াছে তদতিরিক্ত তাঁহাদের এই এই ক্ষমতা থাকিবে।

(১) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (১৪৩ধারা)

(২) তদন্ত লওনের কার্য্যক্রমে না হইয়া স্থলান্তরে তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৩৭৭ ধারা)

(৩) শান্তিরক্ষা করিবার জামিন দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৪৯১ ধারা)

(৪) সদাচরণের জামিন দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৫০৪ ও ৫০৫ ধারা)

(৫) দখলের মোকদ্দমায় আজ্ঞাপ্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (৫৩০ ধারা)

(৬) ভরণপোষণ করিবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৫৩৬ ধারা)

[প্রথম শ্রেণীর মাজিস্টেটদের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।]

২৭ ধারা। ২৬ ধারার উল্লিখিত যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তদতিরিক্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিস্টেটদের প্রতি এই এই ক্ষমতা প্রদান করা যাইতে পারিবে।

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(১) নালিশপ্রভৃতিক্রমে যে মোকদ্দমা গ্রাহ্য করা যায় নিম্নশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি তাহা সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪৪ ধারা)

(২) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৩৫ ধারা)

(৩) অপরাধের নালিশ গ্রাহ্য করিবার ও পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৪১ ধারা)

(৪) নালিশ বিনা মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৪২ ধারা)

(৫) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতা (১৫৭ ধারা)

(৬) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২২২ ধারা)

(৭) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেটেরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (২৬৬ ধারা)

(৮) সন্দিগ্ধ কি চোরা দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৪১৭ ধারা।)

(৯) পথাবরোধ প্রভৃতি নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (৫১৮ ধারা)

(১০) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (৫১৯ ধারা)

(১১) স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে আজ্ঞাপ্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (৫২১ ধারা)

(খ) জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(১) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৩৫ ধারা)

(২) অপরাধের নালিশ গ্রাহ্য করিবার ও পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৪১ধারা)

(৩) পথাবরোধ প্রভৃতি নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (৫১৮ ধারা)

(৪) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (৫১৯ ধারা) ইতি।

[জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতার কথা।]

২৮ ধারা। ২৬ ধারায় প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি প্রদত্ত যে ক্ষমতা উল্লিখিত হইয়াছে যে মাজিষ্ট্রেটেরা ৪০ ধারার বিধানমতে জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট হন, তাঁহারাও সেই পদ প্রযুক্ত সেই সকল ক্ষমতা ও তদতিরিক্ত এইং ক্ষমতা পাইবেন।

(১) নিম্ন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪৪ ধারা)

(২) নিম্ন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের লিখিত রুবকারী অনুসারে দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৪৬ ধারা)

(৩) আপীলী মোকদ্দমাভিন্ন অন্য মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪৭ ধারা)

(৪) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৩৫ ধারা)

(৫) অপরাধের নালিশ গ্রাহ্য করিবার ও পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৪১ ধারা)

(৬) নালিশ বিনা মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৪২ ধারা)

(৭) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা প্রচার করিবার ক্ষমতা (১৫৭ধারা)

(৮) সন্দিগ্ধ কি চোরা দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৪১৭ ধারা)

(৯) পথাবরোধপ্রভৃতি নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (৫১৮ ধারা)

(১০) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (৫১৯ ধারা)

(১১) স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে তদ্বিষয়ের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৫২১ ধারা)

পরন্তু যদি জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন না ইতি।

[জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যেং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন তাহার কথা।]

২৯ ধারা। জিলার খণ্ডের যে মাজিষ্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য

করিয়া থাকেন তাঁহার প্রতি ২৮ ধারার উল্লিখিত যে২ ক্ষমতা প্রদান করা যায় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তদতিরিক্ত এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(১) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২২২ ধারা)

(২) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা যে অপরাধ নির্ণয় করেন তাহার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (২৬৬ ধারা) ইতি।

[জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের ক্ষমতার কথা।]

৩০ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেটী পদপ্রযুক্ত ২১ ধারার উল্লিখিত সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

[অন্যা২ ক্ষমতা প্রবল রাখিবার কথা।]

৩১ ধারা। এই আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনক্রমে কোন আদালতের কিম্বা কার্য্যকারকদের প্রতি অন্য যে সকল ক্ষমতা প্রদান করা যায় ঐ২ কার্য্যকারকেরা বা ঐ আদালত সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

[অনিয়মিত ক্রিয়াহেতুক আনুষ্ঠানিক কার্য্য ব্যর্থ না হইলে তাহার কথা।]

৩২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিম্ন লিখিত কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন না হইলেও যদি সেই কার্য্য করেন অর্থাৎ।

(১) নালিশ প্রভৃতিক্রমে কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া যদি অন্য মাজিষ্ট্রেটের প্রতি তাহা অর্পণ করেন।

(২) যদি মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আপনি বিচার করেন কিম্বা বিচারেরার্থে অন্যের প্রতি অর্পণ করেন,

(৩) যদি পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করেন,

(৪) যদি মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করেন,

(৫) যদি নালিশ গ্রাহ্য করেন কিম্বা পোলীসের রিপোর্ট লন,

(৬) কোন ব্যক্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে যদি নিজ বিচারাধীন স্থানে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা প্রচার করেন,

(৭) যদি তদন্ত লওনের কার্য্যক্রমে না হইয়া স্থলান্তরে তলাশী পরওয়ানা প্রচার করেন,

তবে তাঁহার সেই কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা ছিল না বলিয়া তাহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না ইতি।

[অনিয়মিতরূপে ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে তাহা যে স্থলে সিদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার কথা।]

৩৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি সেশন আদালতের বা হাই কোর্টের বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করেন, তবে যে আদালতের প্রতি সমর্পণ করা যায় সেই আদালত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র পাঠ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় হয় নাই বিবেচনা করিলে, এবং তদন্ত লওনের সময়ে ও সমর্পণের আজ্ঞা

হওনের পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য বিষয়ে আপত্তি না করিলে ঐ আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় হইয়াছে উক্ত আদালতের যদি এরূপ বিবেচনা হয়, কিম্বা তদন্ত লওন সময়ে ও সমর্পণ করিবার আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে যদি সেই ব্যক্তি সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য বিষয়ে আপত্তি করিয়া থাকে তবে উক্ত আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য অসিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা নূতন তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[অনিয়মিত যে কার্য্যদ্বারা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হয় তাহার কথা।]

৩৪ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও যদি সেই সেই কার্য্য করেন, তবে তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে অর্থাৎ

(১) অন্য মাজিষ্ট্রেটের লিখিত রুবকারী অনুসারে যদি দণ্ডের আজ্ঞা করেন,
(২) নালিশ বিনা যদি মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন,
(৩) যদি ১৭২ ধারামতে দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয় করেন,
(৪) যদি সরাসরীমতে অপরাধির বিচার করেন,
(৫) যদি আপীলী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন,
(৬) যদি কাগজপত্র আনান,
(৭) যদি ডাকঘরে পত্রের তল্লাশী পরওয়ানা দেন,
(৮) যদি হাজিরজামিনবিষয়ক আজ্ঞা সংশোধন করেন,
(৯) যদি ৪১৭ ধারামতে সন্দিগ্ধ কি চোরা দ্রব্য বিক্রয় করেন,
(১০) যদি শান্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,
(১১) যদি শান্তিরক্ষার মুচলকা ক্ষমা করেন,
(১২) যদি সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,
(১৩) কোন ব্যক্তি আইনমতে সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ হইলে যদি তাহাকে মুক্ত করেন,
(১৪) স্থান বিশেষের অনিষ্ট কার্য্যের মোকদ্দমায় যদি আজ্ঞা করেন,
(১৫) যদি পথাবরোধ নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করেন,
(১৬) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে যদি তন্নিবারণের আজ্ঞা করেন,
(১৭) দখলের মোকদ্দমায় যদি আজ্ঞা করেন,
(১৮) যদি ভরণপোষণের আজ্ঞা করেন ইতি।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের কথা।

[জিলার মাজিষ্ট্রেটের কথা।]

৩৫ ধারা। প্রত্যেক জিলায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট থাকিবেন। তিনি জিলার মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন। ও আপন জিলার অন্তর্গত সকল স্থানে মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন ইতি।

[ডেপুটী কমিশ্যনরদের প্রতি এবং জিলার কার্য্য নির্ব্বাহক প্রধান কর্ম্মকারকের প্রতি যেং ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।]

৩৬ ধারা। পঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবরনর সাহেবের শাসিত দেশে এবং অযোধ্যার ও মধ্য প্রদেশের ও ব্রিটনীয় বর্ম্মা দেশের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবদের শাসিত দেশে ও কুর্গে এবং অন্যং প্রদেশের যে যে স্থানে ডেপুটী কমিশ্যনরেরা কি আসিষ্টান্ট কমিশ্যনরেরা থাকেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেইং স্থানের ডেপুটী কমিশ্যনরের প্রতি কিম্বা ফৌজদারী বিষয়ে জিলার কার্য্য নির্ব্বাহ করণের ভার প্রধান অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি অর্পিত হয় তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের অপরাধভিন্ন মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় সকল অপরাধের বিচার করিবার এবং আইনে নির্জ্জনে বদ্ধকরণরূপ দণ্ডের অনুমতি থাকিলে তৎসহিত সাত বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ডের কিম্বা অর্থদণ্ডের কিম্বা বেত্রাঘাতের আজ্ঞা করিবার ও আইনে উক্ত কোন দুই দণ্ড সংযোগ করিবার অনুমতি থাকিলে তাহার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন। পরন্তু উক্ত অন্যতর কার্য্যকারক তিন বৎসরের অধিককালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিলে ঐ ডেপুটী কমিশ্যনর যে সেশন জজের অধীন থাকেন তাঁহার দ্বারা ঐ দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। উক্ত সেশন জজ সাহেবের দৃঢ় করণার্থে দণ্ডের যে আজ্ঞা অর্পিত হয় তিনি তাহা দৃঢ় কি মতান্তর কি ব্যর্থ করিতে পারিবেন ইতি।

নিম্নশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

[নিম্নশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের কথা।]

৩৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য যত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা বিহিত বোধ করেন তাঁহারদিগকে জিলার প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

উক্ত সকল মাজিষ্ট্রেট জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন হইবেন। এবং এই আইনে যত দূর ও যদ্রূপ বিধান হইয়াছে তাঁহারা তত দূর ও তদ্রূপে সেশন জজ সাহেবের অধীন থাকিবেন নতুবা জিলার মাজিষ্ট্রেট কি অধীন মাজিষ্ট্রেটগণ সেশন জজ সাহেবের অধীন হইবেন না।

[উপবিধি।]

যে শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট যে অপরাধের বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, ও ২০ ধারামতে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে অনুমতি পান স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তদ্ভিন্ন অন্য অপরাধের বিচার করিবার কি অন্য দণ্ডের আজ্ঞা করিবার আদেশ দিতে পারিবেন না ইতি।

[জিলার মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য যত দূর ব্যাপ্ত হয় তাহা নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা।]

৩৮ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধিপত্য যত দূর ব্যাপ্ত হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন এবং সময়েং তদ্রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ঐ সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন ইতি।

[জিলা খণ্ড২ করিয়া বিভাগ করিবার কথা।]

৩৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন জিলা খণ্ডে২ বিভাগ করিতে পারিবেন ও সময়ে২ সেই২ খণ্ডের সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

[এইক্ষণকার খণ্ড থাকিবার কথা।]

জিলার বর্ত্তমান যে সকল খণ্ড সচরাচর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাধীন রাখা গিয়া থাকে পূর্ব্বোক্তমতে যত কাল তাহার সীমা পরিবর্ত্তন না করা যায় তত কাল সেই২ খণ্ড থাকিবে ইতি।

[মাজিষ্ট্রেটের প্রতি খণ্ডের অধ্যক্ষতার ভার দিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।]

৪০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে জিলার কোন খণ্ডের অধ্যক্ষতা ভার দিতে পারিবেন।

সেই মাজিষ্ট্রেট জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন। তাঁহার প্রতি এই আইন কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনমতে যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা যায় তিনি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

[জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ক্ষমতার্পণের কথা।]

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিহিত বোধ করিলে আপনার এই ধারামত ক্ষমতা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

[কর্ম্মকারকদের জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকিবার কথা।]

৪১ ধারা। জিলার খণ্ডের মধ্যে যত জন মাজিষ্ট্রেট থাকেন তাঁহারা জিলার সেই খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের অধীন হইবেন। কিন্তু এই বিষয়ে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাধারন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে ইতি।

[বিশেষ মাজিষ্ট্রেটদের কথা।]

৪২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার অধীন কোন জিলার কোন অংশে কিম্বা কোন এক কি অধিক জিলায় বিশেষ অপরাধ সম্পর্কে কিম্বা বিশেষ এক প্রকারের কিম্বা বিশেষ২ নানা প্রকারের অপরাধ সম্পর্কে কিম্বা সাধারণমত সকল অপরাধ সম্পর্কে কোন ব্যক্তির প্রতি প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সকল কি অন্যতর ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

সেই সেই মাজিষ্ট্রেটেরা বিশেষ মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন ইতি।

[ক্ষমতা পদান করিবার নিয়মের কথা।]

৪৩ ধারা। এই আইনমতে ক্ষমতা প্রদান করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ব্যক্তিদের নাম করিয়া তাঁহাদিগকে কিম্বা বিশেষ শ্রেণীর কর্ম্মকারকদের পদসংক্রান্ত খ্যাতি ধরিয়া সেই শ্রেণীর কর্ম্মকারকদিগকে ঐ২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন ইতি।

[নিম্ন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি ফৌজদারী মোকদ্দমা অর্পণ করিবার কথা]

৪৪ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জিলার কোন খণ্ডের কোন মাজিষ্ট্রেট সন্দেহ করিয়া যে ফৌজদারী মোকদ্দমা গ্রহণ করেন কিম্বা নালিশক্রমে কি পোলীসের রিপোর্টক্রমে যে ফৌজদারী মোকদ্দমা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তিনি আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার নিমিত্ত সেই মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারিবেন। সেই অধীন মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে যে২ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই২ ক্ষমতার সীমাপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করিবেন।

যে মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপে মোকদ্দমা অর্পণ করেন সেই মোকদ্দমা নালিশক্রমে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে তিনি অর্পণ করিবার পূর্ব্বে এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে বাদির পরীক্ষা লইতে পারিবেন। যদি তাহা না লন, তবে ঐ মোকদ্দমা যে মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করা যায় তাঁহারই নিকট নালিশ হওয়ার মত তিনি সেই মোকদ্দমাসংক্রান্ত কার্য্য করিবেন।

অর্পণ করিবার আজ্ঞা রূবকারীতে লিপিবদ্ধ হইবে ও যদি পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্টমতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তবে ঐ রিপোর্টও সেই আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কি সাক্ষ্যদিগকে উপস্থিত করাইবার যে সকল পরওয়ানা বাহির হয় মোকদ্দমা যে মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করা গেল পরওয়ানায় তাঁহারই সম্মুখে তাহারদিগকে উপস্থিত করিবার আদেশ থাকিবে।

মাজিষ্ট্রেট এই ধারার ১ প্রকরণমতে কোন মোকদ্দমা অর্পণ করণানন্তর বিহিত বোধ করিলে তাহা পুনরায় নথীতে আনাইতে পারিবেন। তাহা করিলে পর তিনি ঐ মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারিবেন তৎপূর্ব্বে নয় ইতি।

[মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৪৫ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে এমন সময়ে আপনি যে অপরাধের বিচার করিতে সক্ষম নহেন,

কিম্বা যে অপরাধহেতুক ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে সক্ষম নহেন প্রমাণ দৃষ্টে অভিযুক্ত ব্যক্তির এমত অপরাধ হইয়াছে অনুভব হইলে,

তিনি সেই আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিয়া আপনি যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার নিকটে কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উর্য্যুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা পাঠাইতে আজ্ঞা করেন তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন।

মোকদ্দমা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায় তিনি আপনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিবেন অথবা আপনার অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন কার্য্যকারকের প্রতি অর্পণ করিবেন কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবেন।

উক্ত কোন স্থলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক উভয় পক্ষের ও সাক্ষিদের পরীক্ষা লইবেন ও অন্য আদালতে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না হওয়ার ন্যায় সকল কার্য্য চালাইবেন।

কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমা প্রথমে উপস্থিত করা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে নিয়মিতমতে কোন উক্তি করিলে কি অপরাধ স্বীকার করিলে তৎপশ্চাৎ সকল

আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাহার সেই উক্তি ও সেই স্বীকারবাক্য প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে ইতি।

[মাজিষ্ট্রেট উচিতমতে কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৪৬ ধারা। দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধি নির্ণয় করিলে কিন্তু আপনি যে পর্য্যন্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন ঐ ব্যক্তির তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড হওয়া উচিত বোধ করিলে, তিনি সেই নিস্পত্তি লিখিয়া রাখিতে পারিবেন ও যদি দণ্ডের আজ্ঞা না করিয়া থাকেন, তবে আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্রসহিত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট কিম্বা আপনি জিলার খণ্ডের যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার নিকট পাঠাইবেন।

ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অর্পণ করা যায় তিনি উচিত বোধ করিলে উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও ঐ মোকদ্দমায় যে সাক্ষিরা সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহারদিগকে পুনরায় ডাকাইয়া তাহারদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন, এবং আরং সাক্ষিকে সমন করিয়া তাহারদের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও সেই মোকদ্দমার আইন অনুযায়ি যদ্রূপ নিস্পত্তি কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তদ্রূপ নিস্পত্তি কি আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু তিনি এই আইনের ২০ ধারামতে সামান্যতঃ যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারেন তাহার অতিরিক্ত না করেন।

[অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রথমেই সেশন আদালতের বিচারার্থে সমর্পণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।]

যে মাজিষ্ট্রেট প্রথমে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করেন তিনি যদি সেশন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত লইতে ও সেশন আদালতের বিচারার্থে ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ করিতে সক্ষম হন তবে আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র অন্য মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ না করিয়া ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী নির্ণয় না করিয়া সেশন আদালতের বিচারার্থে তাহাকে সমর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

[মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।]

৪৭ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ওজিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটেরা আপনং অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আপনি তাহার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন কিম্বা তদন্ত লইয়া বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আপনার অধীন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের তদন্ত লইয়া বিচার করিবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার উপর যে সবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের আপীল শুনিবার ক্ষমতা থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাঁহার নিকট হইতে ফৌজদারী কোন আপীল উঠাইয়া লইতে পারিবেন, এবং আপনার অধীন যে মাজিষ্ট্রেটের উপযুক্ত ক্ষমতা থাকে তাঁহার প্রতি ফৌজদারী আপীল অর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

[জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতার কথা।]

৪৮ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন মাজিষ্ট্রেটেরা জিলার খণ্ডের অধ্যক্ষ-

তাভার প্রাপ্ত হইলে বা না হইলেও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহারদের নিকট হইতে বিশেষ প্রকারের যে মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া বিহিত বোধ করেন তাহা উঠাইয়া লন কিম্বা বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহার প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন ইতি।

[জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেন স্থান লক্ষ করিয়া কার্য্য বিলি করিয়া দেন তাঁহার প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের এই ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।]

৪৯ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা পাইলে বিশেষ সীমার অন্তর্গত স্থানে যে নালিশ উত্থিত হয় আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে তাহাই গ্রাহ্য করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ও সময়ে২ সেই আজ্ঞা মন্তান্তর করিতে পারিবেন। পরন্তু উক্ত প্রকারের কোন মাজিষ্ট্রেট যে অপরাধের বিচার করিতে কিম্বা যে অপরাধ হেতুক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন তিনি সেই অপরাধের নালিশ গ্রহণ করিবার অনুমতি পাইবেন না ইতি।

অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

[মাজিষ্ট্রেটেরা একত্র বসিলে তাঁহারদের প্রতি বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিবার ক্ষমতার কথা।]

৫০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কোন দুই কি তদধিক জন মাজিষ্ট্রেটকে বিচার কার্য্যে একত্র বসিবার আদেশ করিতে পারিবেন ও অধিবিষ্ট সেই মাজিষ্ট্রেটদিগকে প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও যে সীমার মধ্যগত স্থানে তাঁহারদের দ্বারা যে মোকদ্দমা বা যেং প্রকারের মোকদ্দমা বিচার হওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাঁহারদিগকে সেই সীমার মধ্যে সেইং মোকদ্দমার বিচার করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

[বিশেষ আদেশ না থাকিলে অধিবিষ্ট সেই মাজিষ্ট্রেটেরা যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৫১ ধারা। অধিবিষ্ট তদ্রূপ মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতার বিষয়ে কোন বিশেষ আদেশ না থাকিলে যাঁহারা তদ্রূপে উপবিষ্ট হইয়া কার্য্যে প্রবর্ত্ত হন তাঁহারদের অন্যতর ব্যক্তি উচ্চতর যে শ্রেণীভুক্ত হন তাঁহারা একত্র সেই শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

[অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রণয়ন করিবার কথা।]

৫২ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সাধারণ আজ্ঞার বশে আপন জিলার মধ্যে অধিবিষ্ট তদ্রূপ মাজিষ্ট্রেটদের কার্য্যপদ্ধতির বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

কিন্তু সেই বিধি এই আইনের বিধানের অসঙ্গত না হয়। তন্মধ্যে এইং বিষয়ের বিধান থাকিবে,

যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইবে তাহা।

অধিবেশনের সময় ও স্থান।

বিচার কার্য্য চালাইবার জন্যে কে২ অধিবিষ্ট হইবেন।

অধিবিষ্ট মাজিস্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে যেরূপে তাঁহারদের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবে ইতি।

[৫২ ধারামতে যে বিধি প্রণীত হয় জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের তাহা মতান্তর কি অন্যথা করিবার ক্ষমতার কথা।]

৫৩ ধারা। ইহার পুর্ব্ব ধারামতে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব আপনি, কিম্বা তাঁহার পুর্ব্ব ঐ পদধারি সাহেব যে বিধি করিলেন পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞার বশে তিনি সময়ে সময়ে সেই বিধি মতান্তর কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন ইতি।

ক্ষমতা থাকনের ও পরিবর্ত্তন হওয়ার কথা।

[ক্ষমতা মতান্তর কি রহিত হইতে পারিবার কথা।]

৫৪ ধারা। এই আইনক্রমে কিম্বা এই আইনে অন্য যে আইন রহিত করা গেল সেই আইনক্রমে কোন ব্যক্তির প্রতি যে যে ক্ষমতা প্রদান করা যায় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তন্মধ্যে কোন ক্ষমতা মতান্তর কি রহিত করিতে পারিবেন ইতি।

[জিলার মাজিস্ট্রেটের পদ শূন্য হইলে যে ব্যক্তি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই পদে থাকেন তাঁহার ক্ষমতার কথা।]

৫৫ ধারা। জিলার মাজিস্ট্রেটের পদ শূন্য হওয়াপ্রযুক্ত যে কর্ম্মকারক কিয়ৎকালের নিমিত্ত ঐ জিলার ফৌজদারী ব্যাপার সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণের প্রধান পদ প্রাপ্ত হন তিনি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় জিলার মাজিস্ট্রেটের সাধারণ সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন ও তাঁহার কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

[কর্ম্মকারকেরা স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তাঁহারদের ক্ষমতা প্রবল থাকিবার কথা।]

৫৬ ধারা। কোন ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের কর্ম্ম সংক্রান্ত কোন পদ পাইয়া কোন জিলার মধ্যে এই আইনক্রমে কিম্বা এই আইনে অন্য যে আইন রহিত করা গেল সেই আইনক্রমে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে যদি অন্য জিলায় তত্তুল্য প্রকারের সমান কি উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে তিনি যে জিলায় প্রেরিত হইয়াছেন সেই জিলায় সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে থাকিবেন ইতি।

৫ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের কথা।

[রাজকীয় অভিযোক্তার নিয়োগের কথা।]

৫৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিহিত বোধ করিলে রাজকীয় অভিযোক্তা নামে কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

[বিশেষ মোকদ্দমার নিমিত্ত কিম্বা সাধারণমতে ঐ নিয়োগ হইবার কথা।]

৫৮ ধারা। রাজকীয় অভিযোক্তা বিশেষ কোন মোকদ্দমার নিমিত্ত কিম্বা বিশেষ প্রকারের মোকদ্দমার নিমিত্ত কিম্বা কোন প্রদেশের সমুদয় কি কোন অংশের সকল মোকদ্দমার নিমিত্ত নিযুক্ত হইতে পারিবেন ইতি।

[আদালতের অনুমতি না হইলে সাধারণ ব্যক্তিদের অভিযোক্তাস্বরূপ কর্ম্ম না করিবার কি কৌন্সেল নিযুক্ত না করিবার কথা।]

৫৯ ধারা। কোন আদালত মোকদ্দমার তদন্ত লইলে কি বিচার করিলে কোন ব্যক্তিকে অভিযোক্তাস্বরূপ মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্রূপ অনুমতি না পাইলে কোন ব্যক্তির সেই কার্য্য করিবার অধিকার নাই। কোন ব্যক্তি অভিযোগ করিবার অনুমতি পাইলে আপনি কিম্বা কৌনসেলের দ্বারা অভিযোগ চালাইতে পারিবেন ইতি।

[যে২ মোকদ্দমা চালাইবার ভার প্রাপ্ত হন সেই২ মোকদ্দমায় সকল আদালতে তাঁহার সওয়াল জওয়াব করিতে পারিবার কথা।]

৬০ ধারা। যে আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি সমর্পিত মোকদ্দমার তদন্ত লওয়া যায় কি বিচার কি আপীল হয় তিনি লিখিত অনুমতিপত্র বিনা সেই আদালতে উপস্থিত হইয়া সওয়াল জওয়াব করিতে পারিবেন।

(সাধারণ ব্যক্তির বারিষ্টর প্রভৃতি তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা।)

ও তাঁহার প্রতি সমর্পিত কোন মোকদ্দমায় যদি সাধারণ কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির অভিযোগ করিবার নিমিত্ত কোন বারিষ্টরকে কি টর্ণিকে কি প্লীডরকে কি উকিলকে আদেশ করেন, তবে মোকদ্দমা চালাইবার ভার রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি বর্ত্তিবে, উক্ত অন্য ব্যক্তিরা তাঁহার আজ্ঞাধীনে কর্ম্ম করিবেন ইতি।

[রাজকীয় অভিযোক্তা অভিযোগ উঠাইয়া দিলে তাহার ফলের কথা।]

৬১ ধারা। রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি যে মোকদ্দমা চালাইবার ভার থাকে সেই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির নামে যে অভিযোগ হয় তিনি আদালতের অনুমতি লইয়া সেই অভিযোগ উঠাইয়া দিতে পারিবেন। মোকদ্দমার তদন্ত লইবার সময়ে তাহা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। বিচার হইবার সময়ে তাহা করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিৰ্দ্দোষ করা যাইবে ইতি।

[রাজকীয় অভিযোক্তা যে মোকদ্দমা চালান সেই মোকদ্দমার আপীল হইলে তাঁহাকে নোটিস দিবার কথা।]

৬২ ধারা। কোন মোকদ্দমায় রাজকীয় অভিযোক্তা কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিলে এবং তাহাকে অপরাধি নির্ণয় করা গেলে যদি সেই মোকদ্দমায় আপীল উপস্থিত করা যায়, তবে আপীল আদালত রাজকীয় সেই অভিযোক্তাকে আপীলের নোটিস ও আপীলের হেতুপত্রের নকল দিবেন আর সেই আপীল যে সময়ে ও যে স্থানে শুনা যাইবে তাঁহাকে সময় থাকিতে সেই বিষয়েরও নোটিস দিবেন ইতি।

৬ অধ্যায়।

তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা।

[অপরাধের তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা।]

৬৩ ধারা। অপরাধ যে জিলায় করা গেল সেই জিলায় তাহার তদন্ত লওয়া যাইবে ও মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার হইলে সেই জিলায় তাহার বিচার হইবে। যদি সেশন আদালতে বিচার হয়, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট যে সেশন আদালতে সমর্পণ করিয়া থাকেন সেই সেশন আদালতে বিচার হইবে।

মাজিষ্ট্রেটেরা যে জিলায় নিযুক্ত হন তাহা সেশনের যে এলাকায় থাকে সাধারণ্যে তাঁহারা সেই এলাকার সেশন আদালতে মোকদ্দমা সমর্পণ করিবেন। কিন্তু কোন মোকদ্দমা কিম্বা বিশেষ প্রকারের কোন মোকদ্দমা যে কোন জিলায় করা যাউক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেশনের কোন এলাকায় তাহার বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—স্থানীয় ও বিশেষ আইন দ্বারা যে অপরাধ উত্থিত হয় ঐ ঐ আইনের কিম্বা এই আইনের বিধানমতে যে স্থানে তাহার তদন্ত ও বিচার করা যাইতে পারে সেই স্থানে তাহার তদন্ত ও বিচার করা যাইবে ইতি।

[যে জিলায় অপরাধ হইল তদ্ভিন্ন কোন জিলায় মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে
কিম্বা তাহার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে হাই
কোর্টের ক্ষমতার কথা।]

৬৪ ধারা। ফৌজদারী কোন বিশেষ মোকদ্দমা কি আপীল কিম্বা বিশেষ প্রকারের কোন মোকদ্দমা কি আপীল হাই কোর্টের অধীন এক ফৌজদারী আদালত হইতে উঠাইয়া তৎতুল্য কি অধিক বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট অন্য ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করা গেলে ন্যায় বিচারের সপক্ষতা হয় কিম্বা উভয় পক্ষের কি সাক্ষিদের পক্ষে সাধারণমতে স্বচ্ছন্দতা হয় হাই কোর্টের এমত অনুভব হইলে ঐ মোকদ্দমা তথায় প্রেরণ হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন,

অথবা অপরাধ যে জিলায় কি জিলার যে খণ্ডে করা যায় তদ্ভিন্ন কোন জিলায় কি জিলার খণ্ডে তাহার তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার, কিম্বা নিজ হাই কোর্টে তাহার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন হাই কোর্ট যদি অন্য কোন আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া আপনার সম্মুখে বিচার হইবার নিমিত্ত আনেন, তবে তদ্রূপে উঠাইয়া না লওয়া গেলে ঐ কোর্ট যে প্রণালীমতে কার্য্য করিতেন সেই প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

পরন্তু ইহার পূর্ব্ব ধারামতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে আজ্ঞা প্রচার করেন এই ধারামত কোন আজ্ঞা তাহার বিপক্ষ ভাবাপন্ন না হয় ইতি।

[যে জিলায় ক্রিয়া করা যায় ও যে জিলায় ক্রিয়ার ফল প্রকাশ হয়
ইহার একতর জিলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার
হইতে পারিবার কথা।]

৬৫ ধারা। কোন কার্য্য করণ প্রযুক্ত কিম্বা কোন কার্য্য করিবার ত্রুটি হওন প্রযুক্ত ও তাহার যে ফল হইল তৎপ্রযুক্ত কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে যে জিলায় উক্ত কার্য্য করা গেল বা করিবার ত্রুটি হইল বা যে জিলায় তাহার ফল হইল ইহার অন্যতর জিলায় ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে ও বিচার হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বর্দ্ধমান জিলায় আনন্দের আঘাত হইলে নদীয়া জিলায় তাহার মৃত্যু হয়। আনন্দকে অপরাধঘটিত হত্যাকরণ অপরাধের তদন্ত ও বিচার বর্দ্ধমান জিলায় কিম্বা নদীয়া জিলায় হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ বর্দ্ধমান জিলায় আঘাতী হইয়া চিকিৎসা করাইবার জন্যে নদীয়া জিলায় গেলেন সেই জিলায় বিশদিনপর্য্যন্ত আপনার সাংসারিক কর্ম্ম চালাইতে পারিলেন না। আনন্দকে গুরুতর পীড়া দেওনাপরাধের তদন্ত ও বিচার, হয় বর্দ্ধমান, না হয় নদীয়া জিলায় হইতে পারিবে।

(গ) কোন ব্যক্তি বর্দ্ধমান জিলায় আনন্দের হিংসা করিবার ভয় দর্শাইলে নদীয়া জিলায় সেই ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি দিবার প্রবৃত্তি হইল। আনন্দকে ভয় দর্শাইয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণাপরাধের তদন্ত ও বিচার, হয় বর্দ্ধমান, না হয় নদীয়া জিলায় হইতে পারিবে।

[অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকাপ্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা।]

৬৬ ধারা। অপরাধসূচক কোন ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকাপ্রযুক্ত অন্য ক্রিয়া অপরাধ হইলে প্রথমোক্ত অপরাধ যে জিলায় করা গেল সেই জিলায় অথবা ঐ অপরাধের সহিত পূর্ব্বোক্তমতে সম্বন্ধযুক্ত ক্রিয়া যে জিলায় করা গেল সেই জিলায় ঐ অপরাধের অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) সাহায্যতা করণের অভিযোগ হইলে যে জিলায় সহায়তা করা গেল সেই জিলায় কিম্বা যে অপরাধের সহায়তা করা যায় তাহা যে জিলায় করা গেল সেই জিলায়, ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(খ) চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কি রাখিবার অভিযোগ হইলে যে জিলায় দ্রব্য চুরী করা গেল কিম্বা উক্ত দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য কোন সময়ে যে জিলায় কুটিলভাবে গ্রহণ করা কি রাখা গেল সেই জিলায় ঐ অভিযোগের বিচার ও তদন্ত হইতে পারিবে।

(গ) মনুষ্য চুরী হইয়াছে জানা গেলে সেই মনুষ্যকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগ হইলে যে জিলায় তাহাকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখা গেল কিম্বা যে জিলায় চুরি করা গেল ইহার মধ্যে কোন জিলায় সেই অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(ঘ) আনন্দ বলরাম চন্দ্রপ্রভৃতি কএক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত যুদ্ধ করিবার সহায়তা করে। তাহারদের মূল কল্পনামতে ও সাধারণ উদ্দেশ্য লক্ষ করিয়া তাহারদের কোন এক জন যে কোন জিলায় কোন একটি কার্য্য করে সেই জিলায় তাহারদের কোন ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবে।

[তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা। অপরাধ যে স্থানে করা গেল তাহা নিশ্চয় না হইলে।]

৬৭ ধারা। অনেক জিলার মধ্যে কোন জিলায় অপরাধ করা গেল ইহা নিশ্চয় না হইলে,

(কিম্বা কেবল এক জিলায় না করা গেলে।)

কিম্বা অপরাধের এক অংশ এক জিলায় অন্য অংশ অন্য জিলায় করা গেলে,

(কিম্বা অপরাধ নিয়ত করা গেলে।)

কিম্বা অপরাধ ক্রমিক হইলে ও দুই কি তদধিক জিলায় করা গিয়া থাকিলে,

(কিম্বা অনেক কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে।)

কিম্বা ভিন্ন২ জিলায় কৃত নানা ক্রিয়া লইয়া অপরাধ হইলে,
উক্ত অন্যতর জিলায় ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) স্থলপথে কি জলপথে যাত্রাকরণ সময়ে কোন অপরাধ করা গেলে অপরাধী যে কোন জিলার মধ্য দিয়া গেল, কিম্বা যে ব্যক্তির কি যে দ্রব্যের পক্ষে ঐ অপরাধ করা যায় সেই ব্যক্তির যাত্রাকালে কি সেই দ্রব্য চালান সময়ে যে কোন জিলা দিয়া যায় তাহার অন্যতর জিলায় ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

(খ) দুই জিলার সীমান্ত স্থানের নিকট অপরাধ করা গেলে তাহার একতর জিলায় ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

(গ) কোন ব্যক্তির নামে ঠগ হইবার কিম্বা দস্যুদের দলভুক্ত হইবার অভিযোগ হইলে অভিযোগ হওনসময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে জিলায় থাকে সেই জিলায় সেই অভিযোগের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

(ঘ) কোন ব্যক্তিই নামে কারাগার হইতে পলায়ন করিবার অভিযোগ হইলে ঐ অভিযোগ হওন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে জিলায় থাকে সেই জিলায় ঐ অভিযোগের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

(ঙ) অপরাধভাবে দ্রব্য লইয়া অবিহিত ব্যবহার করণের কিম্বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের অভিযোগ হইলে, যে দ্রব্য লইয়া ঐ অপরাধ হয় তাহা যে জিলায় পাওয়া গেল কিম্বা যে জিলায় বা যে২ জিলায় ঐ সমুদয় দ্রব্য কি তাহার একাংশ লইয়া অবিহিত ব্যবহার হইল কিম্বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধের সমুদয় কি একাংশ যে জিলায় বা যে২ জিলায় করা গেল তাহার কোন এক জিলায় ঐ অভিযোগের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

(চ) আনন্দ বর্দ্ধমান জিলায় বলরামের মহিষ চুরি করিয়া আপনি কিম্বা কর্ম্মকারকদের দ্বারা বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলা দিয়া কটকে লইয়া যায়। এই অপরাধ ক্রমিক অপরাধ, ও বর্দ্ধমান কি বাঁকুড়া কি মেদিনীপুর কি কটক ইহার মধ্যে কোন জিলায় আনন্দের বিচার হইতে পারিবে।

[ঠগ হইয়া হত্যাকরণের কি দস্যুতার কি হত্যাসহিত দস্যুতার কথা।]

৬৮ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে ঠগ হইয়া হত্যা করিবার কি দস্যুতা করিবার কিম্বা হত্যাসহিত দস্যুতা করিবার অভিযোগ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সময়ে ধৃত হয় সেই সময়ে যে জিলায় থাকে কিম্বা এই আইনের কিম্বা ঐ অপরাধের বিচার বিষয়ক অন্য কোন আইনের বিধানমতে অন্য যে জিলায় তাহার বিচার হইতে পারে সেই জিলায় তাহার সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে ইতি।

[কোন জিলায় তদন্ত লওয়া যাইবে ইহার সন্দেহ হইলে হাই কোর্টের দ্বারা তাহা নির্ণয় হইবার কথা।]

৬৯ ধারা। কোন্ জিলায় অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে ইহার সন্দেহ হইলে যে হাইকোর্টের বিচারাধীন স্থানে অপরাধিকে ধরা যায় সেই হাই কোর্ট উক্ত কথা নির্ণয় করিবেন ইতি।

[কোন্ জিলায় তদন্ত লওয়া যাইবে ইহার সন্দেহ হইলে হাই কোর্টের দ্বারা তাহা নির্ণয় হইবার কথা।]

৬৯ ধারা। কোন্ জিলায় অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে ইহার সন্দেহ হইলে যে হাই কোর্টের বিচারাধীন স্থানে অপরাধিকে ধরা যায় সেই হাই কোর্ট উক্ত কথা নির্ণয় করি বেন ইতি।

[অনুপযুক্ত জিলায় অনুসন্ধান কি তদন্ত লওয়া গেলে কি বিচার হইলে দণ্ডাজ্ঞা পক্ষে তাহার ফলের কথা।]

৭০ ধারা। অনুসন্ধান কি তদন্ত লওনের কার্য্য কি বিচার অথবা জিলার কি সেশন এলাকায় হইলেও কেবল সেই কারণে কোন ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু সেই ভ্রমহেতুক উত্তর দেওন পক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির কি অভিযোগ করণপক্ষে অভিযোক্তার বিঘ্ন হইয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা হইতে পারিবে ইতি।

৭ অধ্যায়।

ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের অপরাধের বিচারাধিপত্যের কথা।

[ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার কথা।]

৭১ ধারা। এই আইনের মধ্যে 'ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা' শব্দে ইঁহারদিগকে বুঝাইবে।

(১) গ্রেট ব্রিটন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যে কিম্বা শ্রীমতী মহারাণী ইউরোপীয় কি আমেরিকীয় কি অষ্ট্রেলীয় উপনিবেশে কি অধিকৃত দেশে কিম্বা নিউজীলণ্ড উপনিবেশে কি কেপ অফ গুড হোপ কি নেটাল উপনিবেশে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে প্রজাদের জন্ম হয় কিম্বা যাঁহারা প্রজারদের তুল্যাধিকার প্রাপ্ত হন কিম্বা তৎ২ স্থানে চিরবাসী হন তাঁহারা।

(২) তাঁহারদের ঔরস পুত্র কন্যা ও পৌত্র ও পৌত্রী ও দোহিত্র ও দোহিত্রী ইতি।

[ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজারা অপরাধ করিলে যে কার্য্যকারকেরা সেই অপরাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন তদ্বিষয়ের কথা।]

৭২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কি শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস কি সেশন জজ আপনি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা না হইলে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার নামে নালিশের তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে সক্ষম হইবেন না।

কোন মাজিষ্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস না হইলে তাঁহারও সেই ক্ষমতা থাকিবে না।

শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট না হইলে তাঁহারও সেই ক্ষমতা থাকিবে না ইতি।

[নালিশ শ্রবণ করিয়া পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা যাঁহার থাকিবে তাঁহার কথা।]

৭৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে নালিশ গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে তিনি

অন্য ব্যক্তিদের নামে যদ্রূপ নালিশ গ্রাহ্য করিতে সক্ষম হন ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের নামেও তদ্রূপ নালিশ গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার নামে অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে যদি তাঁহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রচার করেন, তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইয়া বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন ঐ পরওয়ানামতে তাঁহারই সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করিবার বিধান করিতে হইবে ইতি।

[প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা ও শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস হইলে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজারদের নামে নালিশের অনুসন্ধান লইতে পারিবার কথা।]

৭৪ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার নামে অপরাধের নালিশ হইলে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট তাহার তদন্ত লইতে পারিবেন।

[ঐ মাজিষ্ট্রেট যে স্থলে বিচার করিতে পারেন ও তাঁহার বিচারাধিপত্য যত দূর ব্যাপ্ত হয় তাহার কথা।]

যে অপরাধের নালিশ হয় তাহা মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইলে ও সেই মাজিষ্ট্রেট ঐ অপরাধের সমুচিত দণ্ড করিতে সক্ষম আছেন জ্ঞান করিলে, তিনি অপরাধের ভাব বিবেচনায় এই আইনের পশ্চাদ্ভাগের নির্দ্দিষ্ট বিধানানুসারে কার্য্য করিবেন। ও সেই ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার অপরাধ নির্ণয় হইলে আইন অনুযায়ি তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[যে স্থলে সেশন আদালতে সমর্পণ করিবেন তাহার কথা।]

৭৫ ধারা। যে অপরাধের নালিশ হয় উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড করিবার ক্ষমতা নাই ও সেই অপরাধ প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয় তাঁহার এমত বিবেচনা হইয়া যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা উচিত বোধ করেন, তবে তাহাকে সেশন আদালতে সমর্পণ করিবেন।

[যে স্থল হাই কোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।]

যে অপরাধের নালিশ হয় তাহা প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে ইতি।

[সেশন আদালতের বিচারাধিপত্যের কথা।]

৭৬ ধারা। সেশন জজ সাহেবেরা কিম্বা আডিশ্যনল সেশন জজ সাহেবেরা এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে যে আসিষ্টাণ্ট সেশন জজেরা ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হন ও তিন বৎসরের অন্যূন কাল আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ হন তাঁহারা আইন অনুসারে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার এক বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কিম্বা ঐ উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[সেশন জজ আপনার ক্ষমতা ন্যূন জ্ঞান করিলে সেই স্থলের কথা।]

উক্ত প্রকারের দণ্ডাজ্ঞাদ্বারা ঐ অপরাধের সমুচিত দণ্ড হয় না, মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে সেশন জজ সাহেবের এমত জ্ঞান থাকিলে তিনি আপনার সেই অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া হাই কোর্টে মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন। এবং সেশন জজ সাহেব আপনি বাদির ও সাক্ষিদের স্থানে হাই কোর্টে উপস্থিত হইবার নির্ব্বন্ধপত্র লইতে পারিবেন কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করিলেন তাঁহাকে তদ্রূপ পত্র লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

[সেশন জজ ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা না হইলে
কার্য্যপ্রণালীর কথা।]

৭৭ ধারা। যে সেশন এলাকার মধ্যে সাধারণ্যে ঐ অপরাধের বিচার হইতে পারে যদি সেই এলাকার সেশন জজ ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা না হন, তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন তিনি হাই কোর্টের আজ্ঞার জন্যে ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন ইতি।

[সেশন আদালতের দ্বারা বিচার হইবার বিধানের কথা]

৭৮ ধারা। সেশন আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের বিচার কার্য্য ১৯ অধ্যায়ের বিধানমতে চলিবে।

আসেসরদের সহকারিতাক্রমে বিচার হইলে তাঁহারদের অর্দ্ধ সংখ্যার অন্যূন ব্যক্তি ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে তাঁহারদের অর্দ্ধ সংখ্যার অন্যূন ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হইবেন ইতি।

[মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয়
হইলে তাঁহার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।]

৭৯ ধারা। উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কোন ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ব্যক্তি সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবেন ইতি।

[সেশন আদালত কর্ত্তৃক অপরাধ নির্ণয় হইলে আপীলের কথা]

৮০ ধারা। কোন সেশন আদালত কর্ত্তৃক ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ব্যক্তি হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবেন ইতি।

[ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাকে আটক করিয়া রাখা গেলে আপনাকে
উপস্থিত করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকারের কথা।]

৮১ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় কোন প্রজাকে অন্য কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক বদ্ধ করিয়া রাখা গেলে ও তিনি আপনার সেই বদ্ধ করিয়া রাখণ অন্যায় জ্ঞান করিলে যে স্থানে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা গেল সেই স্থানে কোন অপরাধ করিলে তাঁহার উপর যে হাই কোর্টের বিচারাধিপত্য থাকিত কিম্বা তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়সূচক আজ্ঞার উপর তিনি যে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিতেন সেই হাই কোর্টের নিকট এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে আমাকে যে ব্যক্তি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহার নিকট উক্ত হাই কোর্টে এই আজ্ঞা হয় যে আমার বিষয় উক্ত কোর্ট যে আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার অপেক্ষায় থাকিবার জন্যে আমাকে সেই হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায়। হাই কোর্ট বিহিত বোধ করিলে ঐ আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে আফিডেবিটক্রমে কি প্রকারান্তরে

(তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।)

সেই আজ্ঞা প্রর্থানা করিবার কারণের অনুসন্ধান লইয়া সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। অথবা প্রথমেই সেই আজ্ঞা দিতে পারিবেন। পরে সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে আবশ্যকমতে তদন্ত লইয়া সেই বিষয়ের অন্য যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

যে২ দেশে হাই কোর্টের বিচারাধিপত্য থাকে সেই২ দেশে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব অন্য যে স্থানের অনুমতি দেন সেই সকল স্থানে হাই কোর্টের সেই প্রকার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা থাকিবে ইতি।

[হাই কোর্টের রিট অর্থাৎ পরওয়ানা দিবার ক্ষমতার কথা।]

৮২ ধারা। হাই কোর্ট কিম্বা সেই হাই কোর্টের কোন জজ রাজধানী সমূহের বহির্ভূত কোন স্থানে হেবিয়াস করপস (অর্থাৎ ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার) কিম্বা মাণ্ডপ্রিজ (অর্থাৎ ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার জামিন লইয়া অন্যের প্রতি সমর্পণ করিবার) কিম্বা ডি হমিনি রেপ্লিজিয়াণ্ডো (অর্থাৎ বিচারার্থে ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার) রিট কিম্বা তদনুরূপ অন্য রিট কি পরওয়ানা প্রচার করিতে পারিবেন না ইতি।

[কোন ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাস্বরূপ কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৩ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার ন্যায় কোন ব্যক্তিকে লইয়া কার্য্য হয় তাঁহার এমত দাওয়া হইলে তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করা যায় তাঁহাকে তিনি সেই দাওয়ার হেতু জানাইবেন। তাহা হইলে তিনি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা কি না, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার উক্ত কথামতে ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। সেই ব্যক্তি ঐ নিষ্পত্তিতে সন্তুষ্ট না হইলে সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহার প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা নহেন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই নিষ্পত্তি হইলে তাঁহার বিচারকার্য্য চলিবে কিন্তু সেই নিষ্পত্তিটি আপীল করিবার অন্যতর হেতু হইবে ইতি।

[উক্ত অবস্থার দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেল জ্ঞান হওয়ার কথা।]

৮৪ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার বিচার হয় কিম্বা তাহাকে সমর্পণ করা যায়, ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার ন্যায় তাহার পক্ষে কার্য্য হয় ঐ ব্যক্তি তাঁহারই নিকট ইহার দাওয়া না করিলে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাস্বরূপ আপনার সেই বিশেষ ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছেন, এমত জ্ঞান হইবে।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা গেলে সে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত বোধ করিলে সে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা তাঁহার কর্ত্তব্য ইতি।

[ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা না হইয়া এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে তাহার কথা।]

৮৫ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা নহে তাহাকে লইয়া ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার ন্যায় কার্য্য হইলেও যদি সে আপত্তি না করে, তবে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সিদ্ধ হইবে ইতি।

[হাই কোর্টের কার্য্যপ্রণালীর কথা।]

৮৬ ধারা। এই আইনঅনুসারে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রবল থাকে তদনুসারে রাজধানীর বহির্ভূত স্থানের মাজিষ্ট্রেটদের আনুষ্ঠানিক কার্য্য লইয়া হাই কোর্টের তদ্রূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে রাজধানীর বহির্ভূত স্থানে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের নামে যে কার্য্যের আনুষ্ঠান হয় ঐ হাই কোর্ট সেই কার্য্য লইয়া তদ্রূপই করিবেন। ইঙ্গলণ্ডের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের আনুষ্ঠানিক কার্য্য লইয়া ইঙ্গলণ্ডের আইনঅনুসারে ইঙ্গলণ্ডের উপরিস্থ আদালত যদ্রূপ কার্য্য করেন তদ্রূপে করিবেন না।

অন্য ব্যক্তিদের বিপক্ষে তদন্ত লওনের ও অভিযোগের বিষয়ে সেশন আদালতের যে ক্ষমতা আছে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের বিপক্ষে তদন্ত লওনের ও অভিযোগের বিষয়ে হাই কোর্টের সেই ক্ষমতা থাকিবে ইতি।

[ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের বিপক্ষে এই আইনমতে কার্য্যানুষ্ঠান হইবার কথা।]

৮৭ ধারা। যে সকল মাজিষ্ট্রেট ও সেশন আদালত এই অধ্যায়মতে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের বিপক্ষে কার্য্যানুষ্ঠান করেন তাঁহারা এই আইনের বিধানমতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসবিষয়ক ইঙ্গলণ্ডীয় আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন না। এবং এই আইনের যে সকল বিধান এই অধ্যায়ের বিধানের সহিত অসঙ্গত না হয় উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রতি সেই সকল বিধান বর্ত্তিবে ইতি।

[বদ্ধ করিবার স্থানের কথা।]

৮৮ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ কি সাধারণ যে স্থান নিরূপণ করেন তাঁহারদিগকে সেই স্থানে বদ্ধ করা যাইবে ইতি।

তৃতীয় খণ্ড।

পোলীসের বিধি।

৮ অধ্যায়।

যেং অপরাধের সন্ধান পোলীসকে দিতে হইবে তদ্বিষয়ের ও সাধারণ লোকদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

[কোনং অপরাধের সন্ধান সকল লোকের দিতে হইবার কথা।]

৮৯ ধারা। কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১২১, ১২১ক, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৪ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ও ৪৬০ ধারামতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ হইবার কথা জানিতে পাইলে পোলীসের যে কর্ম্মকারক নিকট থাকেন তাঁহাকে কি মাজিষ্ট্রেটকে জানাইবেন। যদি না জানাইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে, তবে সেই কারণের প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

[ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির কোনং বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবার কথা।]

৯০ ধারা। প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডল কি গ্রামের চৌকীদার কি ভূমি অধিকারী কি দখিলকার কিম্বা সেই অধিকারির কি দখিলকারের গোমাশতা, এবং গবর্ণমেন্টের কি কোর্ট ওয়ার্ডসের পক্ষে এদেশীয় যে প্রত্যেক আমলা ভূমির রাজস্ব কি খাজানা আদায় করিবার কার্য্যে নিযুক্ত হন তিনি নিম্নলিখিত কোন বিষয়ের কোন সন্ধান জানিতে পাইলে যে মাজিষ্ট্রেট

কিম্বা পোলীস থানার প্রধান যে কর্ম্মকারক নিকট থাকেন তাঁহাকে অগৌণে তাঁহার সেই সন্ধান জানাইতে হইবে।

(ক) তিনি যে গ্রামের মণ্ডল কি চৌকীদার হন কিম্বা যে গ্রামের মধ্যে ভূমির অধিকারী কি দখিলকার হন, কিম্বা বিষ বিশেষে যে গ্রামের রাজস্ব কি খাজানা আদায় করেন, সেই গ্রামের মধ্যে চোরা দ্রব্য গ্রাহক কি বিক্রেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির বাস করিবার কথা।

(খ) যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ঠগ কি দস্যু বলিয়া জানা আছে কিম্বা যাহার বিষয়ে যুক্তিমতে এমত সংশয় থাকে সেই ব্যক্তির নিত্য সেই গ্রামের সীমার অন্তর্গত কোন স্থানে আসিবার কথা।

(গ) সহমরণ প্রভৃতি যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারে, উক্ত গ্রামে কি তাহার নিকটে সেই অপরাধ হওনের কি হওনাভিপ্রায়ের কথা।

(ঘ) কোন ব্যক্তির অকস্মাৎ কি অপঘাত মৃত্যুর কথা ইতি।

[কোন২ স্থলে সকল লোকের মাজিষ্ট্রেটের ও পোলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা।]

৯১ ধারা। শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থে, কিম্বা দাঙ্গা কি হঙ্গামা রহিত করণার্থে, কিম্বা মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কর্ম্মকারক যাহাকে ধরিতে সক্ষম হন, এমত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্মকারক যে কোন ব্যক্তির সাহায্য চাহেন তাঁহার সাহায্য করিতেই হইবে ইতি।

৯ অধ্যায়।

ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি।

[যে স্থলে পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন তাহার কথা।]

৯২ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক পশ্চাৎ লিখিত কোন স্থলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা এবং ওয়ারন্ট না পাইয়াও ব্যক্তিকে ধরিতে পারিবেন অর্থাৎ,

প্রথম। কোন ব্যক্তি পোলীসের ঐ কর্ম্মকারকের দৃষ্টিগোচরে ধর্ত্তব্য কোন অপরাধ করিলে তাহাকে।

দ্বিতীয়। যুক্তিসিদ্ধমতে যাহার নামে তদ্রূপ কোন অপরাধের নালিশ করা যায়, কিম্বা যাহার প্রতি যুক্তিমতে তদ্রূপ অপরাধে লিপ্ত থাকার সংশয় হইতে পারে তাহাকে।

তৃতীয়। তদ্রূপ কোন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া যাহার পশ্চাৎ২ শোরশার হয় তাহাকে।

চতুর্থ। এই আইন অনুসারে কিম্বা জিলার কি পোলীসের গেজেটে কি জ্ঞাপনপত্রে যাহার নাম ঘোষণা হয় তাহাকে।

পঞ্চম। চোরা দ্রব্য বলিয়া যুক্তিমতে যে দ্রব্যের বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে কোন ব্যক্তির নিকটে এমত দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহাকে।

ষষ্ঠ। পোলীসের কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণসময়ে কোন ব্যক্তি তাহার বাধা জন্মাইলে কিম্বা আইনমত হেফাজত হইতে পলাইলে তাহাকে।

সপ্তম। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টন হইতে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতবর্ষীয় পল্টনহইতে পলাতক বলিয়া যে ব্যক্তির বিষয়ে যুক্তিমত সংশয় থাকে তাহাকে ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তি নাম ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।]

৯৩ ধারা। যে অপরাধ হইলে পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে না পারেন কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ করিয়াছে ইহা জানা গেলে কিম্বা এমত সংশয় থাকিলে, ও সেই ব্যক্তি পোলীসের কর্ম্মকারকের আদেশমতে আপনার নাম ও বাসস্থান জানাইতে স্বীকার না করিলে,

কিম্বা যে নাম ও বাসস্থান জানায় তাহা মিথ্যা জানিবার কারণ থাকিলে,

পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানিবার নিমিত্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন ও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চয়মতে জানা না গেলে তাহাকে বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন। নাম ও বাসস্থান জানা গেলে তাহাকে অগৌণে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

[ভ্রমণকারি ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা।]

৯৪ ধারা। যাহার দিনপাতের স্পষ্ট সঙ্গতি না থাকে, কিম্বা যে ব্যক্তি হৃদ্বোধমতে আপনার বৃত্তান্ত জানাইতে না পারেন।

কিম্বা যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশকারী কি চোর হয়, কিম্বা চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করে।

কিম্বা যাহার প্রসিদ্ধমতে অসৎ জীবিকা।

পোলীস থানার অধ্যক্ষ তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে ঐ থানার এলাকার সীমার মধ্যে গুপ্ত থাকনাবস্থায় পাইলে তিনি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ও ওয়ারন্ট না পাইয়া ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিতে কি করাইতে পারিবেন ইতি।

[কোন২ অপরাধ পোলীসের নিবারণ করিতে হইবার কথা।]

৯৫ ধারা। পোলীসের প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য অপরাধ করা নিবারণ করিবেন ও তাহা নিবারণ করণার্থে হস্তক্ষেপ করিতে করিবেন ইতি।

[ঐ অপরাধ করিবার কল্পনার সম্বাদ পাইলে তাহার কথা।]

৯৬ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক উক্ত কোন অপরাধের কল্পনার কথা অবগত হইলে, তিনি পোলীসের যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকেন তাঁহাকে, ও তদ্রূপ অপরাধ নিবারণের কার্য্যে কিম্বা উক্ত অপরাধ হইলে তাহার অনুসন্ধানের কার্য্যে অন্য যে কর্ম্মকারকের সম্পর্ক থাকে তাঁহাকে, সেই কথা জ্ঞাত করিবেন ইতি।

[ঐ অপরাধ নিবারণার্থে ধৃত করিবার কথা।]

৯৭ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের কল্পনার কথা

অবগত হইলে, যদি সেই কল্পনাকারি ব্যক্তিকে ধৃত না করিলে ঐ অপরাধ নিবারণ হইতে না পারে, তবে ঐ কর্ম্মকারক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ও ওয়ারণ্ট বিনা ঐ কল্পনাকারি ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারিবেন ইতি।

[রাজকীয় সম্পাত্তির হানি করণের কথা।]

৯৮ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারকের দৃষ্টিগোচরে রাজকীয় কোন স্থাবর কি অস্থাবর সম্পাত্তি কোন হানি করিবার উদ্যোগ করা গেলে, ঐ কর্ম্মকারক তাহা নিবারণার্থে।

কিম্বা রাজকীয় কোন ভূমির চিহ্ন, কি বয়া কি নৌকাদির পথ দশাইবার অন্য চিহ্ন স্থানান্তর করা কি তাহার হানি করা নিবারণার্থে, স্বীয় ক্ষমতাক্রমে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন। যে ব্যক্তি তদ্রূপ হানি করে আবশ্যক হইলে পোলীসের কর্ম্মকারক তাহাকে ৯৩ ধারার বিধানমতে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন ইতি।

[পোলীসের কর্ম্মকারক যাহাকে অন্বেষণ করিতেছে সেই ব্যক্তি কোন গৃহে প্রবেশ করিলে ঐ কর্ম্মকারকের তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিবার কথা।]

৯৯ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরা যাইতে পারে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক তাহার অন্বেষণ করিতে গেলে ও সেই ব্যক্তি কোন ঘরে কি অন্য স্থানে প্রবেশ করিয়াছে কি আছে এমত জানিবার হেতু থাকিলে পোলীসের সেই কর্ম্মকারক ঐ গৃহাদিতে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলে, ঐ গৃহ কি স্থান বাসির কি রক্ষকের কর্ত্তব্য যে ঐ কর্ম্মকারককে প্রবেশ করিতে দেন, ও তন্মধ্যে অন্বেষণ করিতে সর্ব্বপ্রকারে যুক্তমত সাহায্য করেন ইতি।

[প্রবেশ করিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

১০০ ধারা। সেই ঘরে কি স্থানে ৯৯ ধারামতে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাওয়া যাইতে না পারিলে ধৃত করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক যাহাকে ধরিতে চেষ্টা করেন তাহার পলায়ন করিতে না পারিবার আবশ্যক উপায় করিয়া উপযুক্ত বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অগৌণে সম্বাদ দিবেন।

কিন্তু ওয়ারণ্ট আনিতে গেলে সেই ব্যক্তির পলায়ন করিবার সুযোগ হয়, ও ওয়ারণ্ট বিনা প্রবেশ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি উপস্থিত নাই এমন স্থলে পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ঐ গৃহে কি স্থানে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে অন্বেষণ করিতে পারিবেন ইতি।

[ধৃতব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে উপস্থিত করিবারকথা।]

১০১ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে ঐ মোকদ্দমায় যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তাঁহার নিকটে কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেন কি পাঠাইবেন ইতি।

[পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার নিমিত্তে আপন অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণ করিলে ইতি কর্ত্তব্যতার কথা।]

১০২ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ আইনমতে যে ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন আপনার অনুপস্থানে সেই ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরিবার জন্যে আপনার অধীন

কোন কর্ম্মকারককে আজ্ঞা করিলে, তাঁহাকে আজ্ঞাপত্র দিবেন। যে অপরাধের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে আজ্ঞাপত্রে এইং কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

এই ধারামতে যে আজ্ঞাপত্র দেওয়া যায় তাহার প্রতি ৯১ ধারার ১৭৬ অবধি ১৮২ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারার বিধান বর্ত্তিবে ইতি।

[অপরাধিকে ধরিবার জন্যে পোলীসের অন্য থানার অধীন স্থানে যাইবার কথা।]

১০৩ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্ত সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ২ পোলীসের অন্য কর্ম্মকারকের অধীন স্থানে যাইতে পারিবেন। আপনি যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন হন সেই অন্য কর্ম্মকারক তাঁহারই অধীন হইলে বা অন্য জিলার মাজিষ্ট্রেটের অধীন হইলেও ও সেই স্থান একিপ্রদেশের অন্তর্গত হইলে বা না হইলেও যাইতে পারিবেন ইতি।

[অপরাধিরা আদালতে আইলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা।]

১০৪ ধারা। কোন ব্যক্তি অভিযোগহেতুক ধৃত না হইয়া কি সমন না পাইয়া ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইলে, এবং প্রমাণক্রমে সে কোন অপরাধ করিয়াছে দৃষ্ট হইলে, আদালত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং অভিযোগমতে ধৃত কিম্বা সমন হওয়ার ন্যায় তাহার বিপক্ষ কার্য্য হইতে পারিবে।

১৫ অধ্যায়মতে তদন্ত লইবার সময়ে কিম্বা বিচার আরম্ভ হইলে পর যদি সেই ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যায়, তবে সেই ব্যক্তিসম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য নূতন আরম্ভ হইবে ও সাক্ষিদের কথা পুনশ্চ শুনা যাইবে ইতি।

সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা ধৃত হওয়ার কথা।

[সাধারণ ব্যক্তিরদ্বারা ধৃত হওয়ার কথা।]

১০৫ ধারা। ধর্ত্তব্য যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারে কোন সাধারণ ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিগোচরে কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অপরাধ করিতে দেখিলে তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিবেন ইতি।

[ব্রিটনীয় জাহাজহইতে পলাতক ব্যক্তিদিগকে ধরিবার কথা।]

১০৬ ধারা। মহারাণী বিকটোরিয়ার ১৭ ও ১৮ বৎসরের ১০৪ অধ্যায়ের আইনমতে কিম্বা সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনমতে কোন নাবিক কি প্রেন্টিস নিয়মিতরূপে ব্রিটনীয় সওদাগরী জাহাজে নিযুক্ত হইয়া যে জাহাজে কর্ম্ম করিতে চুক্তি করিয়াছে সেই জাহাজে যাইতে না চাহিলে কি সেই জাহাজ হইতে পলায়ন করিলে, ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম পোলীসের সাহায্য লইয়া বা তদ্ভিন্ন তাহাকে ধৃত করিতে পারিবেন। ঐ অধ্যক্ষ কি মালিম পোলীসের সাহায্য চাহিলে তাহারদের সাহায্য করিতেই হইবে।

কেবল ঐ অধ্যক্ষের কি মালিমের আদেশমতে সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া লওয়া যাইবে ও তাহাকে ধরিবার বিষয়ে কেবল তিনিই দায়ী হইবেন। ঐ ব্যক্তিকে ধরা গেলে পোলীস ঐ অধ্যক্ষকে কি মালিমকে সেই ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যাইতে আদেশ করিবেন। ও সেই আদেশমতে কর্ম্ম করা ঐ অধ্যক্ষের কি মালিমের কর্ত্তব্য ইতি।

[ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।]

১০৭ ধারা। সাধারণ ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে তাহাকে পোলীসের কর্ম্মকারকের হাতে সমর্পণ করিবেন। পোলীসের কর্ম্মকারক না থাকিলে তাহাকে নিকট পোলীস থানায় লইয়া যাইবে। পোলীস তাহাকে লইয়া ৯২ কিম্বা বিষয় বিশেষে ৯৩ ধারামতে কার্য্য করিবেন। ইহার মধ্যে যে ধারা খাটে তদনুসারে ঐ ব্যক্তি ধৃত হইবার কি আটক করিয়া রাখিবার যোগ্য বোধ না হইলে তাহাকে ধৃত কি আটক করিয়া রাখিবেন না ইতি।

[মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ করা যায় তাহার কথা।]

১০৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে কোন অপরাধ করা গেলে তিনি কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধিকে ধরিবার আজ্ঞা দিয়া তাহাকে প্রহরির জিম্মায় সমর্পণ করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে লইতে পারিবেন ইতি।

১০ অধ্যায়।

পোলীসের অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।

[পোলীসের কর্ম্মকারক যে২ অপরাধের অনুসন্ধান লইতে না পারেন তাহার কথা।]

১০৯ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়াও পোলীসের ধর্ত্তব্য কোন অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারিবেন ইতি।

[পোলীস যে২ অপরাধের অনুসন্ধান লইতে না পারেন তাহার কথা।]

১১০ ধারা। যে অপরাধ পোলীসের ধর্ত্তব্য নয় পোলীসের কর্ম্মকারক প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়া সেই অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারিবেন না।

প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ২৪ ও ২৬ ধারার বিধানমতে পোলীসকে অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। ও পোলীসের কর্ম্মকারকের ধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় তিনি অনুসন্ধান লইবার যে২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা পাইলে তাঁহার অনুসন্ধান লইবার সেই ক্ষমতা থাকিবে ইতি।

[বিশেষ কি স্থান বিশেষের আইনক্রমে পোলীসের কর্ম্মকারকদের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হয় তাহা প্রবল থাকিবার কথা।]

১১১ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের প্রতি কোন বিশেষ কি স্থানবিশেষের আইনক্রমে যে কোন ক্ষমতার্পণ করা যায় কিম্বা পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের প্রতি তদ্রূপ কোন বিশেষ কি স্থানবিশেষের আইনক্রমে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম অর্পিত হয়, ১১০ ধারার কোন কথাদ্বারা তাহার ব্যাঘাত হইল এমন জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

[লিখনক্রমে পোলীসে নালিশ করিবার কথা।]

১১২ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট যে নালিশ করা যায় তাহা লিখিয়া লওয়া যাইবে। ও যে ব্যক্তি নালিশ করেন তিনি তাহাতে সহী করিবেন কি মোহর কি ঢেরা সহী দিবেন। পোলীসের ঐ কর্ম্মকারকের নিকট এক খান বহী থাকিবে তন্মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পাঠে ঐ নালিশের মর্ম্ম লেখা যাইবে ইতি।

[অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার নালিশের কথা।]

১১৩ ধারা। যে অপরাধ পোলীসের ধর্ত্তব্য নয় পোলীস থানার অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে এমত অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট নালিশ হইলে, তিনি থানার রোজনামায় ঐ নালিশের মর্ম্ম লিখিয়া বাদিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিবেন ইতি।

[সন্ধান দেওয়া গেলে পোলীস থানার অধ্যক্ষের স্বয়ং যাইবার কিম্বা কোন কর্ম্মকারকে পাঠাইবার কথা।]

১১৪ ধারা। কোন পোলীস থানার এলাকার মধ্যে পোলীসের ধর্ত্তব্য অপরাধ হইল কোন সন্ধান হেতুক কি প্রকারান্তরে ঐ থানার অধ্যক্ষের এমত সংশয় থাকিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ অপরাধের সম্বাদ পাঠাইয়া সেই বিষয়ের বৃত্তান্তের ও পুর্ব্বাপর ঘটনার অনুসন্ধান লইবার নিমিত্তে এবং অপরাধির সন্ধান লইবার ও তাহাকে ধরিবার যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিবার নিমিত্তে আপনি সরেজমীনে যাইবেন কিম্বা আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে পাঠাইবেন।

পোলীসের কর্ম্মকারকদের এলাকার সীমার মধ্যে যে অপরাধ করা যায় তাঁহারা তাহার অনুসন্ধান লইবেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের জিলার বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করা গেলে তিনি যদি ৬ অধ্যায়ের বিধানমতে ঐ অপরাধের তদন্ত লইতে পারেন তবে তদ্রূপ স্থলে থানার সীমার বাহিরে অপরাধ করা গেলেও পোলীসের কর্ম্মকারকেরাও ঐ অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

তাঁহার উক্ত প্রকারের কার্য্যানুষ্ঠান হওনের কোন সময়ে ঐ অপরাধ উক্ত কর্ম্মকারকের এলাকার মধ্যে করা যায় নাই বলিয়া সেই কার্যের বিষয়ে আপত্তি করা যাইতে পারিবে না ইতি।

[প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধানের কথা।]

১১৫ ধারা। উক্ত মাজিষ্ট্রেট উক্ত কোন অপরাধ হওয়ার সম্বাদ পাইলে অগৌণে তাহার প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধান লইবার জন্যে কিম্বা ঐ বিষয় লইয়া অন্য যে কর্ম্ম করা উচিত এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তাহা করিবার জন্যে আপনি যাইতে পারিবেন, কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইতে পারিবেন ইতি।

[স্থানীয় অনুসন্ধান না হইবার স্থলের কথা।]

১১৬ ধারা। পরন্তু কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হইলে যদি গুরুতর ভাবের অপরাধ না হইয়া থাকে তবে পুর্ব্বোক্ত স্থানীয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ না হইলে অনুসন্ধান লইবার জন্যে পোলীস থানার অধ্যক্ষের স্বয়ং সেই স্থানে যাওয়ার কিম্বা অধীন কর্ম্মকারককে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই ইতি।

[পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু না জানিলে তাহার কথা।]

১১৭ ধারা। আরো অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু নাই ও ন্যায়বিচারের ফল সাধনের জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অগোণে ধরিবার আবশ্যক নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এমত বোধ করিলে সেই বিষয়ে কিছুই না করিয়া যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য থাকে তাঁহার আজ্ঞার জন্যে অভিযোগের কি সন্ধানের মর্ম্মের রিপোর্ট পাঠাইবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা করিয়া উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত পোলীসের উচ্চ পদস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন ঐ রিপোর্ট তাঁহারই দ্বারা পাঠাইতে হইবে। তিনি পোলীস থানার অধ্যক্ষকে যে আদেশ করা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহা করিয়া ঐ রিপোর্টের উপর সেই আদেশ লিখিয়া অবিলম্বে বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকটে কাগজপত্র পাঠাইবেন ইতি।

[সাক্ষিদিগকে সমন করিতে পোলীসের কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা।]

১১৮ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা অন্য যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লন তিনি যে ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনার অনুসন্ধান লইতেছেন আপন এলাকার কিম্বা তাহার লাগাও অন্য এলাকার সীমার মধ্যবর্ত্তি কোন ব্যক্তি সেই ব্যাপার অবগত আছে, বাদির কথামতে কি প্রকারান্তরে এমত বোধ করিলে, তিনি অনুজ্ঞাপত্র লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। ও সেই ব্যক্তির সেই আজ্ঞামতে উপস্থিত হইতে হইবে ও সেই ব্যাপার বিষয়ে ঐ কর্ম্মকারকের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর দ্বারা কোন ব্যক্তি আপনিই আপনাকে অপরাধী করে সে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে আবদ্ধ নহে।

[পোলীসের দ্বারা সাক্ষিদের বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।]

১১৯ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা পোলীসের অন্য কর্ম্মকারক যে মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইতেছেন, কোন ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনা জ্ঞাত আছে তাঁহার এমত অনুভব থাকিলে তিনি সেই ব্যক্তির বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। ও সেই রূপে যাঁহার সাক্ষ্য লওয়া যায়, তাঁহার উক্তি লিখিয়া লইতে পারিবেন।

যে প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই ব্যক্তি আপনাকেই আপনি অপরাধী করিতে পারে তদ্ভিন্ন উক্ত কার্য্যকারক সেই ব্যাপার বিষয়ে যত প্রশ্ন করেন তাহার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে।

উপবিধি।

তদ্রূপ যে উক্তি লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে সেই উক্তিকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে না ও মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্য বলিয়া সেই পত্র লইয়া কার্য্য হইবে না ও সাক্ষ্যস্বরূপ তাহার ব্যবহার হইবে না ইতি।

[দোষ স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা।]

১২০ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া রাখা গেলে বা না গেলেও পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ভয় দেখাইয়া কিম্বা অঙ্গীকার প্রভৃতি কোন কথার দ্বারা কি অন্য কোন প্রকারে তাহাকে কোন কথা প্রকাশ কি স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি দিবেন না।

কিন্তু ধৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিলে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি তাহাকে সতর্ক করিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সেই কথা প্রকাশ করিতে বারণ করিবেন না ইতি।

[উক্তি বা স্বীকৃত কথা পোলীসের কর্ম্মকারকের লিপিবদ্ধ করিতে না হইবার কথা।]

১২১ ধারা। যে ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হয় সে পোলীসের কর্ম্মকারকের শ্রুতিগোচরে যে উক্তি করে কিম্বা অপরাধ স্বীকার বা প্রকাশ করণ সূচক যে কথা কহে, পোলীসের কর্ম্মকারক তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন না।

উপবিধি।

কিন্তু পোলীসের কর্ম্মকারক আপনার বোধের নিমিত্তে ও কার্য্যপদ্ধতির জন্যে ঐ উক্তি কিম্বা কোন অপরাধের স্বীকার বাক্য লিখিয়া রাখিতে পারিবেন না কিম্বা মুমূর্ষু বাক্যের সাক্ষ্য দিতে পারিবেন না এই ধারার কোন কথাতে ইহার বাধা নাই ইতি।

[উক্তি ও স্বীকার বাক্য মাজিজেষ্ট্রেটদের লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।]

১২২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট পোলীসের কর্ম্মকারকের কি অন্য ব্যক্তির দ্বারা কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে সেই ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে উক্তি করে বা অপরাধের যে স্বীকার বাক্য কহে মাজিষ্ট্রেট তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন। সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধান পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ উক্তি সেই প্রকারের লিপিবদ্ধ করা যাইবে। এবং অপরাধের স্বীকার বাক্য ৩৪৫ ও ৩৪৬ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে গ্রাহ্য হইবে ও লিপিবদ্ধ করা গেলে যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইবেন বিচার করিবেন তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে। সেই অপরাধ স্বেচ্ছাক্রমে স্বীকার করা গেল মাজিষ্ট্রেট তদন্ত লইয়া এমত জানিবার কারণ না পাইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন না। স্বেচ্ছাক্রমে করা গেল জানিলে তিনি ঐ স্বীকার বাক্যের নিম্নভাগে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন।

"অপরাধ স্বেচ্ছাক্রমে স্বীকার করা গেল আমার এই প্রতীতি।"

শ্রীঅমুক,
মাজিষ্ট্রেট।

[পোলীসের দ্বারা অনুসন্ধানের কথা।]

১২৩ ধারা। যে সন্ধান পাওয়া গেল তদ্দ্বারা ধৃত ব্যক্তি অভিযোগমত অপরাধের অপরাধী দৃষ্ট হইলে ও সেই অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারিলে যে মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় দিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন, ও বাদিগণ থাকিলে তাহারা ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের মধ্যে যত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহারা নিরূপিত দিনে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ও যত কাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না হয় তত কাল উপস্থিত থাকিবে তাহাদের স্থানে এই মর্ম্মের প্রতিজ্ঞাপত্র লইবেন।

যদি পোলীসের অধঃস্থ কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লওয়া গিয়া থাকে তবে পোলীস থানার অধ্যক্ষ আজ্ঞা করিলে তিনি তাঁহার নিকট ঐ অনুসন্ধানের রি-

পোর্ট দিবেন। কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না পাইলেও দিতে পারিবেন। তাহা হইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ আপনি সেই অনুসন্ধান করিলে যেরূপে কার্য্যানুষ্ঠান করিতেন সেইরূপে করিবেন ইতি।

[বিশেষ আজ্ঞা না হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পোলীসের কর্ম্মকারকদের ২৪ ঘন্টার অধিক আটক করিয়া না রাখিবার কথা।]

১২৪ ধারা। মোকদ্দমার তাবদ্ব্যাপার বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যুক্তিমতে যত কাল আটক করিয়া রাখা উচিত পোলীসের কোন কর্ম্মকারক তাহাকে তদধিক কাল আটক করিয়া রাখিবেন না। এবং সেই মোকদ্দমার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা অন্য মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না থাকিলে তাহাকে চর্ব্বিশ ঘন্টার অধিক কাল রাখিবেন না। তাহাকে যে স্থানে গ্রেফ্তার করা গেল সেই স্থানহইতে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে পহুছিতে যত সময় লাগে ঐ চর্ব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সেই সময় ধরিতে হইবেন ইতি।

চর্ব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ঐ অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত না হইলে এবং পূর্ব্বোক্ত বিশেষ আজ্ঞা না করা গেলে এবং অভিযোগ সমূলক জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন, ও সে যে অপরাধের অভিযোগে ধৃত হইয়াছে তাহার বর্ণনাপত্রও তাহার সঙ্গে দিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিলে যে২ কারণে সেই অনুমতি দেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট সেই আজ্ঞা করিলে তিনি যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন তাঁহার নিকট সেই আজ্ঞা করিবার হেতুপত্রসহিত সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন ইতি।

[প্রমাণের ন্যূনতা হইলে, পোলীস ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।]

১২৫ ধারা। যে প্রমাণ কি যদ্রূপ সংশয় থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যাইতে পারে এমত উপযুক্ত প্রমাণ নাই কি সংশয় করিবার যুক্তিমত হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ ইহা বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজির জামিন লইয়া, কিম্বা আজ্ঞা হইবামাত্র উপস্থিত হইবে এই মর্ম্মের মুচলকা লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন. ও বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার জন্যে ঐ ব্যাপারের রিপোর্ট পাঠাইবেন। ১১৭ ধারার পোলীসের উচ্চ পদস্থ যে কর্ম্মকারকের উল্লেখ হইয়াছে ঐ রিপোর্ট তাঁহার দ্বারা অর্পণ করিতে হইবে ও তিনি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার অপেক্ষায় অনুসন্ধানের কার্য্য চালাওন বিষয়ের আদেশ দিতে পারিবেন ইতি।

[কার্য্যের রোজনামার কথা।]

১২৬ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন, তিনি তৎসম্পর্কে দিন২ যে কার্য্য করেন তাহার বৃত্তান্ত রোজনামায় লিখিবেন, অর্থাৎ অপরাধের নালিশ কি অন্য সম্বাদ যে সময়ে তাঁহার নিকটে পঁহুছে, ও তিনি অনুসন্ধানের কার্য্য যে সময়ে আরম্ভ ও যে সময়ে সমাপ্ত করেন ও যে স্থানে কি যে২ স্থানে যান, ও অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হন তাহার বিবরণ লিখিবেন।

ফৌজদারী কোন আদালতে মোকদ্দমার তদন্ত লওন কি বিচার করণ সময়ে ঐ আদালত

পোলীসের সেই মোকদ্দমা বিষয়ক রোজনামা আনাইয়া আপনার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার সাহায্যার্থে ঐ রোজনামার ব্যবহার করিতে পারিবেন। প্রতিবাদির কিম্বা তাহার পক্ষ মোক্তারের তাহা আনাইবার অধিকার নাই। এবং আদালত ঐ রোজনামার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এইমাত্র কারণে তাহার কি তাহারদের সেই রোজনামা দেখিবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু পোলীসের যে কর্ম্মকারক তাহা লিখিলেন তিনি যদি স্মরণশক্তির উপকারার্থে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন কিম্বা আদালত যদি পোলীসের ঐ কর্ম্মকারকের কথা খণ্ডাইবার জন্যে তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে সেই কার্য্যপক্ষে কোন দলীলের ব্যবহার হইলে তদ্বিষয়ের যে আইন আছে উক্ত রোজনামার পক্ষে সেই আইনের বিধান খাটিবে ইতি।

[পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্টের কথা।]

১২৭ ধারা। অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে। সমাপ্ত হইলেই পোলীসের যে কার্য্যকারক ঐ অনুসন্ধান লন তিনি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্দিষ্ট পাঠে রিপোর্ট লিখিয়া বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। উভয় পক্ষের নাম, ও যে অপরাধের নালিশ হয় তাহার ভাব ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহারদের নাম ঐ রিপোর্টে লেখা থাকিবে ও কোন অস্ত্র কি অন্য দ্রব্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে উপস্থিত করা প্রয়োজন হইলে তাহাও পাঠাইবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় পাঠান গিয়াছে কিম্বা তাহার স্থানে হাজির জামিন লইয়া কি মুচলকা লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে, এই কথাও পোলীসের কর্ম্মকারকের লিখিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যদি আটক করিয়া রাখা যায়, তবে পোলীসের কর্ম্মকারক সেই কথা, ও তাহাকে আটক রাখিবার হেতু জানাইবেন ইতি।

[হাজির জামিন লওনের কথা।]

১২৮ ধারা। যে অপরাধ হইলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে না পারে, কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে ও তাহাকে সেই অপরাধের অপরাধি জানিবার যুক্তিযুক্ত হেতু থাকিলে, তাহার হাজির জামিন দিবার অনুমতি হইবে না।

কিন্তু যে অপরাধ হইলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে ঐ অপরাধ বিষয়ে যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে সেই ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন দিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার হাজিরজামিন দিবার অনুমতি হইবে ইতি।

[অতিরিক্ত জামিন না লইবার কথা ও প্রতিভূর নিয়মের কথা।]

১২৯ ধারা। ১২৮ ধারামতে যে হাজিরজামিন লওয়া যায় তাহা অতিরিক্ত না হয়। ও জামিন কি জামিনেরা অভিযোগের উত্তর দিবার নিরূপিত দিবসে কি তৎপূর্ব্বে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত না করিলে এবং যত কাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না হয় তত কাল তাহাকে দিন২ উপস্থিত না করিলে তাহারা নির্দ্দিষ্ট অর্থদণ্ড দিবে এই নিয়মে বদ্ধ থাকিবে ইতি।

[অভিযোক্তাদের ও সাক্ষিদের উপস্থিত হইবার মুচলকা লিখিবার কথা।]

১৩০ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লন তিনি বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন

মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে বাদির ও ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনা যাহারা জানে এমত যে ব্যক্তিদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহারা দ্বিতীয় তফসীলের F চিহ্নিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে নিরূপিত দিনে ঐ অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে এই মর্ম্মের মুচলকা লিখিয়া দিবে।

মুচলকায় জিলার মাজেষ্ট্রেটের কিম্বা জিলার খণ্ডের মাজেষ্ট্রেটের আদালতের উলেখ থাকিলে ঐ মাজেষ্ট্রেট অন্য যে আদালতের দ্বারা তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত মোকদ্দামা প্রেরণ করেন উল্লিখিত আদালতের মধ্যে সেই আদালত ও গণ্য হইবে কিন্তু ঐ বাদিকে কি সাক্ষিকে ইহার নোটীস দিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন লওয়া গেলে তাহার যে দিনে উপস্থিত হইতে হইবে সেই দিন, কিম্বা প্রহরির জিম্মায় তাহাকে চালান করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে তাহার যে দিনে পঁহুছিবার সম্ভাবনা সেই দিন উক্ত নিরূপিত দিন হইবে।

ঐ মুচলকা যে কর্ম্মকারকের সম্মুখে লেখা যায় তিনি বাদিকে কিম্বা সাক্ষিদের এক জনকে তাহার নকল দিলে পর বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপন রিপোর্টের সঙ্গে সেই মুচলকা পাঠাইবেন।

মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে বাদির কি সাক্ষিদের যাইবার সময়, পোলীসের কর্ম্মকারক কেবল পশ্চাৎ লিখিত ধারামতে সঙ্গে যাইতে পারিবে নতুবা যাইবে না ইতি।

[বাদিদিগকে ও সাক্ষিদিগকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা।]

১৩১ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক কোন বাদিকে কি সাক্ষিকে আটক করিয়া রাখিবেন না ও অনাবশ্যক ক্লেশ দিবেন না। ও নিজপ্রতিজ্ঞামত মুচলকাভিন্ন তাহারদের উপস্থিত হইবার অন্য জামিন দিতে বলিবেন না।

[বাদী বা সাক্ষী স্বীকার না করিলে প্রহরির জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা।]

কিন্তু কোন বাদি কি সাক্ষী উপস্থিত হইতে কিম্বা ১৩০ ধারার নির্দ্দিষ্ট মুচলকা লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ তাহাকে পেয়াদার জিম্মায় দিয়া বিচার করিকার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে সে যত কাল ঐ মুচলকা লিখিয়া না দেয়, কিম্বা সেই মোকদ্দমার শ্রবণ কার্য্য যত কাল সমাপ্ত না হয়, মাজিষ্ট্রেট তত কাল ঐ বাদিকে কি সাক্ষিকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন ইতি।

[ধৃত করণবিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।]

১৩২ ধারা। পোলীস থানার কোন অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানে কোন ব্যক্তিকে ধরা গেলে কিম্বা ৯৩ ধারামতে আটক করিয়া রাখা গেলে যে কোন আইনমতে তাহাকে ধরা গিয়া থাকে ও তাহার হাজির জামিন দিবার অনুমতি হইলে কি না হইলেও ঐ কর্ম্মকারক জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ কথা রিপোর্ট করিবেন।

[ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।]

কোন ব্যক্তি পোলীসের কর্ম্মকারকদ্বারা ধৃত হইলে তাহার স্থানে হাজির জামিন না লওয়া গেলে কিম্বা নিজ প্রতিজ্ঞামতে মুচলকা লিখিয়া না লওয়া গেলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না ইতি।

[অপঘাত ও অকস্মাৎ মৃত্যুর অনুসন্ধান করিয়া পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।]

১৩৩ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ কোন ব্যক্তির অপঘাত কি অকস্মাৎ মৃত্যুর নোটিস কি সম্বাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অতি নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটকে সেই কথা জ্ঞাত করিয়া ঐ মৃত ব্যক্তির দেহ যে স্থানে থাকে সেই স্থানে গিয়া প্রতিবাসি দুই কি তদধিক সম্ভ্রান্ত লোকের গোচরে অনুসন্ধান লইয়া ঐ মৃত্যুর দৃষ্ট কারণের রিপোর্ট করিবেন ও শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলে তাহার বর্ণনা ও যে প্রকারে কিম্বা যে অস্ত্র কি যন্ত্র-দ্বারা সেই চিহ্ন হইয়া থাকিবে তাহাও লিখিবেন।

পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ও অন্য ব্যক্তিরা কিম্বা তাঁহারদের যত জন ঐ রিপোর্টের কথায় সম্মত হন তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সেই রিপোর্ট অগৌণে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যাইবে।

মৃত্যুর কারণ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে কাল ও স্থানের দুরত্ব বিবেচনায় ঐ শব পথে পচিয়া যাইবার আশঙ্কা বিনা নিকটস্থ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের নিকটে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অন্য যে চিকিৎসককে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করেন তাঁহার নিকটে পাঠান যাইতে পারিলে, পোলীসের কর্ম্মকারক ঐ দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যে প্রেরণ করিবেন।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রসীডেন্সীতে গ্রামের মণ্ডলও পূর্ব্বোক্তমতে অনুসন্ধান লইয়া উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিতে পারিবেন ইতি।

[ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।]

১৩৪ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ উক্ত অনুসন্ধান কার্য্যের জন্যে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া পূর্ব্বোক্তমতে দুই কি তদধিক ব্যক্তিকে এবং যাহারা ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানে বলিয়া বোধ হয় এমত অন্য ব্যক্তিকে সমন করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপে সকমন করা গেলে তাহার উপস্থিত হইতেই হইবে, এবং যে প্রশ্নের উত্তর দিলে আপনাকেই আপনি অপরাধী করে তদ্ভিন্ন তাহার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে।

ধর্ত্তব্য যে অপরাধের প্রতি ১২৭ ধারা খাটে বৃত্তান্ত দৃষ্টে যদি তদ্রূপ অপরাধ প্রকাশ না হয়, তবে পোলীসের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তিদিগকে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবেন না ইতি।

[অতিনিকট মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তদ্রূপ মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবার কথা।]

১৩৫ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লওয়ার পরিবর্ত্তে কিম্বা তিনি লইলেও অতিনিকট মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন হইলে উক্ত কোন মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইতে পারিবেন। যদি করেন তবে কোন ব্যক্তির নামে বিশেষ অভিযোগ না হইলেও অপরাধের তদন্ত লওন কার্য্যে তাহার যে ক্ষমতা থাকিত তিনি ঐ মৃত্যুর কারণের তদন্ত লওনে সেই সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন। মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ তদন্ত লইলে তৎসম্পর্কে যে সাক্ষ্য লন ব্যাপারের ভাবগতিক বিবেচনায় পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট অন্যতর প্রকারে সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি।

[পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুপস্থিত কি পীড়িত হইলে তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহকের কথা।]

১৩৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে পোলীস থানার অধ্যক্ষের যে ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে হইবে তিনি থানায় অনুপস্থিত থাকিলে কি পীড়িত হইলে কনষ্টবলের উচ্চ পদস্থ তাঁহার অব্যবহিত অধীন যে কর্ম্মকারক থানায় থাকেন, তিনি সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন ইতি।

[পোলীসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা।]

১৩৭ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষেরা আপন২ থানার সীমার মধ্যে যে সকল ক্ষমতা-মতে কার্য্য করিতে পারেন, পোলীসের যে কর্ম্মকারকেরা পোলীস থানার অধ্যক্ষের উচ্চ পদস্থ হন তাঁহারাও আপনারদের ক্ষমতাধীন সকল স্থানে সেই২ ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

[পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্টের ক্ষমতানুসারে আসিষ্টান্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্টের কার্য্য করিতে পারিবার কথা।]

১৩৮ ধারা। এই আইনের কার্য্যপক্ষে, পোলীসের আসিষ্টান্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্ট পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্টের কর্তৃত্বাধীনে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্টের কোন ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন। কিম্বা পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্ট ও আসিষ্টান্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্ট উভয়ই অনুপস্থিত থাকিলে পোলীসের পদজ্যেষ্ঠ যে কর্ম্মকারক তৎস্থানে থাকেন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকেই পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্টের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

চতুর্থ খণ্ড

ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার কার্য্য প্রণালী।

১১ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশের কথা।

[পরওয়ানার কথা।]

১৩৯ ধারা। অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তিদের নামে অভিযোগ হইলে কি তাহারদের প্রতি সংশয় থাকিলে যদি তাহারা ওয়ারন্ট বিনা ধৃত না হইয়া থাকে, তবে সমনের কিম্বা ওয়ারন্টের দ্বারা তাহারদিগকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করাণ যাইতে পারিবে ইতি।

[সমন কিম্বা ওয়ারন্ট যেং স্থলে দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।]

১৪০ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে সমন কিম্বা ওয়ারন্ট বাহির হইতে পারিবে।

(ক) ১০ অধ্যায়মতে পোলীসের রিপোর্ট হইলে। কিন্তু যাহার নামে নালিশ হয় তাহাকে যদি পূর্ব্বেই আটক করিয়া রাখা গিয়া থাকে, তবে নালিশের কি সমনের কি ওয়ারণ্টের প্রয়োজন নাই।

(খ) অধর্ত্তব্য অপরাধ বিষয়ে পোলীসের কর্ম্মকারক সন্ধান জানাইলে কি রিপোর্ট দিলে। সেই সন্ধান জানান কি রিপোর্ট নালিশের তুল্য জ্ঞান হইবে।

(গ) সাধারণ ব্যক্তি নালিশ করিলে। কোন ব্যক্তি ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানিলে নালিশ করিতে পারিবেন।

(ঘ) কোন অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া মাজিষ্ট্রেটের মনে সংশয় থাকিলে ইতি।

[কে নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন তাহার কথা।]

১৪১ ধারা। বাদী আপনি অপরাধের নালিশ করিলে কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকদ্বারা তাহার রিপোর্ট হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জিলার খণ্ডের কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তৎপক্ষে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার বিচার করিতে কিম্বা বিচারার্থে ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে সক্ষম হইলে তিনি

ঐ অপরাধের নালিশ গ্রাহ্য করিতে করিবেন এবং যাহারদের নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ হয় তাহারদিগকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকারে পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

[অর্পণ করিবার ফলের কথা।]

কোন মাজিষ্ট্রেট অন্যের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়া নিয়মিতরূপে অন্য মাজিষ্ট্রেটের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিলে তিনি সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

[নালিশের কিম্বা পোলীসের রিপোর্টের ফলের কথা।]

নালিশ হইলেই কি পোলীসের রিপোর্ট হইলেই ঐ নালিশের কি রিপোর্টের বৃত্তান্তদ্বারা যে অপরাধ লক্ষিত হয় উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের সেই অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার অধিকার থাকে এবং নালিশ কি রিপোর্ট করণসময়ে কি তৎপরে যে ব্যক্তিকে সেই লক্ষিত অপরাধের অপরাধী দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তির বিচার করিতে কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে সমর্পণ করিতে ঐ মাজিষ্ট্রেটের অধিকার থাকে ইতি।

[নালিশ না হইলেও যাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে তাহার কথা।]

১৪২ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার খণ্ডের কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তৎপক্ষে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট যে স্থলে বিচার করিবার কি বিচারার্থে ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন সেই স্থলে,

কোন অপরাধ করা গিয়াছে তাঁহার এমত সংশয় থাকিলে নালিশ না হইলেও তিনি সেই অপরাধ বিচারার্থে গ্রাহ্য করিয়া অপরাধী বলিয়া যে ব্যক্তির প্রতি তাঁহার সংশয় থাকে তাহাকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকারে পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

[স্থলবিশেষে নালিশের কি অনুমতি পাইবার প্রয়োজনের কথা।]

কোন অপরাধ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯ কি ২০ কি ২১ অধ্যায়ের মধ্যে ধরা

গেলে সেই অপরাধের নালিশ না হইলে কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের মোকদ্দমা করিতে গ্রাহ্য করিতে সক্ষম কিম্বা প্রচলিত কোন আইনমতে যে অপরাধের মোকদ্দমা অনুমতি বিনা গ্রাহ্য হইতে না পারে তিনি অনুমতি বিনা সেই অপরাধের নালিশ গ্রাহ্য করিতে কিম্বা নালিশ না হইলেও সেই মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে সক্ষম হন এই ধারার কিম্বা ইহার পূর্ব্ব ধারার কোন কথা দ্বারা এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

[বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা কাহার থাকে তাহার কথা।]

১৪৩ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জিলার খণ্ডের কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট।

কিম্বা তৎপক্ষে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট।

সেশন আদালতের বিচার্য্য কোন অপরাধ হেতুক কোন ব্যক্তিকে সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

[বাদির পরীক্ষা লওনের কথা।]

১৪৪ ধারা। কোন অপরাধহেতুক কোন ব্যক্তির নামে সমন কি ওয়ারণ্ট বাহির হয় এই নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ হইলে তিনি সেই নালিশ গ্রাহ্য করিতে সক্ষম হইলে বাদিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

সেই প্রশ্নের উত্তর সরাসরীমতে লিখিয়া রাখা যাইবে ও তাহাতে বাদী এবং মাজিষ্ট্রেট ও স্বাক্ষর করিবেন।

[অনিয়মিত কার্য্যের ফলের কথা।

দরখাস্ত দ্বারা নালিশ হইলে ও মাজিষ্ট্রেট বাদিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে ত্রুটি করিলে তৎপ্রযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার অন্যথা হইবে না ইতি।

[মাজিষ্ট্রেট নালিশ শুনিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।]

১৪৫ ধারা। মাজিষ্ট্রেট নালিশ গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে বাদিকে সেই ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিবেন ইতি।

[পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করণের কথা।]

১৪৬ ধারা। মাজিষ্ট্রেট কোন করণে নালিশ অসত্য জ্ঞান করিলে যাহার নামে নালিশ হইল তাহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করিয়া প্রথমে আপনার অধীন কোন আমলার কিম্বা তৎস্থানীয় পোলীসের কর্ম্মকারকের দ্বারা কিম্বা নালিশের সত্যাসত্যতা নির্ণয় করিবার জন্যে অন্য যে প্রকারে বিহিত বোধ করেন সেই প্রকারে ঐ নালিশের তদন্ত কি অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের কোন ক্ষমতামতে কার্য্যকারি কোন কর্ম্মকারক কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন যদি অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ তদন্ত কি অনুসন্ধান লওয়া যায়, তবে এই আইনক্রমে থানার অধ্যক্ষের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা গেল ঐ ব্যক্তি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন কেবল তাঁহার গ্রেফ্তার করিবার ক্ষমতা থাকিবে না ইতি।

ইংরাজী ১৮৭২ সালের ১০ আইন।

[নালিশ ডিসমিস করিবার কথা।]

১৪৭ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের নিকট নিয়মিতরূপে উক্ত প্রকারের নালিশ করা গেলে তিনি বাদিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে পর সেই বিষয়ের আর কোন কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই বিবেচনা করিলে ঐ নালিশ ডিসমিস করিতে পারিবেন।

নালিশ ডিসমিস হইলেও পশ্চাৎ কোন কার্য্যানুষ্ঠানের বাধা হইবে না।

[পরওয়ানা দিবার কথা।]

তদ্বিষয়ের কার্য্যাঅনুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে উক্ত মাজিষ্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে যদি আপনার কিম্বা সেই বিষয়ের বিচার করিতে সক্ষম অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার জন্যে সেই মোকদ্দমায় সমন দেওয়া উচিত হয়, তবে সমন দিবেন কিম্বা যদি ওয়ারণ্ট দেওয়া উচিত হয়, তবে ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি।

[যেং স্থলে সমন দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।]

১৪৮ ধারা। কোন মোকদ্দমায় যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য থাকে তাঁহার বিচার্য্য যে অপরাধের কেবল অর্থ দণ্ড কিম্বা ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারে, কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ করিয়াছে কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি এমত অপরাধ করার সংশয় আছে, তাহার নিকট এইমর্ম্মের নালিশ হইলে, তিনি সে ব্যক্তির নামে সমন দিয়া তাহাকে ঐ অভিযোগের উত্তর দিবার জন্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিতে উদ্যত আছে মাজিষ্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে, সমন না দিয়া প্রথমেই ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন ইতি।

[নালিশ হইলেই যে স্থলে ওয়ারণ্ট বাহির হইতে পারিবে তাহার কথা।]

১৪৯ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য যে অপরাধের ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ড হইতে পারে কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ করিয়াছে কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি এমত অপরাধ করার সংশয় আছে, সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই নালিশ হইলে।

অথবা যে অপরাধ কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য কিম্বা সেশন আদালতের বিচারার্থে ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় সেশন আদালতে যে অপরাধের বিচার হওয়া উচিত, কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ করিয়াছে কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি এমত অপরাধ করার সংশয় আছে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মের নালিশ হইলে,

ঐ মাজিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন, কিম্বা উচিত বোধ করিলে তাহাকে ঐ অভিযোগের উত্তর দিবার জন্যে উপস্থিত হইবার আদেশসূচক সমন দিতে পারিবেন ইতি।

[সমনমতে না আইলে ধরিবার ওয়ারণ্টের কথা।]

১৫০ ধারা। যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া যায় সে ঐ সমনের লিখিত সময়ে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত না হইলে, এবং সমনমতে উপস্থিত হইবার দিনের পুর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট যে

সময় উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমত সময় থাকিতে ঐ সমন নিয়মমতে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে, মাজিষ্ট্রেট ইহা সুবোধমতে জানিলে।

অথবা উপযুক্ত চেষ্টা হইলেও এই আইনের বিধানমতে সমন দেওয়া যাইতে পারিল না, মাজিষ্ট্রেটের এমত বোধ হইলে।

তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারন্ট দিতে পারিবেন ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।]

১৫১ ধারা। যে কোন প্রকারের মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সমন দেওয়া উচিত বোধ করেন সেই মোকদ্দমায় তিনি উপযুক্ত কারণ জানিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া আপনার পক্ষে কর্ম্ম করণার্থে নিয়মিতরূপে নিযুক্ত মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

১২ অধ্যায়।

সমনের বিধি।

[সমন লিখিবার পাঠ।

১৫২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে মাজিষ্ট্রেট যে সমন দেন তাহা দুই কেতা করিয়া লেখা যাইবে, ও তাহাতে মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিয়া মোহর দিবেন। তাহা এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের (A) চিহ্নিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবে ইতি।

[সমন যাহার দিতে হইবে তাহার কথা।]

১৫৩ ধারা। সমাচার পোলীসের কর্ম্মকারকের দ্বারা সমন জারী করা যাইবে। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেট সমন দেন তিনি উচিত বোধ করিলে অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ সমন জারী হইবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

[সমন যে প্রকারে জারী করিতে হইবে তাহার কথা।]

১৫৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে জিলায় থাকুন নিজ তাহাকেই এক কেতা সমন দেখাইলে ও অন্য কেতা তাহাকে দিলে কিম্বা দিবার প্রস্তাব করিলে ঐ সমন তাহার উপর জারী করা যাইবে। কিন্তু যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে তাহাকে দিবার জন্যে তাহার পরিবারের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত যে পুরুষ তাহার সঙ্গে বাস করে তাহাকে ঐ সমন দেওয়া যাইতে পারিবে। ও যাহাকে সমন করা যায় কিম্বা যাহাকে সমনের এক কেতা দেওয়া যায় তিনি তাহা পাইবার রসীদে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান না পাওয়া গেলে সমন জারী করিবার কথা।]

১৫৫ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান না পাওয়া গেলে, ও যাহার হাতে সমন দেওয়া যাইতে পারে তদীয় পরিবারের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত এমত কোন পুরুষ না থাকিলে অভিযুক্ত

ব্যক্তি সচরাচর যে ঘরে বাস করে ঐ সমন জারীর কর্ম্মকারক সেই ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ সমনের এক কেতা নকল লাগাইয়া দিবে ইতি।

[সমন বাহির হইলেও ওয়ারন্ট দিবার কথা।]

১৫৬ ধারা। উক্ত প্রকারের সমন বাহির হইলেও ঐ সমনের আজ্ঞাক্রমে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কিম্বা উপস্থিত হইবার ক্রটি হইলে, মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারন্ট দিতে পারিবেন ইতি।

[এলাকার বহির্ভূত স্থানে অপরাধ হইলে সমন কি ওয়ারন্ট দিবার কথা।]

১৫৭ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার কোন খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা এতৎপক্ষে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেটের সেই জিলায় কিম্বা জিলার সেই খণ্ডে বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে, তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে যে অপরাধ হইলে তিনি সমন কিম্বা ওয়ারন্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, কোন ব্যক্তি ভিন্ন জিলাতে কি জিলার ভিন্ন খণ্ডে কি সমুদ্রপথে কিম্বা ভিন্ন দেশে তদ্রূপ অপরাধ করিয়াছে এমত জানা গেলে কি সংশয় থাকিলে তিনি আপন জিলার কি খণ্ডের মধ্যে ঐ ব্যক্তির নামে সমন কিম্বা তাহাকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারন্ট দিতে পারিবেন ইতি।

[এই অধ্যায়ে সমনের পাঠের ও সমন জারী করিবার ও দিবার যে বিধান আছে সকল সমনের প্রতি তাহা খাটিবার কথা।]

১৫৮ ধারা। এই অধ্যায়ে সমনের ও সমন দিবার ও জারী করিবার যে২ বিধান আছে সেই২ বিধান জুরি কিম্বা আসেসরস্বরূপ কর্ম্ম করণার্থ সমনভিন্ন এই আইনমত প্রচারিত প্রত্যেক সমনের প্রতি বর্ত্তিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি গবর্ণমেন্টের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তবে যে কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করেন, ঐ সমন প্রচারক আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সেই কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মকারকের নিকট ঐ সমন পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে যাঁহার নামে সমন হইয়াছে ঐ প্রধান কর্ম্মকারক তাঁহার উপর তাহা জারী করাইবেন ইতি।

---

১৩ অধ্যায়।

ওয়ারন্টের বিধি।

[ওয়ারন্ট লিখিবার পাঠের কথা।]

১৫৯ ধারা। মাজিষ্ট্রেট যে সকল ওয়ারন্ট দেন তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে ঐ মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিয়া মোহর দিবেন। ঐ ওয়ারন্ট এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের (B) চিহ্নিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবে।

[ধৃত করিবার ওয়ারন্টের ফলের কথা।]

এই অধ্যায়মতে যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় তাহা যে মাজিষ্ট্রেট দিলেন ধৃত ব্যক্তিকে যত কাল সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে না আনা যায় ও সে যতকাল ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে

থাকে ঐ ওয়ারণ্ট তত কাল প্রবল থাকিবে। যদি ধৃত ব্যক্তিকে পুনরায় হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা হয় তবে ১৯৪ ধারামতে ঐ আজ্ঞা করিতে হইবে অথবা ৩০৩ ধারামতে ওয়ারণ্ট দিতে হইবে ইতি।

[হাজিরজামিন লইতে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার কথা।]

১৬০ ধারা। মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দেওন সময়ে উচিত বোধ করিলে তাহার যত টাকার তাইনে জামিন দিতে হইবে ও তাহার যে দিনে উপস্থিত হইতে হইবে ঐ ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে এইং কথার সহিত এই আদেশ লিখিতে পারিবেন যে, উক্ত নিরূপিত দিনে সেই ব্যক্তি ঐ নালিশের উত্তর দিবার জন্যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিনস্বরূপ উক্ত টাকা দিতে সম্মত ও প্রস্তুত হইলে, যে কর্ম্মকারককে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তিনি ঐ জামিন লইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজৎ হইতে ছাড়িয়া দিবেন।

[জামিনীপত্র পাঠাইবার কথা।]

জামিন দেওয়া গেলে উক্ত কর্ম্মকারক মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ জামিনীপত্র পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

[যাহার নামে ওয়ারণ্ট দিতে হইবে তাহার কথা।]

১৬১ ধারা। ওয়ারণ্ট সচরাচর পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নামে লিখিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু ত্বরায় জারী করা আবশ্যক হইলে ও তৎকালে পোলীসের কর্ম্মকারকে পাঠান যাইতে না পারিলে যে মাজিষ্ট্রেট তাহা প্রচার করেন তিনি অন্য কোন ব্যক্তির নামে তাহা লিখিয়া দিতে পারিবেন ইতি।

[ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির নামে ওয়ারণ্ট লিখিয়া দিবার কথা।]

১৬২ ধারা। কোন পলাতক বন্দীকে কিম্বা যে অপরাধির বিষয়ে ঘোষণাপত্র প্রচার হইয়াছে তাহাকে কিম্বা যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারে কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহাকে ধরিবার নানা উদ্যোগ হইলেও ধরা যাইতে না পারিলে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ভূম্যধিকারিদের কি ইজারদারদের কি গোমাশতাদের নামে তাহাকে ধরিবার ক কি কএকখান ওয়ারণ্ট লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ঐ ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি সেই ওয়ারণ্ট পাইবার রসীদ লিখিয়া দিবেন ও যে ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্ত তাহা বাহির হয় সেই ব্যক্তি তাঁহার মহালে কি ইজারার কি তাঁহার তন্ত্রাধীন ভূমিতে আইলে কি থাকিলে তাঁহারদের সেই ওয়ারণ্ট জারী করিতেই হইবে।

ঐ ওয়ারণ্ট যে ব্যক্তির নামে বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে ওয়ারণ্ট সহিত তাহাকে পোলীসের নিকটস্থ কর্ম্মকারকের প্রতি সমর্পণ করা যাইবে। আর ১৬০ ধারামতে হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারিলে ও লওয়া না গেলে পোলীসের সেই কর্ম্মকারক বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ ব্যক্তিকে চালান করিবেন ইতি।

[পোলীসের কর্ম্মকার ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট দেওয়া গেলে তাহার কথা।]

১৬৩ ধারা। ওয়ারণ্ট পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি কাছে থাকিলে ও পরওয়ানা জারীকরণ সম্পর্কীয় কার্য্য করিতেছে এমত সময়ে, অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট জারীর কার্য্যে তাহার সাহায্য করিতে পারিবে ইতি।

[সংযুক্ত ভাবে অনেক লোককে ওয়ারণ্ট দিবার কথা।]

১৬৪ ধারা। ওয়ারণ্ট অনেক ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। তাহা হইলে তাঁহারদের সকলের কি তাঁহাদের কোন এক কি অধিক জনের দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট জারী হইতে পারিবে ইতি।

[পোলীসের কর্ম্মকারককে, যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় তাহার কথা।]

১৬৫ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নামে ওয়ারন্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাঁহাকে দেওয়া গেলে সেই কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে পোলীসের অন্য কর্ম্মকারকের নাম লিখিয়া দিলে, তাঁহার দ্বারা ঐ ওয়ারন্ট জারী করা যাইতে পারিবে ইতি।

[যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারন্ট দেন তাঁহার ঐ ওয়ারন্ট জারীর কার্য্য স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিবার কথা।]

১৬৬ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারন্ট দেন ঐ ওয়ারন্টমতে কার্য্য উপযুক্তরূপে করা যায় ইহা দেখিবার জন্যে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

[মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে ধরিবার কথা।]

কোন মাজিষ্ট্রেট যে ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারন্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, কোন সময়ে তিনি আপনার সাক্ষাতে সেই ব্যক্তিকে ধরিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

[ওয়ারন্ট যে স্থানে জারী হইতে পারিবে তাহার কথা।]

১৬৭ ধারা। মাজিষ্ট্রেট যে ওয়ারন্ট দেন তাহা যে জিলায় বাহির হয় সামান্যতঃ সেই জিলার মধ্যেই জারী হইবে।

কিন্তু যে ব্যক্তির নামে ওয়ারন্ট বাহির হয় সে পলায়ন করিয়া ওয়ারন্ট যে জিলায় বাহির হইল তাহার বহির্ভূত কোন স্থানে গেলে কি থাকিলে ওয়ারন্ট সেই স্থানে জারী করা যাইতে পারিবে ইতি।

[মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে বহির্ভূত স্থানের জারী করণার্থ ওয়ারন্ট দিবার ক্ষমতার কথা।]

১৬৮ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আপন বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী হইবার নিমিত্ত ওয়ারন্ট দিয়া অন্য যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে তাহা জারী করিতে হইবে তাঁহার দ্বারা ওয়ারন্টের পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া দেওয়া গেলে পর কিম্বা না গেলেও সেই স্থানে ওয়ারন্ট জারী হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে তদ্রূপ লিখিয়া দিতে হইলে, যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে জারী করিতে হইবে ও যাঁহার দ্বারা তাহার পৃষ্ঠলিপি লেখা যাইবে ঐ ওয়ারন্ট ডাকযোগে সেই মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যাইতে পারিবে।

পৃষ্ঠে লিখিতে না হইলে যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ওয়ারন্ট জারী করিতে হইবে তাঁহার নিকট কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারক থানার অধ্যক্ষের নিম্নপদস্থ নহেন এমত কর্ম্মকারকের নিকট লইয়া যাইবার জন্যে ঐ ওয়ারন্ট পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের হাতে দেওয়া যাইবে ইতি।

[যাহার নামে ওয়ারন্ট বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে পর যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

১৬৯ ধারা। ওয়ারন্ট যে জিলায় বাহির হইল সেই জিলার বহির্ভূত স্থানে পৃষ্ঠলিপি লিখনদ্বারা কি তদ্ভিন্ন জারী করা গেলে, যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারন্ট দিলেন তিনি বিশ মাইলের মধ্যে না থাকিলে কিম্বা যাঁহার বিচারাধীন স্থানে ব্যক্তিকে ধরা গেল তাঁহার অপেক্ষা নিকট

না থাকিলে কিম্বা ১৬০ ধারামতে হাজিরজামিন না লওয়া গেলে যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে ধরা গেল তাঁহার নিকট ধৃত ব্যক্তিকে আনিতে হইবে ইতি।

[ধৃত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনা যায় তাঁহার কর্তব্যের কথা।]

১৭০ ধারা। ওয়ারন্ট জারী করিবার নিমিত্তে যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারকের নামে লিখিয়া দেওয়া যায়, তিনি সেই ওয়ারন্ট জারী করিবেন কি করাইবেন। এবং ১৬৯ ধারার বিধানমতে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে আনা গেলে, যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারন্ট দেন ঐ ধৃত ব্যক্তি তাঁহার লক্ষিত ব্যক্তি বোধ হইলে পূর্ব্বোক্ত মাজিষ্ট্রেট তাহাকে পেয়াদার জিম্মায় দিয়া শেষোক্ত যে মাজিষ্ট্রেট পরওয়ানা দিলেন তাঁহার নিকট পাঠাইবেন।

কিম্বা ঐ অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও ধৃত ব্যক্তি জামিন দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারন্ট দিলেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন লইয়া ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকট সেই মুচলকা কি হাজির জামিনী পত্র পাঠাইবেন।

এই ধারার মধ্যে মাজিষ্ট্রেট শব্দে রাজধানীয় পোলীসের কমিশ্যনর ও পোলীস মাজিষ্ট্রেট গণ্য ইতি।

[পলাতক ব্যক্তির নিমিত্ত ঘোষণার কথা।]

১৭১। ১৪৮ ধারার মধ্যে যে অপরাধ না আইসে কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে যদি সেই ব্যক্তি পলায়ন করে কিম্বা গোপনে থাকে ও তৎপ্রযুক্ত তাহার নামে ওয়ারন্ট বাহির হইলেও তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে না পারে, তবে তাহার উপর ওয়ারন্ট জারী না হয় এই নিমিত্ত সে পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে আছে তদ্বিষয়ের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া কি না করিয়া এই কথা হৃদ্বোধমতে জানিতে পাইলে ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তন্মধ্যে সেই ব্যক্তির প্রতি ত্রিশ দিনের অন্যূন নিরূপিত কোন দিনে উপস্থিত হইয়া ঐ নালিশের উত্তর দিতে আদেশ থাকিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি সচরাচর যে নগরে কি গ্রামে বাস করিয়া থাকে ঐ ঘোষণাপত্র সেই নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে প্রকাশরূপে পাঠ করা যাইবে, ও সেই ব্যক্তি সচরাচর যে ঘরে থাকে সেই ঘরের কিম্বা ঐ নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ পত্র লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

আরো সেই ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি মাজিষ্ট্রেটের আদালতঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নিয়মমতে ঘোষণা করা গিয়াছে মাজিষ্ট্রেটের এই মর্ম্মের উক্তিই আইন অনুসারে নিয়মমতে কার্য্য হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে ইতি।

[পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।]

১৭২ ধারা। কোন ব্যক্তি তদ্রূপে পলায়ন করিলে কি গোপনে থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট তাহার স্থাবর কি অস্থাবর কি উভয় প্রকারের কোন সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

যে জিলায় উক্ত আজ্ঞা করা যায় সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তি ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে। এবং ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত যে জিলায় ঐ সম্পত্তি থাকে

সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আজ্ঞাপত্রের পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া দিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানে যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তিও ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে।

যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় তাহা গবর্ণমেন্টের মালগুজারী ভূমি হইলে যে জিলায় ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে। অন্য স্থলে মাজিষ্ট্রেট যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞামতে ক্রোক করণদ্বারা, কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষকে কি গ্রাহকে নিযুক্ত করণদ্বারা, কিম্বা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে খাজানা দিবার নিষেধসূচক আজ্ঞা করণ দ্বারা ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে।

অনুপস্থিত ব্যক্তি ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে, ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি গবর্ণমেন্টের স্বেচ্ছাধীন থাকিবে। কিন্তু ছয় মাস না গেলে বিক্রয় করা যাইবে না। পরন্তু কাঁচা মাল হইলে কিম্বা বিক্রয় করা গেলে স্বামি লাভ হইবার সম্ভাবনা মাজিষ্ট্রেটের এমত বিবেচনা থাকিলে ছয় মাসের মধ্যেই বিক্রয় হইতে পারিবে ইতি।

[রাজাহৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কথা।]

১৭৩ ধারা। ১৭২ ধারামতে যে ব্যক্তির সম্পত্তি গবর্ণমেন্টের স্বেচ্ছাধীনে আইসে সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেলে, ও তাহার নামে যে অভিযোগ হইয়াছে তন্নিমিত্ত যে সেশন আদালত কি হাই কোর্ট তাহার বিচারা করেন বিচার কার্য্য এড়াইবার জন্যে সে পলায়ন করে নাই ও গোপনে থাকে নাই ঐ আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথার প্রমাণ করিলে, কিম্বা যদি উক্ত অন্যতর আদালতে সেই অপরাধের নিমিত্ত বিচার না হয় কিম্বা বিচার হইবার জন্যে তাহাকে সমর্পণ করা না যায়, তবে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধমতে ঐ কথার প্রমাণ করিলে ঐ সম্পত্তি তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা যদি পুর্ব্বে বিক্রয় হইয়া থাকে তবে বিক্রয়োৎপন্ন টাকা তাহাকে দেওয়া যাইবে ইতি।

[কোন মাজিষ্ট্রেটের এলাকার বাহিরে অপরাধ হইয়া তাঁহার ওয়ারন্টক্রমে অপরাধী ধৃত হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।]

১৭৪ ধারা। ভিন্ন জিলাতে কি জিলার ভিন্ন খণ্ডে অপরাধ হইয়াছে এমত জানা গেলে কি সংশয় থাকিলে তন্নিমিত্ত ১৫৭ ধারার বিধানমতে যাহাকে ধরিবার ওয়ারন্ট বাহির হয় সেই ব্যক্তি ধৃত হইলে, যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারন্ট দিলেন তিনি ঐ অপরাধের তদন্ত কার্য্য সমাপ্ত করিবার ক্ষমতা না পাইলে যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ অপরাধ হওয়া জানা গেল কি সংশয় থাকে তাঁহার নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে পাঠাইবেন। অথবা যে অপরাধের অপরাধী বলিয়া ঐ ব্যক্তির প্রতি সংশয় থাকে তদ্ধেতুক হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে, ঐ ধৃত ব্যক্তির স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন লইবেন।

ঐ ধৃত ব্যক্তিকে কোন্ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে হইবে, যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারন্ট দিলেন তিনি ইহা হৃদ্বোধমতে না জানিতে পারিলে হাই কোর্টের আজ্ঞার জন্যে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন ইতি।

[অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারন্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা।]

১৭৫ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ১৫৭ ধারাক্রমে যে ওয়ারন্ট দেন তৎক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা গেলে ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ ধৃত ব্যক্তিকে জিলার মাজিষ্ট্রেট

সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে অপরাধ হওয়ার সংশয় থাকে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারন্ট দিলে পোলীসের যে কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারন্ট জারী করেন, তাঁহার নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা যাইবে, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারন্ট দিলেন তাঁহার নিকটে তাহাকে পাঠান যাইবে।

যে অপরাধের অপরাধী বলিয়া ধৃত ব্যক্তির প্রতি সংশয় থাকে তাহা যদি একি জিলার অন্য অধঃস্থ আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে করা যায়, তবে যে মাজিষ্ট্রেট ১৫৭ ধারা মতে ওয়ারন্ট দিলেন জিলার যে খণ্ডে অপরাধ হইয়াছে তিনি সেই খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে পাঠাইবেন ইতি।

[ওয়ারেন্টের মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা।]

১৭৬ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করিবার ওয়ারন্ট জারী করেন, যাহাকে ধরিতে হইবে তাহার নিকটে তিনি ঐ ওয়ারন্টের মর্ম্ম জানাইবেন। ও সে ঐ ওয়ারন্ট দেখাইতে বলিলে দেখাইবেন ইতি।

[ওয়ারন্ট যেরূপ জারী করিতে হইবে তাহার কথা।]

১৭৭ ধারা। ধৃত করণ সময়ে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ওয়ারন্ট জারী করেন তিনি যাহাকে ধরিবেন তাহার গাত্র স্পর্শ করিবেন কিম্বা তাহাকে আটক করিয়া রাখিবেন। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি কথা কি কর্ম্মদ্বারা থাকিবার সম্মতি দেখায়, তবে তাহাকে স্পর্শাদি করিবার প্রয়োজন নাই ইতি।

[ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা।]

১৭৮ ধারা। যাহার নামে ধৃত করিবার ওয়ারন্ট বাহির হয়, তাহাকে ধরিবার উদ্যোগ হইলে, যদি সে বলক্রমে বাধা দেয়, তবে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ ওয়ারন্ট জারী করেন, তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার জন্যে যাহা আবশ্যক তাহাই করিবেন ইতি।

[যাহার নামে ওয়ারন্ট বাহির হয় সে গৃহে প্রবেশ করিলে সেই গৃহ অন্বেষণ করিবার কথা।]

১৭৯ ধারা। যাহার নামে ওয়ারন্ট বাহির হয় সেই ব্যক্তি কোন গৃহে কি স্থানে প্রবেশ করিয়াছে কি আছে এমত বিশ্বাস করিবার হেতু থাকিলে, পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ ওয়ারন্ট জারী করিতে যান, তিনি ঐ গৃহ কি স্থানবাসির কি রক্ষকের অনুমতি চাহিলে, তাঁহার কর্ত্তব্য যে পোলীসের সেই কর্ম্মকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে অবাধিতরূপে প্রবেশ করিতে দেন ও সেই স্থানে অন্বেষণ করিতে সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিমত সাহায্য করেন ইতি।

[দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।]

১৮০ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারন্টক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধরিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া, আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া উপযুক্তমতে কোন ঘরে কি স্থানে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলে পর, যদি অন্য কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে ঐ ওয়ারন্ট জারী করিবার জন্যে ঘরের, অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তির কি অন্য কোন কাহার ঘরের কি স্থানের সদর কি খিড়কি দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন ইতি।

[অন্তঃপুরের দ্বার ভাঙ্গিবার কথা।]

১৮১ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারণ্ট বাহির হইতে পারে কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে, সেই ব্যক্তি অন্তঃপুরে লুক্কায়িত আছে যদি এমত সম্বাদ পাওয়া যায়, ও সেই অন্তঃপুরে যদি স্ত্রীলোক থাকে, ও দেশাচারমতে ঐ স্ত্রী প্রকাশ স্থানে না যায়, তবে পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিতে নিযুক্ত হন, তিনি ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির পলাইতে না পারিবার আবশ্যক বিধান করিবেন।

সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে ধরা না দিলে, পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তিনি আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিবেন।

ঐ কথা জ্ঞাত করিবার ও অনুমতি চাহিবার পর অন্য প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারিলে, যাহার নামে ওয়ারণ্ট বাহির হইল এমত ব্যক্তিভিন্ন পূর্ব্বোক্ত যে স্ত্রী ঐ অন্তঃপুরে থাকে তাহাকে স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি জানাইয়া, ও সর্ব্বপ্রকারে তাহার স্থানান্তরে যাইবার যুক্তিমতে সাহায্য করিয়া, ঐ অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারিবেন ইতি।

[অনাবশ্যকমতে বদ্ধ না করিবার কথা।]

১৮২ ধারা। ধৃত ব্যক্তির পলায়ন নিবারণের জন্যে যত দূর আবশ্যক হয়, তাহাকে তদধিক কষ্ট দিয়া আটক করিয়া রাখিতে হইবে না ইতি।

[ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনিবার কথা।]

১৮৩ ধারা। যে কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ওয়ারণ্ট জারী করেন, এই আইনের আদেশমতে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাঁহার উপস্থিত করাইতে হইবে অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তিনি তাহাকে তাঁহার নিকটে আনিবেন ইতি।

[কোন কথা প্রকাশ কি স্বীকার করণার্থে প্রবৃত্তি দেওনের কথা।]

১৮৪ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ধৃত ব্যক্তিকে ভয় দেখাইয়া, কিম্বা কোন অঙ্গীকার কি প্রকারান্তরে কথা দ্বারা তাহাকে কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি দিবেন না।

কিন্তু সেই ধৃত ব্যক্তি স্বেচ্ছামতে কোন কথা জানাইতে চাহিলে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য কোন ব্যক্তি তাহাকে সতর্ক করিয়া কি অন্য কোন প্রকারে বারণ করিবেন না ইতি।

[ওয়ারণ্টের ও ওয়ারণ্ট জারী ও বাহির হইবার যে বিধি আছে
সকল ওয়ারণ্টের প্রতি তাহা খাটিবার কথা।]

১৮৫ ধারা। এই অধ্যায়ে ওয়ারণ্ট বিষয়ক এবং তাহার জারী করণ বিষয়ক যে বিধি আছে এই আইনমতে ব্যক্তিকে ধরিবার প্রত্যেক ওয়ারণ্টের প্রতি সেই বিধি খাটিবে ইতি।

পঞ্চম খণ্ড।

তদন্ত লওনের ও বিচারের বিধি।

১৪ অধ্যায়।

প্রথম স্থলীয় কার্য্যের কথা।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল নিযুক্ত করিবার অধিকারের কথা।]

১৮৬ ধারা। ফৌজদারী আদালতে কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, হাই কোর্টের কোন বারিষ্টরের কিম্বা টর্নির দ্বারা অথবা ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের কিম্বা উকীল বিষয়ক যে সময়ে অন্য যে আইন প্রবল থাকে সেই আইনের বিধানমত উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন উকীলের দ্বারা সেই ব্যক্তির পক্ষসমর্থন হইবার অধিকার থাকিবে।

উক্ত কোন ব্যক্তি আদালতের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আপনার পক্ষসমর্থন করিবার সাহায্য করণার্থে বারিষ্টর কি টর্নি কি উকীলভিন্ন কোন মোখ্তারকে কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবে। কিন্তু আদালতের অনুমতিভিন্ন পারিবে না।

[অভিযুক্ত ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিতে না পারিলে তদ্বিষয়ের কথা।]

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা না হইলেও তাহাকে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিতে না পারিলে আদালত তদন্ত লওয়ার কি বিচারের কার্য্য চালাইতে পারিবেন। ঐ তদন্ত লইয়া যদি তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় কিম্বা বিচার হইয়া যদি তাহার অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত সহিত ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র হাই কোর্টে পাঠান যাইবে। হাই কোর্ট তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন ইতি।

[ফৌজদারী আদালত মুক্তদ্বার হওয়ার কথা।]

১৮৭ ধারা। কোন অপরাধের বিচার হইবার নিমিত্তে, কিম্বা সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত লওনের নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হয় সেই স্থানই এবং প্রত্যেক সেশন আদালত ও প্রত্যেক হাই কোর্ট মুক্তদ্বার ও রাজকীয় বিচারালয় জ্ঞান হইবে। তথায় সর্ব্বসাধারণ যত লোক সুবিধামতে ধরিতে পারে, তাহাদের যাইবার বাধা নাই।

কিন্তু মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কর্তৃপক্ষ জজ সাহেব যে সময়ে কোন বিশেষ মোকদ্দমার তদন্ত কি বিচার করেন, সেই সময়ে উপযুক্ত বোধ করিলে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে, আদালতের অনুমতি কি সম্মতি না হইলে কোন ব্যক্তি আদালতের ব্যবহৃত ঐ ঘরের কি অট্টালিকার মধ্যে আসিতে কি থাকিতে না পায় ইতি।

[অপরাধের রফা করিবার কথা।]

১৮৮ ধারা। বৈধমতে যে অপরাধের মোকদ্দমা রফা করা যাইতে পারে এমত অপরাধ হইলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা আদালতের বাহিরে, কিম্বা আদালতের অনুমতি পাইলে আদালতের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা রফা করিয়া লইতে পারিবেন।

তদ্রূপে অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া গেলে তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করণের তুল্য হইবে ইতি।

১৫ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত লওয়ার কথা।

[প্রথমে তদন্ত লওয়ার কার্য্যপ্রণালীর কথা।]

১৮৯ ধারা। সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে যে তদন্ত লওয়া যায় তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিতে হইবে ইতি।

[বাদির ও তৎপক্ষ সাক্ষিদের পরীক্ষা করণের কথা।]

১৯০ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, অথবা মাজিষ্ট্রেট বিহিত বিবেচনায় তাহার স্বয়ং উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিলে, মাজিষ্ট্রেট বাদির সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন ও যে বিষয়ের অভিযোগ হয় সেই বিষয়ের ও তাহার পূর্ব্বাপর ঘটনার কোন কথা জানে বলিয়া যে ব্যক্তিদের নামোল্লেখ হয় তাহারদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে পরীক্ষা হইবার কথা।]

১৯১ ধারা। অভিযোগের পক্ষে যাঁহারা বাদী ও সাক্ষী হন, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা সে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়া মোখ্তারের দ্বারা উপস্থিত হইলে সেই মোখ্তারের সম্মুখে তাঁহাদের পরীক্ষা লওয়া যাইবে।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির কূটপরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা।]

অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার মোখ্তার আপন সাক্ষিদের পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা করিতে এবং বাদির ও তাহার সাক্ষিদিগের কূটপরীক্ষা করিতে অনুমতি পাইবে ইতি।

[কোন ব্যক্তিকে সমন করিয়া পরীক্ষা লইতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।]

১৯২ ধারা। তদন্ত লওনের কার্য্যার্থে মাজিষ্ট্রেট যে ব্যক্তির সাক্ষ্য আবশ্যক জ্ঞান করেন, কার্য্যানুষ্ঠান করিবার কোন সময়ে তিনি এমত কোন ব্যক্তিকে সমন করিয়া তাহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন ও পূর্ব্বে যাহার পরীক্ষা লওয়া গিয়াছে তাহাকেও পুনশ্চ ডাকাইয়া পুনঃপরীক্ষা লইতে পারিবেন ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষার কথা।]

১৯৩ ধারা। তদন্ত লওনের কার্য্য চলনের কোন সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সময়েং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বে না জানাইয়া তাহার পরীক্ষা লইতে পারিবেন, ও তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করেন করিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াতে কি মিথ্যা উত্তর দেওয়াতে দণ্ডের যোগ্য হইবে না কিন্তু তাহার উত্তর না দেওয়াপ্রযুক্ত মাজিষ্ট্রেট যদ্রূপ অনুভব করা ন্যায্য বোধ করেন করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—কোন মোকদ্দমার তদন্ত লওনসময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর দেয় সেই উত্তর সেই মোকদ্দমায় কেবল নহে কিন্তু তাহার সেই উত্তরক্রমে তাহার কৃত অন্য অপরাধ প্রকাশ হইলে সেই অপরাধের বিচার কালেও সেই উত্তর তাহার বিপক্ষ প্রমাণে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে ইতি।

তদন্তের কার্য্য স্থগিত করিবার ও ব্যক্তিকে ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।]

১৯৪ ধারা। কোন সাক্ষির অনুপস্থান প্রযুক্ত কিম্বা যুক্তিমত অন্য কারণে সাক্ষিদের পরীক্ষা কি আর পরিক্ষা লওয়ার জন্যে দিনান্তর নিরূপণ করা আবশ্যক কি উপযুক্ত হইলে মাজিষ্ট্রেট আজ্ঞা লিখিয়া দিয়া সময়েং সেই তদন্তের কার্য্য স্থগিত করিয়া পঞ্চদশ দিনের

অনধিক যত কাল উপযুক্ত জ্ঞান করেন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তত কালের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যত কালের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠান যায় তাহাকে তত কাল হেফাজতে না রাখিয়া ঐ পরীক্ষা লওয়ার কার্য্য পুনরায় চলিবার যে সময় ও স্থান নিরূপণ হয় অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই সময়ে সেই স্থানে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিয়মে মুচলকা লিখিয়া দিয়া এক কি অধিক জন প্রতিভূ দিলে বা মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনামতে না দিলেও মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে তদন্ত লওনের কার্য্য আরম্ভ হইবার পর এমত অনুমান করিবার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে ও তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইলে আরো প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহাই তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইবার উপযুক্ত কারণ হয় ইতি।

[যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।]

১৯৫ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচারার্থে সমর্পণ করিবার কিম্বা তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইবার বিশিষ্ট হেতু নাই মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু আপনার সম্মুখে সেই ব্যক্তির বিচার হওয়া উচিত জ্ঞান করিলে তিনি এই আইনের ১৬ কি ১৭ কি ১৮ অধ্যায়মতে কর্ম্ম করিবেন।

১ ব্যাখ্যা।—যে স্থলে ন্যায্যমতে অপরাধের মোদ্দমা রফা হইতে পারে তদ্ভিন্ন স্থলে যদি অন্য প্রমাণের ভাব দৃষ্টে তাহার বিচার হওয়া উচিত বোধ হয় তবে বাদির উপস্থিত না থাকাই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার বিশিষ্ট কারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

২ ব্যাখ্যা।—ছাড়িয়া দেওয়া নির্দ্দোষী করণের তুল্য নয়। সেই অপরাধ হেতুক পুনশ্চ অভিযোগ হইবার বাধা নাই।

৩ ব্যাখ্যা।—অভিযোগের সপক্ষে যে সাক্ষিদের নাম দেওয়া গেল তাহারদের সাক্ষ্য না লওয়া গেলে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে না ইতি।

[যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।]

১৯৬ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে কেবল সেশন আদালতের কিম্বা হাই কোর্টের বিচার্য্য অপরাধের নিমিত্ত কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনামতে উক্ত আদালতে যে অপরাধের বিচার হওয়া উচিত এমত অপরাধের নিমিত্ত তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য বোধ করিলে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচার হইবার নিমিত্তে সেশন আদালতে কিম্বা বিষয়বিশেষে হাই কোর্টে পাঠাইবেন ইতি।

[যে স্থলে হাই কোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।]

১৯৭ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা না হইলে যদি তাহার নামে এই অভিযোগ হয় যে, ইউরোপীয় ব্রিটনীয় যে প্রজা তদ্রূপ অভিযোগে হাই কোর্টে বিচার হওনার্থে সমর্পিত হইবে কিম্বা হাই কোর্টে যাহার বিচার হইবে তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সে অপরাধ করিয়াছে

প্রমাণ দৃষ্টে যদি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে প্রেরণ করা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য বোধ হয়, তবে তিনি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে বিচার হইবার নিমিত্তে সমর্পণ করিবেন সেশন আদালতে নয়। ও সেই ব্যক্তির বিচার করিতে হাই কোর্টের ক্ষমতা থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—উপর্যুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট ব্যক্তিকে সমর্পণ করিলেই কেবল হাই কোর্ট তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন তাহাও কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া করিতে পারিবেন।

১৯৬ ধারার প্রতি ও এই ব্যাখ্যা বর্ত্তে ইতি।

[অভিযোগপত্রে যাহা লিখিতে হইবে তাঁহার কথা।]

১৯৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইবার জন্যে তাহাকে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে পাঠাইতে স্থির করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইলে পর তিনি ঐ অপরাধ প্রকাশক এক অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া সেই অভিযোগমতে অভিযুক্ত ব্যক্তির সেই আদালতে বিচার হইবার আদেশ করিবেন আরো তিনি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

[অভিযোগপত্রের প্রতিলিপির কথা।

যে সেশন আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইবে, উক্ত পত্রের প্রতিলিপি প্রথমস্থলীয় তদন্তের কাগজপত্রসহিত সেই আদালতে প্রেরণ করা যাইবে ও রাজকীয় অভিযোক্তার নিকটে কিম্বা অন্য যে কর্ম্মকারক ঐ মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যে নিযুক্ত হন তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের অন্য প্রতিলিপি প্রেরিত হইবে।

কোন অস্ত্রশস্ত্র কি অন্য দ্রব্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিবার আবশ্যক হইলে তাহাও সেশন আদালতে পাঠান যাইবে।

যদি হাই কোর্টে সমর্পণ হইয়া থাকে, তবে সেই অভিযোগপত্র ও অন্য কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র কি অন্য দ্রব্য ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন সাহাবের কিম্বা হাই কোর্টের নিযুক্ত অন্য কর্ম্মকারকের নিকট প্রেরণ করা যাইবে। যদি কাগজপত্রের কোন অংশ ইঙ্গরেজী ভাষায় লেখা না থাকে, তবে ইঙ্গরেজী ভাষায় তাহা তরজমা করাইয়া তাহার সঙ্গে প্রেরণ করা যাইবে ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি দিবার কথা।]

১৯৯ ধারা। যে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইবে সেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইলে পর তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও সে চাহিলে তাহার প্রতিলিপি কি অনুবাদ তাহাকে দেওয়া যাইবে ইতি।

[বিচারকালে প্রতিবাদের সপক্ষ সাক্ষিদের কথা।]

২০০ ধারা। সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে বিচার হওনকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার জন্যে যাহাদিগকে সমন করাইতে চাহে, তৎকালে তাহারদিগের নাম জানাইতে কি লিখিয়া দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হইবে।

তদ্রূপ যে ব্যক্তিদের নাম দেওয়া যায় মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে তদন্ত লওনসময়ে তাহারদিগকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন করিতে পারিবেন। তাহা করিলে যত দিন সেই সাক্ষ্য না লওয়া যায় তত দিন সমর্পণ করা হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

[অন্য ব্যক্তিদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।]

মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত বোধ করিলে তৎপশ্চাৎ কোন কালেও ৩৯৫ ধারার বিধানবশে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষিদের নামের আর এক ফর্দ্দ দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষ্যের প্রতিলিপি দিবার কথা।]

২০১ ধারা। তদন্তের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারের পূর্ব্বে উপযুক্ত সময় থাকিতে সাক্ষ্যের প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে তাহাকে দেওয়া যাইবে। সেই প্রতিলিপি করিবার খরচ তাহার দিতে হইবে। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে বিনা-খরচে দিতে পারিবেন ইতি।

[মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে, গবর্ণমেণ্টের উকীলকে মাজিষ্ট্রেটের জ্ঞাত করিবার কথা।]

২০২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেশন আদালতে কিম্বা হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে মাজিষ্ট্রেট রাজকীয় অভিযোক্তার কিম্বা গবর্ণমেণ্টের উকীলের নামে কিম্বা গবর্ণ-মেণ্টকর্ত্তৃক অন্য যে কার্য্যকারক সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যে নিযুক্ত হন তাঁহার নামে আজ্ঞাপত্র দিয়া ঐ সমর্পণ হওয়ার কথা জানাইয়া অভিযোগপত্রের পাঠানুসারে অপরাধ জ্ঞাপকপত্র দিবেন।

সেশন আদালতে সমর্পিত মোকদ্দমায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ মোকদ্দমা চালাইবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের ঐ উকীল কি কার্য্যকারকভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই ধারাতে ইহার বাধা নাই ইতি।

১৬ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।

[সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।]

২০৩ ধারা। মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই মোকদ্দমায় এই প্রণালীমতে কর্ম্ম করিবেন।

[নালিশ করিবার অভিপ্রায়ের ও ফলের কথা।]

অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কখন দাঁড়ামত অভিযোগ করিবার প্রয়োজন নাই। এবং যে বিষয়ের তদন্ত লওয়া যাইবে নালিশ ও সমন অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কেবল সেই বিষয়ের জ্ঞাপন-পত্র বলিয়া জানিতে হইবে। নালিশ কি সমন যে ভাবের হউক, এই অধ্যায়ের মধ্যে যেং অপরাধ আইসে অভিযুক্ত ব্যক্তি তন্মধ্যে কোন অপরাধ করিয়াছে ইহা প্রমাণিত বৃত্তান্তদ্বারা দৃষ্ট হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

[জ্ঞাপনপত্র দোষযুক্ত হইলে তাহার কথা।]

নালিশে কি সমনে কোন দোষ থাকিলেও তদ্দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিতান্ত ভ্রম হইয়াছে ইহা দৃষ্ট না হইলে সেই দোষহেতুক আনুষ্ঠানিক কার্য্যের সিদ্ধতার বিঘ্ন হইবে না। আর অভিযুক্ত ব্যক্তির সেই ভ্রম হইয়াছে কি না ইহার বিবেচনা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনার প্রতিবাদের কার্য্য যেরূপ চালায় আদালত তৎপ্রতি মনোযোগ করিবেন।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির জামিন কিম্বা মুচলকা লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।]

২০৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার যে সমন দেওয়া যায় তদনুসারে সে নিরূপিত দিনে স্বেচ্ছামতে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে ওয়ারেন্টক্রমে কি প্রকারান্তরে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা গেলে মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনামতে যদ্রূপ আজ্ঞা করেন তদ্রূপে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজির জামিন লইয়া কিম্বা মুচলকা লইয়া তাহাকে মুক্ত থাকিবার অনুমতি দিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে যদি সে দিতে না পারে, তবে তাহাকে হেফাজতে রাখিতে হইবে ইতি।

[বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।]

২০৫ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ যে দিনে মোকদ্দমার তলব হয় বাদী সেই দিনে উপস্থিত না হইলে মাজিষ্ট্রেট ঐ অভিযোগ ডিসমিস করিবেন। কিন্তু তিনি কোন কারণে সেই মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত করিয়া অন্য দিন নিরূপণ করা উপযুক্ত বোধ করিলে যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন সেই নিয়মানুসারে তাহা করিতে পারিবেন ইতি।

[অভিযোগের মর্ম্ম জানাইবার কথা।]

২০৬ ধারা। বিচার হইবার নিরূপিত দিনে উভয় পক্ষ উপস্থিত হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের মর্ম্ম জ্ঞাত করা যাইবে, ও তাহাকে এই জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তোমাকে অপরাধী নির্ণয় না করিবার কোন কারণ দেখাইতে পার কি না।

[অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে তাহার কথা।]

অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করিবার উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে এই অধ্যায়ের মধ্যে যেং অপরাধ আইসে তন্মধ্যে যে অপরাধ করিয়াছে দৃষ্ট হয় মাজিষ্ট্রেট তাহাকে সেই অপরাধের অপরাধী নির্ণয় করিতে পারিবেন ইতি।

[তদ্রূপ স্বীকার না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

২০৭ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মাজিষ্ট্রেট বাদির কথা ও তিনি অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষিকে উপস্থিত করেন তাহারদের কথাও শুনিবেন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা ও সে প্রতিবাদের পোষকতায় যে সকল সাক্ষিকে উপস্থিত করে তাহারদের ও কথা শুনিবেন ইতি।

[বিচার স্থগিত রাখিবার কথা।]

২০৮ ধারা। কোন অভিযোগ শুনিবার পূর্ব্বে কি তাহা শ্রবণ সময়ে, মাজিষ্ট্রেট সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইবার জন্যে কি অন্য কারণে ঐ শ্রবণের কার্য্য স্থগিত রাখিয়া তৎকালে অন্য দিন নিরূপণ করিয়া এক কি উভয়পক্ষের সম্মুখে ও শ্রুতিগোচরে দিন প্রকাশ করিবেন।

তদ্রূপ শ্রবণ কি আরো শ্রবণ করিবার জন্য যে দিন নিরূপণ হয়, সেই দিনে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে মাজিস্ট্রেট তাহাকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারেন্ট দিতে পারিবেন।

বাদী উপস্থিত না হইলে মাজিস্ট্রেট ঐ নালিশ ডিসমিস করিতে পারিবেন ইতি।

[তুচ্ছ ও দুঃখদায়ক মাত্র অভিযোগ হইলে ক্ষতিপূরণের কথা।]

২০৯ ধারা। মাজিস্ট্রেট কোন অভিযোগ তুচ্ছ ও দুঃখদায়ক মাত্র বলিয়া ডিসমিস করিতে পারিবেন এবং উপযুক্ত বোধ করিলে ডিসমিস করিবার আজ্ঞাদ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির হানিপূরণের নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা ন্যায্য ও যুক্ত বোধ করেন ঐ বাদির তত টাকা দিবার আজ্ঞাও করিতে পারিবেন।

এমত স্থলে নালিশে দুই কি তদধিক জনের নামে অভিযোগ হইলে মাজিস্ট্রেট তাঁহারদের প্রত্যেক জনের ৫০ টাকার অনধিক ক্ষতিপূরণ পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিবার কথা।]

তদ্রূপে যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, বাদির যে অস্থাবর সম্পত্তি ঐ জিলার মাজিস্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে পাওয়া যায়, তাহা ক্রোক ও নীলাম হইয়া ঐ টাকা আদায় হইতে পারিবে এবং জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন স্থানে বহির্ভূত যে জিলায় ঐ সম্পত্তি থাকে সেই জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব ঐ আজ্ঞাপত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে সেই জিলাতেও বাদির যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাপত্রে তাহাও ক্রোক ও নীলাম করিবার অনুমতি হইবে। তদ্রূপে ক্রোক করিলেও যদি আজ্ঞামত সমুদয় টাকা আদায় হইতে না পারে, তবে দেওয়ানী জেলখানায় বাদির ত্রিশ দিনের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারিবে। ইহার মধ্যে টাকা দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে ইতি।

[নালিশ উঠাইয়া লইবার কথা।]

২১০ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় শেষ আজ্ঞা হইবার পূর্ব্ব কোন সময়ে নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়ার উপযুক্ত হেতু আছে এই বিষয়ে বাদীকে মাজিস্ট্রেটের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে তিনি ঐ নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে নালিশ উঠাইয়া লওয়া যায় তাহা পুনরায় গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

[নির্দ্দোষী নির্ণয়ের কথা।]

২১১ ধারা। এই অধ্যায়মত বিচারিত কোন মোকদ্দমায় মাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে ঐ নিরপরাধ নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিবেন।

[দণ্ডাজ্ঞার কথা]

অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় হইলে মাজিস্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

বিচারকালে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি হইয়া থাকে, তবে মাজিস্ট্রেট কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইলে তাঁহার মোক্তারের সম্মুখে ঐ দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করা যাইতে পারিবে অথবা সেই দণ্ডাজ্ঞা শুনিবার নিমিত্তে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হইতে পারিবে ইতি।

[ডিসমিস করিবার ফলের কথা।]

২১২ ধারা। এই অধ্যায়মতে নালিশ ডিসমিস হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিবার তুল্য ফল হইবে।

যে মোকদ্দমায় সমন বাহির হয় কেবল সেই মোকদ্দমায় এই অধ্যায়ের বিধানমতে নালিশ ডিসমিস হইতে পারিবে ইতি।

১৭ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা।

[যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় তদ্বিষয়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।]

২১৩ ধারা। যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটেরা সেই মোকদ্দমার বিচার কালে প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

[১৯০ অবধি ১৯৪ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবার কথা।]

২১৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে বিচারকার্য্য চালান যায় তাহার প্রতি ১৯০ অবধি ১৯৪ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারার বিধান খাটিবে ইতি।

[অভিযুক্তব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।]

২১৫ ধারা। বাদির এবং অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষিদের সাক্ষ্য গ্রহণ হইলে পর, এবং মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক তাহা লওয়া গেলে পর অভিযুক্তব্যক্তির অপরাধের প্রমাণ হয় নাই মাজিষ্ট্রেট ইহা বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন।

১ ব্যাখ্যা।—যে স্থলে ন্যায্যমতে অপরাধের মোকদ্দমা রফা হইতে পারে তদ্ভিন্ন স্থলে, যদি অপরাধ সাব্যস্ত করিবার অন্য সাক্ষ্য দৃষ্ট হয় তবে বাদির উপস্থিত না থাকাই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার বিশিষ্ট কারণ বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

২ ব্যাখ্যা।—ছাড়িয়া দেওয়া নির্দ্দোষী করণের তুল্য নয়। সেই অপরাধ হেতুক পুনশ্চ অভিযোগ হইবার বাধা নাই।

৩ ব্যাখ্যা।—অভিযোগের সপক্ষ যে সাক্ষিদের নাম দেওয়া গেল তাহাদের সাক্ষ্য না লওয়া গেলে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে না ইতি।

[আপাততঃ অপরাধের প্রমাণ হইলে অভিযোগপত্র লিখিবার কথা।]

২১৬ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির আপাততঃ কোন অপরাধের প্রমাণ হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট ইহা নির্ণয় করিলে এবং আপনি সেই অপরাধের বিচার ও তাহার সমুচিত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন বোধ করিলে, তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

১ ব্যাখ্যা।—অভিযোগপত্র প্রস্তুত না করা গেলেও ন্যায় বিচারের কোন ব্যাঘাত হয় নাই আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনঃদৃষ্টি করিবার আদালতের এমত জ্ঞান হইলে সেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে বিচার কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না।

২ ব্যাখ্যা।—অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে ন্যায় বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনঃদৃষ্টি করিবার আদালতের এমত বোধ হইলে মোকদ্দমার বিচার কালীন যে সময়ে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা উচিত ছিল তদবধি বিচার কার্য্যের পুনরারম্ভ হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

[উত্তরের কথা।]

২১৭ ধারা। পরে ঐ অভিযোগপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করা যাইবে, ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই অপরাধের দোষী আছ, না ইহার প্রতিবাদ করিতে চাহ ইতি।

[প্রতিবাদের কথা।]

২১৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে চাহিলে তাহার প্রতি ঐ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইলে ও তাহার সপক্ষ সাক্ষিরা উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতে আজ্ঞা হইবে, ও তাহার প্রতি অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষিদিগকে পুনরায় ডাকিয়া কুটপরীক্ষা করিতে অনুমতি হইবে।

যদি অভিযুক্তব্যক্তি কোন লিখিত বর্ণনাপত্র অর্পণ করে তবে মাজিষ্ট্রেট তাহা কাগজপত্রের নথীর সঙ্গে রাখিতে পারিবেন কিন্তু রাখিতেই হইবে এমত নয় ইতি।

[প্রতিবাদির সপক্ষ সাক্ষ্যের কথা।]

২১৯ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষ যে সাক্ষ্য দেওয়া গেল যদি তাহার উত্তর দেওনার্থে কি অপ্রমাণ করণার্থে তাহার সপক্ষ কোন সাক্ষিকে উপস্থিত করিবার কি সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট ৩৬২ ধারার বিধানের বশে সেই সাক্ষিকে সমন করিবেন ও সেই সাক্ষ্য পরিক্ষা করিয়া দেখিবেন। তদর্থে তিনি সময়ে২ আবশ্যকমতে ঐ বিচারের জন্য২ দিন নিরূপণ করিতে পারিবেন ইতি।

[নির্দ্দোষ নির্ণয়ের কথা।]

২২০ ধারা। মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে নিরপরাধ নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিবেন।

[দোষী নির্ণয় করনের কথা]

অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধে নির্ণয় হইলে মাজিষ্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

ব্যাখ্যা।—অভিযোগপত্র লেখা গিয়া থাকিলে প্রতিবাদিকে হয় নিরপরাধী না হয় অপরাধী নির্ণয় করিতেই হইবে। যদি অভিযোগপত্র লেখা না গিয়া থাকে তবে ২১৬ ধারার ১ ব্যাখার কথায় যে স্থলের বিধান হইয়াছে সেই স্থলভিন্ন নির্দ্দোষি করণের কি দোষ নির্ণয় করণের কোন নিষ্পত্তি হইতে পারিবে না ইতি।

[বিচারকার্য্য আরম্ভ হইবার পরে তাঁহার সেই মোকদ্দমা বিচার করিবার ক্ষমতা নাই মাজিষ্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।]

২২১ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন মোকদ্দমার বিচার হইতেছে এমন সময়ে তাঁহারই সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই কোন কারণে তাঁহার এমত বোধ হইলে, কিম্বা সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সেই মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত এমত জ্ঞান হইলে তিনি এই অধ্যায়মত আর সকল কার্য্য রহিত করিবেন এবং ৩৬ ধারামত ক্ষমতাপন্ন

কোন কার্য্যকারকের প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে না পারিলে কিম্বা সমর্পণ করা উচিত না হইলে তিনি ইহার পূর্ব্বলিখিত ধারামতে প্রতিবাদিকে সমর্পণ করিবেন। ঐ মাজিষ্ট্রেটের সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তিনি ৪৫ ধারামতে কার্য্য করিবেন ইতি।

১৮ অধ্যায়

সরাসরী বিচারের কথা।

[যে যে অপরাধের সরাসরী বিচার হইতে পারে তাহার কথা।]

২২২ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিম্নলিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিতে পারিবেন এবং অপরাধির অপরাধ নির্ণয় হইলে এই আইনের ২০ ধারাক্রমে ন্যায্যমতে যে দণ্ড হইতে পারে সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(১) এই আইনের ১৪৮ ধারার উল্লিখিত অপরাধ।

(২) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৬৪ ও ২৬৫ ও ২৬৬ ধারামতে ওজন ও পরিমাণ যন্ত্র বিষয়ক অপরাধ।

(৩) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৩ ধারামতে পীড়া জন্মাওন।

(৪) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে চৌর্য্য।

(৫) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৮০ ধারামতে চৌর্য্য।

(৬) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৮১ ধারামতে চৌর্য্য।

(৭) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪১১ ধারামতে চোরা দ্রব্য গ্রহণ।

(৮) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪২৭ ধারামতে অপকার করণ।

(৯) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৪৮ ধারামতে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ।

(১০) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৫০৪ ও ৫০৬ ধারামতে অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন।

(১১) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার সহায়তা কিম্বা সেই সেই অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে সেই উদ্যোগকরণ ইতি।

[মাজিষ্ট্রেটদিগকে সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদানের কথা।]

২২৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে ২২২ ধারার উল্লিখিত সকল কি কোন অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন ইতি।

[প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।]

২২৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বেঞ্চের অর্থাৎ অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি ২২২ ধারার উল্লিখিত সকল কি কোন অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন ইতি।

[ন্যূন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।]

২২৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট দ্বিতীয় কি তৃতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বেঞ্চের অর্থাৎ অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি নিম্নলিখিত সকল কি কোন অপরাধের সরা-সরী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

যে সকল অপরাধ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৭৭ ও ২৭৮ ও ২৭৯ ও ২৮৫ ও ২৮৬ ও ২৮৯ ও ২৯০ ও ২৯২ ও ২৯৩ ও ২৯৪ ও ৩২৩ ও ৩৩৪ ও ৩৩৬ ও ৩৪১ ও ৩৫২ ও ৪২৬ ও ৪৪৭ ধারার মধ্যে আইসে এবং মুনিসিপল আইনের বিপক্ষ ও পোলীস আইনের অন্তর্গত নগর পরিপাটী করণসূচক ধারার বিপক্ষ যেং অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ড কি এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারে সেইং অপরাধ ইতি।

[যে যে মোকদ্দমায় সমন ও ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইতে পারে কোনং স্থল ছাড়া সেইং মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী খাটিবার কথা]

২২৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে পশ্চাৎ লিখিত যেং মোকদ্দমায় সমন ও বর্জিত হইল তদ্ভিন্ন যে মোকদ্দমায় সমন বাহির হইবে তৎসম্পর্কে এই আইনের যে বিধান আছে সেই মোকদ্দমায় সেই বিধানমতে কার্য্য করিতে হইবে। ও যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হইবে তৎসম্পর্কে এই আইনে যে কার্য্য প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল সেই মোকদ্দমায় সেই কার্য্য প্রণালী চলিবে ইতি।

[যে মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা।]

২২৭ ধারা। যেং মোকদ্দমায় আপীল নাই সেইং মোকদ্দমায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য কি নিষ্পত্তির হেতু মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই এবং দাঁড়ানতে অভিযোগপত্রও লিখিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু তিনি কি তাঁহারা সেই প্রকারের মোকদ্দমার কথা লিখিবার রেজিষ্টর রাখিয়া তন্মধ্যে এইং কথা লিখিবেন।

(ক) ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা গেল সেই তারিখ।

(গ) যে তারিখে রিপর্ট কি নালিশ করা যায় তাহা।

(ঘ) বাদির নাম।

(ঙ) অভিযুক্তব্যক্তির নাম ও তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(চ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা।

(ছ) প্রতিবাদির উত্তর।

(জ) নিষ্পত্তি এবং অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার হেতুর সংক্ষেপ বর্ণনা।

(ঞ) দণ্ডের আজ্ঞা।

(ট) যে তারিখে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত হয় তাহা ইতি।

[যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা।]

২২৮ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কি মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ ২২২ কি ২২৩ কি ২২৪ ধারামতে কর্ম্ম করিয়া যদি তিন মাসের অধিক কারাদণ্ডের কি ২০০৲ টাকার অধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করেন

কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ ২২৫ ধারামতে কর্ম্ম করিয়া যদি কোন ব্যক্তিকে অপরাধী নির্ণয় করেন,

তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট কি মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ যে সাক্ষ্যদ্বারা অপরাধ নির্ণয় করিলেন দণ্ডের আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে সেই সাক্ষ্যের মর্ম্ম এবং ২২৭ ধারার উল্লিখিত বিবরণ সহিত নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন।

এই ধারার মধ্যে যেং মোকদ্দমা আইসে তাহার সেই নিষ্পত্তিভিন্ন অন্য রিকার্ড থাকিবে না ইতি।

[নিষ্পত্তি যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা।]

২২৯ ধারা। ২২৭ ধারামতে যে রিকার্ড লেখা যায় ও ২২৮ ধারামতে যে নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যায় বিচারপতি হয় ইঙ্গরেজী ভাষায়, না হয় জিলার যে ভাষায় বিচার কার্য্য হইল সেই ভাষায় অথবা বিচারপতি অব্যবহিতরূপ যে আদালতের অধীন হন সেই আদালতের আদেশ হইলে ঐ বিচারপতির ভাষায় ঐ রিকার্ড ও নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে ইতি।

[মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কেরাণী রাখিতে পারিবার কথা।]

২৩০ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের যে বেঞ্চ সরাসরীমতে অপরাধের বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে ঐ আদালতের এক জন আমলারদ্বারা পূর্ব্বোক্ত রিকার্ড কি নিষ্পত্তি লেখাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। রিকার্ড কি নিষ্পত্তি তদ্রূপে লিখিয়া দেওয়া গেলে ঐ বেঞ্চের যতজন উপস্থিত হইয়া ঐ আনুষ্ঠানিককার্য্য চালাইলেন তাঁহারা প্রত্যেক তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

১৯ অধ্যায়।

সেশন আদালতের বিচারের কথা।

[সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধের কথা।]

২৩১ ধারা। সেশন আদালত ফৌজদারী মোকদ্দমা প্রথমেই গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতস্বরূপে এই আইনের ৪৭২ ধারার উল্লিখিত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। নতুবা কোন মাজিষ্ট্রেট নিয়মিতরূপে উক্ত আদালতে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ না করিলে, ঐ আদালত কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।

[জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহকারিতায় বিচার হইবার কথা।]

২৩২ ধারা। সেশন আদালতে যে বিচার হয় তাহা জুরির দ্বারা অথবা দুই কি তদধিক জন আসেসরের সহকারিতায় করা যাইবে ইতি।

[সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।]

২৩৩ ধারা। কোন জিলার কোন সেশন আদালতে সকল অপরাধের কিম্বা বিশেষ কোন২ শ্রেণীর অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা করিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সময়ান্তরে সেই আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

এই ধারাক্রমে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে, ও স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ অন্য যে প্রকারে আদেশ করেন সেই প্রকারে প্রকাশ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা। আসেসরদের সহকারিতায় যে অপরাধ বিচার্য্য হয় জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইলে কেবল তৎপ্রযুক্ত সেই বিচার অসিদ্ধ হইবে না জুরির দ্বারা বিচার্য্য অপরাধের বিচার আসেসরদের সহকারিতায় করা গেলে যদি আদালতের নির্ণয়পত্র লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আপত্তি না করা যায় তবে কেবল আসেসরদের সহকারিতায় হওয়াপ্রযুক্ত অসিদ্ধ হইবে না ইতি।

[ইউরোপ কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।]

২৩৪ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ ফৌজদারী মোকদ্দমায় যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাভিন্ন ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক হয়, তবে জুরির দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার হইবে।

এমত স্থলে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপীয় হন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় উক্ত ব্যক্তির এমত ইচ্ছা থাকিলে ও তদ্রূপ জুরি পাওয়া যাইতে পারিলে জুরির অর্দ্ধাংশ (ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হউন কি না হউন) ইউরোপীয় কিম্বা আমেরিকা দেশীয় লোক হইবেন।

[জুরিভিন্ন বিচার হইতে চাহিলে তাহার কথা।]

কিন্তু কোন জিলার অন্তর্গত সেশন আদালতে সকল অপরাধের বিচার কিম্বা যে শ্রেণীর অপরাধ উপস্থিত করা যায় সেই শ্রেণীর সকল অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা করিতে হইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা না করিলে ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় ঐ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে জুরি বিনা ঐ মোকদ্দমার বিচার হইতে পারিবে ইতি।

[সেশন আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার বা গবর্ণমেণ্টের উকীলদ্বারা বিচারের কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার কথা।]

২৩৫ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ প্রত্যেক মোকদ্দমার বিচারকালে রাজকীয় অভিযোক্তা বা গবর্ণমেণ্টের উকীল কিম্বা তৎপক্ষে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবহইতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মকারক অভিযোগের পোষকতায় কার্য্য চালাইবেন ইতি।

[কত জন লইয়া জুরি হইবে তাহার কথা।]

২৩৬ ধারা। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হইলে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন জিলার সম্পর্কে কিম্বা ঐ জিলার মধ্যে বিশেষ কোন শ্রেণীর অপরাধ সম্পর্কে কোন সাধারণ আজ্ঞা করিলে, তদনুসারে তিন জনের অন্যূন ও নয় জনের অনধিক বিষম সংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া জুরী হইবে ইতি।

[বিচার আরম্ভ করণের কথা।]

২৩৭ ধারা। আদালত বিচারকার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে

সম্মুখে আনা যাইবে ও তাহার নিকট [অভিযোগপত্র পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে, ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই পত্র লিখিত অপরাধের অপরাধী, না বিচার হইবার দাওয়া রাখ।

[অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার কথা।]

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে ইতি।

অপরাধ স্বীকার না করিবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা।]

২৩৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধি বলিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা অপরাধি স্বীকার না করিলে কিম্বা বিচার হইবার দাওয়া করিলে আদালত পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে জুরী কিম্বা আসেসরদিগকে মনোনীত করিয়া বিচারের কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবেন ইতি।

[আসেসরদিগকে যেরূপে মনোনীত করা যাইবে তাহার কথা।]

২৩৯ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় বিচার করিতে হইলে আসেসরদের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিদিগকে সমন করা যায় জজ সাহেব যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাঁহারদের মধ্যহইতে আসেসরদিগকে মনোনীত করা যাইবে ইতি।

[গুলিবাঁট দ্বারা জুরি মনোনীত হইবার কথা।]

২৪০ ধারা। জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার করিতে হইলে, যে ব্যক্তিদিগকে জুরির কর্ম্ম করিতে সমন করা যায়, গুলিবাঁট করিয়া তাঁহাদের মধ্যহইতে জুরি মনোনীত হইবেন ইতি।

[ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্যদের বিচারার্থ জুরির কথা।]

২৪১ ধারা। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকা জাতীয় ভিন্ন কোন ব্যক্তির বিচার হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি চাহিলে জুরির ন্যূনকল্পে অর্দ্ধাংশ ইউরোপ কি আমেরিকা জাতীয় ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগকে লইয়া যাইবে ইতি।

[ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোক সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা।]

২৪২ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ কোন মোকদ্দমায় ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তির সহিত ইউরোপ বা আমেরিকা দেশীয় লোকের নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয়দিগকে লইয়া যে জুরির ন্যূনকল্পে অর্দ্ধাংশ হইবে যদি উক্ত ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ব্যক্তি এমত জুরির দ্বারা বিচার হইবার দওয়া করে, তবে ঐ ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার স্বতন্ত্র বিচার হইতে পারিবে ইতি।

[জুরির নাম ডাকনের কথা।]

২৪৩ ধারা। প্রত্যেক জন জুরির মনোনীত হইলে তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকা যাইবে। ও উপস্থিত হইলেই, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে, এই ব্যক্তির দ্বারা তোমার বিচার হইবার কোন আপত্তি আছে কি না।

[জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তির কথা।]

অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা রাজকীয় অভিযোক্তা কিম্বা গবর্ণমেণ্টের উকীল কিম্বা অন্য যে

ব্যক্তি মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যে নিযুক্ত হন তিনি জুরির ঐ ব্যক্তির বিষয়েআপত্তি করিতে পারিবেন, ও তাঁহার সেই আপত্তির কারণ জানাইতে হইবে।

সেই আপত্তি গ্রাহ্য কি না, এই বিষয় আদালত নিষ্পত্তি করিবেন, ও আদালতের সেই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

আপত্তি গ্রাহ্য হইলে জুরিকে ডাকিবার সমনমতে অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে তাঁহারদের অন্যতর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে। অন্য ব্যক্তি না থাকিলে জুরির ফর্দ্দে যাঁহার নাম লেখা আছে এমত অন্য যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন কিম্বা আদালত অন্য যাঁহাকে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই ব্যক্তির বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকে, থাকিলেও গ্রাহ্য না হয় ইতি।

[আপত্তির হেতুর কথা।]

২৪৪ ধারা। পশ্চাৎ লিখিত কোন হেতুতে কোন জুররের বিষয়ে আদালতের হুদ্বোধমতে আপত্তি করা গেলে তাহা গ্রাহ্য হইবে, অর্থাৎ,

১। ৪০৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট অযোগ্যতার কোন হেতু।

২। যে অপরাধের অভিযোগ হয় তদ্দ্বারা যে ব্যক্তির হানি হইবার কি হানি করিতে উদ্যোগ হইবার কথা থাকে তাহার সঙ্গে, কিম্বা যাহার অভিযোগে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় কি যাহার নামে অভিযোগ হয় তাহার সঙ্গে ঐ জুররের স্বামী কি কর্ত্তা কি চাকর কি ভূম্যধিকারি কি রাইয়তস্বরূপ সম্বন্ধ থাকার হেতু।

৩। উক্ত অন্যতর ব্যক্তিদের নিকটে কর্ম্মকারক হওনের হেতু।

৪। কিম্বা কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় উক্ত অন্যতর ব্যক্তির বিপক্ষ বাদী কি প্রতিবাদী হওনের হেতু।

৫। কিম্বা ফৌজদারী কোন মোকদ্দমায় উক্ত ব্যক্তির নামে নালিশ করণের কি উক্ত অন্যতর ব্যক্তিকর্ত্তৃক অভিযুক্ত হওনের হেতু।

৬। আদালতের বিবেচনামতে অন্য যে গতিক প্রযুক্ত উক্ত কোন ব্যক্তির সপক্ষ কি বিপক্ষ হইবার সম্ভাবনা কিম্বা যে গতিক প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির জুররের কর্ম্ম করা অনুচিত হয় এমত কোন গতিক থাকার হেতু ইতি।

[যে ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া যায় কি অনুবাদ হয় তাহা ঐ জুরীর বুঝিতে পারিবার কথা।]

২৪৫ ধারা। সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া যায় কিম্বা দোভাষী যে ভাষায় অর্থ করিয়া দেন কোন ব্যক্তি তাহা বুঝিতে না পারিলে জজ তাঁহাকে জুরির কর্ম্ম করিতে দিবেন না ইতি।

[জুরির প্রধান ব্যক্তির কথা।]

২৪৬ ধারা। জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহারা আপনারদের এক জনকে অধিপতি বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

ঐ অধিপতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই২। জুরি কোন বিষয় বিবেচনা করিবার নিমিত্তে স্বতন্ত্র বসিলে তিনি অধ্যক্ষতা করিবেন, ও আদালতে জুরির নিষ্পত্তি জ্ঞাত করিবেন, কিম্বা জুরি আদালতের নিকট কোন সন্ধান জানিতে চাহিলে তিনিই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

ঐ জুরির অধিপতিপদে কে নিযুক্ত হইবেন, এতদ্বিষয়ে যদি তাঁহারদের অধিকাংশের এক মত না হয়, তবে আদালত ঐ অধিপতিকে মনোনীত করিবেন ইতি।

[সাক্ষীদের পরীক্ষা লইবার কথা।]

২৪৭ ধারা। তাহা হইলে পর সাক্ষীদের পরীক্ষা লইবার বিষয়ে যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে সাক্ষিদের পরীক্ষা ও কুটপরীক্ষা ও পুনপরীক্ষা লওয়া যাইবে ইতি।

[মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবার কথা।]

২৪৮ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট সমর্পণ করেন তাঁহার সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা করা যায় তাহা উক্ত বিচারকালে প্রমাণস্বরূপে দেওয়া যাইবে ইতি।

[প্রথম স্থলীয় তদন্ত লওন সময়ে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।]

২৪৯ ধারা। সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের সম্মুখে সাক্ষিকে উপস্থিত করা গেলে, সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার যে প্রমাণ দেওয়া গিয়াছিল তাহা যদি নিয়মিত অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ লওয়া গিয়া থাকে তবে আদালত সেই প্রমাণের কথা উল্লেখ করিতে পারিবেন, এবং বিহিত বোধ করিলে সেই প্রমাণই আপনার নিষ্পত্তির মূলস্বরূপ ধরিতে পারিবেন সাক্ষিরা বিচারকালে ঐ প্রমাণের অসঙ্গত কথা কহিলেও ধরিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—সাক্ষী অনুপস্থিত থাকিলেও যদি সাক্ষ্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইনমতে কিম্বা সাক্ষ্য বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইন মতে তাহার সাক্ষ্যের উল্লেখ হইতে পারে, তবে সেই স্থলভিন্ন এই ধারার কোন কথাক্রমে আদালতের প্রতি অনুপস্থিত সাক্ষির লিপিবদ্ধ প্রমাণের উল্লেখ করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল না ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লইবার কথা।]

২৫০ ধারা। বিচারকার্য্য চলিবার কোন সময়ে আদালত সময়ে২ অভিযুক্ত ব্যক্তি পরীক্ষা লইতে পারিবেন, এবং অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষিদের পরীক্ষা হইলে পর ও অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর দিবার আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে আদালত তাহাকে সাধারণমতে মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন ইতি।

[প্রতিবাদের কথা।]

২৫১ ধারা। অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষিদের পরীক্ষা ও অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষিদিগকে ডাকিতে চাহে কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইবে। সে যদি না বলে তবে অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিবেন। তাহা হইলে পর যদি আদালত আর কার্য্যানুষ্ঠানের হেতু নাই জ্ঞান করেন তবে,

আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার করিলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিবেন, ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ জানাইতে আদেশ দিবেন।

আর কার্য্যানুষ্ঠানের হেতু আছে আদালতের এমত বোধ হইলে, আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবাদের মূল জানাইতে ও সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিবেন।

তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার সপক্ষ কৌন্‌সেলী কিম্বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার প্রতিবাদ করিবার বৃত্তান্ত জানাইবেন ও তাহার সপক্ষ সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করা গেলে তাহারদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও সেই পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে পর আপনার মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

[অভিযোক্তার উত্তর দিবার অধিকারের কথা।]

২৫২ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির সপক্ষ কোন প্রমাণ উপস্থিত করা যায় তবে যে কর্ম্মকারক অভিযোগ কার্য্য চালাইতেছেন তাহার প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে ইতি।

[জুরির কি আসেসরদের দ্বারা স্থানাদি দৃষ্ট হই বার কথা।]

২৫৩ ধারা। অমুক স্থানে অপরাধি হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ হয়, অথবা মোকদ্দমার অনুসন্ধান পক্ষে গুরুতর ব্যাপার যে স্থানে ঘটিয়াছে, ঐ জুরির কি আসেসরদের সেই স্থান দৃষ্টি করা উপযুক্ত ও বিহিত আদালত এমত বোধ করিলে সেই মর্ম্মের আজ্ঞা করিবেন। তাহা হইলে আদালতের কোন কার্য্যকারকের জিম্মায় ঐ জুরির কি আসেসরদের সমস্ত ব্যক্তিকে একত্রে সেই স্থানে লইয়া যাওয়া যাইবে। ও আদালতের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহারদিগকে ঐ স্থান দেখাইয়া দিবেন,

আদালতের ঐ কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য যে অপর কোন ব্যক্তিকে ঐ জুরির কি আসেসরদের কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে কি পত্রাদি দিতে কি কোন প্রকারে ইঙ্গিতাদি করিতেনা দেয়। সেই স্থানে দৃষ্টি করিলে পর তাঁহার দিগকে তৎক্ষণাৎ আদালতে পুনরায় আনা যাইবে ইতি।

[জুরির উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

২৫৪ ধারা। জুরির দ্বারা কোন মোকদ্দমার বিচার কার্য্য চলিতেছে এমন সময়ে যদি নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ঐ জুরির কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কোন কারণে ঐ বিচারের তাবৎ কাল উপস্থিত থাকিতে না পারেন,

কিম্বা জুরির অন্যতর ব্যক্তি অনুপস্থিত হইলেও যদি তাঁহাকে উপস্থিত করাণ যাইতে না পারে,

তবে তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তি মনোনীত হইবেন, কিম্বা ঐ জুরির সমুদয় ব্যক্তিকে বিদায় করা যাইবে ও নূতন জুরি মনোনীত হইবেন। ইহার অন্যতর স্থলে মোকদ্দমার প্রথমাবধি পুনশ্চ বিচার হইবে ইতি।

[আসেসরদের অভিমতের এবং জুরির প্রতি উপদেশের কথা।]

২৫৫ ধারা। প্রতিবাদের সপক্ষ কার্য্যসমাপ্ত হইলে এবং অভিযোক্তা প্রত্যুত্তর করিলে সেই প্রত্যুত্তর সমাপ্ত হইলে পর আদালত এই২ কর্ম্ম করিবেন।

আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে আসেসরদিগকে আপন২ অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

জুরির দ্বারা বিচার হইলে অভিযোগের ও প্রতিবাদের সপক্ষ সাক্ষ্যের সার ব্যক্ত করিয়া ও যে আইনমতে জুরির বিচার করিতে হইবে সেই আইন ব্যক্ত করিয়া তাঁহারদিগকে উপদেশ দিবেন।

জজ সাহেব জুরির প্রতি যে আদেশ করেন তাহার বর্ণনাও মোকদ্দমার কাগজ পত্রের মধ্যে রাখা যাইবে ইতি।

[জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।]

২৫৬ ধারা। জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই২। তিনি আইনঘটিত সমস্ত বিবাদ, বিশেষতঃ যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয় সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক কি না এই বিষয়ের সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন। ও মোকদ্দমার বিচারকালে যে সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয় তাহা গ্রাহ্য কি না ও উভয় পক্ষ কি তাহারদের মোক্তারেরা যে প্রশ্ন করেন তাহা উপযুক্ত কি না ইহা নির্ণয় করিবেন, এবং যে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য অন্যতর পক্ষ তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলে বা না করিলেও তিনি স্বীয় বিবেচনামতে তাহা উপস্থিত করিতে বারণ করিবেন।

বিচারকালে যে দলীল প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যায় তাহার অর্থ ও ভাব নির্ণয় করিবেন।

বিষয়বিশেষের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে এই নিমিত্ত বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল বিষয়ের প্রমাণ করা আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিবেন।

কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে তাহা আপনার বিবেচ্য না জুরির বিবেচ্য তিনি ইহাও নির্ণয় করিবেন ও সেই বিষয়ে তাঁহার নির্ণয় চূড়ান্ত।

জজ সাহেব যে সময়ে প্রমাণাদির সার ব্যক্ত করেন সেই সময়ে উচিত বোধ করিলে জুরির নিকট আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয়ে কিম্বা আইন ও বৃত্তান্ত এই দুয়ের মিশ্রিত কোন বিষয়ে আপনার মত জানাইবেন ইতি।

উদাহরণ।

(ক) কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপ ডাকা না গেলেও তিনি কোন উক্তি করিলে এবং কোন ভাবগতিকে তাহার উক্তির প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়াতে তাহার সেই উক্তির প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

এই স্থলে সেই ভাবগতিকে প্রমাণ হইয়াছে কি না এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য, জুরির কর্ত্তব্য নয়।

(খ) আসল দলীল হারিয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐ দলীলের গৌণ সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

আসল দলীল হারিয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

[জুরির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।]

২৫৭ ধারা। জুরির কর্ত্তব্য এই২।

(১) বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি সত্য ইহা নির্ণয় করিবেন এবং জজ সাহেবের আদেশমতে তাঁহারদের সেই ভাবানুসারে যে মীমাংসা করা উচিত তাহা করিবেন।

(২) পারিভাষিক যে কথার ও শব্দের অপ্রসিদ্ধ ভাব ধরিয়া ব্যবহার হয় এমত কথা কোন দলীলে লেখা থাকিলে কি না থাকিলেও যদি তাহার অর্থ নির্ণয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহার অর্থ নির্ণয় করিবেন।

(৩) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে কি অন্য আইনে যে সকল কথা বৃত্তান্তঘটিত কথা বলিয়া ব্যক্ত হয় সেই সকল কথা নির্ণয় করিবেন।

(৪) সাধারণ ও অনির্দ্দিষ্ট অর্থের কথা বিশেষ কোন স্থলে খাটে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু সেই কথা আইন অনুযায়ি কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় কথা হইলে, কিম্বা আইনেতে সেই কথার অর্থ নির্দ্ধারিত থাকিলে এমত একতর স্থলে তাহার অর্থ নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের বিচার হয়। বধ ও অপরাধঘটিত নরহত্যা এই দুই অপরাধের মধ্যে যে বিশেষ থাকে জুরির নিকট ইহা ব্যক্ত করা এবং বৃত্তান্তের কিরূপ ভাবদৃষ্টে আনন্দকে বধাপরাধী বলিয়া কিম্বা অপরাধঘটিত নরহত্যার অপরাধী বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে ও কিরূপ ভাবদৃষ্টে তাহাকে নির্দ্দোষ করিতে হইবে এই সকল কথা জ্ঞাত করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি যথার্থ ইহা নির্ণয় করা এবং জজ সাহেব যে উপদেশ দেন তাহা ঠিক হউক কি নাই হউক ও জুরি তাহাতে সম্মত হইলে কি না হইলেও সেই আদেশানুসারে মীমাংসা করা জুরির কর্ত্তব্য।

(খ) বিশেষ কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত প্রতীতি ছিল কি না। কোন কর্ম্ম যুক্তিমত কৌশলক্রমে কিম্বা উপযুক্ত যত্নক্রমে করা গিয়াছে কি না।

এই২ প্রশ্ন জুরির বিবেচ্য।

[জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের পরীক্ষা যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।]

২৫৮ ধারা। জুরির কোন ব্যক্তি কিম্বা আসেসর নিজে কোন প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত অবগত থাকিলে জজ সাহেবকে তাঁহার সেই কথা জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য। তাহা করিলে অন্য কোন সাক্ষির ন্যায় তাঁহার পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা লওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

[আসেসর থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

২৫৯ ধারা। আসেসরদের সাহায্যেতে কোন মোকদ্দমার বিচার হইতেছে এমন সময়ে নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন আসেসর উপযুক্ত কোন কারণে বিচারের শেষ না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে না পারিলে, অন্য এক কি অধিক জন আসেসরের সাহায্যে ঐ বিচার কার্য্য চলিবে।

বিচার করণ সময়ে সকল আসেসরের উপস্থিত থাকিবার বাধা হইলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত হইবে ও অন্য আসেসরদিগের সহকারিতায় মোকদ্দমার নূতন বিচার হইবে ইতি।

[অধিবেশন করিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে জুরির কি আসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা।]

২৬০ ধারা। যদি বিচার কার্য্য স্থগিত হইয়া ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের অন্য দিন নিরূপণ করা যায় তবে সেই অন্য দিনে এবং বিচার কার্য্যের সমাপ্ত না হওনপর্য্যন্ত তৎপশ্চাৎ প্রত্যেক অধিবেশন কালে জুরির বা আসেসরদের উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হইবে ইতি।

[আসেসরদের সহকারিতায় যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কথা।]

২৬১ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে, আদালত আসেসর-দের অভিমত বিবেচনা করিয়া নির্দ্দোষী করণের কিম্বা অপরাধ নির্ণয়ের আজ্ঞা করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন কিন্তু আসেসরদের অভিমতানুসারে তাঁহার আজ্ঞা করিতেই হইবে এমত নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে আদালত আইন অনুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন ইতি।

[নিষ্পত্তি করিবার ভার জজ সাহেবের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।]

২৬২ ধারা। প্রত্যেক জন আসেসর বচনক্রমে আপনার অভিমত জানাইবেন। ও তাহা আদালত কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ করা যাইবে কিন্তু নিষ্পত্তি করিবার ভার কেবল জজ সাহেবের প্রতি বর্ত্তে ইতি।

[জুরিরদ্বারা বিচারিত মোকদ্দমার কথা।]

২৬৩ ধারা। জুরিরদ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে কিরূপ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিবার জন্যে তাঁহারা বিরলে যাইতে পারিবেন। সেই জুরির কোন ব্যক্তির সঙ্গে অন্য কেহ কথা কহিতে কিম্বা তাঁহাকে পত্রাদি দিতে কিম্বা ইঙ্গিতাদি করিতে না পায় এই বিষয় মনোযোগ করা আদালতের কোন কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইবে। জুরি মীমাংসা বিবেচনা করিলে পর তাঁহারদের অধিপতি সেই মীমাংসা কিম্বা অধিকাংশ ব্যক্তির সেই মীমাংসা আদালতে জানাইবেন।

[প্রত্যেক অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা করিবার কথা। জুরিকে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করিতে পারিবার কথা।]

যেং অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় জুরি সেইং অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা জানাইবেন। ও তাঁহারদের মীমাংসা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত যেং প্রশ্ন করা আবশ্যক আদালত তাঁহারদের নিকট সেইং প্রশ্ন করিতে পারিবেন। সেইং প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিতে হইবে ইতি।

[জুরির ঐক্যবাক্য না হইলে তাহার কথা।]

জুরির ঐক্যবাক্য না হইলে জজ সাহেব তাঁহাদিগকে আরো বিচেনা করিবার নিমিত্ত বিরলে যাইবার আদেশ করিতে পারিবেন। পরে জজ সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত সময় গত হইলে পর জুরির একমত না হইলেও, তাঁহারা মীমাংসা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

জুরির অধিকাংশ ব্যক্তির যে মীমাংসা হয় আদালত তদ্ভিন্ন মত ধার্য্য করা অনাবশ্যক জ্ঞান করিলে, তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যায় তবে আদালত তাহার নির্দ্দোষ হওনের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে আদালত আইনঅনুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন।

জুরির কিম্বা তাঁহারদের অধিকাংশ ব্যক্তির মতের সহিত আদালতের মতের অনৈক্য হইলে এবং ন্যায় বিচারের পক্ষে আদালত আবশ্যক জ্ঞান করিলে হাই কোর্টে মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারিবেন এবং প্রতিবাদিকে পুনর্ব্বার হেকাজতে রাখিতে কিম্বা তাঁহার স্থানে হাজিরজামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

হাই কোর্ট তদ্রূপ অর্পিত মোকদ্দমা লইয়া অপীলের ন্যায় কার্য্য করিবেন, কিন্তু বৃত্তান্ত ধরিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন। তাহা করিলে সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন ইতি।

[মোকদ্দমা স্থগিত রাখিবার কথা। গৌণে বিচার করিবার কথা।]

২৬৪ ধারা। আদালত স্বীয় বিবেচনাক্রমে বিলম্বে মোকদ্দমা শুনিতে পারিবেন এবং সময়েং বিচারকার্য্য স্থগিত রাখিয়া তজ্জন্যে দিনান্তর নিরূপণ করা উচিত এবং ন্যায় বিচার হওনার্থে শ্রেয় জ্ঞান করিলে তাহা স্থগিত রাখিয়া বিচার করণার্থে দিনান্তর নিরূপণ করিতে পারিবেন ইতি।

[জুরির কি আসেসরদের পরিবর্ত্তন না হইয়া ক্রমশঃ বহু অপরাধির বিচার হইতে পারিবার কথা।]

২৬৫ ধারা। আদালত জুরি কি আসেসরদিগকে পরিবর্ত্তন না করিয়া তাঁহারদের দ্বারা বা তাঁহারদের সহকারিতায় অভিযুক্ত যত জনের বিচার করা বিহিত জ্ঞান করেন ক্রমশঃ তত জনের বিচার করিতে পারিবেন ইতি।

ষষ্ঠ খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

২০ অধ্যায়।

আপীলের কথা।

[প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অপেক্ষা ন্যূন ক্ষমতাপন্ন কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।]

২৬৬ ধারা। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচার ক্রমে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, কিম্বা ৪৬ ধারামতে দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই ব্যক্তি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রথম শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেটের প্রতি সেই প্রকারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রদান করেন তাঁহার নিকট আপীল করিতে পারিবেন ইতি।

[দুর্ব্বৃত্তির নিমিত্ত মোকদ্দমায় আপীল করিবার কথা।]

২৬৭ ধারা। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে ৫০৪ কি ৫০৫ ধারামতে সদাচরণ করিবার প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিলে সে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে ইতি।

[অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা।]

২৬৮ ধারা। এই আইনের ৩২ অধ্যায়মতে কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বের আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, সেই২ আদালতের ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হইতে পারে অপরাধির যত দণ্ডের আজ্ঞা হউক সে ২৭৫ ও ২৭৭ ও ২৭৮ ও ২৮০ ও ২৮১ ও ২৮২ ধারার বিধানবশে সেই২ আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

উক্ত অপরাধ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে নির্ণয় হইলে ঐ আদালত যে সেশন আদালতের সেশন এলাকার মধ্যে থাকে সেই আদালতে আপীল হইতে পারিবে ইতি।

[মাজিষ্ট্রেটদের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।]

২৬৯ ধারা। কোন ব্যক্তি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের বিচারে অপরাধী নির্ণয় হইলে, কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা ৪৬ ধারামতে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে সেই ব্যক্তি সেশন আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

আপেলান্ট প্রত্যেক স্থলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আপীল করিবার নোটিস দিবেন। তিনি আবশ্যক মতে রাজকীয় অভিযোক্তাকে কি গবর্ণমেন্টের উকীলকে কিম্বা গবর্ণমেন্টের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মকারককে মোকদ্দমা চালাইতে আদেশ করিবেন ইতি।

[৩৬ ধারামতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের দ্বারা অপরাধ নির্ণয় হইলে আপীল হইবার কথা।]

২৭০ ধারা। ৩৬ ধারার যে ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারকের

দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইয়া কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, এবং উক্ত কার্য্যকারক সেই বিচার করণ কালে সেই বিশেষ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিলেন তাঁহার আজ্ঞামত দণ্ড দ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবে। উক্ত স্থলে সেশন আদালতে আপীল হইবে না।

[আসিষ্টান্ট সেশন জজ অপরাধ নির্ণয় করিলে তাঁহার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।]

আসিষ্টান্ট সেশন জজ কর্তৃক কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া তাহার তিন বৎসরের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সেই ব্যক্তি সেশন জজ সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

আসিষ্টান্ট সেশন জজ যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন সেশন জজ সাহেব ১৮ ধারামতে তাহা স্থির করিলে তাহার উপর হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে ইতি।

[সেশন আদালতে যাহারদের অপরাধ নির্ণয় হয় তাহারদের আপীলের কথা।]

২৭১ ধারা। সেশন জজ সাহেবের বিচারে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে সে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

আইন ঘটিত বিষয়ে যেমন আপীল হইতে পারে বৃত্তান্ত ঘটিত বিষয়েও তেমনি আপীল হইতে পারিবে।

জুরির দ্বারা বিচার হইয়া অপরাধ নির্ণয় হইলে কেবল আইন ঘটিত বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইবে।

সেই ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে সে আপীল করিতে চাহে কি না সেশন আদালত এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, ও সে আপীল করিবার মানস প্রকাশ করিলে, সাত দিনের মধ্যে তাহার আপীল করিতে হইবে আদালত তাহাকে এই কথা জানাইয়া সেই আপীল এবং পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে মোকদ্দমার কাগজপত্রের অর্পণ কার্য্য একি সময়ে করা যাইতে পারে এই নিমিত্ত আদালত সাত দিনের অনধিক যুক্তিযুক্ত কালপর্য্যন্ত ঐ কাগজপত্রের অর্পণ কার্য্য বিলম্ব করিবেন।

দণ্ডের আজ্ঞা সাধন করিতে বিলম্ব করা উচিত বোধ না হইলে সেশন আদালত আপনার হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া অগৌণে মোকদ্দমার কাগজপত্র অর্পণ করিতে পারিবেন।

যে স্থলে আজ্ঞা স্থির করণের আবশ্যক হয় এমত কোন স্থলে এই ধারার আপীল উপস্থিত করিবার যত সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে হাই কোর্ট তাহার অধিক বিলম্বের অনুমতি দিবেন না।

সেশন আদালত অগৌণে কাগজপত্র প্রেরণ করিবার যে২ হেতু জ্ঞাত করেন তাহা বিশিষ্ট হইলে হাই কোর্ট আপীলের অনুপস্থিতিতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন।

প্রচলিত আইনের বিধানমতে হাই কোর্ট যে বিচার কি আজ্ঞা করেন তাহা একের অধিক জন জজের অধিবেশনে আপীলক্রমে কাগজপত্র অর্পণ কি সংশোধনক্রমে করা গেলে ও তাঁহারদের মতের অনৈক্য হইলে, যদি দুই জনের অধিক জজকে লইয়া হাই কোর্ট হয় ও কোর্টের যত ব্যক্তির একমত তত ব্যক্তির ভিন্নমত হইয়া থাকে, তবে আর এক কি অধিক জন জজকে সঙ্গে লইয়াঐ অনৈক্যর নিষ্পত্তি হইতে পারিবে। এমন স্থলে অধিকাংশ জজের যে মত হয় তদনুসারে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইবে ইতি।

[নির্দ্দোষ হইলে কেবল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল হইবার নতুবা আপীল না হইবার কথা।]

২৭২ ধারা। আদিম কিম্বা আপীলী নিষ্পত্তিক্রমে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা গেলে,

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় অভিযোক্তার দ্বারা কিম্বা আপীল করণার্থে বিশেষমতে কি সাধারণমতে নিযুক্ত কোন কার্য্যকারকের দ্বারা ঐ নিষ্পত্তির উপর আপীল হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু অন্য কোন স্থলে কোন ফৌজদারী আদালতে ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করণের যে আজ্ঞা হয় তাহার উপর আপীল নাই।

পূর্ব্বোক্ত আপীল হাই কোর্টে হইবে এবং এই ধারামতে যে আপীল উপস্থিত করা যায় তাহার প্রতি মিয়াদের আইন খাটিবে না।

তদ্রূপ আপীল উপস্থিত করা গেলে হাই কোর্ট অন্য আদালতের দ্বারা নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা আইনমতে যদ্রূপ নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা উচিত হয় তাহা করিবেন ইতি।

[ক্ষুদ্র২ মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা।]

২৭৩ ধারা। সেশন আদালত কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমায় কেবল এক মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কি কেবল পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কি কেবল প্রহারদণ্ডের আজ্ঞা করেন, সেই মোকদ্দমায় আপীল নাই।

মূলদণ্ডের মধ্যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা না হইয়া যদি উক্ত আদালত কি কার্য্যকারক অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তবে তাহার উপর আপীল নাই।

আসেসরদের সহকারিতায় কিম্বা জুরির দ্বারা বিচার হইয়া যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার মতে তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করা যায়, তবে তাহার উপর আপীল নাই। কিন্তু যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা আইন অনুযায়ি কি না এই বিষয়ে ও যে পরিমাণে দণ্ডের আজ্ঞা হ সেই বিষয়ে আপীল হইতে পারিবে ইতি।

[সরাসরি মতে অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা।]

২৭৪ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট কি মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ ২২২ কি ২২৩ কি ২২৪ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া সরাসরিমতে কোন মোকদ্দমার বিচার করিয়া কেবল তিনমাসের অনধিক কারাদণ্ডের কিম্বা কেবল ২০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা কেবল প্রহারদণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞার উপর আপিল নাই।

২৭৩ কি ২৭৪ ধারার উল্লিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা দ্বারা ঐ২ ধারার উল্লিখিত কোন দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করা গেলে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে কিন্তু অর্থদণ্ডের টাকা দেওনের ত্রুটি প্রযুক্ত ও সেই দণ্ডের সহিত কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

ও যে দণ্ডের আজ্ঞার উপর কারণান্তরে আপীল হইতে না পারে শান্তিভঙ্গ না করিবার প্রতিভু দিতে আজ্ঞা হইল বলিয়া সেই আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না।

[ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা বর্জ্জিত হইবার কথা।]

৭৪ কি ৭৬ ধারামতে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার প্রতি এই ও ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধান খাটিবে না ইতি।

[দরখাস্তের সঙ্গে দণ্ডাজ্ঞার প্রতিলিপি থাকার কথা।]

২৭৫ ধারা। যে নিষ্পত্তির কি অন্য আজ্ঞার উপর আপীল হয় আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে তাহার প্রতিলিপি দিতে হইবে ইতি।

[দণ্ডের কি অন্য আজ্ঞার নকল দিবার কথা।]

২৭৬ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তিতে কি অন্য আজ্ঞাতে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাহার প্রার্থনা হইলে সেই নিষ্পত্তির ও আজ্ঞার নকল এবং জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে জুরির নিকট জজ সাহেবের উপদেশের নকল তাহাকে অগৌণে দেওয়া যাইবে।

যে ব্যক্তি ঐ নকল প্রার্থনা করে সে কারাবদ্ধ না থাকিলে কিম্বা আদালত কোন বিশেষ কারণে তাহাকে বিনা খরচে সেই নকল দেওয়া উচিত বোধ না করিলে তাহারই সেই নকল করিবার খরচ দিতে হইবে ইতি।

[আপেলান্ট কারাবদ্ধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।]

২৭৭ ধারা। যে ব্যক্তি আপীল করে সে কারাবদ্ধ থাকিলে, মাজিষ্ট্রেটকে কিম্বা জেলের অধ্যক্ষ অন্য কার্য্যকারককে সেই আপীলের দরখাস্ত ও যে দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার উপর আপীল করিবে তাহার নকল দিতে পারিবে। তিনি তাহা পাইলে আপীল শুনিবার উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে সেই দরখাস্ত পাঠাইবেন ইতি।

[আপীল অগ্রাহ্য করিবার কথা।]

২৭৮ ধারা। উপযুক্ত যে সময়ের মধ্যে আপেলান্টের কিম্বা তাহার কৌন্সেলীর কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের উপস্থিত হইতে হইবে আপীল আদালত এমত সময় নিরূপণ করিয়া ঐ আপীলের দরখাস্ত ও যে দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার নকল পাঠ করিয়া, ও আপেলান্ট কি তাহার উকীল কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার উপস্থিত থাকিলে তাহাদের কথা শুনিয়া ঐ নিষ্পত্তির যথার্থতার সন্দেহ করিবার কিম্বা যে দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন বিশিষ্ট হেতু নাই বোধ করিলে ঐ আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

আপীল অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে ঐ আদালত অধঃস্থ আদালতের ঐ মোকদ্দমাঘটিত সকল কাগজপত্র কিম্বা তাহার কোন অংশ আনাইয়া পাঠ করিতে পারিবেন, কিন্তু করিতেই হইবে এমত নহে ইতি।

[আপীলের নোটিসের কথা।]

২৭৯ ধারা। আপীল আদালত আপীল শুনিতে স্থির করিলে আপেলান্টকে সেই আপীল শুনিবার দিনের নোটিস দেওয়াইবেন। সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে আপীল হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকেও নোটিস দিবেন ও আবশ্যক হইলে তিনি রাজকীয় অভিযোক্তাকে কি গবর্ণমেন্টের উকীলকে কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক তৎপক্ষে গবর্ণমেন্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তাঁহাকে ঐ দিনের নোটিস দিবেন ইতি।

[আপীল আদালতের নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতার কথা।]

২৮০ ধারা। আপীল আদালত অধঃস্থ আদালতের ঐ মোকদ্দমাঘটিত কাগজপত্র পাঠ করিলে পর ও আপেলান্ট কি তাহার উকীল কি মোক্তার উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কথা শু-

নিলে পর, ও রাজকীয় অভিযোক্তা কি গবর্ণমেন্টের উকীল কিম্বা গবর্ণমেন্টের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা তৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কথা শুনিলে পর অধঃস্থ আদালতের নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা মতান্তর কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন। এবং যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহা বৃদ্ধি করিবার কারণ জানিলে বৃদ্ধিও করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীল হইলে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট যৎপরিমাণে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন ঐ আপীল আদালত তদধিক দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না ইতি।

[আপীল উপস্থিত থাকিলে দাণ্ডাজ্ঞা স্থগিত হইবার কথা।]

২৮১ ধারা। কোনস্থলে আপীল গ্রাহ্য হইলে আপীল আদালত ঐ আপীল উপস্থিত থাকনকালে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[হাজিরজামিন দিলে আপেলান্টকে মুক্ত করিবার কথা।]

ও যে অপরাধ হইলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে, আপেলান্ট এমত অপরাধহেতুক কারাবদ্ধ থাকিলে আদালত হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

দণ্ড যত কাল স্থগিত থাকে দণ্ডভোগের সময় নিরূপণ করিতে গেলে সেই কাল ধরিতে হইবে না ইতি।

[অধিক তদন্ত লইতে কি লইবার আজ্ঞা করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা]

২৮২ ধারা। কোন স্থলে আপীল গ্রাহ্য হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষাদোষসংক্রান্ত কোন বিষয়ের আরো তদন্ত কি অধিক প্রমাণ লওয়া আবশ্যক, আপীল আদালতের এমত বোধ হইলে আপনি সেই অধিক তদন্ত কি অধিক প্রমাণ লইতে পারিবেন কিম্বা সেই তদন্ত ও সেই অধিক প্রমাণ লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আপীল আদালত অধিক প্রমাণ লইয়া নিষ্পত্তি ও দণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেই দণ্ডাজ্ঞা সম্পর্কে আপীল করিবার নূতন অধিকার উৎপিত হয় না।

যদি নিজ আদালতের সম্মুখে প্রমাণ না লওয়া গিয়া থাকে, তবে ঐ অধিক তদন্ত ও অধিক প্রমাণ গ্রহণের ফল আপীল আদালতে সর্টিফিকট দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে তাহা হইলে ঐ আদালত আপীল নিষ্পত্তি করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন।

আপীল আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে সেই অধিক তদন্ত কি প্রমাণ লইবার সময়ে আপেলান্টের উপস্থিত না থাকিবার অনুমতি হইতে পারিবে।

এই আইনে সাক্ষিদিগকে সমন করণ ও বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাওন ও তাহারদের পরীক্ষা গ্রহণ বিষয়ের যে সকল বিধান আছে তাহা যতদূর বর্ত্তিতে পারে এই ধারামতে যে সাক্ষিদের পরীক্ষা লওয়া যায় তাহারদের প্রতিও তত দূর বর্ত্তিবে ইতি।

[অভিযোগপত্রের কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ভ্রম কি প্রমাদ প্রযুক্ত নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন হইবার কথা।]

২৮৩ ধারা। কোন মোকদ্দমার বিচার করণসময়ে কিম্বা তৎপূর্ব্বে অভিযোগপত্র কি

আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কোন ভ্রম কি প্রমাদ হইলে কিম্বা কোন সাক্ষ্য অনুচিতমতে গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য হওনপ্রযুক্ত কিম্বা জুরির নিকটে উপদেশ বাক্যের মধ্যে কোন অযথার্থ কথা দ্বারা ভ্রম কি প্রমাদ হইলে যদি সেই ভ্রম কি কি প্রমাদ দ্বারা অভিযোগ সংক্রান্ত কার্য্য উপযুক্তমতে চলিবার ব্যাঘাত হইয়া কিম্বা প্রতিবাদির উত্তর দেওনসম্পার্কে বিঘ্ন হইয়া ন্যায় বিচারের ত্রুটি না হইয়া থাকে তবে সেই মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে ঐ ভ্রম কি প্রমাদ হেতুক উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ কি পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

বিচারকার্য্য উপযুক্তমতে হইয়া যে নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করা যায়, বিচার হওনের পূর্ব্বে আনুষ্ঠানিক কার্য্যের নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেও তাহা সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা অসিদ্ধ করিবার বিশিষ্ট কারণ নয়।

[আপীল আদালতের দণ্ড ন্যূন করিবার ক্ষমতার কথা।]

আপীল আদালতের বিবেচনায় সাক্ষ্যক্রমে যে অপরাধের প্রমাণ হইল তাহার যৎপরিমাণে দণ্ডের আজ্ঞা হইতে পারে, অভিযুক্ত ব্যক্তির তদধিক দণ্ডের আজ্ঞা হইলে আপীল আদালত তাহা ন্যূন করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনে কিম্বা যে আইন যে সময়ে প্রচলিত থাকে তাহাতে উক্ত অপরাধের দণ্ডের যে সীমা নিরূপণ হইয়াছে সেই সীমার মধ্যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[যাঁহার উপযুক্ত ক্ষমতা নাই এমত আদালতের দ্বারা অপরাধ নির্ণয় হইলে ইতি কর্ত্তব্যতার কথা।]

২৮৪ ধারা। যে অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য নয়, সেই আদালতে কোন ব্যক্তি তদ্রূপ অপরাধের অপরাধী নির্ণয় হইলে আপীল আদালত ঐ আদালতের অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[আপীল হইয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা।]

২৮৫ ধারা। ২৭২ ও ২৯৭ ধারা নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন অন্য সকল স্থলে আপীল আদালত আপীল ক্রমে যে নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা ও অন্য আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে ইতি।

[প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার কি দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীল না হইবার কথা।]

২৮৬ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা অন্য যে আইন যে সময়ে চলন থাকে তন্মধ্যে আপীল করিবার বিধান না থাকিলে ফৌজদারী আদালতের কোন নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার কি আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) হানিপূরণ করিয়া দিতে কিম্বা অধিক টাকার ডিক্রী দিতে অস্বীকার করণ সূচক যে আজ্ঞা হয় তাহার উপর আপীল নাই।

(খ) উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট নালিশ ডিসমিস করিলে তাহার সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

(গ) কোন ব্যক্তির প্রতি শান্তি ভঙ্গ না করিবার প্রতিভু দিতে আজ্ঞা হইলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

(ঘ) জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন ব্যক্তির প্রতি সদাচরণ করিবার প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

(ঙ) ৩৯ অধ্যায়মতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহার উপর ও সেই অধ্যায়মতে জুরির দ্বারা যে রিপোর্ট করা যায় তাহার উপর আপীল নাই।

(চ) ভরণপোষণের আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

(ছ) জুরির নামনির্ঘণ্টে ব্যক্তিবিশেষের নাম লিখিবার আজ্ঞা হইলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

(জ) সেশন আদালত জুরির অন্তর্গত কোন ব্যক্তির কি আসেসরের অনুপস্থিতি প্রযুক্ত তাঁহার অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

(ঝ) উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে অস্বীকার করিলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

(ঞ) মোকদ্দমা চলিবার সময়ে মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার দাওয়া প্রভৃতির উপর যে আজ্ঞা হয় তাহার উপর আপীল নাই।

(ট) ১৮৭১ সালের ১ আইনের (অর্থাৎ গোমেষাদির অনধিকার প্রবেশ করণ বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থে আইনের) ২২ ধারামতে হানিপূরণ করিবার যে আজ্ঞা হয় তাহার উপর আপীল নাই।

২১ অধ্যায়।

অর্পণ করণের বিধি।

[প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা।]

২৮৭ ধারা। সেশন আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলে মোকদ্দমার কাগজপত্র হাই কোর্টে অর্পণ করা যাইবে ও হাই কোর্টদ্বারা অনুমোদন না হইলে ঐ দণ্ডসাধারণ হইবে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের দণ্ডনীয় অপরাধ নির্ণয় হইলেও আদালত প্রাণদণ্ড ভিন্ন কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, যে বিবেচনায় প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন নাই তাহার কারণ লিখিয়া দিবেন ইতি।

[দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর কি অন্যথা করিতে হাই কোর্টের ক্ষমতার কথা।]

২৮৮ ধারা। তদ্রূপ অর্পিত মোকদ্দমার বিচার আসেসরদের সহকারিতায় কিম্বা জুরির দ্বারা হইলেও হাই কোর্টে ঐ দণ্ডাজ্ঞা স্থির রাখিতে কিম্বা আইনঅনুযায়ি অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া, সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন ইতি।

[অধিক তদন্ত লইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।]

২৮৯ ধারা। হাই কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষিতার কি নির্দ্দোষিতার প্রতিপোষক কোন বিষয়ের অধিক তদন্ত কি আরো প্রমাণ লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিলে, তদ্রূপ তদন্ত লইবার কিম্বা উক্ত অধিক প্রমাণ গ্রহণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমার কাগজপত্র যে হাই কোর্টে অর্পণ করা যায় সেই হাই কোর্ট আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইল অধিক তদন্ত কি প্রমাণ লইবার সময়ে তাহার উপস্থিত থাকার আবশ্যক নাই এবং এই ধারা কিম্বা ২৮২ ধারামতেও জুরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে তদন্ত কি প্রমাণ লওয়া যাইবে না।

ঐ অধিক তদন্ত ও অধিক প্রমাণ লওয়ার ফল হাই কোর্টে সর্টিফিকটদ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে, তাহা হইলে হাই কোর্ট ঐ ব্যক্তির নিরপরাধের নিষ্পত্তি করিবেন কিম্বা দণ্ডের আজ্ঞা স্থির রাখিবেন, কিম্বা যে দণ্ড উচিত বোধ করেন তাহার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

[দণ্ড স্থির রাখিবার কিম্বা নূতন দণ্ডের আজ্ঞাতে দুই জন জজের স্বাক্ষর করিবার কথা।]

২৯০ ধারা। পূর্ব্বোক্ত যত মোকদ্দমা হাই কোর্টের প্রতি অর্পণ করা যায়, যদি দুই কি অধিক জন জজের অধিবেশনে ঐ হাই কোর্ট হয় তবে ঐ কোর্ট যে দণ্ডের আজ্ঞা স্থির রাখেন কিম্বা নূতন যে দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করেন, ঐ কোর্টের ন্যূনকল্পে দুই জন জজ তাহা নির্ণয় করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

[হাই কোর্টের এক জন জজের উপবিষ্ট হইবার কথা।]

২৯১ ধারা। অর্পিত মোকদ্দমা গ্রহণার্থে কিম্বা সংশোধন করণার্থে কিম্বা আপীল গ্রাহ্য করণার্থে হাই কোর্টের কেবল এক জন জজ উপবিষ্ট হইলে এই অধ্যায়ে হাই কোর্টের দুই কি তদধিক জন জজের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদান করা গেল তিনি একাই সেই সকল ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন ইতি।

২২ অধ্যায়।

তত্ত্বাবধারণের ও সংশোধনের বিধি।

[হাই কোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।]

২৯২ ধারা। হাই কোর্টের অধীন সকল ফৌজদারী আদালতে যে২ বহী রাখিতে হইবে ও তন্মধ্যে যে২ কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে

ও সেই২ আদালতের যে কালেণ্ডর কি বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে হাই কোর্ট তাহা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবার সাধারণ বিধি করিয়া প্রচার করিবেন।

ও উক্ত সকল আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্য লিখিবার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে, (ও তদ্রূপ পাঠ এই আইনতে নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে) সেই পাঠ নিরূপণ করিতে পারিবেন

ও সময়ান্তরে উক্ত কোন বিধি কি পাঠ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সম্মতিক্রমে আপনার অধীন সকল ফৌজদারী আদালতের রীতির ও কার্য্যের বিধানার্থক সাধারণ বিধি প্রণয়ন করিয়া প্রচার করিতে পারিবেন ও সেই অনুমতিক্রমে উক্ত অন্যতর বিধি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

ও যে হাই কোর্ট রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই কোর্টও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের

অনুমোদনক্রমে আপনার রীতির ও কার্য্যের বিধানার্থক বিধি প্রণয়ন করিয়া প্রচার করিতে পারিবেন ও তদ্রূপ অনুমোদনক্রমে উক্ত অন্যতর বিধি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু সেই বিধি ও পাঠ এই আইনের কিম্বা যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের অসঙ্গত না হয়।

কোর্ট কোন বিধি প্রণয়ন করিলে ও এই ধারামতে কোন বিধি রহিত কি মতান্তর করা গেলে তাহা রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ইতি।

[অধীন আদালতের বিচার কার্য্যের কালেণ্ডরের কথা।]

২৯৩ ধারা। হাই কোর্টের অধীন সকল আদালত যে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন তাহাতে যেং অপরাধের অভিযোগ হয়, ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যেং অপরাধ নির্ণয় হয় ও তাহাদের যে দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করা যায়, হাই কোর্ট এইং কথা যে বর্ণনাপত্র বা কালেণ্ডর লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করেন, ঐং আদালত নিরূপিত সময়ান্তরে তাহা হাই কোর্টে পাঠাইবেন ইতি।

[অধঃস্থ আদালতের কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা।]

২৯৪ ধারা। অধঃস্থ কোন আদালত কোন মোকদ্দমার বিচার করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করেন তাহা আইন অনুযায়ি ও উপযুক্ত কি না, ও সেই অধঃস্থ আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিধিমতে চলিতেছে কি না, হাই কোর্ট ইহা হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে, উক্ত কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন ইতি।

[অধঃস্থ আদালতের কাগজপত্র আনাইতে সেশন আদালতের ও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা]

২৯৫ ধারা। কোন সেশন আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন আদালত যে দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা করেন তাহা আইন অনুযায়ি কি না, এবং ঐ অধীন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিধিমতে চলিতেছে কি না, উক্ত সেশন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহা হৃদ্বোধমতে জানিবার নিমিত্ত কোন সময়ে ঐ অধীন আদালতের কাগজপত্র আনাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন।

এই ধারার কার্য্যপক্ষে সেশন এলাকার অন্তর্গত প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট ঐ এলাকার সেশন জজ সাহেবের অধীন বলিয়া জ্ঞান হইবেন ইতি।

[হাই কোর্টে রিপোর্ট করিবার কথা।]

২৯৬ ধারা। উক্ত নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা আইনের বিপরীত কিম্বা উক্ত দণ্ড অত্যন্ত কঠিন কি লঘু সেশন আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই অভিমত হইলে সেই আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব হাই কোর্টের আজ্ঞার জন্যে সেই আনুষ্ঠানিক কার্য্যের রিপোর্ট করিবেন।

পরন্তু সেশনের মোকদ্দমার অধীন আদালত অনুচিত মতে কোন নালিশ ডিসমিস করিয়াছেন কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দিয়াছেন সেশন আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত জ্ঞান হইলে সেই আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।]

২৯৭ ধারা। হাই কোর্ট আপনার ইচ্ছামতে কোন মোকদ্দমা আনাইলে, কিম্বা আজ্ঞার জন্যে কোন মোকদ্দমার রিপোর্ট পাইলে কিম্বা কোন মোকদ্দমার কথা অবগত হইলে সেই মোকদ্দমায় আপনার অধীন কোন আদালতের কোন বিচার কার্য্যে গুরুতর ভ্রম হইয়াছে হাই কোর্ট এমত জ্ঞান করিলে যদ্রূপ নিষ্পত্তি কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

[সমর্পণ করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।]

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিত মতে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে জ্ঞান করিলে, তাহার বিচার হইবার কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

[নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।]

অভিযোগপত্র অবিহিতমতে লেখা গিয়াছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে, মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দৃষ্টে তাহার অন্য অপরাধ নির্ণয় হওয়া উচিত হাই কোর্ট এমত বোধ করিলে তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হওয়া উচিত ছিল সেই অপরাধের দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা বিষয়ক উপবিধি।]

পরন্তু অভিযোগপত্রে যে ভ্রম থাকে তদ্দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর দেওনকার্য্যে তাহার গুরুতর ভাবে ভ্রম ও বিঘ্ন হইয়াছে দৃষ্ট হইলে হাই কোর্ট ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া সংশোধিত অভিযোগপত্রের সহিত অধীন আদালতের মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবেন তাহা হইলে অধীন আদালত আপনি ঐ অভিযোগপত্র সংশোধন করিলে যেরূপে কার্য্য চালাইতেন সেইরূপে ঐ মোকদ্দমার কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবেন।

[অপরাধনির্ণয় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।]

মাজিষ্ট্রেট যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করেন সেই ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে তাহা ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য নয় হাই কোর্টের এমত বিবেচনা হইলে ঐ কোর্ট ঐ বিচার অসিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের সম্মুখে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[অনুচিত দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কিম্বা মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দৃষ্টে আইনমতে তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিত তজ্জেতুক তাহার যে দণ্ডের আজ্ঞা হইল আইনমতে সেই দণ্ডের আজ্ঞা হইতে পারে না, হাই কোর্ট এমত জ্ঞান করিলে সেই দণ্ডের আজ্ঞা অসিদ্ধ করিয়া আইন অনুযায়ি দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ঐ দণ্ডের আজ্ঞা অত্যন্ত কঠিন জ্ঞান করিলে আইন অনুযায়ি লঘুতর দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। দণ্ডের আজ্ঞা লঘু জ্ঞান করিলে উপযুক্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[দণ্ডের আজ্ঞা স্থগিত রাখিবার কথা।]

সংশোধন করণার্থ আদালত স্বরূপ হাই কোর্টের সম্মুখে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে সেই মোকদ্দমায় যে দণ্ডের আজ্ঞা হইল হাই কোর্ট বিহিত বোধ করিলে তাহা স্থগিত রাখি-

বার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। এবং ঐ দণ্ডের আজ্ঞামতে কোন ব্যক্তি কারাবদ্ধ থাকিলে ও যে অপরাধের নিমিত্ত তাহাকে কারাবদ্ধ করা গেল তজ্জন্যে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[সংশোধন করিতে কেবল হাই কোর্টের ক্ষমতা থাকার কথা।]

৩২৮ ও ৩৯৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন অধীন কোন আদালতের কোন দণ্ডাজ্ঞাতে কি অন্য আজ্ঞাতে যে ব্যক্তিদের সম্পর্ক থাকে তাহারদের আপীল না হইলে হাই কোর্ট ভিন্ন কোন আদালত সেই দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

[হাই কোর্টের স্বেচ্ছাধীন উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিবার কথা।]

হাই কোর্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণকালে কোন ব্যক্তির নিজে কি মোখ্তারের দ্বারা শ্রুত হইবার অধিকার নাই। কিন্তু হাই কোর্ট উচিত বোধ করিলে নিজে সেই ব্যক্তির কিম্বা তাঁহার মোখ্তারের কথা শ্রবণ করিতে পারিবেন ইতি।

[তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।]

২৯৮ ধারা। ২৪৭ ধারামতে নালিশ ডিসমিস করা গেলেও হাই কোর্ট কিম্বা সেশন আদালত কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন অধীন আদালতের প্রতি সেই নালিশের তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[সংশোধনক্রমে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা অধঃস্থ আদালতে বা জিলার মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করিবার কথা।]

২৯৯ ধারা। এই অধ্যায়মতে হাই কোর্টকর্ত্তৃক কোন মোকদ্দমার সংশোধন হইলে যে আদালতে উক্ত অপরাধ নির্ণয় কি উক্ত আজ্ঞা করা গিয়াছিল ঐ হাই কোর্ট সেই আদালতে অথবা জিলার মাজিষ্ট্রেটভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটকর্ত্তৃক ঐ অপরাধ নির্ণয় কি ঐ আজ্ঞা করা গেলে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সর্টিফিকটদ্বারা আপনার নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জানাইবেন।

হাই কোর্ট সর্টিফিকটদ্বারা যে আদালতের কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপনার আজ্ঞা জ্ঞাত করেন, সেই আদালত কি মাজিষ্ট্রেট হাই কোর্টের নিষ্পত্তির অনুযায়ি আজ্ঞা করিবেন। আবশ্যক হইলে কাগজপত্রও তদনুসারে সংশোধন করা যাইবে।

এই অধ্যায়মতে হাই কোর্টের সংশোধিত কোন মোকদ্দমায়, ঐ হাই কোর্ট কেবল এই অধ্যায়ের বিধানমতে অধীন আদালতের দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন, নতুবা পারিবেন না। এবং জজ জুরির নিকট অযথার্থ উপদেশ দিলেন এমত অভিমত না থাকিলে জুরির মীমাংসা অন্যথা কি অসিদ্ধ করিবেন না। জজের অযথার্থ উপদেশ হইয়াছে জ্ঞান করিলে হাই কোর্ট তাঁহারদের ঐ মীমাংসা অসিদ্ধ করিয়া বিহিত বোধ করিলে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[২৮৩ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।]

৩০০ ধারা। এই অধ্যায়মতে সংশোধনঘটিত যে আজ্ঞা করা যায় তাহার প্রতি ২৮৩ ধারার বিধান বর্ত্তিবে ইতি।

অষ্টম খণ্ড।

আজ্ঞাসাধন করিবার বিধি।

২৩ অধ্যায়।

[দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর হইবার জন্যে হাই কোর্টে অর্পিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।]

৩০১ ধারা। সেশন আদালত হাই কোর্টের দ্বারা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্যে মোকদ্দমা অর্পণ করিলে, হাই কোর্ট কর্তৃক ঐ আজ্ঞা স্থিরতর হইলে কিম্বা অন্য আজ্ঞা করা গেলে পর, ঐ কোর্টের উপযুক্ত কর্ম্মকারক অগৌণে ঐ হাই কোর্টের মোহরাঙ্কিত ও আপনার পদসম্পর্কীয় স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত ঐ আজ্ঞার প্রতিলিপি সেশন আদালতে প্রেরণ করিবেন।

ঐ দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর কি পরিবর্ত্তন হইলে অপরাধী যে জেলখানায় বদ্ধ থাকে সেশন আদালত অগৌণে সেই জেলের অধ্যক্ষের নামে ঐ দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞামত কার্য্য করিবার ওয়ারণ্ট দিবেন অথবা হাই কোর্টের অন্য প্রকারের আজ্ঞা হইলে সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন ইতি।

[সেশন আদালতের নির্ণয়ের ও দণ্ডাজ্ঞাপত্রের প্রতিলিপি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।]

৩০২ ধারা। সেশন আদালতের বিচার হইলে যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমার বিচার হয় ঐ আদালত আপনার নিষ্পত্তির ও দণ্ডাজ্ঞার প্রতিলিপি সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।

[আজ্ঞামতে কার্য্য হইবার ওয়ারণ্টের কথা।]

অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কি কারাদণ্ডের কি প্রহারদণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে জিলার মধ্যে বিচার হয় আদালত অগৌণে ঐ জিলার জেলের অধ্যক্ষের নিকটে ঐ আজ্ঞামতে দণ্ড হইবার ওয়ারণ্টের সহিত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ নির্ণয় হইল ও যত কালের নিমিত্ত তাহার দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ড হইবে ও কারাদণ্ড কি অন্য দণ্ড কি প্রকারের হইবে ওয়ারণ্টে এই এই কথা লেখা থাকিবে।

[সেশন আদালতের নিম্ন আদালত কর্ত্তৃক দণ্ডের আজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

সেশন আদালতের নিম্নতর কোন আদালতে মোকদ্দমার বিচার হইলে যে আদালত দণ্ডের আজ্ঞা করেন তিনি যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমার বিচার করিলেন অগৌণে সেই জিলার জেলের অধ্যক্ষের নিকট ঐ আজ্ঞামতে দণ্ড হইবার পূর্ব্বোক্তরূপ ওয়ারণ্টের সহিত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইবেন ইতি।

[সমর্পণ করিবার ওয়ারণ্ট লিখিবার পাঠের ও শিরনামার কথা]

৩০৩ ধারা। কোন ব্যক্তিকে কারাগারে সমর্পণ করিবার ওয়ারণ্ট লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও যে জজ কি মাজিষ্ট্রেট তাহা দেন তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া মোহর দিবেন। তাহা

জেলরের নামে কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক কি ব্যক্তি কারাবদ্ধ ব্যক্তিদিগকে লইয়া রাখিবারঞ্চ ক্ষমতা পান তাঁহার নামে লিখিয়া দেওয়া যাইবে। ঐ ওয়ারন্ট এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের C কিম্বা বিষয় বিশেষে D পাঠে কিম্বা তাহার মর্ম্মানুসারে লেখা যাইবে ইতি।

[ওয়ারন্ট যাহাকে দিতে হইবে তাহার কথা।]

৩০৪ ধারা। জেলে জেলর থাকিলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্ট তাঁহার হাতে দেওয়া যাইবে। তিনি না থাকিলে তাঁহার নাএবের হাতে দেওয়া যাইবে।

জেলরের নাএব না থাকিলে জেলের যে কর্ম্মকারক তৎকালে জেলে থাকেন তাঁহার হাতে দেওয়া যাইতে পারিবে ইতি।

[৩০১ কি ৩০২ ধারামতে দণ্ড দিবার কথা।]

৩০৫ ধারা। জেলের অধ্যক্ষ ৩০১ কিম্বা ৩০২ ধারামতে ওয়ারন্ট পাইলে দণ্ডের আজ্ঞা সাধন করাইবেন, ও সেই দণ্ডাজ্ঞা মত কার্য্য সংপূর্ণরূপে সাধন হইলে পর তাহা যেরূপে সাধন হইয়াছে ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে ইহার সর্টিফিকট লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালত হইতে ওয়ারন্ট বাহির হইল সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন ইতি।

[অন্তরাপত্যার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা গৌণে সাধন করিবার কথা।]

৩০৬ ধারা। স্ত্রীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে যদি তাহাকে অন্তরাপত্যা বলিয়া জানা যায় তবে হাই কোর্ট গৌণে সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিবেন এবং দণ্ড পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন ইতি।

[অর্থদণ্ড আদায়ের কথা।]

৩০৭ ধারা। অপরাধির অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হইলে, ঐ অপরাধ কেবল অর্থদণ্ডে কিম্বা অন্য দণ্ডে দণ্ডনীয় হইলেও, এবং অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধির কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা হইলে কি না হইলেও, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত অপরাধির অস্থাবর কোন সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়করণ দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবার ওয়ারন্ট প্রচার করিতে পারিবেন।

যে আদালত ঐ ওয়ারন্ট প্রচার করেন তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদনুযায়ি কার্য্য করা যাইতে পারিবে এবং অপরাধির কোন অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত অন্য জিলায় থাকিলে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহার সেই সম্পত্তিও ক্রোক ও বিক্রয় হয় ঐ ওয়ারন্টে এই অনুমতি থাকিবে।

[এই ধারা যে যে স্থলে বর্ত্তিবে তাহার কথা।]

কোন অর্থদণ্ড আদায় করিবার কোন বিশেষ কি স্থানীয় আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইনে কোন বিশেষ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট থাকিলে এই ধারা সেই স্থলে খাটিবে না। কিন্তু যে স্থলে তদ্রূপ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট নাই সেই স্থলে খাটিবে। এবং অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হওন সময়ে এই ধারা প্রবল থাকিলে যদি এই ধারামতে আদায় হইতে পারিত তবে এই আইন প্রচলিত হওন সময়ে ঐ অর্থদণ্ড আদায় না হইয়া থাকিলে এই ধারা সেই দণ্ডের প্রতি খাটিবে।

[কে ওয়ারন্ট দিতে পারেন তাঁহার কথা।]

যে জজ কি মাজিষ্ট্রেট দণ্ডের আজ্ঞা করেন, তিনি অথবা তাঁহার উত্তরপদধারি অন্য ব্যক্তি ওয়ারন্ট দিতে পারিবেন ইতি।

[অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিবার কথা।]

৩৩৮ ধারা। যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎকালে ফৌজদারী আদালত সেই আইনমতে অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে কিম্বা আপীলক্রমে কিম্বা সংশোধন করণ ক্রমে ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা কিম্বা অর্থদণ্ড যে আজ্ঞার একাংশ হয় সেই আজ্ঞা দৃঢ় করিলে ঐ আদালত ঐ অর্থ দণ্ডের সমুদয় টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিবার, অর্থাৎ

(১)। মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত যথার্থ যে খরচ হয় তাহার পরিশোধে,

(২)। যে অপরাধের অভিযোগ হইল আদালতের বিবেচনায় অর্থ দ্বারা তাহার প্রতিকার হইতে পারিলে সেই প্রতিকারার্থে ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আদালত যেমন উচিত বোধ করেন ঐ টাকা তেমনি অভিযোক্তাকে কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে কি উভয়কে বা তাহারদের উপকারার্থে দেওয়া যাইবে।

যে আদালত ঐ অর্থ দণ্ডের আজ্ঞা করেন সেই আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিলে কিম্বা তাহার সংশোধন হইতে পারিলে উক্ত যে টাকা দিবার আজ্ঞা হইল, আপীল উপস্থিত করিবার মিয়াদ গত না হওন পর্য্যন্ত কিম্বা আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহার নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্ত সেই টাকা দেওয়া যাইবে না।

তৎপশ্চাৎ সেই বিষয় লইয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে এই ধারামতে যে টাকা দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকে আদালত তাহাতেও মনোযোগ করেবেন ইতি।

[অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে কারাদণ্ডের কথা।]

৩০৯ ধারা। যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তৎকালে সেই আইনমতে কোন অপরাধের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড উভয় হইতে পারিলে যদি অপরাধির কারাদণ্ডের সহিত কি তদ্ভিন্ন অর্থদণ্ডের টাকা আজ্ঞা হইয়া থাকে তবে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে যত কালের নিমিত্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে হইবে এই বিষয়ে ফৌজদারী আদালত ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৬৪ ও ৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন।

[মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলে তাহার উপবিধি।]

কিন্তু মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা নিষ্পত্তি হইলে যদি মূলদণ্ডের একাংশ বলিয়া কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে তবে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে যে কারাদণ্ড হয় তদ্ভিন্ন তিনি ঐ অপরাধের দণ্ডস্বরূপে যত কালের নিমিত্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, অর্থদণ্ড না দেওয়াপ্রযুক্ত তাহার চতুর্থাংশের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিবেন না।

কোন ব্যক্তির কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে অর্থদণ্ড না দেওয়াতে আইনমতে যত কালের নিমিত্ত কারাদণ্ডের অনুমতি থাকে মাজিষ্ট্রেট তাহার ততকাল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেটের যত টাকা দণ্ড করিবার ক্ষমতা থাকে তাহার অধিক দণ্ড না হয় ইতি।

[কারাদণ্ডের সহিত প্রহারের আজ্ঞা হইলে প্রহার করিবার সময়ের কথা।]

৩১০ ধারা। যে আদালতের দণ্ডাজ্ঞা উপরিস্থ আদালতের দ্বারা সংশোধন হইতে পারে এমত আদালত কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের সহিত প্রহার দণ্ডের আজ্ঞা করিলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিন গত না হইলে ও তৎকালের মধ্যে যদি আপীল হইয়া থাকে তবে উপরিস্থ আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় না করিলে প্রহার করিতে হইবে না, কিন্তু সেই পঞ্চদশ দিন গত হইলেই প্রহারদণ্ড হইবে কিম্বা যদি আপীল হইয়া থাকে তবে আপীল আদালতের সেই দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ়করণসূচক আজ্ঞা পাইলেই দণ্ড হইবে ইতি।

[ঐ দণ্ড যে রূপে সাধন হইবে তাহার কথা।]

৩১১ ধারা। ১৬ বৎসরের কি তাহার ঊর্দ্ধ বয়সের ব্যক্তির সেই দণ্ডের আজ্ঞা হইলে স্থানবিশেষের গবর্ণমেন্ট যদ্দ্বারা যেরূপে ও শরীরের যে স্থানে প্রহার করিবার আদেশ করেন তদনুসারে ঐ দণ্ড হইবে। অপরাধী ষোল বৎসরের ন্যূন বয়স্ক হইলে পাঠশালার শাসনের ন্যায়। লঘু বেত্রে প্রহার হইবে।

যদি নগাছা কোড়া দ্বারা প্রহার করা যায়, তবে দেড় শত ঘার অধিক মারিতে হইবে না, বেত্র দ্বারা করা গেলে ৩০ ঘার অধিক হইবে না।

মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে ঐ দণ্ডসাধন হইবে। এবং যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন তিনি প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে চিকিৎসকও উপস্থিত থাকিবেন ইতি।

[অপরাধির শরীর অসুস্থ থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার কথা।]

৩১২ ধারা। শরীরের স্বাস্থ্য বিবেচনায় অপরাধী ঐ দণ্ড সহ্য করিতে পারে চিকিৎসক বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার সার্টিফিকট দিলে কিম্বা তিনি না থাকিলে তৎস্থানে উপস্থিত মাজিষ্ট্রেট এই রূপ বোধ করিলে, ঐ প্রহার দণ্ডসাধন হইবে নতুবা নয়।

[স্থগিত হইবার কথা।]

প্রহার করা যাইতেছে এমন সময়ে অপরাধির শরীর গতিক বিবেচনায় তাহার আর প্রহার সহ্য হয় না, চিকিৎসক ইহা শংসিতরূপে কহিলে কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন তিনি এমত বোধ করিলে ঐ দণ্ড একেবারে স্থগিত করা যাইবে।

[থামিয়া২ না মারিবার কথা।]

প্রহারদণ্ড ভাগবিভাগ করিয়া সাধন করিতে হইবে না ইতি।

[উক্ত ধারামতে দণ্ড হইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৩১৩ ধারা। ৩১২ ধারামতে প্রহারদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে কিম্বা তাহার একাংশ হইবার বাধা হইলে যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন তিনি যত কাল ঐ দণ্ডাজ্ঞা সংশোধন না করেন ততকাল অপরাধিকে হেফাজতে রাখিতে হইবে। ও সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে অপরাধির মুক্ত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা প্রহারের পরিবর্ত্তে কিম্বা ঐ দণ্ডের যে অংশ দেওয়া যাইতে পারে নাই তৎপরিবর্ত্তে তাহার কিয়ৎকাল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এমন স্থলে সেই অপরাধের নিমিত্তে প্রহার ভিন্ন অপরাধির অন্য দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে।

কিন্তু আইনমতে অপরাধির যত কাল কারাদণ্ড হইতে পারে কিম্বা উক্ত আদালত যত কাল কারাদণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন সর্ব্বসুদ্ধ তাহার অধিক কাল কারাদণ্ড হইবে না ইতি।

[একি কালে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা।]

৩১৪ ধারা। যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তাহার একি কি ভিন্ন২ ধারামতে একি মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির দণ্ডনীয় দুই কি তদধিক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার যে যে অপরাধের প্রমাণ হয় ঐ আদালত সেই সেই অপরাধের নিমিত্ত ঐ ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন২ যে দণ্ড করিতে সক্ষম হন সেই২ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কারাদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে এক দণ্ড ভোগ হইলে পর অন্য দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

ঐ আদালত একি অপরাধের নিমিত্তে যত দূর দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ সমুদয় অপরাধের দণ্ড তাঁহার ক্ষমতারিতক্তি আছে, এইমাত্র কারণে অপরাধিকে উপস্থিত আদালতে বিচার হইবার নিমিত্তে প্রেরণ করা আবশ্যক হইবে না।

[অত্যধিক যত কাল কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা।]

কিন্তু কোন গতিকে সেই ব্যক্তির চৌদ্দ বৎসরের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

আরো ৩৬ ধারামত কর্ম্মকারি মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার হইলে তিনি স্বীয় সাধারণ ক্ষমতাক্রমে যৎপরিমাণে দণ্ড করিতে পারেন, পূর্ব্বোক্ত দণ্ড সমুদয় তাহার দ্বিগুণের অধিক না হয় ইতি।

[পূর্ব্বে যাহারদের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহারদের বিচারের কথা।]

৩১৫ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ১২ অধ্যায় কি ১৭ অধ্যায়মতে যে অপরাধের নিমিত্ত তিন বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারে কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি তাহার নামে উক্ত অন্যতর অধ্যায়মতে তিন বৎসর কি তদধিক কারাদণ্ডের দণ্ডনীয় অন্য অপরাধের অভিযোগ হয় তবে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে নিয়ত অপরাধী জ্ঞান করিলে সামান্যতঃ তাহাকে সেশন আদালতে সমর্পণ করা যাইবে।

উপবিধি।

কিন্তু কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ৩৬ ধারামতে ক্ষমতা প্রদান করা গেলে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে ইতি।

[পলাতক বন্দির দণ্ড চলনের কথা]

৩১৬ ধারা। পলাতক বন্দির পলায়নপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য অপরাধের নিমিত্তে কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, আদালত সেই আজ্ঞামতে অপরাধির অগৌণে দণ্ড হইবার অথবা পলায়নকালে তাহার পূর্ব্বদণ্ডাজ্ঞামতে কারাদণ্ডের কি বিষয়বিশেষে দ্বীপান্তর থাকন দণ্ডের যত কাল অবশিষ্ট ছিল তত কাল দণ্ডভোগ হইলে পর তাহার ঐ আজ্ঞামত দণ্ড হইবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

[এক অপরাধের দণ্ডভোগ করণকালে অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা।]

৩১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধের নিমিত্তে কারাদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে এমন সময়ে যদি আবার তাহার কারাদণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞামতে কারাদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ করিলে পর আদালত ঐ দ্বিতীয় কারাদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের আরম্ভ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অথবা যৎকালে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে তৎকালে তাহার অন্য অপরাধ প্রমাণ হইয়া দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে সেই দণ্ডভোগ অগৌণে আরম্ভ হইবে অথবা কারা-দণ্ডের পূর্ব্ব আজ্ঞামতে দণ্ডের কাল গত হইলে পর ঐ দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডভোগ আরম্ভ হইবে আদালত ইহার একতর আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[উপবিধি।]

কিন্তু পূর্ব্ব কি পশ্চাৎকৃত অপরাধের প্রমাণক্রমে ঐ ব্যক্তি যে দণ্ডের যোগ্য হয় এই ধারার কোন কথাতে তাহার কোন অংশ ক্ষমা হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

[অল্পবয়স্ক অপরাধিদিগকে চরিত্র সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা।]

৩১৮ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালত কোন অপরাধের নিমিত্তে ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিলে তাহাকে অপরাধিদের কারাগারে বদ্ধ না করাইয়া, চরিত্র সংশোধনার্থে যে আলয়ে উপযুক্ত মত সাশন করিবার ও উপকারজনক কোন শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার সদুপায় থাকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত যে সংশোধনালয় বালক-দের বদ্ধ থাকার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থাপন করেন অথবা তদ্রূপ যে আলয়ের কর্ত্তা তথাকার বদ্ধ ব্যক্তিদের সাশন ও পালনাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিধিমতে কার্য্য করিতে সম্মত হন ঐ আদালত উক্ত অপরাধি বালকের সেই স্থানে বদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যাহারা এই ধারামতে বদ্ধ হয় তাহারা গবর্ণমেণ্টের তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট বিধির অধীন থাকিবে ইতি।

[যাহাদের দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডাজ্ঞা হয় তাহাদিগকে যে স্থানে পাঠাইতে হইবে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ঐ স্থান নিরূপণ করিবার কথা, তৎস্থানে তাহাদিগকে পাঠাইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা দিবার কথা।]

৩১৯ ধারা। যাহাদের দ্বীপন্তের প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহাদিগকে ব্রিটনীয় ভারত-বর্ষের অন্তর্গত যে স্থানে কি যে২ স্থানে পাঠাইতে হইবে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ সেই২ স্থান নিরূপণ করিতে পারিবেন। ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক উপযুক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক উক্ত ব্যক্তিদিগকে উক্ত নিরূপিত স্থানে পাঠাইবার আজ্ঞা দিবেন। দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, দণ্ডের আজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে যে স্থানে পাঠাইতে হইবে ঐ আজ্ঞাপত্রে ইহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না ইতি।

[দণ্ডাজ্ঞাক্রমে দ্বীপান্তরে প্রেরিত ব্যক্তিদিগকে দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে স্থানান্তরে না পাঠাইবার কথা।]

৩২০ ধারা। কোন ব্যক্তি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডভোগ করিতেছে এমন সময়ে যদি তা-হার অন্য অপরাধের নিমিত্তে আরবার দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে যে স্থানে ঐ দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডভোগ করিতেছে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সেই স্থানহইতে তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইবার আজ্ঞা করা আবশ্যক নাই ইতি।

[প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা।]

৩২১ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সে যাবৎ মরে তাবৎ তাহার গল-দেশে উদ্বন্ধন থাকিবে দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে এই আজ্ঞা হইবে ইতি।

[দণ্ড ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।]

৩২২ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে কোন্ ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কোন সময়ে নিয়ম ব্যতিরেকে কিম্বা ঐ ব্যক্তি যে নিয়ম গ্রাহ্য করে এমত নিয়ম করিয়া তাহার সেই সম্পূর্ণ দণ্ড বা তাহার এক অংশ রহিত করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি ক্ষমা পাইলে যদি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনেরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন না করেন তবে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনেরল সাহেব কিম্বা বিষয়বিশেষে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সেই ক্ষমা রহিত করিতে পারিবেন তাহা হইলে দণ্ডের অবশিষ্ট অংশ ভোগ করিবার জন্যে সেই ব্যক্তিকে ফিরিয়া পাঠান যাইবে।

[দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।]

আইনমতে কোন ব্যক্তির নিম্নলিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনেরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐ ব্যক্তির সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া তন্মধ্যে যে দণ্ডের পর যে দণ্ড লেখা গেল পূর্ব্ব দণ্ডের পরিবর্ত্তে তৎপর দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, দণ্ডরূপ পরিশ্রম, কারাদণ্ড ইতি।

অষ্টম খণ্ড।

সাক্ষ্যের কথা।

২৪ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি।

[চিকিৎসক সাক্ষির সাক্ষ্যের কথা।

৩২৩ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সিবিল চিকিৎসকের কিম্বা চিকিৎসাকর্ম্মকারি অন্য সাক্ষির পরীক্ষা লওয়া গেলে ও তাঁহার উক্তি স্বাক্ষরিত হইলে সেই পরীক্ষিত ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপ ডাকা না গেলেও ফৌজদারী কোন মোকদ্দমায় তাঁহার সেই উক্তি সাক্ষ্যস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারিবে।

[চিকিৎসাকর্ম্মকারী সাক্ষিকে আদালতের সমন করিতে পারিবার কথা।]

আদালত সেই সিবিল চিকিৎসককে কিম্বা চিকিৎসাকর্ম্মকারি অন্য সাক্ষিকে সমন করিবার বিশিষ্ট কারণ জানিলে তাঁহাকে সমন করিতে পারিবেন ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করিলে তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিবার কথা।]

৩২৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধহেতুক তাহার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদা-

লতের সম্মুখে সেই ব্যক্তি ঐ অপরাধ করিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিলে সেই আদালত তাহার নিজ কথামতে তাহাকে অপরাধি নির্ণয় করিতে পারিবেন ইতি।

[কিমীয় দ্রব্য পরীক্ষকের রিপোর্টের কথা।]

৩২৫ ধারা। কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার চলনসময়ে, কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় প্রথম স্থলীয় কোন তদন্ত লওনের কালে গবর্ণমেন্টের পক্ষে কিমীয় দ্রব্য পরীক্ষককে কিম্বা কিমীয় দ্রব্যের সহকারি পরীক্ষককে যে কোন বিষয় কি দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া কি তাহার মূলাংশ পৃথক করিয়া রিপোর্ট করণার্থে দেওয়া যায়, তদ্বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট বলিয়া যে দলীল থাকে তাহাতে ঐ পরীক্ষকের স্বাক্ষর থাকিলে, তাহা ফৌজদারী কোন মোকদ্দমার বিচারকালে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

[স্বাক্ষর প্রকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর বলিয়া অনুমান করিবার কথা।]

তদ্রূপ কোন দলীলে যে স্বাক্ষর দেওয়া গেল তাহা প্রকৃত ব্যক্তিরই স্বাক্ষর ও তিনি যে সময়ে স্বাক্ষর করিলেন সেই সময়ে আপনাকে যে পদধারী বলিয়া স্বীকার করেন সেই পদধারী ছিলেন আদালত ইহা অনুমান করিতে পারিবেন ইতি।

[পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় বা নির্দ্দোষ হওনের প্রমাণ যে রূপে করা যাইবে তাহার কথা।]

৩২৬ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে কিম্বা তাহাকে পূর্ব্বে নির্দ্দোষ করা গেল ইহার প্রমাণ করিতে হইলে সেই মোকদ্দমার কাগজপত্র যে কর্ম্মককারকের জিম্মায় থাকে তাহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। সেই অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় কি নির্দ্দোষ করণ সম্পর্কীয় কাগজপত্র কি তাহার নকল উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে আদালতে ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় কি তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল সেই আদালতের কেরাণী কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের জিম্মায় কাগজ পত্র থাকে তিনি কিম্বা ঐ কেরাণীর কি কার্য্যকারকের নাএব ঐ কাগজপত্রহইতে উদ্ধৃত কথা অভিযোগপত্রের বা নিষ্পত্তিপত্রের কিম্বা বিষয় বিশেষে দণ্ডের আজ্ঞার নকল বলিয়া সর্টিফিকট লিখিলে ও তাহাতে স্বাক্ষর করিলে সেই উদ্ধৃত কথা সেই নির্ণয়ের কি নির্দ্দোষ করণের প্রমাণে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থানে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হওয়ার কথা।]

৩২৭ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিলে ও যথোচিত উদ্যোগ হইলেও তাহাকে ধরা যাইতে না পারিলে তাহার নামে যে অপরাধের নালিশ হয় সেই অপরাধহেতুক তাহার বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত তাহার অনুপস্থানে ঐ অপরাধের বৃত্তান্ত যাহারা অবগত থাকে তাহারদের উক্তি লিখিয়া রাখিতে পারিবেন। পরে সেই ব্যক্তিকে ধরা গেলে যদি ঐ সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করা যাইতে না পারে তবে সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার বিচার কালে তাহারদের ঐ সাক্ষ্য উপস্থিত করা যাইতে পারিবে ইতি।

[সাক্ষ্যের এক অংশ এক মাজিষ্ট্রেটের ও অন্য অংশ অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যক্রমে অপরাধ নির্ণয় হইবার কথা।]

৩২৮ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্যের এক অংশ শুনিলে পর সেই

মোকদ্দমায় তাঁহার বিচারাধিপত্য রহিত হইলে ও তৎপশ্চাৎ ঐ মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট অন্য মাজিষ্ট্রেট সেই বিচারাধিপত্যক্রমে কর্ম্ম করিলে, শেষোক্ত মাজিষ্ট্রেট অংশত আপন পূর্ব্বপদধারির ও অংশত আপনার লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যমতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন অথবা সাক্ষিদিগকে পুনশ্চ সমন করিয়া গোড়া অবধি আরম্ভ করিবেন।

কিন্তু দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেই সাক্ষিদিগকে পুনরায় সমন করাইয়া তাহারদের কথা শুনা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ইহার দাওয়া করিতে পারিবেন। তাহা করিলে প্রথমাবধি মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইবে।

কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইল তিনি নিজে যে সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই তৎক্রমে ঐ অপরাধ নির্ণয় হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে গুরুতর হানি হইয়াছে

মোকদ্দমা যে আপীল আদালতে কিম্বা সংশোধনার্থ যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালতের,

কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের

এমত অনুভব হইলে ঐ আদালত এবং বিনা আপীলে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপরাধ নির্ণয় করণসূচক সেই নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[যে সাক্ষ্যের একাংশ এক কর্ত্তৃপক্ষের অন্যঅংশ অন্য কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয় তদনুসারে ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে তাহা সিদ্ধ হইবার কথা।]

৩২৯ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট এই আইনের ১৫ অধ্যায়মতে তদন্ত লইতেছেন এমন সময়ে কোন কারণে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত করিতে না পারিলে তদন্ত লইবার ও সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট সেই কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারিবেন এবং আপনি সমস্ত সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিলে যেমন কার্য্যানুষ্ঠান করিতেন তেমনি করিতে পারিবেন ইতি।

[যে স্থলে কমিশ্যান দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।]

৩৩০ ধারা। অনেক বিলম্ব কি খরচ কি কষ্ট না হইলে সাক্ষিকে উপস্থিত করা যাইতে পারে না এবং বিষয়ের স্বাভাবগতিক বিবেচনায় তদ্রূপ বিলম্ব প্রভৃতি যুক্তিসিদ্ধ নয় দৃষ্ট হইলে, সেশন আদালত কিম্বা হাই কোর্ট সেই সাক্ষির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

[কমিশ্যান দিবার নিয়মের কথা।]

উক্ত সেশন আদালত কি হাই কোর্ট জিলার মাজিষ্ট্রেটের নামে কিম্বা সাক্ষী প্রথম শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে থাকে তাঁহার নামে কমিশ্যান লিখিয়া দিতে পারিবেন যে মাজিষ্ট্রেটকে কমিস্যান দেওয়া যায় সাক্ষী যে স্থানে থাকে তিনি সেই স্থানে যাইবেন কিম্বা ঐ সাক্ষিকে আপনার নিকট সমন করিবেন। ওয়ারন্টের মোকদ্দমার বিচার কালে যে প্রকারে সাক্ষ্য লওয়া যায় ও মাজিষ্ট্রেটের যেং ক্ষমতা থাকে সেই মাজিষ্ট্রেট সেই প্রকারে ঐ সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও তদর্থে তাঁহার সেই ক্ষমতা থাকিবে ও তিনি সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

[সাক্ষির পরীক্ষা লইতে বাদির ও প্রতিবাদির ক্ষমতার কথা।]

বাদী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইতে পারিবে ও যে কর্ম্মকারকের নামে কমিশ্যান দেওয়া যায় তিনি ঐ প্রশ্নের উত্তরের রিটর্ণ পাঠাইবেন। অথবা যে মাজিষ্ট্রেটের নামে

কমিশ্যান লিখিয়া দেওয়া যায় বাদী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিবে অথবা বাদী কি অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা তদ্রূপে উপস্থিত হইতে পারিবে।

[মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য মোকদ্দমায় কমিশ্যান দিবার প্রয়োজন হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।]

মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমার বিচার হইতেছে এমন সময়ে যে সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক তাঁহার পরীক্ষা লইবার জন্যে কমিশ্যান দেওয়া উচিত দৃষ্ট হইলে, সেই মাজিষ্ট্রেট যে সেশন আদালতের অধীন হন সেই আদালতে কারণ জানাইয়া কমিশ্যান প্রার্থনা করিবেন ও সেই আদালত পশ্চাৎলিখিত বিধানমতে কমিশ্যান দিতে পারিবেন কিম্বা ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

২৫ অধ্যায়।

সাক্ষ্য যে রূপে লইতে হইবে তাহার কথা।

[বাদিদের ও সাক্ষিদের পরীক্ষা লইবার কথা।]

৩৩১ ধারা। সকল ফৌজদারী আদালতে শপথ কি প্রতিজ্ঞা করাইয়া কিম্বা সাক্ষিদের পরীক্ষা লওন বিষয়ে যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে সেই আইনের বিধানমতে বাদিদের ও সাক্ষিদের পরীক্ষা লওয়া যাইবে ইতি।

[সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।]

৩৩২ ধারা। সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ভিন্ন এই আইনমত সকল তদন্ত ও বিচার কার্য্যে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা বিষয় বিশেষে সেশন জজ সাহেব নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি।

[সমনের মোকদ্দমায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন২ অপরাধির বিচার কালে উক্ত কথা।]

৩৩৩ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে উপস্থিত যে মোকদ্দমায় সামান্যতঃ সমন বাহির হইয়া থাকে এবং সরাসরীমতে বিচার্য্য মোকদ্দমা ভিন্ন ২২২ ধারার উল্লিখিত প্রকারের মোকদ্দমা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার হইলে সেই মোকদ্দমায় এক২ জন সাক্ষির পরীক্ষা লওন কার্য্য যেমন চলিতেছে মাজিষ্ট্রেট তাহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম তেমনি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন।

মাজিষ্ট্রেট আপন হাতে ঐ মর্ম্মাত্মক লিপি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন। তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

উক্ত আদেশমতে মাজিষ্ট্রেটের মর্ম্মাত্মকলিপি করিবার বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা লিখিতে পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে অন্যদ্বারা ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি লেখাইয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি কাগজপত্রের একাংশ হইবে ইতি।

[মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অন্য সকল মোকদ্দমায় ও সেশন আদালতের আনুষ্ঠানিক সকল কার্য্যে উক্ত কথা।]

৩৩৪ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অন্য সকল মোকদ্দমায় এবং সেশন আদালতের

সম্মুখে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় তন্মধ্যে, আদালত যে জিলায় থাকে সেই জিলার চলিত ভাষায় প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের দ্বারা কি তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাধীনে লিখিয়া লওয়া যাইবে, ও মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

[ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য।]

সাক্ষী ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিলে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব ঐ ভাষায় স্বহস্তে সেই সাক্ষ্য লিখিতে পারিবেন। ও আদালত যে জিলায় থাকে সেই জিলার চলিত ভাষায় ঐ সাক্ষ্য অনুবাদিত ও যথার্থ অনুবাদ বলিয়া স্বাক্ষরিত হইয়া ঐ অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজ পত্রের একাংশ হইবে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হইলে কিম্বা ইংরাজী ভাষা ভাল জানিলে অনুবাদের প্রয়োজন হইবে।

[সাক্ষ্য লিখিত না হইলে মর্ম্মাত্মক লিপির কথা।]

যে মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা শেসন জজ সাহেব স্বহস্তে সাক্ষ্য লিখিয়া না লন সেই মোকদ্দমায় প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য যে সময়ে লওয়া যাইতেছে সেই সময়ে ঐ সাক্ষী যাহা কহে তিনি তাহার মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন। মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সেই মর্ম্মাত্মকপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ মর্ম্ম লিখিতে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি।

[সেশন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের স্বদেশীয় ভাষায় নিজে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।]

৩৩৫ ধারা। কোন জিলায় কি জিলার কোন খণ্ডে কিম্বা কোন সেশন আদালতের কি কোন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা কোন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমার অনুষ্ঠান হইলে ঐ সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট স্বদেশীয় ভাষায় স্বহস্তে বাদিদের বা সাক্ষিরদের সাক্ষ্য লেখেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত কোন কারণে কোন বাদির বা সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিতে না পারিলে তাঁহার অপারকতার কারণ লিখিয়া মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে ঐ সাক্ষ্য লেখাইবেন।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট তাহাতে সাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

[অথবা ইংরাজী কি জিলার চলিত ভাষায়।]

কিন্তু ইংরাজী ভাষা কিম্বা আদালত যে জিলায় থাকে সেই জিলার চলিত ভাষা মাজিষ্ট্রেটের কি সেশন জজের স্বদেশীয় ভাষা না হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে স্বদেশীয় ভাষায় সাক্ষ্য না লিখিয়া ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালত যে জিলায় থাকে সেই জিলার চলিত ভাষায় লিখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[৩৩৩ ধারার উল্লিখিত স্থলে মাজিষ্ট্রেটের ৩৩৪ কি ৩৩৫ ধারার বিধানমত লিখিতে পারিবার কথা।]

৩৩৬ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে ৩৩৩ ধারার উল্লিখিত প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইলে মাজিষ্ট্রেট উচিত জ্ঞান করিলে ৩৩৪ ধারার বিধানমতে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া

লইতে পারিবেন। কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যদি ঐ মাজিষ্ট্রেট বিচারাধীন স্থানে ৩৩১ ধারার উল্লিখিত আজ্ঞা করিয়া থাকেন তবে ৩৩৫ ধারার বিধানমতে সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া লইবেন ইতি।

[যে ভাষা চলিত জ্ঞান হইবে স্থান বিশেষের গবর্ণমেন্টের ইহা নিরূপণ করিবার কথা।]

৩৩৭ ধারা। কোন আদালত যে জিলায় থাকে এই আইনের কার্য্যপক্ষে সেই জিলায় কোন ভাষা চলিত, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই কথা নির্ণয় করিতে পারিবেন ইতি।

[সাক্ষ্য যে পাঠে লিখিতে হইবে তাহার কথা।]

৩৩৮ ধারা। ৩৩৪ ধারামতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহা সামান্যতঃ প্রশ্নোত্তর ভাবে লেখা যাইবে না, কিন্তু বৃত্তান্তভাবে লেখা যাইবে।

বিশেষ কোন প্রশ্ন ও উত্তর লিখিবার বিশেষ কারণ দৃষ্ট হইলে কিম্বা বাদী কি অভিযুক্ত ব্যক্তি কি তাহার কৌন্সুলী কি মোক্তার কোন বিশেষ প্রশ্ন ও উত্তর লিখিবার প্রার্থনা করিলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব বিহিত বিবেচনায় তাহা লিখিবেন কি লেখাইবেন ইতি।

[সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৩৩৯ ধারা। ৩৩৪ ধারামতে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার সাক্ষাতে কিম্বা সে অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়া মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ মোক্তারের সাক্ষাতে ঐ সাক্ষ্য সাক্ষির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও আবশ্যকমতে সংশোধন করা যাইবে।

সাক্ষির নিকট পাঠ করিবার সময়ে যদি সে সাক্ষ্যের কোন অংশ অশুদ্ধ কহে, তবে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ ঐ সাক্ষ্য সংশোধন না করিয়া, তদ্বিষয়ে সাক্ষী যে আপত্তি করে তাহার মর্ম্ম লিখিতে পারিবেন, ও তাহাতে আপনার যে মন্তব্য কথা লেখা আবশ্যক বোধ করেন লিখিবেন।

সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তদ্ভিন্ন অন্য ভাষায় লেখা গেলেও যে ভাষায় লেখা গেল সাক্ষী তাহা বুঝিতে না পারিলে আমার যে সাক্ষ্য লেখা গিয়াছে তাহা যে ভাষায় কহিলাম কিম্বা অন্য যে ভাষা বুঝিতে পারি এমত ভাষায় আমার নিকটে ব্যক্ত করা যায় সাক্ষী এমত আদেশ করিতে পারিবে ইতি।

[সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কি তাহার মোক্তারের নিকটে ব্যক্ত হইবার কথা।]

৩৪০ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলে ও সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তাহা বুঝিতে না পারিলে, সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা মুকদ্দমার আদালতে সর্ব্বদাই তাহার নিকট ব্যক্ত করা যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইলে ও আদালত যে জিলায় থাকে সেই জিলার চলিত ভাষাভিন্ন অন্য ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া গেলে ঐ সাক্ষ্য জিলার চলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া মোক্তারের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

দাঁড়ামত প্রমাণস্বরূপ দলীল উপস্থিত করা গেলে আদালত সেই দলীলের যে অংশের অর্থ করিয়া দেওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন সেই অংশের অর্থ করিয়া দিবেন ইতি।

[সাক্ষির আচরণ বিষয়ে মন্তব্য কথা।]

৩৪১ ধারা। যে সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাক্ষির সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন সাক্ষ্য

দেওন সময়ে সাক্ষী যদ্রূপ আচরণ করে তদ্বিষয়ে তিনি যে কথা লেখা গুরুতর জ্ঞান করেন, তাহা ও লিপিবদ্ধ করিবেন ইতি।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষার কথা।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রশ্ন হইবার কথা।]

৩৪২ ধারা। তদন্ত ও বিচারকরণকার্য্যে ফৌজদারী আদালত মধ্যেং ও মোকদ্দমা চলিবার কোন সময়ে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট যে কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত বোধ করেন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন ইতি।

[উত্তর না দেওয়া প্রযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ডনীয় না হওয়ার কথা।]

৩৪৩ ধারা। ৩৪২ ধারামতে যেং প্রশ্ন করা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার উত্তর না দেওয়া কি মিথ্যা উত্তর দেওয়া প্রযুক্ত দণ্ডের যোগ্য হইবে না, কিন্তু উত্তর না দেওয়াতে ন্যায়মতে যদ্রূপ অনুমান হইতে পারে আদালত এমত অনুমান করিবেন ইতি।

[কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা।]

৩৪৪ ধারা। ৩৪৭ ধারায় যে স্থলের বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কোন বিষয়ের অঙ্গীকার করিয়া কি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার জানা কোন কথা প্রকাশ করিবার কি গুপ্ত রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতে হইবে না ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ না করাইবার কথা।]

৩৪৫ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইতে হইবে না ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।]

৩৪৬। ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা হইলে তাহার নিকট যেং প্রশ্ন হয় ও সে যেং উত্তর দেয় তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিয়া তাহাকে দেখান যাইবে, কিম্বা তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে ও সে আপনার কোন উত্তরের অর্থ করিতে কিম্বা তাহাতে অন্য কথা সংযোগ করিতে পারিবে।

সে যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে সমুদয় কথা সেই রূপে লেখা গেলে পর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব ঐ উত্তরে স্বাক্ষর করিয়া ঐ পরীক্ষা আমার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে লওয়া গিয়াছে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহা কহিল ইহা তৎসমুদয়ের শুদ্ধ বর্ণনা এই সর্টিফিকট লিখিয়া তাঁহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর লিপিবদ্ধ না করিলে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা হওনসময়ে জিলার চলিত ভাষায় কিম্বা ইংরাজী ভাষায় তাঁহার উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে ইংরাজী ভাষায় ঐ উত্তরের মর্ম্মাত্মক কথা তাঁহার লিখিতেই হইবে। মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ আপন হাতেই ঐ মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের শামিল করা যাইবে। মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিতে না পারিলে তাঁহার না পারিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করিবে কিম্বা ঢেরা সহী দিয়া তাহার প্রমাণ করিবে।

প্রথম স্থলীয় তদন্ত লওন সময়ে ঐ পরীক্ষা লওয়া গেলে এবং এই ধারার বিধানমতে সম্পূর্ণরূপে কার্য্য হয় নাই সেশন আদালত ইহা দেখিতে পাইলে প্রতিবাদী নিয়মিতরূপে ঐ লিপিবদ্ধ কথা যে কহিয়াছিল ইহার প্রমাণ লইবেন। পরন্তু যদি সেই ভ্রমদ্বারা প্রতিবাদির পক্ষে কোন ব্যাঘাত না হইয়া থাকে তবে ঐ ভ্রমেতে তদ্রূপ লিপিবদ্ধ কথা গ্রাহ্য হইবার কোন বাধা হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

[সহায়ের ক্ষমা করিতে মাজিষ্ট্রেটের প্রস্তাব করিবার কথা।]

৩৪৭ ধারা। এই আইনের চতুর্থ তফসীলের ৭ ঘরে কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য বলিয়া যে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই অপরাধে যাহারদের স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুভব হয়, তাহাদের কোন এক কি অধিক ব্যক্তি ঐ কৃত অপরাধ বিষয়ে যাহা জ্ঞাত আছে সম্পূর্ণ ও যথার্থ ও সরলভাবে তাহার তাবৎ বৃত্তান্ত ও ঐ অপরাধে অন্য যত জন লিপ্ত থাকে তাহারদের নাম প্রকাশ করিবে এই নিয়মে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা ঐ মোকদ্দমার তদন্তকারি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট জিলার মাজিষ্ট্রেটের অনুমতিক্রমে সেশন আদালতে সমর্পণ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন ও যে কারণে ক্ষমার প্রস্তাব করেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

কোন ব্যক্তি এই ধারামত ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে সাক্ষিদের পরীক্ষা লওনের যে সকল বিধি খাটে সেই বিধিমতে ঐ মোকদ্দমার সাক্ষির ন্যায় ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

সেই ব্যক্তি যদি হাজিরজামিন দিয়া মুক্ত না থাকে, তবে ঐ মোকদ্দমার বিচার সমাপ্ত না হওনপর্য্যন্ত তাহাকে হেফাজতে রাখা যাইবে।

কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লইলে, আপনি মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন না ইতি।

[হাই কোর্ট কি সেশন আদালত যে২ স্থলে ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারেন তাহার কথা।]

৩৪৮ ধারা। তদ্রূপ কোন অপরাধে যাহার কি যাহাদের স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুভব হয়, সংশোধনার্থ আদালত স্বরূপ হাই কোর্ট এবং সেশন আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে উক্ত কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণাভিপ্রায়ে মোকদ্দমা সমর্পণ করা গেলে পর কিন্তু বিচার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ঐ ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের ক্ষমা প্রস্তাব করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

আরো তদ্রূপ কোন অপরাধে যে ব্যক্তির কি যে ব্যক্তিদের স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুভব হয়, সেশন আদালত নিষ্পত্তির পূর্ব্ব কোন সময়ে তাহার কি তাহারদের সাক্ষ্য লইবার অভিপ্রায়ে মোকদ্দমার বিচারের কোন সময়ে উক্ত প্রকারে ও সেই নিয়মমতে তাহার কি তাহারদের ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারিবেন ইতি।

[যাহাদিগকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয় তাহাদিগকেও হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।]

৩৪৯ ধারা। ৩৪৭ কিম্বা ৩৪৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব হইলে পর, কোন ব্যক্তি ঐ ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেও আবশ্যক কোন কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করিয়া কিম্বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ঐ ক্ষমা পাইবার প্রস্তাবের নিয়ম অনুযায়ি কার্য্য করে নাই, বিচার হইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেব, কিম্বা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে সেশন আদালত, কিম্বা অর্পিত বিবাদ গ্রহণ যোগ্য কি সংশোধনার্থ আদালতস্বরূপ হাই কোর্ট এমত বোধ করিলে যে অপরাধ সম্পর্কে ক্ষমার প্রস্তাব হইয়াছে ঐ মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কি কোর্ট সেই অপরাধের নিমিত্তে বিচার হওনার্থে ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব রহিত করা গেলে ক্ষমা পাইবার আশয়ে ঐ ব্যক্তি যে কথা কহিয়াছিল তাহা তাহার বিপক্ষ প্রমাণে উল্লেখ হইতে পারিবে ইতি।

---

২৬ অধ্যায়।—সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইবার বিধি।]

[সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইবার কার্য্যপ্রণালী।]

৩৫০ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের কি ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে এই প্রণালীমতে সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইবার কার্য্য করিতে হইবে ইতি।

[গুরুতর সাক্ষিকে সমন করিবার কিম্বা উপস্থিত ব্যক্তির পরীক্ষা লইবার ক্ষমতার কথা।]

৩৫১ ধারা। কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার অনুষ্ঠান করিবার কি তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার কোন সময়ে ১২ অধ্যায়ের বিধানমতে কোন সাক্ষিকে সমন করিতে পারিবেন ও সমন না হইয়া যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকে সাক্ষিস্বরূপ তাহার পরীক্ষা লইতে পারিবেন। এবং ন্যায়মতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক বোধ হইলে ঐ আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের উক্ত প্রকারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য ইতি।

[যে স্থলে প্রথমেই ধরিবার ওয়ারন্ট বাহির হইতে পারে তাহার কথা।]

৩৫২ ধারা। যে সাক্ষির উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন এমত সাক্ষিকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত না করা গেলে সে সাক্ষ্য দিবার জন্যে উপস্থিত হইবে না, আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে তিনি সমন না দিয়া প্রথমেই তাহাকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারন্ট দিতে পারিবেন ইতি।

[ওয়ারন্ট তাহাকে দেওয়া যাইতে না পারিলে তাহার কথা।]

৩৫৩ ধারা। ঐ ওয়ারন্টমতে কার্য্য হইতে না পারিলে, ও না হয় এই নিমিত্ত সাক্ষী পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে আছে আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের এমত বোধ হইলে তিনি ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া ঐ পত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সাক্ষিকে উপস্থিত হইবার আজ্ঞাসূচক সেই ঘোষণাপত্র ঐ ব্যক্তির নিয়ত নিবাসের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাক্ষী ঐ ঘোষণাপত্রের নিরূপিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত না হইলে আদালত কি মাজিষ্ট্রেট যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন ঐ সাক্ষির তত টাকার অস্থাবর কোন সম্পত্তি ক্রোক হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু ক্রোক করিতে যত খরচ লাগে, ও পশ্চাৎ লিখিত ধারার বিধানমতে ঐ সাক্ষির যত টাকা দণ্ড হইতে পারে, তাহার অধিক টাকার সম্পত্তি ক্রোক করাইবেন না।

যে আদালত কি মাজিষ্ট্রেট ঐ আজ্ঞা করেন ঐ আজ্ঞামতে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত কোন অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক করিবার অনুমতি থাকিবে। এবং ঐ আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত যে জিলায় তাহার কোন সম্পত্তি থাকে সেই জি-

লার মাজিষ্ট্রেট ঐ আজ্ঞাপত্রের পৃষ্ঠে লিখিলে সেই জিলার মধ্যগত অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক হইবার অনুমতি থাকিবে ইতি।

[সাক্ষী উপস্থিত হইয়া আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের হৃদ্বোধ জন্মাইলে ঐ সম্পত্তির ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।]

৩৫৪ ধারা। ওয়ারণ্ট অনুসারে কার্য্য না হয় এই নিমিত্ত সাক্ষী পলায়ন করে নাই কি গোপনে থাকে নাই ও ঘোষণাপত্রের সম্বাদ বিলম্বে পাওয়াতে ঐ পত্রের লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবার অবকাশ পায় নাই সাক্ষী উপস্থিত হইয়া এই সকল বিষয়ে আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের হৃদ্বোধ জন্মাইলে ঐ আদালত কি মাজিষ্ট্রেটের ঐ দ্রব্যের ক্রোক উঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন, ও ক্রোক করিবার খরচ বিষয়ে যে আজ্ঞা উপযুক্ত বোধ করেন করিবেন।

[সাক্ষী উপস্থিত না হইলে কিম্বা আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে দ্রব্য নীলাম হইবার কথা।]

যদি সেই সাক্ষী উপস্থিত না হয়, কিম্বা উপস্থিত হইয়াও ওয়ারণ্ট অনুসারে কার্য্য হইতে না পারে এই নিমিত্ত পলায়নকরে নাই কি গোপনে থাকে নাই ও পূর্ব্বোক্তমতে ঘোষণা-পত্রের সম্বাদ পায় নাই যদি আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের হৃদ্বোধমতে ইহা জানাইতে না পারে, তবে ঐ ক্রোককরা প্রযুক্ত যত খরচ লাগে তাহা এবং ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আ-ইনের ১৭২ ধারার বিধানমতে ঐ সাক্ষির যত টাকা দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা আদায়ের জন্যে, আদালত কি মাজিষ্ট্রে ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বিক্রয় হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাক্ষী আদালতে কি মাজিষ্ট্রেটকে ঐ খরচের ও অর্থদণ্ডের টাকা দিলে ঐ দ্রব্যের ক্রোক উঠাইয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

[সমন না মানিলে ধরিবার কথা।]

৩৫৫ ধারা। কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন করা গেলে, যদি সে সমনের নিরূপিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে শৈথিল্য কি অস্বীকার করে ও সেই শৈথিল্যের কি অস্বীকার কারর উপযুক্ত কারণ প্রকাশ না হয়, তবে সেই সমন তাহাকে উপযুক্তমতে দেওয়া গিয়াছে ইহার প্রমাণ হইলে আদালত কি মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বোক্তমতে সাক্ষ্য দেওনার্থে ঐ ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে আনাইবার জন্যে স্বীয় স্বাক্ষ্যরিত ও মোহারঙ্কিত ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন ইতি।

[উত্তর দিতে স্বীকার না করিলে হেফাজতে রাখিবার কথা।]

৩৫৬ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে সমন কি উপস্থিত করা গেলে পর, তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় যদি তাহার উত্তর দিতে অস্বীকার করে, ও অস্বীকার করিবার কোন উপযুক্ত কারণ প্রকাশ না করে, তবে মাজিষ্ট্রেট আপনার স্বাক্ষরিত ও মো-হরাঙ্কিত ওয়ারণ্টক্রমে ঐ ব্যক্তিকে সাত দিনের অনধিক কোন কাল হেফাজতে রাখিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে সাক্ষ্য ও উত্তর দিতে স্বীকার করিলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে তাহার প্রতি এই আইনের ৪৩৫ কি ৪৩৬ ধারার বিধানমতে কার্য্য হইতে পারিবে ইতি।

তদন্ত লওনের কথা।

[সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে তদন্ত লওনের কথা।]

৩৫৭ ধারা। সামান্যত ওয়ারন্ট দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় সেই মোকদ্দমায় মাজি-ষ্ট্রেট অভিযোগের পোষকতার্থ সাক্ষিদিগকে যদ্রূপে উপস্থিত করান, সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সমর্পণ করিবার পূর্ব্ব স্থলীয় তদন্ত লওন কার্য্যে তিনি সাক্ষিদিগকে তদ্রূপে উপস্থিত করাইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায়, তাহার উত্তর দিবার বা তাহা খণ্ডন করিবার জন্যে তাহার সপক্ষ যে সাক্ষির নাম উল্লেখ হয় মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে তাহাকে সমন করিতে পারিবেন তদ্রূপে যে সাক্ষির নাম উল্লেখ হয় মা-জিষ্ট্রেট তাহাকে সমন করিতে অস্বীকার করিলে, ঐ অস্বীকার করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

[অবশিষ্ট সাক্ষিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।]

সমর্পণ হইবার পর ও বিচারকার্য্যের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট অবশিষ্ট সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া তাহারদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও তাহারদিগকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন। হইতে পারিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঐ পরীক্ষা লওয়া যাইবে ও প্রত্যেক স্থলে তাহাকে বিনাখরচে ঐ সাক্ষিদের জোবানবন্দীর নকল দেওয়া যাইবে ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে হইলে তাহার কথা।]

৩৫৮ ধারা। উক্ত প্রকারের তদন্ত লওন সময়ে বিচার হইবার জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে হইলে, এবং সে ২০০ ধারামতে সাক্ষিদের নামের নির্ঘন্টপত্র দিলে যে আদা-লতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইবে মাজিষ্ট্রেট সাক্ষিদিগকে সেই আদালতে উপস্থিত হই-বার সমন করিবেন ইতি।

[অনাবশ্যক সাক্ষির খরচা আমানৎ না হইলে তাহাকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার কথা।]

৩৫৯ ধারা। কেবল কষ্ট দিবার কি বিলম্ব করিবার কিম্বা ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য নি-ষ্ফল করিবার জন্যে সাক্ষিদের নাম নির্ঘন্টে কোন ব্যক্তির নাম লেখা গিয়াছে, মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে যে সাক্ষী অত্যন্ত প্রয়োজন অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি এমত জ্ঞান জন্মাইবার উপযুক্ত হেতু দর্শাইতে আজ্ঞা করিবেন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধ না জন্মাইলে তিনি ঐ সাক্ষিকে সমন করিতে আবদ্ধ হইবেন না কিন্তু সংশয় স্থলে ঐ সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্তে যত খরচ আবশ্যক জ্ঞান করেন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তত টাকা আমানৎ করা গেলে, তিনি ঐ সাক্ষিকে সমন করিতে পা-রিবেন ইতি।

[বাদিদের ও সাক্ষিদের মুচলকার কথা]

৩৬০ ধারা। সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে যে বাদিদের ও অভিযোগের ও প্রতিবা-দের সপক্ষ যে সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক সেশনআদালতে কি হাই কোর্টে মোকদ্দমা চালাইবার কিম্বা বিষয় বিশেষে সাক্ষ্য দিবার জন্যে ডাকা গেলেই তাহারা উপস্থিত হইবে

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে এই মর্ম্মের মুচলকায় স্বাক্ষর করিবে। সেই মুচলকা এই আ-ইনের দ্বিতীয় তফসীলের F চিহ্নিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লেখা যাইবে।

[উপস্থিত হইতে কি মুচলকা লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে হেফাজতে থাকিবার কথা।

কোন বাদী কি সাক্ষী সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে উপস্থিত হইতে, কিম্বা পূর্ব্ব আজ্ঞামত মুচলকায় স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে যতকাল ঐ মুচলকায় স্বাক্ষর না করে কিম্বা সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে তাহার যতকাল উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন না হয় মাজিষ্ট্রেট তাহাকে তত কাল হেফাজতে রাখিতে পারিবেন। তৎকালে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে প্রহরির জিম্মায় সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে পাঠাইবেন ইতি।

সমনের মোকদ্দমার কথা।

[সমনের মোকদ্দমায়।]

৩৬১ ধারা। সমনের মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট যে কোন ব্যক্তিকে বাদির কি অভিযুক্ত ব্যক্তির সপক্ষে গুরুতর সাক্ষ্য দিবার উপযুক্ত বোধ করেন তাহাকে সমন করিতে পারিবেন।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় সামান্যতঃ বাদির ও অভিযুক্ত ব্যক্তির আপন আপন সাক্ষিকে উপস্থিত করা কর্ত্তব্য।

এমন স্থলে বাদী কি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন সাক্ষিদের নাম করিলে মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে তাহারদিগকে সমন করিবেন ও তদ্রূপ স্থলে সাক্ষকে সমন করিবার পূর্ব্বে তাহার খরচ আমানৎ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

ওয়ারন্টের মোকদ্দামার কথা।

[ওয়ারন্টক্রমে যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কথা।]

৩৬২ ধারা। ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় যে যে ব্যক্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে ও অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষ্য দিতে পারিবে মাজিষ্ট্রেট বাদির স্থানে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহারদের নাম জানিয়া লইয়া তাহারদের যত জনকে আবশ্যক বোধ করেন তত জনকে আপনার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন করিবেন।

আরো অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহার উত্তর দিবার কি তাহা খণ্ডাইবার জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির সপক্ষ কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা গেলে মাজিষ্ট্রেট ৩৫৯ ধারার বিধানমতে সেই সাক্ষিকে সমন করিয়া তাহার সাক্ষ্যের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও সেই কারণে তিনি আপন বিবেচনামতে সময়েং মোকদ্দমার বিচার স্থগিত করিয়া দিনান্তর নিরূপণ করিতে পারিবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সাক্ষির নাম দেয় মাজিষ্ট্রেট তাহাকে সমন করিতে অস্বীকার করিলে সেই অস্বীকার করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন ও সেই অস্বীকারের উপর অভিযুক্ত ব্যক্তির সেশন আদালতে আপীল করিবার অধিকার থাকিবে ইতি।

সেশনের বিচারের কথা।

[সাক্ষিদের পরীক্ষা লইতে ও তাহারদিগকে সমন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের কথা।]

৩৬৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে যে সাক্ষির নাম দেয় নাই এমত সাক্ষী উপস্থিত থা-

কিলে সে তাহার পরীক্ষা লইতে অনুমতি পাইবে। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে সমর্পণ করিলেন কি বিচারার্থে উপস্থিত হইবার জামীন লইলেন, তাঁহাকে সাক্ষিদের যে নাম নির্ঘন্ট দেওয়া গেল সেই নির্ঘন্টপত্রে যে সাক্ষিদের নাম লেখা থাকে ৪৪৮ ধারার বিধানের স্থলভিন্ন অন্য স্থলেঐ ঐ ব্যক্তি ছাড়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করাইতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার থাকিবে না ইতি।

[সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।]

৩৬৪ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে কোন সাক্ষিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা গেলে সে যদি উত্তর দিতে স্বীকার না করে ও স্বীকার না করিবার কোন ন্যায্য কারণ না জানায় তবে আদালত যুক্তিসিদ্ধ যতকাল উচিত বোধ করেন তাহাকে তত কাল হেফাজতে রাখিতে পারিবেন ইতিমধ্যে সে পরীক্ষাক্রমে উত্তর দিতে স্বীকার করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

ঐ সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করিতে থাকিলে তাহাকে লইয়া ৪৩৫ কিম্বা ৪৩৬ ধারার বিধান মতে কার্য্য হইতে পারিবে ইতি।

লিখিত প্রমাণ আনাইবার কথা।

[সাক্ষ্যস্বরূপ দলীলের প্রয়োজন হইলে তাহা আনাইবার কার্য্য প্রণালীর কথা]

৩৬৫ ধারা। পোলীসথানার অধ্যক্ষ কিম্বা কোন আদালত কোন বিষয়ের অনুসন্ধান কার্য্যের কি বিচার কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার নিমিত্ত কোন দলীল উপস্থিত করা আবশ্যক কি বিহিত বোধ করিলে ঐ দলীল যে ব্যক্তির অধিকারে থাকা বোধ হয় ঐ কর্ম্মকারক কি আদালত তাহার নামে সমন দিয়া তাহাকে ঐ সমনের লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ দলীল দেখাইতে আজ্ঞা করবেন ইতি।

[দলীল তলাশ করিবার ওয়ারন্ট যে স্থলে বাহির হইতে পারে তাহার কথা।]

৩৬৬ ধারা। যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া গেল সে ঐ সমনের আদেশমতে দলীল আনিয়া দেখাইবে না এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে উক্ত কর্ম্মকারক কি আদালত প্রথমেন ঐ দলীলের তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন ইতি।

[দলিল উপস্থিত করা গেলে তাহা রাখিবার ক্ষমতার কথা।]

৩৬৭ ধারা। কোন আদালতের সম্মুখে কোন দলীল আনিয়া দেখান গেলে, ঐ আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহা রাখিতে পারিবেন কিম্বা যে ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করিল কার্য্যানুষ্ঠানের পর তাহাকে ঐ দলীল ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

২৭ অধ্যায়।

তলাশী পরওয়ানার বিধি।

[যে যে স্থলে তলাশী পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।]

৩৬৮ ধারা। কোন অপরাধ করা গিয়াছে ইহা জানা গেলে কি এমত সংশয় থাকিলে যদি তাহার তদন্ত লওনের জন্যে কিম্বা অপরাধি নিরূপণ করিবার জন্যে কোন দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক,

কিম্বা কোন ঘরে কি স্থানে খুঁজিলে কিম্বা দেখিলে ঐ তদন্ত লওয়ার কিম্বা অপরাধি নিরূপণ করার সুবিধা হয়,

মাজিষ্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন। এবং যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কর্ম্ম করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি জিলার মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন ঘরে কি স্থানে খুজিয়া কি দেখিয়া লইতে পারিবেন।

যে ঘর কি স্থান কিম্বা তাহার যে অংশভিন্ন অন্য ঘরে কি স্থানে খুঁজিয়া কি দেখিয়া লইতে না হইবে, যে মাজিষ্ট্রেট পরওয়ানা দেন তিনি বিহিত বোধ করিলে সেই পরওয়ানায় তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন। তাহা হইলে যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট ঘর কি স্থান কি তদংশ ভিন্ন অন্য ঘরে কি স্থানে খুজিবেন কি দেখিবেন না ইতি।

[ডাকঘর কর্ম্মবিভাগের জিম্মায় পত্র থাকিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।]

৩৬৯ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারাক্রমে জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ডাকঘর সংক্রান্ত কর্ম্মবিভাগের হস্তগত কোন পত্রের তলাসী পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না

কিন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমাঘটিত কোন কার্য্যের জন্যে তদ্রূপ কোন পত্রের প্রয়োজন হইলে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীসের ডিসট্রিকট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ডাকঘরের কর্তৃপক্ষদিগকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় ঐ পত্রের সন্ধান লইয়া তাহা আটক করিয়া রাখিবার নোটিস দিতে পারিবেন। এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে ডাকঘর সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষদিগকে তদ্রূপ কোন পত্র সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

[তলাসী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তাহার কথা।]

৩৭০ ধারা। তলাশী পরওয়ানা সামান্যতঃ পোলীসের কর্ম্মকারকের নামে লিখিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু অগৌণে তলাশ করা আবশ্যক ও তৎকালেই পোলীসর কর্ম্মকারককে পাঠান যাইতে না পারিলে যে মাজিষ্ট্রেট পরওয়ানা দেন তিনি অন্য কোন ব্যক্তির নামে পরওয়ানা লিখিয়া দিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে ঐ পরওয়ানা দিতে পারিবেন ইতি।

[পোলীসের কর্ম্মকারককে পরওয়ানা দেওয়া গেলে অধীন
কর্ম্মকারকেরদ্বারা সাধন হইবার কথা।]

৩৭১ ধারা। তলাশী পরওয়ানা পোলীসের কর্ম্মকারকের নামে কিম্বা পৃষ্ঠলিপিদ্বারা তাহাকে দেওয়া গেলে, যদি আপনি যাইতে না পারেন, তবে পোলীসের অন্য কর্ম্মকারকের দ্বারা ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করা যাইতে পারিবে।

[পৃষ্ঠলিপির কথা।]

উক্ত স্থলে ঐ পরওয়ানা যে কার্য্যকারকের নামে কিম্বা পৃষ্ঠলিপিদ্বারা যাঁহাকে দেওয়া যায় তিনি ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে পোলীসের ঐ অন্য কর্ম্মকারকের নাম লিখিয়া দিবেন ইতি।

[তলাশী পরওয়ানা যে জিলায় বাহির হয় তাহার বহির্ভূত স্থানে
জারী করিবার কথা।]

৩৭২ ধারা। তলাশী পরওয়ানা যে জিলায় বাহির হয় তাহার বহির্ভূত স্থানে সেই পরওয়ানা জারী করা আবশ্যক হইলে যে কোন মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ঐ পরওয়ানা জারী করিতে হইবে তিনি ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া দিবেন।

পোলীসের যে কর্ম্মকারককে ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভার দেওয়া যায়, তাঁহার ঐ স্থানে ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার জন্যে ঐ পৃষ্ঠলিপি উপযুক্ত ক্ষমতাস্বরূপ হইবে।

অথবা যাঁহার বিচারাধীন স্থানে ঐ তলাশী পরওয়ানামতে কার্য্য হইবে সেই মাজিষ্ট্রেটেরই নামে পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারিবে। তাহা হইলে তিনি ঐ পরওয়ানার পৃষ্ঠে আপনার নাম লিখিয়া নিজ পরওয়ানার ন্যায় ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করাইবেন ইতি।

[অত্যাবশ্যক স্থলে তলাশী পরওয়ানার পৃষ্ঠলিপি না থাকিলেও তদনুসারে কার্য্য হইবার কথা।]

৩৭৩ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের জিলার মধ্যে পরওয়ানা জারী করিতে হইবে তাঁহার দ্বারা পরওয়ানার পৃষ্ঠলিপি করাইতে হইলে বিলম্ব সম্ভাবনা, ও যে দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে হয় বিলম্বপ্রযুক্ত তাহার সন্ধান পাওয়ার বাধা হইবে, এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীসের যে কর্ম্মকারকের প্রতি সেই পরওয়ানামতে কর্ম্ম করিবার ভার অর্পণ হয়, যে জিলায় পরওয়ানা বাহির হয় তাহার বহির্ভূত অন্য স্থান যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন থাকে তাঁহার পৃষ্ঠলিপি না পাইয়া তিনি ঐ স্থানে ঐ পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন।

[প্রাপ্তদ্রব্য যাঁহার অধীন স্থানে পাওয়া যায় সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লইয়া যাইবার কথা তদ্বিষয়ের আজ্ঞার কথা।]

যে দ্রব্যের অন্বেষণ হয় তাহা সেই স্থানে পাওয়া গেলে, যে মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিলেন তদপেক্ষা দ্রব্য যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে পাওয়া গেলে তিনি নিকট থাকিলে ঐ দ্রব্য তাঁহার কাছে অগৌণে লইয়া যাইতে হইবে। ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিলেন তাঁহার কাছে দ্রব্য লইয়া যাইবার আজ্ঞা না হওয়ার বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে তিনি তাঁহার নিকটে ঐ দ্রব্য লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিবেন।

তদ্রূপে তলাশ করিলে পর ঐ দ্রব্য পাওয়া না গেলে, যে মাজিষ্ট্রেট পরওয়ানা দিলেন তলাশ করিতে নিযুক্ত পোলীসের কর্ম্মকারক তাঁহার নিকট পরওয়ানা ফিরিয়া পাঠাইয়া ঐ কথা জানাইবেন এবং যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে তলাশ করিলেন তাঁহার নিকটেও ঐ দ্রব্য না পাইবার কথা রিপোর্ট করিবেন ইতি।

[তদ্রূপ স্থলে রাজধানীর মধ্যে কার্য্য প্রণালীর কথা।]

৩৭৪ ধারা। যে দ্রব্যের অন্বেষণ হয় তাহা রাজধানীর মধ্যে পাওয়া গেলে পোলীসের কমিশ্যনর সাহেবের কিম্বা পোলীস মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাহা লইয়া যাইতে হইবে ও সেই কমিশ্যনর কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৩৭৩ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

[এক মাজিষ্ট্রেটের অধীন স্থানে অন্য মাজিষ্ট্রেটের তলাশী পরওয়ানা জারী করিবার কথা।]

৩৭৫ ধারা। আবশ্যক বোধ হইলে কোন মাজিষ্ট্রেট যে পরওয়ানা দেন তৎক্রমে আপন অধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও যে মাজিষ্ট্রেটের অধিন যাহার অন্বেষণ করিতে হইবে, ঐপরওয়ানায় তাঁহার পৃষ্ঠলিপি করিবার পর বা না করিলেও ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে পরওয়ানা দিলে যে ঘরে কি স্থানে অন্বেষণ করিতে হইবে তাহা যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকে, তাঁহাকে আপনার ঐ পরওয়ানা দিবার সম্বাদ দিবেন,

কিম্বা ঐ ঘর কি স্থান কোন রাজধানীর মধ্যে থাকিলে, পোলীসের কমিশ্যনর সাহেবকে ঐ পরওয়ানা দেওয়া সম্বাদ দিবেন ইতি।

[অন্য জিলার কি জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তলাশী পরওয়ানা ডাকযোগে পাঠাইবার কথা।]

৩৭৬ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধিপত্যের কিম্বা আপন খণ্ডের বহির্ভূত স্থানের কোন ঘরে কি স্থানে জারী করিবার নিমিত্ত তলাশী পরওয়ানা দিলে ঐ ঘর কি স্থান যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকে তাঁহার নামে ঐ পরওয়ানা লিখিয়া ডাকযোগে পাঠাইতে পারিবেন।

[ঐ মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা পৃষ্ঠে লিখিবার ও সাধন হইবার কথা।]

পরওয়ানা যে মাজিষ্ট্রেটের নামে লিখিয়া দেওয়া যায় তিনি তাহা পাইলে তৎপৃষ্ঠে আপনার নাম লিখিয়া আপনি প্রথমে সেই পরওয়ানা দিলে যদ্রূপে জারী করাইতেন তদ্রূপেই করিবেন।

[রাজধানীতে যে পরওয়ানা জারী করিতে হইবে তাহার শিরোনামার কথা।]

কোন রাজধানীর মধ্যে ঐ পরওয়ানা জারী করিতে হইলে পোলীসের কমিশ্যনর সাহেবের কিম্বা পোলীসের কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

এমত স্থলে অন্বেষণ করিয়া যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা লইয়া ৩৭৩ ও ৩৭৪ ধারার বিধানমতে কার্য্য হইতে পারিবে ইতি।

[যে গৃহাদিতে চোরা দ্রব্য কি কৃত্রিম লিপি থাকার অনুভব হয় তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা।]

৩৭৭ ধারা। কোন ঘর কি অন্য স্থান চোরা দ্রব্য রাখিবার কি বিক্রয় করিবার স্থান।

কিম্বা জাল করা দলীল কিম্বা গবর্ণমেন্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প কিম্বা কৃত্রিম মুদ্রা কিম্বা মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি দ্রব্যাদি রাখিবার কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করিবার স্থান স্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে।

কিম্বা কোন জাল করা দলীল কি কৃত্রিম ইষ্টাম্প কিম্বা জাল মোহর কিম্বা কৃত্রিম মুদ্রা কিম্বা মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি দ্রব্যাদি কোন ঘরে কি অন্য স্থানে রাখা গেল কি গচ্ছিত আছে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জিলারখণ্ডের মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কোন সন্ধান পাইয়া কিম্বা যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তাহা লইয়া ইহা জানিতে পাইলে।

তিনি পোলীসের কনষ্টাবলের উচ্চ শ্রেণীর কোন কর্ম্মকারককে পরওয়ানা দিয়া, তাঁহাকে প্রয়োজনমতে সহকারি লোক লইয়া ও আবশ্যক হইল বলপূর্ব্বক উক্ত কোন ঘরের কি স্থানে প্রবেশ করিতে এবং পরওয়ানায় ঐ গৃহাদির যে অংশ নির্দ্দিষ্ট থাকে তন্মধ্যে অন্বেষণ করিতে ও যে দ্রব্য কি দলীল কি ইষ্টাম্প কি মোহর কি মুদ্রা পাওয়া যায় যুক্তিসিদ্ধমতে তাহা চোরা কি কৃত্রিম কি জাল কি কূট জ্ঞান করিলে তাহা এবং পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও দ্রব্য ধৃত করিয়া স্বীয় অধিকারে লইবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন ইতি।

[মাজিষ্ট্রেটের স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।]

৩৭৮ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট তলাসী পরওয়ানা দেন তাঁহার সেই পরওয়ানামতে উপযুক্ত রূপে কর্ম করা যায় ইহা দেখিবার জন্যে আপনি উপস্থিত হইতে পারিবেন।

[আপনার সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার আজ্ঞার কথা।]

আরও যে গৃহে কি স্থানে তিনি অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হন এমত কোন গৃহে কি স্থানে আপন সাক্ষাতে অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

[পোলীস থানার অধ্যক্ষের দ্বারা তলাশের কথা।]

৩৭৯ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লইতে-ছেন তিনি যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাহার অনুসন্ধানার্থে কোন দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করিলে তিনি যে থানার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হন কি যে থা-নায় নিযুক্ত থাকেন ঐ থানার এলাকার অন্তর্গত কোন ঘরে কি স্থানে সেই দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে কি করাইতে পারিবেন।

উক্ত স্থলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লন তিনি পারিলে আপনি ঐ দ্রব্য অন্বেষণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

আপনি তাহা করিতে না পারিলে ও তৎকালে সেই অন্বেষণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ পোলীসের যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লন তিনি আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারকের প্রতি দ্রব্য অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও সেই কর্ম্মকারককে আজ্ঞাপত্র দিয়া যে গৃহে কি স্থানে যে দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিবেন। ঐ অধীন কর্ম্মকারক তাহা পাইলে ঐ গৃহে কি স্থানে ঐ দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে পারিবেন।

৩৮২ অবধি ৩৮৫ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারায় তলাশী পরওয়ানার যে২ বিধান আছে তাহা এই ধারামতে পোলীস থানার অধ্যক্ষের কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লন তাঁহার দ্বারা কি তাঁহার আজ্ঞামত অন্বেষণের কার্য্যের প্রতি খাটিতে পারিবে ইতি।

[যে স্থলে পোলীস থানার এক অধ্যক্ষ অন্যঅধ্যক্ষকে তলাসী পরওয়ানা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।]

৩৮০ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ যে স্থলে আপন থানার এলাকার মধ্যে অন্বেষণ করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই স্থলে আপনি যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার কি অন্য জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন অন্য পোলীস থানার অধ্যক্ষকে কোন গৃহে কি স্থানে কোন দ্রব্যের অন্বেষণ করাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

উক্ত কর্ম্মকারক তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ৩৭৯ ধারার বিধান মতে কার্য্য করিবেন ও দ্রব্য পাইলে যে কার্য্যকারকের আদেশমতে তলাশ করিলেন তাঁহার নিকট পাঠাইবেন ইতি।

[বাটখারা ও মাপিবার যন্ত্রাদি দৃষ্টি করিবার কথা।]

৩৮১ ধারা। কোন দোকানের কি বাড়ির মধ্যে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালিপ্রভৃতি আছে পোলীস থানার অধ্যক্ষের ইহা জানিবার কারণ থাকিলে, তিনি বিনা পরওয়ানায় আপন থানার এলাকার অন্তর্গত ঐ দোকানের কি বাটীর মধ্যে ব্যবহৃত কি রক্ষিত সেই বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালিপ্রভৃতি দৃষ্টি করিবার কিম্বা অন্বেষণ করি-বার জন্যে ঐ দোকানে কি বাটীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

সেই দোকানের কি বাটীর মধ্যে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি

প্রভৃতি পাইলে তিনি তাহা লইয়া যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য থাকে তাঁহাকে অগোণে আপনার ঐ দ্রব্য ধৃত করিবার সম্বাদ দিবেন ইতি।

[বদ্ধ ঘরপ্রভৃতির রক্ষকের অন্বেষণ করিতে অনুমতি দিবার কথা।]

৩৮২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ঘরে কি স্থানে অন্বেষণ কি দৃষ্টি হইতে পারে তাহা বদ্ধ থাকিলে যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবেন তিনি অনুমতি চাহিলে যে ব্যক্তি ঐ ঘরে বা স্থানে থাকে বা তাহার রক্ষা করে সে ঐ কর্ম্মকারককে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করিতে দিবে ও সর্ব্বপ্রকারে তাহার অন্বেষণ কার্য্যের যুক্তিমত সুবিধা করিয়া দিবে ইতি।

[যে স্থানে অন্বেষণ করিতে হইবে তাহা ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।]

৩৮৩ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি পরওয়ানাক্রমে কোন ঘরে কি স্থানে অন্বেষণ করিতে ক্ষমতা পান তিনি আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া উপযুক্তরূপে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলে পর যদি অন্য প্রকারে প্রবেশ করিতে না পান তবে ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার নিমিত্তে ঐ ঘরের কি স্থানের কোন সদর কি খিড়কীরদ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন ইতি।

[অন্তঃপুরের দ্বার ভাঙ্গিয়া খুঁলিবার কথা।]

৩৮৪ ধারা। যে স্থানে অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা হয় তাহা অন্তঃপুর ও তন্মধ্যে স্ত্রীলোক থাকিলে ও দেশাচারমতে সেই স্ত্রী প্রকাশ স্থানে না গিয়া থাকিলে পোলীসের যে কর্ম্মকারককে কি অন্য যে ব্যক্তিকে ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভারঅর্পণ হয় স্ত্রীকে ধরিবার ওয়ারন্ট বাহির হইলে তিনি ঐ স্ত্রীভিন্ন অন্তঃপুরস্থ অন্য স্ত্রীকে সেই স্থানহইতে চলিয়া যাইবার অনুমতি জানাইবেন।

সেই অনুমতি জানাইলে পর ও সেই স্ত্রীর চলিয়া যাইবার উপযুক্ত অবকাশ দিয়া ও ও সর্ব্বপ্রকারে তাহার যাইতে পারিবার যুক্তিমত সুবিধা করিয়া দিলে পর, ঐ কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ঐ অন্বেষণ কার্য্য সমাপ্ত করিবার জন্যে ঐ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহার মধ্যে দ্রব্য গোপনে স্থানান্তর করা না যায়, এই বিধানের সঙ্গত এমত উপযুক্ত উপায় করিবেন ইতি।

[সাক্ষিদের সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার কথা।]

৩৮৫ ধারা। যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে তলাশ করিতে যান তিনি যে ঘরে কি স্থানে তলাশ করিবেন সেই ঘর যে স্থানে থাকে তলাশ করিবার পুর্ব্বে তিনি ঐ স্থানবাসি সম্ভ্রান্ত দুই কি তদধিক ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া ঐ তলাসী কর্ম্ম দেখিবার জন্যে ডাকাইয়া আনিবেন।

তাঁহারদের সাক্ষাৎ তলাশ করা যাইবে কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তিদিগকে বিশেষমতে সমন না করিলে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহারদের সাক্ষিস্বরূপে যাইতে হইবে না।

[ঐ স্থান নিবাসির উপস্থিত থাকিতে পারিবার কথা।]

ঐ অন্বেষণ করিবার সময়ে ঐ গৃহ কি স্থাননিবাসি ব্যক্তির কিম্বা তাহার পক্ষে কোন লোকের সর্ব্বদা উপস্থিত থাকার অনুমতি হইবে ইতি।

[স্ত্রীর গা তলাশ করিবার কথা।]

৩৮৬ ধারা। কোন স্থলে স্ত্রীর গায়ের বস্ত্রাদিতে অন্বেষণ করিবার আবশ্যক হইলে দেশের রীতি ও আচার অতিদৃঢ়মতে মানিয়া সেই কার্য্য করিতে হইবে ইতি।

[ধৃত ব্যক্তির গা তলাশের কথা।]

৩৮৭ ধারা। যে ওয়ারণ্টে হাজিরজামিন লইবার বিধান না থাকে পোলীস এমত ওয়ারণ্টক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে,

কিম্বা ওয়ারণ্ট হাজিরজামিন লইবার বিধান থাকিতেও ধৃত ব্যক্তি তাহা দিতে না পারিলে,

কিম্বা তাহাকে ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করা গেলেও তাহার হাজির জামিন দিবার অনুমতি না হইলে,

যে কর্ম্মকারক তাহাকে ধৃত করিলেন তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে ঐ ব্যক্তির গা তলাশী করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদিভিন্ন তাহার নিকট অন্য যত দ্রব্য পান তাহা লইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখেন।

রোজনামার সহিত কিম্বা মোকদ্দমার শেষ রিপোর্টের সহিত ঐ২ দ্রব্যের নির্ঘণ্টপত্রও পাঠান যাইবে ইতি।

নবম খণ্ড।

অনুসন্ধান ও বিচার ঘটিত কার্য্যের প্রণালী।

২৮ অধ্যায়।

হাজির জামিনের কথা।

[যে স্থলে হাজির জামিন লইতে হইবে তাহার কথা।]

৩৮৮ ধারা। যে অপরাধ হইলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে এমত অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে, তাহার হাজির জামিন দিবার অনুমতি হইবে ইতি।

[কোন২ অপরাধ হইলে হাজিরজামিন না লওয়ার কথা।]

৩৮৯ ধারা। যে অপরাধ হইলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে না পারে, কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইয়া সে মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে উপস্থিত করা গেলে এবং তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় সে ঐ অপরাধের অপরাধী এমত জ্ঞান করিবার যুক্তিমত কারণ দেখা গেলে তাহার হাজিরজামিন দিবার অনুমতি হইবে না।

[যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।]

অভিযোগের পোষকতায় যে প্রমাণ দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের দৃঢ় অনুমান হয় না মাজিস্ট্রেটের এমত বিবেচনা হইলে,

অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির সপক্ষে যে প্রমাণ দেওয়া যায় তদ্দ্বারা তাহার অপরাধি হওয়ার অনুমান অপেক্ষাকৃত ন্যূন হইলে কিন্তু উক্ত কোন স্থলে তাহার অপরাধের অধিক তদন্ত লওয়ার বিশিষ্ট হেতু আছে মাজিষ্ট্রেটের এইরূপ বিবেচনা হইলে,

ঐ তদন্ত না লওনপর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজিরজামিন দিবার অনুমতি হইবে ইতি।

[হাজিরজামিন লইবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।]

৩৯০ ধারা। অপরাধ নির্ণয় হইবার পর আপীল হইতে পারিলে বা না পারিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজিরজামিন দিবার অনুমতি দেওয়া যায় কিম্বা মাজিষ্ট্রেট যত টাকার জামিন চাহেন তাহা ন্যূন করা যায় সেশন আদালত কোন স্থলেই এমত আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির ও প্রতিভূদের মুচলকার কথা।]

৩৯১ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে কিম্বা তাঁহার প্রতি সংশয় থাকাতে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে হাজিরজামিন দিবার অনুমতি দিলে মাজিষ্ট্রেট যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি ও এক কি অধিক জন প্রতিভূ তত টাকার মুচলকা লিখিয়া দিবে। মুচলকার নিয়ম এই যে, ঐ ব্যক্তি ঐ মুচলকার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবে ও যত কাল আদালত অন্য আজ্ঞা না করেন তত্তকাল উপস্থিত থাকিবে এবং আবশ্যক হইলে সেই অভিযোগের উত্তর দিবার জন্যে আজ্ঞা পাইলেই সেশন আদালতে কি বিষয় বিশেষে অন্য আদালতে উপস্থিত হইবে ইতি।

[হাজিরজামিন উপযুক্ত না হইলে তাহার কথা।]

৩৯২ ধারা। যদি ভ্রান্তি কি প্রতারণাক্রমে অল্পটাকার জামিন লওয়া গিয়া থাকে, কিম্বা প্রতিভূগণ যদি পশ্চাৎ অনুপযুক্ত হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত হাজিরজামিন বা উপযুক্ত প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, না দিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করা যাইতে পারিবে ইতি।

[অপরাধ নির্ণয় হইবার পুর্ব্বে কোন সময়ে জামিন লইতে পারিবার কথা।]

৩৯৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আজ্ঞা হইলেই যদি প্রতিভূ দিতে না পারে তবে তাহার অপরাধ নির্ণয় হওয়ার পুর্ব্বে কোন সময়ে প্রতিভূ দিতে পারিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে ইতি।

[জামিন দিলে মুক্ত হওয়ার কথা।]

৩৯৪ ধারা। মুচলকা উপযুক্তমতে লিখিয়া দেওয়া গেলে পর, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছামতে উপস্থিত হইয়া থাকে কিম্বা কোন কর্ম্মকারকের হেফাজতে আটক থাকে, তবে মাজিষ্ট্রেট তৎকালে তাহাকে মুক্ত করিবেন। যদি কোন কারাগারে কিম্বা বদ্ধ থাকিবার অন্য স্থানে থাকে, তবে জেলরের কি অন্য যাহার হেফাজতে থাকে তাহার নামে তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারন্ট দিবেন। তাহা হইলে ঐ জেলর কি অন্য ব্যক্তি তাহাকে মুক্ত করিবেন ইতি।

[প্রতিভূদিগকে মুক্ত করিবার কথা।]

৩৯৫ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির এক কি অধিক প্রতিভূ যখন ইচ্ছা করে তখনই মাজিষ্ট্রেটের নিকটে আপনাদের প্রতিজ্ঞাহইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবে।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার জন্যে তাহাকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারণ্ট দিবেন।

সেই ব্যক্তি ওয়ারণ্টক্রমে উপস্থিত হইলে, কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে ধরা দিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রতিভূদের প্রতিজ্ঞাপত্র রহিত হইবার আজ্ঞা করিয়া, ঐ ব্যক্তিকে অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন, তাহা দিতে না পারিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ড দেওয়াইবার কার্য্যের কথা।]

৩৯৬ ধারা। কোন ব্যক্তি নিজে দণ্ড দিবার নিয়মে উপস্থিত হইবার মুচলকা লিখিয়া দিলে পর যদি উপস্থিত না হয়, ও তৎপ্রযুক্ত তাহার ঐ মুচলকার লিখিত দণ্ডের টাকা বলপূর্ব্বক লইবার কার্য্য করা কর্ত্তব্য মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ব্যক্তির অস্থাবর যে সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও নীলাম করিবার ওয়ারণ্ট দিয়া তিনি ঐ দণ্ডের টাকা আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ওয়ারণ্টমতে কার্য্য করা যাইতে পারিবে ও তন্মধ্যে এই অনুমতি থাকিবে যে, উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত অন্য জিলার অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অস্থাবর দ্রব্য থাকে, সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট ঐ ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে ঐ দ্রব্যও ক্রোক করিয়া নীলাম করা যাইতে পারিবে ইতি।

[প্রতিভূদের দণ্ড দেওয়াইবার কার্য্যপ্রণালীর কথা]

৩৯৭ ধারা। যে ব্যক্তির প্রতিভূ দেওয়া গেল সেই ব্যক্তি উপস্থিত না হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট প্রতিভূর কি প্রতিভূদের মুচলকার লিখিত দণ্ডের টাকা আদায় করিবার কার্য্য করা কর্ত্তব্য বোধ করিলে তিনি ঐ প্রতিভূকে কি প্রতিভূদিগকে ঐ টাকা দিবার কিম্বা না দেওনের কারণ দর্শাইবার নোটিস দিবেন।

ঐ দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে ও না দিবার উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ প্রতিভূর কি প্রতিভূদের অস্থাবর যে দ্রব্য পাওয়া যায় তিনি তাহা ক্রোক ও নীলাম করিবার ওয়ারণ্ট দিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ওয়ারণ্টমতে কার্য্য করা যাইতে পারিবে ও তন্মধ্যে এই অনুমতি থাকিবে যে, উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত অন্য জিলায় ঐ প্রতিভূর কি প্রতিভূদের যে অস্থাবর দ্রব্য থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট ঐ ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে ঐ দ্রব্যও ক্রোক করিয়া নীলাম করা যাইতে পারিবে।

সেই দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে ও উক্ত প্রকারে ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারা তাহা আদায় হইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে ঐ প্রতিভূকে কি প্রতিভূদিগকে দেওয়ানী জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কাল বদ্ধ করা যাইতে পারিবে ইতি।

[৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারায় দত্ত ক্ষমতাক্রমে যে যে স্থলে কার্য্য হইতে পারে তাহার কথা।]

৩৯৮ ধারা। কোন পক্ষ কিম্বা সাক্ষী স্বয়ং দণ্ড দিবার নিয়মে উপস্থিত হইবার মুচলকা লিখিয়া দিলে কিম্বা হাজির জামিন দিলে পর যদি সেই মুচলকার কিম্বা জামিনীপত্রের নিয়মানুসারে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত না হওয়াতে তাহার ত্রুটি হয় তবে উক্ত প্রত্যেক স্থলে প্রত্যেক ফৌজদারী আদালত ৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারার দত্ত ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

[দণ্ডের একাংশ ক্ষমা করিবার কথা।]

কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা প্রতিভূর কি প্রতিভূগণের উক্ত মুচলকার যে দণ্ডের উল্লেখ হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা আদালত আপনার বিবেচনামতে ঐ দণ্ডের একাংশ ক্ষমা করিয়া অংশমাত্র দেওয়া প্রবল করিতে পারিবেন।

[আজ্ঞা সংশোধনের কথা।]

জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারা কিম্বা ৩৯৬ কি ৩৯৭ ধারামতে যেআজ্ঞা করেন তাহার উপর জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে কিম্বা আপীল না হইলে ও তাঁহার দ্বারা ঐ আজ্ঞা সংশোধন করা যাইতে পারিবে।

[মাজিষ্ট্রেটের প্রতি হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের ঐ অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।]

হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার যে হাজিরজামীনপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, সেই পত্রানুসারে কার্য্য না হওয়াতে তাহার উল্লিলিত টাকা আদায় করা আবশ্যক হইলে হাই কোর্ট কিম্বা সেশন আদালত কোন মাজিষ্ট্রেটকে ঐ টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

[হাজিরজামিনের পরিবর্ত্তে টাকা দিবার কথা।]

৩৯৯ ধারা। ৩৮ অধ্যায়ের বিধান যে স্থলে খাটে তদ্ভিন্ন স্থলে কোন কর্ম্মকারক কিম্বা কোন ফৌজদারী আদালত কোন ব্যক্তিকে হাজির জামিন দিতে আজ্ঞা করিলে কর্ম্মকারক কি আদালত হাজিরজামিনের পরিবর্ত্তে যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন ঐ ব্যক্তিকে নগদ কিম্বা তত টাকার গবর্ণমেন্টের প্রমিসরি নোট গচ্ছিত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

৩৯ অধ্যায়।

জুররদের ও আসেসরদের নাম নির্ঘণ্ট করিবার ও তাঁহারদের উপস্থিত হইবার কথা।

[জুরির ও আসেসরদের নামনির্ঘণ্টের কথা।]

৪০০ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে মোকদ্দমার বিচার হইবার স্থানহইতে দশ মাইলের অন্তর্গত স্থানবাসি, অথবা স্থানবিশেষের গবর্ণমেন্ট তাহার ন্যূনাধিক যত দূর নির্দ্ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন তত দূর স্থানের অন্তর্গত স্থানবাসি যে ব্যক্তিরা বিদ্বান ও সদাচারি প্রযুক্ত সেশন জজ ও জিলার কালেক্টর সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং অন্য যে কার্য্যকারককে এতৎপক্ষে নিযুক্ত করেন তাঁহার বিবেচনায় জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার যোগ্য হন উক্ত সেশন জজ কি কালেক্টর সাহেব কিম্বা উক্ত অন্য কর্ম্মকারক বর্ণাবলীক্রমে তাঁহারদের নামের এক নির্ঘণ্টপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

ঐ নির্ঘণ্টপত্রে উক্ত প্রত্যেক জনের নাম ও বাসস্থান ও পদ কি ব্যবসায় লেখা থাকিবে। ও তাঁহারদের কোন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় লোক হইলে যে জাতীয় হন তাহাও লেখা যাইবে ইতি।

[নির্ঘণ্ট প্রচার করিবার কথা।]

৪০১ ধারা। ঐ নির্ঘণ্টপত্রের প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে, ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালত ঘরে, ও প্রধান দেও-

য়ানী আদালতে ও সেই নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত ব্যক্তিরা যে নগরে কি যেং নগরে কি নগরের নিকটে বাস করেন, তাহার কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

সেই প্রত্যেক প্রতিলিপির নিম্নভাগে এই মর্ম্মের নোটিস লেখা থাকিবে যে ঐ নির্ঘণ্ট বিষয়ে কাহার আপত্তি থাকিলে সেশন জজ ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্য্যকারক অমুক সময়ে সেশন আদালত ঘরে ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

[ঐ নির্ঘণ্ট সংশোনের কথা।]

৪০২ ধারা। সেশন জজ সাহেব উক্ত আপত্তি শুনিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের সঙ্গে বসিবেন ও ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ঐ নির্ঘণ্টপত্র সংশোধন করিবেন, ও তৎসংশোধনে যাঁহাদের স্বার্থ থাকে এমত কোন ব্যক্তি আপত্তি করিলে তাহা শুনিবেন, ও কোন ব্যক্তিকে জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার অ-যোগ্য বিবেচনা করিলে কিম্বা ৪০৬ ধারামতে সেই কর্ম্মহইতে অব্যাহতি পাইবার যে বিধান আছে কোন ব্যক্তি সেই বিধানমতে নিষ্কৃতি চাহিলে তাঁহারা তাঁহাদের নাম উঠাইয়া ঐ কর্ম্মের যোগ্য অন্য যে ব্যক্তির নাম তন্মধ্যে লেখেন নাই তাহা লিখিবেন।

কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের ও সেশন জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হইলে নির্ঘণ্টপত্রহইতে প্রস্তাবিত জুররের কি আসেসরের নাম উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ সংশোধিত পত্রের প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা সেশন আদালতে পাঠাইবেন।

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত ও সংশোধন করণ সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে ইতি।

[বৎসরং ঐ পত্র সংশোধনের কথা।]

৪০৩ ধারা। তদ্রূপে প্রস্তুত ও সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রতিবৎসর একবার সংশোধন করা যাইবে।

তদ্রূপ সংশোধিত নির্ঘণ্ট নূতন নির্ঘণ্টস্বরূপ জ্ঞান হইবে, ও প্রথম বার প্রস্তুত নির্ঘণ্টের পূর্ব্বোক্ত সকল বিধি ঐ নূতন নির্ঘণ্টের প্রতি খাটিবে ইতি।

[জুরর ও আসেসরদের কথা।]

৪০৪ ধারা। কোন সেশন আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে পশ্চাৎ লিখিত ব্যক্তি ভিন্ন একবিংশ বৎসরাবধি ষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের যত পুরুষ বাস করেন, তাঁহারা জুরির ও আসেসরদের কর্ম্ম করিবার সক্ষম জ্ঞান হইবেন, ও তদনুসারে তাঁহাদের নামে সমন হইতে পারিবে ইতি।

[অযোগ্যতার কথা।]

৪০৫ ধারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিতে অক্ষম। অর্থাৎ,

যাঁহারা উক্ত কোন আদালতে কি আদালতের অধীন কোন পদ ধারণ করেন তাঁহারা।

যাঁহারা পোলীসের কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম করেন কিম্বা পোলীসের কোন কর্ম্মের ভার যাঁ-হারদের প্রতি অর্পিত হয় তাঁহারা।

রাজ বিরুদ্ধে কিম্বা প্রতারণা কি অন্য যে অপরাধ প্রযুক্ত সেশন জজ ও কালেক্টর সা-হেবের বিবেচনায় কোন ব্যক্তি জুরির কর্ম্ম করিবার অযোগ্য হয় যাহারদের সেইং অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাঁহারা।

শরীরের কি মনের যে দুর্ব্বলতাহেতুক ঐ কর্ম্ম করিবার অপারকতা হইতে পারে যাঁহাদের সেই দুর্ব্বলতা থাকে তাঁহারা।

যাঁহারা আচারক্রমে কি ধর্ম্মসম্পর্কীয় মানতক্রমে সংসারীয় ব্যাপারের চিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা ইতি।

[বর্জ্জিত ব্যক্তিদের কথা।]

৪০৬ ধারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম হইতে মুক্ত অর্থাৎ,

জিলার মাজিষ্ট্রেটের ঊর্দ্ধ শ্রেণীর যে সকল কর্ম্মকারক সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা।

জজেরা ও অন্য বিচারকর্ত্তারা।

রাজস্বের কি কষ্টমের কমিশ্যনর ও কালেক্টর সাহেবেরা।

কষ্টম ডিপার্টমেণ্টে মাসুল চুরি নিবারণের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

কালেক্টর সাহেব রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মে নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তিকে রাজকীয় কর্ম্ম প্রযুক্ত মুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাঁহারা।

ধর্ম্মোপদেশকরা ও ধর্ম্মসংক্রান্ত পদে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তিরা।

সৈন্যসম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি। কিন্তু যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে উক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষমতে ঐ কর্ম্ম করিবার যোগ্য করা গেলে তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

চিকিৎসকেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা নিয়ত প্রকাশরূপে চিকিৎসাকর্ম্ম করেন তাঁহারা।

ডাকঘরের ও ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ কর্ম্মবিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

যাঁহারা আপন২ ধর্ম্মসম্পর্কীয় পৌরোহিত্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেন তাঁহারা এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ২২ ধারার বিধানমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেন তাঁহারা।

[বর্জ্জিত ব্যক্তিদের ঐ কার্য্য না করা স্বেচ্ছাধীন থাকার কথা।]

এই ধারামতে উক্ত কর্ম্ম হইতে বর্জ্জিত থাকার যে অধিকার দেওয়া গিয়াছে তাহা প্রত্যেক জন স্বেচ্ছামতে গ্রহণ করিতে পারিবেন কিম্বা নাই করিবেন।

উক্ত কোন ব্যক্তি জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইলে এই ধারার কোন কথাক্রমে তাঁহাকে অযোগ্য জ্ঞান করিতে হইবে না।

ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার বিচার হইলে সেশন জজ সাহেব আসেসরের কি জুররের কর্ম্মকরণার্থে বর্জ্জিত কোন ব্যক্তির নামে সমন দিতে পারিবেন ইতি।

[জুররদিগকে আদালতের সমন করিবার কথা।]

৪০৭ ধারা। সেশন আদালতের অধিবেশনকালে জুরিরদ্বারা কিম্বা আসেসরদের সাহায্যবলম্বনে যে২ মোকদ্দমার বিচার হইবে সেই বিচারকালে ঐ আদালত যত জনের প্রয়োজন জ্ঞান করেন অধিবেশন করিবার নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে ন্যূন কল্পে তিন দিন থাকিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ঐ সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত তত জনকে আহ্বান করিবার আজ্ঞাপত্র দিবেন। ঐ সেশনের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যত জনের প্রয়োজন হয়, তাহার দ্বিগুণের ন্যূন ব্যক্তিকে সমন করাইবেন না।

ঐ সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র লিখিত যে ব্যক্তিরা তৎপূর্ব্বে ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদিগকে না ধরিয়া যদি উপযুক্ত সংখ্যার ব্যক্তিদিগকে পাওয়া যাইতে পারে তবে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে, কোন্২ ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে ইহা মুক্ত দ্বার আদালতে গুলিবাঁট করিয়া নির্দ্ধার্য্য হইবে, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে যে আজ্ঞাপত্র দেওয়া যায়, তন্মধ্যে তাঁহাদের নাম লেখা যাইবে ইতি।

[২৩৪ ধারামতে সমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা।]

৪০৮ ধারা। কোন মোকদ্দমায় ২৩৪ ধারামতে নিযুক্ত জুরির দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জনের বিচার হইবার অধিকার থাকিলে, সেই বিচারের নিমিত্ত জুরিস্বরূপ ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় যত জনের আবশ্যক হয় যে জিলায় বিচার হইবে সেই জিলার জুরির নির্ঘণ্টপত্রে তত জন থাকিলে সেশন আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবার নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে তিন দিন থাকিতে লিম্নলিখিত বিধিমতে তাঁহারদিগকে সমন করাইবেন।

ও সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রে অন্য যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে আদালত সেই সময়ে সেই প্রকারে তাঁহারদের মধ্যহইতে তত্তুল্য সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে সমন করাইবেন। কিন্তু যদি সেই সেশন জুরিরদ্বারা বিচারের নিমিত্ত ঐ অন্য প্রকারের তত্তুল্যসংখ্যক ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বে সমন করা গিয়া থাকে তবে করাইবেন না।

তদনুসারে যত ব্যক্তি উপস্থিত হন তাঁহাদের মধ্যে যে২ ব্যক্তিদিগকে লইয়া জুরি হইবে ২৪০ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে গুলিবাঁট করিয়া তাহারদিগকে মনোনীত করা যাইবে ও ইউরোপীয় এবং আমেরিকাদেশীয় উপযুক্ত সংখ্যার লোক কিম্বা সাধ্যমতে প্রায়ই সেই সংখ্যার লোক হইলে তাঁহারদিগকে লইয়া জুরী হইবে।

ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয় যত ব্যক্তিকে লইয়া জুরী করিতে হইবে তত ব্যক্তিকে পাওয়া যাইতে না পারিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা করিলে আসেসরদের সাহায্যে জজ সাহেবের দ্বারা বিচার হইতে পারিবে। নতুবা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে জুরি পাওয়া যায় তাহারদের দ্বারা তাহার বিচার হইবে ইতি।

[সমনের পাঠের ও তাহা জারী করিবার কথা।]

৪০৯ ধারা। জুররকে কি আসেসরকে যে সমন দেওয়া যায় তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে। ও ঐ পত্রে যে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহার প্রতি ঐ সময়ে ও স্থানে জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

ঐ সমন কি তাহার প্রতিলিপি সেই জুররের কি আসেসরের হাতেই দেওয়া যাইবে।

যে জুররকে কি আসেসরকে সমন করা যায় তিনি আপনার নিয়ত নিবাসে না থাকিলে, সেই সমন তাঁহাকে দিবার জন্যে তাঁহার পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত যে পুরুষ তাঁহার সঙ্গে বাস করে তাহার হাতে দেওয়া যাইবে ইতি।

[অন্য জুররদিগকে কি আসেসরদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।]

৪১০ ধারা। সেশন আদালতের একিকালীন অধীবেশনে অনেক মোকদ্দমার বিচার করিতে হইলে ও বিচারার্থে যে জুরিকে কি যে আসেসরদিগকে সমন করা গেল, তাঁহাদের সেই সমস্ত মোকদ্দমার বিচারে উপস্থিত থাকিতে হইলে বহু ক্লেশ সম্ভাবনা অথবা অন্য স্থলে আবশ্যক বোধ হইলে সেশন আদালত ৪০৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট সময়ভিন্ন অন্য সময়ে জুরিকে কি আসেসরদিগকে সমন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

[গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকের নামে সমন দেওয়ার কথা।]

৪১১ ধারা। জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মকারক হইলে যে দফ্তরখানায় কর্ম্ম করেন সেই দফ্তরখানার প্রধান কর্ম্মকারকের দ্বারা তাঁহার নিকটে সমন পাঠান যাইবে। সেই ব্যক্তির জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিতে হইলে রাজকীয় কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে প্রধান কর্ম্মকারকের উক্তিমতে ইহা দৃষ্ট হইলে আদালত ঐ ব্যক্তির উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন ইতি।

[জুরির কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অনুমতির কথা।]

৪১২ ধারা। উপযুক্ত হেতু থাকিলে সেশন আদালত জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন ইতি।

[জুরির যে ব্যক্তিরা কি আসেসরেরা উপস্থিত হন তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।]

৪১৩ ধারা। সেশন আদালতের যে অধিবেশনকালে যাঁহারা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করেন আদালত সেই অধিবেশনে তাহাদের নামের নির্ঘণ্ট লেখাইবেন।

৪০২ ধারামতে জুররদের ও আসেসরদের নামের যে সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহার সঙ্গে উক্ত নির্ঘণ্টপত্র রাখিতে হইবে।

এই ধারামত প্রস্তুত নির্ঘণ্টে যাঁহাদের নাম লেখা যায়, উক্ত সংশোধিত পত্রের এক পার্শ্বে তাহাদের নামের উল্লেখ থাকিবে ইতি।

[জুরর কি আসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা।]

৪১৪ ধারা। কোন ব্যক্তিকে জুরর কি আসেসর স্বরূপে উপস্থিত হইবার সমন করা গেলে, যদি ন্যায্য কোন কারণ না থাকিলেও তিনি ঐ সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হন, কিম্বা উপস্থিত হইয়াও যদি আদালতের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যান, কিম্বা বিচার-কার্য্য স্থগিত হইয়া দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইয়াও যদি উপস্থিত না হন, তবে সেশন আদালতের আজ্ঞামতে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ও যে সেশন আদালত ঐ আজ্ঞা করেন তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ জুররের কি ঐ আসেসরের অস্থাবর যে দ্রব্য থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারা ঐ অর্থদণ্ড আদায় করিতে পারিবেন।

ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ডের টাকা আদায় হইতে না পারিলে, ঐ জুররকে কি আসেসরকে পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় কারাবদ্ধ করা যাইতে পারিবে, ইতি মধ্যে ঐ টাকা দেওয়া গেলেও মুক্ত করা যাইবে।

৩০ অধ্যায়।

বিবিধ বিধান।

[চোরা দ্রব্য ধৃত হইলে পোলীসের কার্য্যপ্রণালীর কথা।]

৪১৫ ধারা। দ্রব্য চুরি করা গেল এমত কথিত হইলে কি এমত সংশয় থাকিলে কিম্বা দ্রব্য যে গতিকে পাওয়া গেল সেই গতিকে পাওয়া গেল সেই গতিকের পূর্ব্বাপর ঘটনা বিবে-

চনায় কোন অপরাধের অনুভব হইলে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক এমত দ্রব্য ধৃত করিলে সেই দ্রব্য ধরিবার কি পাইবার কথা অগৌণে মাজিষ্ট্রেটকে জানাইতে হইবে। তাহা হইলে তিনি সেই দ্রব্য রাখিবার ও উপস্থিত করিবার যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

[আশু ক্ষয়ণীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার কথা।]

ঐ দ্রব্য আশু ক্ষয়ণীয় হইলে কিম্বা বিক্রয় করিলে স্বামির লাভ হইবে মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে কোন সময়ে তাহা বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিয়া ৪১৬ ও ৪১৭ ধারার বিধানমতে স্বামির জন্যে ঐ দ্রব্যের মূল্য ন্যাসস্বরূপ রাখিবেন ইতি।

[দ্রব্যের স্বামি অপরিচিত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৪১৬ ধারা। উক্ত সম্পত্তি কাহার ইহা না জানা গেলে মাজিষ্ট্রেট ঐ সম্পত্তি রাখিবেন কিম্বা তাহা বিক্রয় করা গেলে ঐ দ্রব্যের মূল্য রাখিবেন এবং ঐ সম্পত্তির মধ্যে যে২ দ্রব্য ছিল বা আছে ঘোষণাপত্রে সেই২ দ্রব্যের বিশেষ বর্ণনা লিখিয়া প্রকাশ করণ পূর্ব্বক সেই দ্রব্যের কিম্বা তাহার মূল্যের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাঁহাকে ঐ ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার দাওয়ার প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবেন ইতি।

[ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীরকথা।]

৪১৭ ধারা। ঐ সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের কি তাহার মূল্যের উপর আপন দাওয়া সপ্রমাণ না করিলে ও সেই দ্রব্য যাহার নিকটে পাওয়া গেল সে ন্যায়মতে তাহা পাইয়াছিল ইহা দেখাইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট ঐ দ্রব্য লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন, ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে তাঁহারই আজ্ঞাক্রমে তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে, কিম্বা মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বে তাহা বিক্রয় করিয়া থাকিলে গবর্ণমেণ্ট তাহার মূল্য লইয়া স্বেচ্ছামতে প্রয়োগ করিবেন।

যে আদালতে দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারে এই ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহার উপর সেই আদালতে আপীল হইবার অনুমতি থাকিবে ইতি।

[যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে
এই বিষয়ের আজ্ঞার কথা।]

৪১৮ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে বিচারকার্য্য সমাপ্ত হইলে, আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে দৃষ্ট হয় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে আদালত এই বিষয়ের যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন ইতি।

[সেই আজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।]

৪১৯ ধারা। যে আদালতে আপীল কি বিবাদার্পণ কি নিষ্পত্তির সংশোধন হইতে পারে সেই আদালত আপনার অধীন আদালতের কৃত উক্ত কোন আজ্ঞা স্থগিত করিতে এবং সংশোধন কি পরিবর্ত্তন কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন ইতি।

[জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি দ্রব্য অর্পণ করণসূচক
আজ্ঞা হইবার কথা।]

৪২০ ধারা। ৪১৮ কি ৪১৯ ধারাক্রমে কোন আদালতের যে আজ্ঞা হয় জিলার মাজি-

ষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি কিম্বা জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের প্রতি ঐ দ্রব্য সমর্পণ করণার্থে সেই আজ্ঞা হইতে পারিবে। তাহা হইলে ঐ দ্রব্য পোলীসের দ্বারা ধৃত হইয়া 'পূর্ব্বোক্তমতে তাঁহার নিকট রিপোর্ট করা গেলে তিনি যদ্রূপে করিতেন ঐ দ্রব্য লইয়া তদ্রূপেই করিবেন ইতি।

[বাদিদের ও সাক্ষিদের খরচের কথা।]

৪২১ ধারা। যে বাদিরা কি সাক্ষিরা এই আইন অনুসারে কোন মোকদ্দমার বিচার কার্য্যের নিমিত্তে ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হন ঐ আদালত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁহাদের উপযুক্ত খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের সম্মতিক্রমে যে বিধি করেন উক্ত আজ্ঞা সেই বিধি মানিয়া করা যাইবে ইতি।

[দোভাষির যথার্থই অর্থ করিতে হইবার কথা।]

৪২২ ধারা। ফৌজদারী আদালতে কোন প্রমাণের কি উক্তির অর্থ করিবার জন্যে দোভাষির প্রয়োজন হইলে ঐ দোভাষির প্রয়োজন হইলে ঐ দোভাষী সেই প্রমাণের কি উক্তির যথার্থ কর্ম্ম করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন ইতি।

৩১ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের কথা।

[অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা]

৪২৩ ধারা। মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে সেই ব্যক্তি বিকৃতমনা ও অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম ঐ মাজিষ্ট্রেটের এইরূপ বোধ হইলে তিনি ঐ ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্য নিশ্চয় করণার্থে অনুসন্ধান করাইয়া, জিলার সিবিল চিকিৎসক সাহেবের কিম্বা অন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করাইবেন এবং সাক্ষিস্বরূপ ঐ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের কি অন্য চিকিৎসকের সাক্ষ্য গ্রহণপূর্ব্বক ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবেন।

মাজিষ্ট্রেট ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তমনা জ্ঞান করিলে সেই মোকদ্দমার অন্য সকল কার্য্য স্থগিত রাখিবেন ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত দেখা গেলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৪২৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে প্রকৃতমনা হইয়া সেই কার্য্য করিলে তাহা কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ হইত কিন্তু যে সময়ে ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল সেই সময়ে মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত অভিযোগের ঐ ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারিল না ও অন্যায় কি আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে পারিল না, মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদ্দ্বারা তাঁহার এমত জ্ঞান করিবার বিশিষ্ট হেতু থাকিলে, কিন্তু তদন্ত লইবার সময়ে তাহাকে সুস্থমনা দেখা গেলে সেশন আদালতে বিচার হইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার হইবার নিমিত্তে তাহাকে পাঠান যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হইলে মাজিষ্ট্রেট সপ্তম অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

তদন্ত লইবার সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তমনা দেখা গেলে মাজিষ্ট্রেট ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে কর্ম্ম করিবেন ইতি।

[সেশন আদালতে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৪২৫ ধারা। কোন ব্যক্তি সেশন আদালতের বিচারার্থে সমর্পিত হইলে ও তাহার বিচার কালে আদালত তাহাকে ক্ষিপ্ত ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম বোধ করিলে, প্রথমে তাহার মনের অস্বাস্থ্যের অনুসন্ধান করিবেন, ও সেই বিষয় সুবোধমতে জানিতে পাইলে, বিশেষ এই নিষ্পত্তি করিবেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিকৃতমনা ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম তাহা হইলে মোকদ্দমার বিচার গৌণে হইবে ইতি।

[উক্ত অনুসন্ধান বা বিচার না হওন পর্য্যন্ত ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।]

৪২৬ ধারা। কোন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিকৃতমনা ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জানা গেলে তাহার যে অপরাধের অভিযোগ হয় যদি সেই অপরাধহেতুক হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্বাবধারণ করা যাইবে ও সে আপনার কি অন্য কাহার হানি করিতে পাইবে না ও আজ্ঞা হইলে তাহাকে উপস্থিত করা যাইবে এই২ নিয়মে উপযুক্ত জামীন দেওয়া গেলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা বিষয়বিশেষে সেশন আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

[তাহার রক্ষার কথা।]

যদি সেই অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারে, কিম্বা জামীন দিবার আজ্ঞা হইলেও যদি না দেওয়া যায়, তবে স্থানবিশেষের যে গবর্ণমেণ্টের নিকটে ঐ ব্যাপারের রিপোর্ট করা যায় তিনি যে স্থান নিরূপণ করেন ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই স্থানে নির্ব্বিঘ্নে আটক করিয়া রাখা যাইবে ইতি।

[তদন্ত কি বিচারকার্য্যে পুনশ্চ প্রবর্ত্ত হইবার কথা।]

৪২৭ ধারা। ৪২৩ কি ৪২৫ ধারামতে গৌণে মোকদ্দমার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা বিষয় বিশেষে সেশন আদালত কোন সময়ে ঐ তদন্ত কি বিচারের কার্য্যে পুনশ্চ প্রবর্ত্ত হইতে পারিবেন। ও অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে আটক থাকিলে তাহাকে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিভূক্রমে মুক্ত করা গেলে তাহাকে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ঐ ব্যক্তিকে দেখিবার জন্যে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন আদালত যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন, কোন সময়ে তাঁহার নিকটে ঐ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা হইলেই ঐ প্রতিভূ তাহাকে উপস্থিত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে। সেই কর্ম্মকারক যে সর্টিফিকট দেন, তাহা এই আইনের ৪৩২ ধারাক্রমে জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের কি ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাড়ীর সন্দর্শকদের সর্টিফিকটের তুল্য ফলবৎ হইবে ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইতি কর্ত্তব্যতার কথা।]

৪২৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি বিষয়বিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে পুনশ্চ উপস্থিত করা গেলে, সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার

উপযুক্ত ভাবাপন্ন হইয়াছে ঐ মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা ঐ আদালতের এমত বোধ হইলে ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লওন কার্য্য চলিবে কিম্বা বিষয় বুঝিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইবে।

তৎকালেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিকৃতমনা ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম দৃষ্ট হইলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন আদালত পুনশ্চ ৪২৩ কি ৫২৫ ধারামতে কার্য্য করিবেন ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষিপ্ত হওয়াপ্রযুক্ত নিরপরাধী হইলে নির্ণয়ের কথা।]

৪২৯ ধারা। অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে যে সময়ে অভিযোগ হয় সেই সময়ে মনের অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত সে ঐ অভিযোগের ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারে নাই, ও অন্যায় কিম্বা আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানে নাই, এই হেতু তাহাকে নিরপরাধী করা গেলে, সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল কি না নির্ণয়পত্রে এই কথাবিশেষমতে লিখিতে হইবে ইতি।

[উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধী করা গেল তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে আটক রাখিবার কথা।]

৪৩০ ধারা। ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগমত ক্রিয়া করিয়াছে নির্ণয়পত্রে ইহা ব্যক্ত হইলে ও তাহার উক্ত অক্ষমতা না হইলে যদি অভিযোগমত ঐ ক্রিয়া অপরাধের তুল্য হইত, তবে যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা যে সেশন আদালতের সম্মুখে ঐ বিচার হয়, তিনি যে স্থান ও যেরূপ উপযুক্ত বোধ করেন সেই স্থানে ও সেই রূপে ঐ ব্যক্তিকে নির্ব্বিঘ্নে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞার জন্যে ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে, কিম্বা সুরক্ষা হইবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে ঐ ব্যক্তির সুরক্ষিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে ইনস্পেকটর জেনরলের দৃষ্টি করিবার ও রিপোর্ট করিবার কথা।]

৪৩১ ধারা। ৪২৬ কিম্বা ৪৩০ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তিকে বদ্ধ করা গেলে সেই ব্যক্তি কারাগারে বদ্ধ থাকিলে জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীতে বদ্ধ থাকিলে ঐ আশ্রয় বাটীর সন্দর্শকেরা কিম্বা তাঁহারদের কোন দুই জন ঐ ব্যক্তির নামের অবস্থা জ্ঞাত হওনার্থে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। ও সেই ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুই জন সন্দর্শক ছয়২ মাসান্তর ন্যূনকল্পে একবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট তাহার মনের অবস্থার বিশেষ রিপোর্ট করিবেন ইতি।

[বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিতে সক্ষম রিপোর্ট হইলে তাহার কথা।]

৪৩২ধারা। ঐ ব্যক্তি ৪২৬ ধারামতে বদ্ধ হইলে ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সক্ষম সেই ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা ক্ষিপ্তব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীর পূর্ব্বোক্ত সন্দর্শকেরা আপনাদের এই অভিমত রিপোর্ট করিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা বিষয়বিশেষে সেশন আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ে ঐ ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের কি সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে। ও সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত সেই ব্যক্তির প্রতি ৪২৮ ধারার বিধান মতে কার্য্য করিবেন ও সেই ইনস্পেক্টর জেনরলের কি সন্দর্শকদের পূর্ব্বোক্ত সর্টিফিকট প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে ইতি।

[৪৩০ ধারামতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার কথা।]

৪৩১ ধারা। সেই ব্যক্তি ৪৩০ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হইলে এবং তাহাকে মুক্ত করা গেলে সে আপনার কি অন্য কাহার হানি যে করিবে আমার (কি আমাদের) বিবেচনায় এমত শঙ্কা হয় না, উক্ত জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সন্দর্শকেরা এই মর্ম্মের সর্টিফিকট দিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার মুক্ত হইবার অথবা তাহাকে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিবেন অথবা পূর্ব্বে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের রাজকীয় আশ্রয় বাটীতে প্রেরিত না হইলে তাহাকে সেই স্থানে পাঠাইবার আজ্ঞা দিবেন এবং কোন এক জন বিচারকর্ত্তাকে ও দুই জন চিকিৎসক সাহেবকে কমিশ্যনস্বরূপে নিযুক্ত করিবেন, সেই বিচারকর্ত্তা সেশন জজের অধীন পদস্থ না হন, ও ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর প্রধান চিকিৎসক ঐ চিকিৎসকদের এক জন হন।

ঐ কমিশ্যান আবশ্যকমত প্রমাণ লইয়া ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থার বিষয়ে নিয়মিতরূপে তদন্ত লওনপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন। গবর্ণমেণ্ট যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা তাহার আটক থাকিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[আত্মীয়ের তত্ত্বাবধারণে ক্ষিপ্তকে অর্পণ করিবার কথা।]

৪৩২ ধারা। ৪৩০ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তি আটক থাকিলে যদি তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব কি বন্ধু তাহাকে আপনারদের রক্ষণে ও তত্ত্বাবধারণে লইতে ইচ্ছা করে, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত করিলে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্ব লওয়া যাইবে ও সে আপনার কি অন্য ব্যক্তির হানি করিতে পাইবে না ঐ গবর্ণমেণ্টের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রতিভূ দিলে, গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তিকে উক্ত জ্ঞাতি কুটুম্বের কি বন্ধুর নিকটে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

তাহাকে সেই প্রকারে সমর্পণ করা গেলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ গবর্ণমেণ্টের নিরূপিত সময়েং ঐ ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিতে পাইবেন এই নিয়মে তাহাকে অর্পণ করা যাইবে।

এই ধারামতে যে ব্যক্তিদিগকে আটক করা যায় তাহারদের প্রতি ৪৩১ ও ৪৩৩ ধারার বিধান খাটিবে। ও এই ধারামতে দৃষ্টি করণার্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করা যায় তাঁহার সর্টিফিকট লইয়া ঐ ধারার লিখিত জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের কি ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীর সন্দর্শকদের সর্টিফিকটের তুল্য কার্য্য হইবে ইতি।

৩২ অধ্যায়।

আদালতের অবজ্ঞার কথা।

[কোনং স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৪৩৫ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৫ কি ১৭৮ কি ১৭৯ কি ১৮০ কি ২২৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতে দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে করা গেলে অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হইলে কি না হইলেও ঐ আদালত তাহাকে হেফাজতে রাখিতে পারিবেন ও সেই দিনে আদালত উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন

সময়ে ঐ অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধির দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে দেওয়ানী জেলখানায় তাহাকে এক মাসের অনধিক কাল বদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে ঐ অর্থদণ্ড দেওয়া গেলেই মুক্ত করা যাইবে।

উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে কার্য্যদ্বারা অপরাধ হয় ও অপরাধী সেই বিষয়ে যে উত্তর দেয় ও আদালতের যে বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা হয় আদালত এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারামত অপরাধ হইলে ঐ রাজকীয় কার্য্যকারক বিচার ঘটিত যে কার্য্যে অধিবিষ্ট ছিলেন সেই কার্য্যের ভাব ও কার্য্য কত দূর চলিলে ঐ অপমান কি প্রতিবন্ধকতা করা যায় তাহা ও সেই অপমানের বা প্রতিবন্ধকতার ভাব ঐ কাগজপত্রে দেখাইতে হইবে ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির কারাদণ্ড কিম্বা ২০০ টাকার অধিক অর্থদণ্ড হওয়া উচিত আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।]

৪৩৬ ধারা। পূর্ব্বোক্ত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড করা উচিত আদালত এমত বোধ করিলে যে কার্য্যাদিদ্বারা ঐ অবজ্ঞা হয় ও পূর্ব্বলিখিত বিধিমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর দেয় ঐ আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পর মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সেই মোকদ্দমা পাঠাইবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হইলে প্রথম শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেট শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস এবং ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হন তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন। ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে ইহার জামিন লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

মাজিষ্ট্রেটের নিকটে মোকদ্দমা পাঠান গেলে এই আইনে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে বিচার করিবার যে বিধান আছে তিনি সেই বিধানমতে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের যে ধারাক্রমে ঐ ব্যক্তির অভিযোগ হয়, সেই ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হইলে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাকে পাঠান যায় তিনি এই আইনের ৭ অধ্যায় ক্রমে যত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন উক্ত অপরাধের নিমিত্ত তদধিক দণ্ড করা উচিত বোধ করিলে তিনি ঐ অপরাধিকে সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেটের আদালতের বিপক্ষে তাঁহারই সাক্ষাতে যে, অবজ্ঞা করা যায় তাহার নিমিত্তি তিনি এই ধারামতে বিচার করিয়া কোন প্রকারে কারাদণ্ডের কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না ইতি।

[অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা।]

৪৩৭ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা কিম্বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত তাহার দণ্ড নিরূপণ করিলে কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে

মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইলে যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা কি আদেশ মানিতে স্বীকার করে কিম্বা আদালতের হুবোধমতে অপরাধ স্বীকার করে তবে আদালত তাহাকে মুক্ত করিতে কিম্বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন ইতি।

অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হইলে যে কার্য্য কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৪৩৮ ধারা। যদি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্ব-সম্পার্কীয় আদালতের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞাকরণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৭৫ ও ১৭৮ ও ১৭৯ ও ১৮০ ও ২২৮ ধারাভিন্ন ১০ অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ করে তবে প্রথম শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেট শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস ও ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হন ঐ অপরাধ কেবল তাঁহারই বিচার্য্য হইবে। ৩৭৪ ধারায় অপরাধির প্রতি কার্য্য করিবার যে বিধান আছে ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ অপরাধির দোষ প্রমাণ হইলে তাহার প্রতি সেই বিধানমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

উক্ত ধারামতে মাজিষ্ট্রেট যত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ অপরাধের তদধিক দণ্ড হওয়া প্রয়োজন এমত বোধ করিলে অপরাধিকে সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

দশম খণ্ড।

অভিযোগ ও নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞার বিধি

৩৩ অধ্যায়।

অভিযোগের কথা।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের কথা।

[অভিযোগপত্রে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।]

৪৩৯ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় অভিযোগ পত্রে তাহা ব্যক্ত থাকিবে ইতি।

[অপরাধের বিশেষ নাম বিশিষ্ট বর্ণনা হওয়ার কথা।]

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম থাকিলে অভিযোগপত্রে কেবল সেই নাম উল্লেখ করিয়া অপরাধ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে।

[অপরাধের নাম নিরূপণ না হইলে যেরূপে বর্ণনা হইবে তাহার কথা।]

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম না থাকিলে, প্রতিবাদির নামে যে বিষয়ের অভিযোগ হয় তাহা যেন সে জানিতে পায় এই নিমিত্ত ঐ অপরাধ নির্দ্দেশ করণের যত কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

যে আইনের এবং আইনের যে ধারার বা যেং ধারার বিপক্ষে অপরাধ করা গিয়াছে বলা যায়, অভিযোগপত্রে সেই আইনের সেইং ধারার উল্লেখ করিতে হইবে।

[অভিযোগপত্রে যে ভাব হইবে তাহার কথা।]

কোন স্থলে অপরাধের অভিযোগ হইলে আইনসংক্রান্ত যেং নিয়ম না থাকিলে আইনমতে ঐ অভিযোগের অপরাধ হয় না, সেই স্থলে ঐং নিয়ম যে পূর্ণ হইল ঐ অভিযোগই ইহার বর্ণনার তুল্য।

[অভিযোগপত্র যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা।]

অভিযোগপত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় কিম্বা জিলার প্রচলিত ভাষায় লেখা যাইতে পারিবে। প্রতিবাদী যে ভাষা বুঝিতে পারে এমত ভাষায় লেখা না গেলে সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় তাহার নিকট ঐ অভিযোগ পাঠ করা যাইবে।

[পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগপত্রে তাহা লিখিবার কথা।]

পূর্ব্বে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকে এবং যে দণ্ডের আজ্ঞা হইবার সম্ভাবনা তাহার বৃদ্ধি কি হ্রাস করণাভিপ্রায়ে যদি পূর্ব্বনির্ণীত অপরাধের প্রমাণ করিবার কল্পনা থাকে তবে পূর্ব্বে ঐ অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে। প্রথমে যদি না লেখা গিয়া থাকে তবে দণ্ডের আজ্ঞা হইবার পূর্ব্ব কোন সময়ে তাহা অভিযোগপত্রে সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে পরে নয় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে বলরামকে বধ করণাভিযোগ হয়।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৯৯ ও ৩০০ ধারায় বধাপরাধের যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে সেই অর্থের মধ্যে আনন্দের কর্ম্ম আইসে ও দণ্ডবিধির আইনের সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইসে না, ও ৩০০ ধারায় যে পাঁচটি বর্জিত কথা আছে তাহার কোন কথার মধ্যে আইসে না কিম্বা প্রথম বর্জিত কথার মধ্যে যদিও আইসে তথাপি ঐ বর্জিত কথার তিন উপবিধির মধ্যে অন্যতর উপবিধি ঐ অভিযোগের প্রতি খাটে, উক্ত অভিযোগই সেই সকল কথার বর্ণনার তুল্য হয়।

(খ) আনন্দ গুলিছুড়িবার যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৬ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হয়। এই স্থলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৩৫ ধারায় ঐ অপরাধের বিধান হয় নাই ও সাধারণ বর্জ্জিত কথা ঐ অপরাধের প্রতি বর্ত্তে না, উক্ত অভিযোগই এমত বর্ণনার তুল্য হয়।

(গ) আনন্দের নামে বধ বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদারগমন বা অপরাধঘটিত ভয়দর্শাওন বা দ্রব্যের স্বামিত্ত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করণ অপরাধের অভিযোগ হয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে ঐং অপরাধের যেং অর্থ নির্ণয় হইয়াছে অভিযোগ পত্রে তাহার উল্লেখ না হইয়া আনন্দ বধ করিয়াছে বা চৌর্য্য বা প্রবঞ্চনা বা অপহরণ বা পরদার গমন করিয়াছে বা অপরাধ ঘটিত ভয় দর্শাইয়াছে বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করিয়াছে কেবল এইং বর্ণনা থাকিতে পারে। কিন্তু উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে ধারামতে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঘ) রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতামতে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ বিক্রয়ের বাধা দিল বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৪ ধারাক্রমে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়। তদ্রূপ কথা অভিযোগপত্র লিখিতে হইবে।

[সময়ের ও স্থানের ও ব্যক্তির বিশেষ কথা।]

৪৪০ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কিরূপ অভিযোগ হইল এই কথা তাহার বিশিষ্টমতে জানিবার জন্যে কথিত অপরাধ হওয়ার সময়ের ও স্থানের ও যে ব্যক্তির বিপক্ষে অপরাধ হইয়াছে তাহার নামাদির বৃত্তান্ত যতদূর লেখা প্রয়োজন অভিযোগপত্রে তাহা লিখিতে হইবে ইতি।

[অপরাধ কি প্রকারের করা গিয়াছিল এই কথা যে স্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা।]

৪৪১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অভিযোগ হয় যদি মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় ৪৩৯ ও ৪৪০ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা সেই ব্যক্তি সেই কথা বিশিষ্টমতে জানিতে না পারে তবে কথিত অপরাধ যে প্রকারে করা গিয়াছিল ইহার বিশেষ যে কথা লিখিলে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সফল হয় তাহাও অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে অমুক দ্রব্য চুরি করিবার অভিযোগ হয়। যে প্রকারে চুরি হইয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যক নাই।

(খ) অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে আনন্দ যে প্রকারে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

(গ) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অভিযোগ হইলে আনন্দের সাক্ষ্যের যে অংশ মিথ্যা বলিয়া ব্যক্ত হইল অভিযোগপত্রে সেই অংশ লিখিতে হইবে।

(ঘ) বলরাম নামক রাজকীয় কর্য্যকারক রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমন সময়ে আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে তাঁহাকে বাধা দিল বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে, বলরামের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণ সময়ে আনন্দ কি প্রকারে তাঁহার বাধা দিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

(ঙ) আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোল হইলে, আনন্দ কি প্রকারে বলরামকে বধ করিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যক নাই।

(চ) বলরামের দণ্ড না হয় এই উদ্দেশে আনন্দ আইনের কোন আদেশ অমান্য করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। যে কার্য্য দ্বারা আজ্ঞার অমাননা হইল ও যে আইন লঙ্ঘন হইল অভিযোগপত্রে এই২ কথা লিখিতে হইবে।

[তফসীলের নির্দ্ধারিত পাঠের কথা।]

৪৪২ ধারা। অভিযোগপত্র এই আইনের তৃতীয় তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠে কি তাহার মর্ম্মানুসারে লেখা যাইতে পারিবে ইতি।

[ভ্রমের ফলের কথা।]

৪৪৩ ধারা। অপরাধ যে প্রকারে লেখা যায় কিম্বা ৪৪১ ধারায় যে বৃত্তান্ত লিখিবার আদেশ হইল তাহা লিখিতে কোন ভ্রম হইলে, এবং অপরাধ লিখিতে কিম্বা ঐ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে ত্রুটি হইলে যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বস্তুতঃ ভ্রম না হইয়া থাকে তবে মোকদ্দমার বিচার করণের কোন কালে ঐ ভ্রম কি ত্রুটি গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হইবে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নিকট কৃত্রিম মুদ্রা ছিল ও আনন্দ যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ২৪২ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হইল। কিন্তু অভিযোগপত্রে "প্রতারণাভাবে" কথা লেখা যায় নাই। সেই শব্দ না লেখাতে আনন্দের বস্তুতঃ ভ্রম হইয়াছে ইহা দৃষ্ট না হইলে ঐ ভ্রম গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

(খ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয় কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করিল এই কথা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই কিম্বা অশুদ্ধরূপে লেখা গেল। আনন্দ প্রতিবাদ করিয়া সাক্ষিদিগকে ডাকিল ও আপনার মনোগত সেই ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানাইল আদালত ইহা দেখিয়া সেই বঞ্চনা কার্য্য যে প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথা না লেখা গুরুতর নয় বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন।

(গ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয় কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করিল এই কথা ঐ অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আনন্দের ও বলরামের মধ্যে অনেক ব্যাপার চলিত অতএব কোন্ ব্যাপার ধরিয়া ঐ অভিযোগ হইল আনন্দ ইহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করে নাই। এই স্থলে বঞ্চনা কি প্রকারে করা গেল এই কথা না লেখাই গুরুতর ভ্রম, আদালত উক্ত বৃত্তান্ত দৃষ্টে এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঘ) আনন্দ জানুআরি মাসের ২১ তারিখে খোদাবক্সকে বধ করিল বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। হত ব্যক্তির প্রকৃত নাম হায়দরবক্স ও জানুআরি মাসের ২০ তারিখে তাহাকে বধ করা যায়। কিন্তু আনন্দের নামে সেই একটি বধাপরাধভিন্ন অন্য বধাপরাধের অভিযোগ হয় নাই। ও কেবল হায়দরবক্সের বধের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্ত লওয়া গেলে আনন্দ উপস্থিত হইয়া তাহা শুনিল। এই বৃত্তান্ত দৃষ্টে আনন্দের ভ্রম হয় নাই ও অভিযোগপত্রে যে ভুল ছিল তাহা গুরুতর নয় আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঙ) আনন্দ জানুআরি মাসের ২০তারিখে হায়দরবক্সকে বধ করিল ও খোদাবক্স তাহাকে ধরিতে গেলে জানুআরি মাসের ২১ তারিখে তাহাকেও বধ করিল আনন্দের নামে এই অভিযোগ হইল। হায়দরবক্সকে বধ করিবার অভিযোগ খোদাবক্সকে বধ করিবার নিমিত্ত তাহার বিচার হয়। তাহার সপক্ষে যে সাক্ষিরা উপস্থিত ছিল তাহারাও হায়দরবক্সের বধের সাক্ষী ইহাতে আনন্দের ভ্রম হইল ও গুরুতর ভুল হইয়াছে আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

[সংশোধন করিবার প্রার্থনা করিতে প্রতিবাদির ক্ষমতার কথা।]

৪৪৪ ধারা। যে আদালতের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় সেই আদালতে সে আপনার বিপক্ষ অভিযোগ সংশোধন হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবে। এবং অভিযোগপত্রে কোন ভুল থাকাতে বস্তুতঃ অভিযুক্ত ব্যক্তির ভ্রম হইল কি না, আদালত ইহা বিবেচনা করিবার সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি তদ্রূপ প্রার্থনা করিল কি না করিল এই বিষয় ধরিবেন ইতি।

[অভিযোগপত্র সংশোধন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।]

৪৪৫ ধারা। কোন আদালত নিষ্পত্তিতে স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে মোকদ্দমার অনুষ্ঠান করিবার কোন সময়ে, ও সেশন আদালতে মোকদ্দমার বিচার হইলে জুরির মীমাংসা জানাইবার কিম্বা আসেসরদের মত ব্যক্ত হইবার পূর্ব্ব কোন সময়ে ঐ আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে কিম্বা স্বীয় বিবেচনামতে কোন অভিযুক্ত সংশোধন কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। সংশোধিত কথা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

[অভিযোগ লইয়া সেশন আদালতের যদ্রূপ কার্য্য হইতে পারে তাহার কথা।]

৪৪৬ ধারা। প্রতিবাদিকে যদি অভিযোগপত্র বিনা সেশন আদালতে সমর্পণ করা যায় কিম্বা অভিযোগ হইলেও যে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে সমর্পণ করেন আদালত তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিবরণ দেখিয়া যদি সেই অভিযোগ অনুচিত জ্ঞান করেন তবে সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে সাক্ষ্য লওয়া গেল আদালত সেই সাক্ষ্যদ্বারা যে অপরাধ সপ্রমাণ জ্ঞান করেন এমত কোন অপরাধের অভিযোগপত্র লিখিয়া দিতে পারিবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া যাইবে ইতি।

[যেং স্থলে সংশোধন হইলেই বিচারের কার্য্য চলিতে পারে তাহার কথা।]

৪৪৭ ধারা। অভিযোগপত্রের যেরূপ সংশোধন কি পরিবর্ত্তন হইল, তদ্দৃষ্টে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদ করিবার কোন ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই, যদি আদালতের এমত বিবেচনা থাকে তবে ঐ আদালত উপযুক্ত বোধ করিলে সেই অভিযোগের সংশোধন কি পরিবর্ত্তন করিলে পর সেই সংশোধিত অভিযোগ প্রথম অভিযোগের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে থাকিবেন ইতি।

[যে স্থলে নূতন বিচারের আজ্ঞা কিম্বা বিচার স্থগিত হইতে পারিবে তাহার কথা।]

৪৪৮ ধারা। অভিযোগের কি সংশোধন কি পরিবর্ত্তন হইল তদ্দৃষ্টে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদ করণে ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আদালত এমত বিবেচনা করিলে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি সংশোধিত কি পরিবর্ত্তিত অভিযোগের উত্তর দিতে পারে এ জন্যে যত কাল আবশ্যক তত কাল বিচার কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন। ও তাহার উত্তর শুনিলে পর, আদালত মোকদ্দমার পক্ষে যে সাক্ষিদের সাক্ষ্য গুরুতর জ্ঞান করেন, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনার উত্তরের পোষকতায় যে সাক্ষিদিগকে সমন করাইতে উচ্ছা করে সেই সাক্ষিরা উপস্থিত হইতে পারে এই নিমিত্তে আদালত অন্য দিনপর্য্যন্ত আবার মোকদ্দমার বিচার কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন ইতি।

[সাক্ষিদিগকে অভিযোক্তার ও অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা।]

৪৪৯ ধারা। অভিযোগপত্রের সংশোধন কি পরিবর্ত্তন হইলে পূর্ব্বে যে সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল অভিযোক্তা এবং অভিযুক্ত এই উভয় ব্যক্তি তাহাকে পুনশ্চ ডাকাইয়া পরীক্ষা করিবার অনুমতি পাইবেন ইতি।

[নূতন অভিযোগপত্রের লিখিত অপরাধ হেতুক প্রয়োজন হইলে অনুমতি পাইবার কথা ।]

৪৫০ ধারা । নূতন অভিযোগপত্রে যে অপরাধ ব্যক্ত হয় তদ্ধেতুক প্রথমে অনুমতি পাওয়া আবশ্যক হইলে যতকাল ঐ অনুমতি পাওয়া না যায় ততকাল মোকদ্দমার কার্য্য চলিবে না। কিন্তু নূতন অভিযোগ যে বৃত্তান্ত মূলক হয় সেই বৃত্তান্তমতে অভিযোগ করিবার অনুমতি পূর্ব্বে পাওয়া গেলে মোকদ্দমা চলিতে পারিবে ইতি ।

[গুরুতর ভ্রম হইলে তাহার ফলের কথা ।]

৪৫১ ধারা । কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে বস্তুত অভিযোগপত্রে ভ্রম থাকাতে তাহার প্রতিবাদ করণে ভ্রম হইয়াছে আপীল আদালতের কিম্বা সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করত হাই কোর্টের এই অভিমত থাকিলে ঐ২ আদালত সেই অভিযোগপত্র যদ্রূপে সংশোধন করা উচিত বোধ করেন তদ্রূপে সংশোধন করিয়া সেই সংশোধিত অভিযোগপত্রানুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন ।

মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দৃষ্টে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইল তদুপলক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন প্রকৃত অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে না ঐ আদালতের এই অভিমত থাকিলে আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন ইতি ।

উদাহরণ ।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারামতে আনন্দের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে, কিন্তু আইনমতে রাজকীয় যে কার্য্যকারকের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা আছে তাঁহার প্রচারিত আজ্ঞাক্রমে কোন কার্য্য করিতে নিষেধ হইল আনন্দ এই কথা যে জানিত ইহা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই । আনন্দ সেই কথা জানিত কিন্তু অভিযোগপত্রে তাঁহার সেই জ্ঞানের কথা লেখা না যাওয়াতে তাহার প্রতিবাদ করণে ভ্রম হইয়াছে আদালত এই অনুভব করিলে সংশোধিত অভিযোগপত্রানুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন । কিন্তু আনুষ্ঠানিক কার্য্য দ্বারা আনন্দের সেই কথা জ্ঞাত না থাকা অনুভব হইলে আদালত ঐ অপরাধনির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন ।

অভিযোগ সংযোগ করিবার কথা ।

[ভিন্ন২ অপরাধের ভিন্ন২ অভিযোগ হওয়ার কথা ।]

৪৫২ ধারা । কোন ব্যক্তির নামে যে২ অপরাধের নালিশ হয় তাহার ভিন্ন৩ অভিযোগ থাকিবে এবং নিম্নলিখিত বর্জ্জিত স্থলভিন্ন উক্ত প্রত্যেক অভিযোগের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে ।

উদাহরণ ।

আনন্দ এক সময়ে চুরি করিল অন্য সময়ে গুরুতর পীড়া জন্মাইল বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয় । তাহার নামে চুরি করণেরও গুরুতর পীড়া জন্মাওনের স্বতন্ত্র অভিযোগ করিতে ও তাহার স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে ।

[একি প্রকারের অপরাধ দুই কি অধিকবার করিবার অভিযোগ এক বৎসরের মধ্যে হইতে পারিবার কথা ।]

৪৫৩ ধারা । কোন ব্যক্তি এক অপরাধ করিয়া এক বৎসরের মধ্যে আবার সেই অপরাধ

করিল এই প্রকারে তাহার দুই কি তদধিকারে ঐ অপরাধ করিবার অভিযোগ হইলে তিন- বারের অনধিক সেই অপরাধের অভিযোগ ও বিচার একি সময়ে হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা—যে২ অপরাধ ৪১৫ ধারার বিধানের মধ্যে আইসে তাহা এই ধারামত একি প্রকারের অপরাধ বলা যায় ইতি।

[১। দুই কি তদধিক অপরাধের বিচারের কথা।]

৪৫৪। ১ প্রকরণ। কএক ক্রিয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একি ব্যাপার হইলে ও একি ব্যক্তির দ্বারা সেই ক্রিয়াঘটিত দুই কি তদধিক অপরাধ করা গেলে সেই ব্যক্তির নামে একিকালে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে।

[২। কি অপরাধ দুই সংজ্ঞার মধ্যে আইলে তাহার কথা।]

২ প্রকরণ।। যৎকালের প্রচলিত যে আইন মতে অপরাধ অর্থনির্ণয় ও দণ্ড হয় এমত কোন আইনের নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র দুই অর্থের মধ্যে একি ক্রিয়া আইলে সেই ক্রিয়াকারির নামে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে কিন্তু যে আদালত্ত তাহার বিচার করেন সেই আদালত তাহার একতর অপরাধের যত দণ্ড করিতে পারেন ঐ ব্যক্তির তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড হইবে না।

[৩। নানা ক্রিয়ার দ্বারা দুই কি তদধিক অপরাধ হইলে কিন্তু ঐ আধ সমষ্টি একি সংজ্ঞার মধ্যে আইলে তাহার কথা।]

৩ প্রকরণ। অনেক ক্রিয়ার মধ্যে এক কি কএক ক্রিয়া স্বতই অপরাধ হইলে ও যৎকালের প্রচলিত যে আইনমতে অপরাধের অর্থ ও দণ্ড নির্ণয় হয় সেই আইনের বিধানমতে সেই ক্রিয়া সমষ্টিতে একি অপরাধ হইলে, সেই ক্রিয়াকারির নামে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে কিন্তু যে আদালত তাহার বিচার করেন সেই আদালত উক্ত অন্যতর অপ- রাধের কিম্বা সেই অপরাধ সমষ্টিতে যে অপরাধ হয় তাহার যত দণ্ড করিতে পারেন ঐ ব্যক্তির সেই সকল অপরাধের নিমিত্তে তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড পাইতে হইবে না ইতি।

উদাহরণ।

প্রথম প্রকরণের।

[ক] বলরাম আইনমতে হেফাজতে ছিল আনন্দ তাহাকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া দিল এবং বলরাম চন্দ্র নামক যে কনষ্টবলের হেফাজতে ছিল তাহার গুরুতর পীড়া জন্মাইল। এমন স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৫ ও ৩৩৩ ধারামতে অপরাধের পৃথক২ অভিযোগ ও তাহার পৃথক২ অপরাধ নির্ণয় ও পৃথক২ দণ্ড হইতে পারে।

[খ] অনেক জালপত্র করিবার মানসে আনন্দের নিকট অনেক কৃত্রিক মোহর আছে। এই স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৭৩ ধারামতে ভিন্ন২ জাল কার্য্যের জন্যে তাহার নিকট থাকা এক২ মোহরের নিমিত্ত তাহার নামে পৃথক২ অভিযোগ ও তাহার পৃথক২ অপরাধ নির্ণয় ও পৃথক২ দণ্ড হইতে পারিবে।

[গ] বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ তাহার হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আরো বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২১১ ধারামতে আনন্দের নামে পৃথকরূপে দুই অপরাধের অভিযোগ ও দুই অপরাধ নির্ণয় ও দুই অপরাধের দণ্ড হইতে পারিবে।

[ঘ] আনন্দ বলরামের হানি করিবারর অভিপ্রায়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। বিচার কালে আনন্দ বলরামের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২১১ ও ১৯৪ কি ১৯৫ ধারামতে পৃথক২ অপরাধের অভিযোগ ও সেই অপরাধ নির্ণয় ও সেই২ অপরাধের দণ্ড হইতে পারিবে।

(ঙ) বামানাম্নী বালিকাকে চুরি করা গিয়াছে আনন্দ ইহা জানিয়া তাহাকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিয়া বান্দীর ন্যায় আটক করিয়া রাখে। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ৩৬৭ ধারার সঙ্গে ৩৬৮ ধারা পাঠ করিয়া আনন্দের নামে সেই ৩৬৮ ধারামতে ও ৩৭০ ধারামতে স্বতন্ত্র২ অপরাধের অভিযোগ ও স্বতন্ত্র২ অপরাধ নির্ণয় ও স্বতন্ত্র২ অপরাধের দণ্ড হইতে পারিবে।

(চ) আনন্দ অন্য ছয় জনকে সঙ্গে লইয়া হঙ্গামা করণ ও গুরুতর অপরাধ জন্মাওন অপরাধ এবং রাজকীয় কার্য্যকারক ঐ হঙ্গামা নিবৃত্ত করিবার উদ্যোগ করিলে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করণাপরাধ করিল। আনন্দের নামে ভারবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৪৭ ও ৩২৫ ও ১৫২ ধারামত অপরাধের পৃথক২ অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় ও সেই২ অপরাধের দণ্ড হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ একি সময়ে বলরামকে ও চন্দ্রকে ও দীননাথকে অপরাধ ঘটিত ভয় দর্শাইল। উক্ত তিন ব্যক্তির পক্ষে যে তিনটি অপরাধ হইল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৫০৬ ধারামতে তাহার নামে প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও একং অপরাধ নির্ণয় ও এক২ অপরাধের দণ্ড হইতে পারিবে।

(জ) আনন্দ নৌকা উল্‌টাইয়া ফেলিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তিন জনের মৃত্যুর কারণ হইল। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩০২ ধারামত তিনটি অপরাধের পৃথক২ অভিযোগ ও তাহার সেই তিন অপরাধ নির্ণয় ও তিন অপরাধের দণ্ড হইতে পারিবে।

২ প্রকরণের।

(ঝ) আনন্দ গবর্ণমেণ্টের বনের কোন বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া অপকার করিল। ঐ বৃক্ষ নদীর ধারে ঝুলিয়া থাকাতে নদীতে পড়িয়া গেল। আনন্দ বৃক্ষ ছেদন করিলে পর নদীতে ভাসাইয়া আপন গ্রামে আনিয়া বিক্রয় করাতে চৌর্য্য অপরাধ করিয়াছে। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪২৬ ও ৩৭৯ ধারামত অপরাধের অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু যে আদালত তাহার বিচার করেন সেই আদালত কেবল ৩৭৯ ধারামতে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিয়া যে দণ্ড দিতে পারিতেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

(ঞ) আনন্দ অন্যায়মতে বলরামকে বেত্রাঘাত করে। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৫২ ও ৩২৩ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে। কিন্তু যে আদালত তাহার বিচার করেন সেই আদালত কেবল ৩২৩ ধারামতে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিয়া যে দণ্ড করিতে পারিতেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

(ট) বলরামের ৬০ টাকা মূল্যের এক মহিষ আনন্দ অন্যায়মতে মারিয়া ফেলিয়া যেরূপে তাহার দেহ লইয়া যায় তাহা চৌর্য্য অপরাধের তুল্য হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ৪২৯ ও ৩৭৯ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু যে আদালত তাহার বিচার করেন সেই আদালত কেবল ৪২৯ ধারা

মতে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলে যে দণ্ড করিতে পারিতেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

(ঠ) কএক বস্তা চাউল চুরি হইয়া আনন্দকে ও বলরামকে দেওয়া যায়। তাহারাও সেই চাউল চোরা দ্রব্য জানিয়া মরাইর সকল চাউলের নীচে লুকাইয়া রাখিবার কার্য্যে পরস্পর সাহায্য করিল। আনন্দের ও বলরামের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪১১ ও ৪১৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহারদের সেইং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু যে আদালত তাহারদের বিচার করেন সেই আদালত ঐ ধারার মধ্যে কেবল এক ধারাক্রমে যত দণ্ড করিতে পারিতেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

(ড) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারকের ১৬৭ ধারামত অপরাধ নির্ণয় হয় এই নিমিত্ত আনন্দ প্রমাণ স্বরূপ জালকরা দলীল উপস্থিত করিল। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৭১ ধারার সহিত ১৯৬ ধারা পাঠ করিয়া আনন্দের নামে ৪৭১ ও ১৯৬ ধারামত অপরাধের পৃথকং অভিযোগ ও তাহার পৃথকং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু যে আদালত তাহার বিচার করেন সেই আদালত উক্ত ধারার একতর ধারাক্রমে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিয়া যত দণ্ড করিতে পারিতেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

৩ প্রকরণের।

(ঢ) আনন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে দিনমানে পরগৃহ প্রবেশ করিয়া সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলে বলরামের স্ত্রীতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৫৪ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেইং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু যে আদালত তাহার বিচার করেন সেই আদালত কেবল ৪৯৭ ধারামতে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিয়া যে দণ্ড করিতে পারেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

(ণ) আনন্দ বলরামের দ্রব্য অপহরণ করে ও সেই কার্য্য করণে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার পীড়া জন্মায়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৩ ও ৩৯২ ও ৩৯৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেইং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু যে আদালত তাহার বিচার করেন সেই আদালত কেবল ৩৯২ কিম্বা ৩৯৪ ধারামতে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিয়া যত দণ্ড করিতে পারিতেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

(ত) আনন্দ চন্দ্রের স্ত্রী বামাকে ফুসলাইয়া লইয়া তাহাতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৮ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেইং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু যে আদালত তাহার বিচার করেন সেই আদালত কেবল ৪৯৭ ধারামতে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিয়া যে দণ্ড করিতে পারিতেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

[কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ের সন্দেহ স্থলের কথা।]

৪৫৫ ধারা। একি ক্রিয়ার কিম্বা ক্রিয়া সংযোগের ভাব দৃষ্টে যেং বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারে তাহাতে অনেক অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধটি হইল এই বিষয়ের সন্দেহ থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তাহার অন্যতর অপরাধ করিবার অভিযোগ হইতে পারিবে। ও সেইং অভিযোগের মধ্যে একি সময়ে তাহার কোন সংখ্যার বিচার হইতে পারিবে কিম্বা উক্ত সকল অপরাধের মধ্যে অন্যতর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

যে ক্রিয়া চৌর্য্য হইতে পারে বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ বা অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ বা বঞ্চনা অপরাধও হইতে পারে আনন্দের নামে এমত ক্রিয়ার অভিযোগ হয় তাহার নামে চৌর্য্য ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ও বঞ্চনা অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে পারিবে অথবা চৌর্য্য কি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ কিম্বা বঞ্চনা করণ ইহার মধ্যে কোন এক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইতে পারিবে।

[কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে তাহার কথা।]

৪৫৬ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার লিখিত স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কেবল এক অপরাধের অভিযোগ হইলেও এবং ঐ ধারার বিধানমতে অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত সে ঐ অন্য অপরাধ করিয়াছে প্রমাণদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে তাহার যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দের নামে চৌর্য্যের অভিযোগ হয়। কিন্তু সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিম্বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে ইহা দৃষ্ট হইল। তাহার নামে ঐ২ অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা কিম্বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

[যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা অভিযোগের মধ্যে ধরা গেলে তাহার কথা।]

৪৫৭ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইয়া অভিযোগের এক অংশের প্রমাণ না হইলেও অন্য যে অংশের প্রমাণ হয় তাহাই অন্য অপরাধের তুল্য হইলে তাহার যে অপরাধ প্রমাণ হইল তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ মুটিয়া আছে বলিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক কোন দ্রব্য দেওয়া গেলে সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪০৭ ধারামতে এই অভিযোগ হইল। সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্য লইয়া ৪০৬ধারামতে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিল কিন্তু মুটিয়া বলিয়া ঐ দ্রব্য বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহাকে দেওয়া যায় নাই ইহা দৃষ্ট হইলে ৪০৬ ধারামতে তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দের নামে জ্ঞানকৃত বধের অভিযোগ হয়। তাহার দোষভাবে নরহত্যা কিম্বা অমনোযোগে পরের মৃত্যুর কারণ হওন অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

[যে২ ব্যক্তিদের অভিযোগ একত্র ধরা যাইতে পারে তাহারদের কথা।]

৪৫৮ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তির নামে একি অপরাধের কিম্বা একি ব্যাপারে ভিন্ন২ অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা এক ব্যক্তির নামে অপরাধ করণের ও অন্য ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের সহায়তা কি অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণের অভিযোগ হইলে আদালত

যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহারদের নামে একত্রে বা স্বতন্ত্রে অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে। তদ্রূপ সকল অভিযোগের প্রতি পূর্ব্বলিখিত বিধান খাটিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে একি বধাপরাধের নালিশ হয়। উভয়ের নামে একি অভিযোগপত্র হইতে পারে ও উভয়ের এককালে বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে দস্যুতার নালিশ হয় সেই দস্যুতা করণ সময়ে আনন্দ কোন ব্যক্তিকে বধ করিল তাহাতে বলরামের সম্পর্ক ছিল না। এমন স্থলে দস্যুতা করণের অভিযোগে আনন্দ ও বলরামের একত্র বিচার হইতে পারে এবং বধাপরাধের নিমিত্ত কেবল আনন্দের বিচার হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ ও বলরাম একি চৌর্য্য করিয়াছে বলিয়া দুই জনের নামে নালিশ হয়। ও সেই ব্যাপারের মধ্যে বলরাম অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। যে নালিশমতে আনন্দ ও বলরাম দুই জনের চৌর্য্যাপরাধ করিবার অভিযোগ হইল সেই অভিযোগে দুই জনের একত্র বিচার এবং অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধে কেবল বলরামের বিচার হইতে পারিবে।

[অনেক অভিযোগ হইয়া একের প্রমাণ হইলে অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা।]

৪৫৯ ধারা। সেশন আদালতের কিম্বা হাই কোর্টের সম্মুখস্থ মোকদ্দমায় একি ব্যক্তির নামে দুই কি তদধিক অভিযোগ হইয়া তন্মধ্যে এক কি অধিক অভিযোগমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে গবর্নমেন্টের উকীল কিম্বা অন্য কর্ম্মকারক অভিযোগের সপক্ষ কার্য্য চালান তিনি আদালতের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অন্য এক কি অধিক অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন কিম্বা আদালত আপন ইচ্ছামতে ঐ অন্য যে অভিযোগের তদন্ত লওন কার্য্যে নিরস্ত হইতে পারিবেন ইতি।

পূর্ব্ব নির্দ্দোষকরণ কি অপরাধ নির্ণয়ের কথা।

[যে ব্যক্তি একবার নির্দ্দোষী কি অপরাধী বলিয়া নির্ণয় হইল তাহার সেই অপরাধে বিচার না হইবার কথা।]

৪৬০ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির একবার বিচার হইয়া তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে কি তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে যত কাল সেই অপরাধ নির্ণয় কি সেই নির্দ্দোষকরণ আজ্ঞা প্রবল থাকে তত কাল সেই বৃত্তান্ত মূলক সেই অপরাধহেতুক কিম্বা ৪৫৫ ধারামতে তাহার নামে তদ্ভিন্ন যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত কিম্বা ৪৫৬ ধারামতে তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিত এমত অন্য কোন অপরাধ হেতুক তাহার পুনর্বিচার হইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেলে পর, যদি ৪৫৪ ধারার ১ প্রকরণমতে সেই বিচারকালে তাহার নামে কোন অপরাধহেতুক স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে পারিত তবে পশ্চাৎ সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার বিচার হইতে পারিবে।

কোন ক্রিয়া সম্পর্কে যে অপরাধ হয় সেই অপরাধে ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা গেলে কিম্বা তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে, সেই ক্রিয়াহইতে যে ফল উৎপন্ন হয় যদি ঐ ক্রিয়া সহ-

যোগে সেই ফলটি ঐ অপরাধহইতে ভিন্ন অপরাধ হয়, তবে তাহাকে যে সময়ে নির্দ্দোষ করা গেল কি তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল সেই সময়ে সেই ফল না হইয়া থাকিলে কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অবগত না থাকিলে শেষোক্ত অপরাধহেতুক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ বিচার হইতে পারিবে।

কোন বৃত্তান্তমূলক কোন অপরাধে ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা গেলে কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি সেই বৃত্তান্ত সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকে ও যে আদালত প্রথমে তাহার বিচার করিয়াছিলেন পশ্চাৎ ঐ ব্যক্তির সেই অন্য অপরাধের অভিযোগে সেই আদালত তাহার বিচার করিতে সক্ষম না হন,তবে পূর্ব্বে নির্দ্দোষী করা গেলেও কি অপরাধ নির্ণয় হইলেও সেই অন্য অপরাধহেতুক পশ্চাৎ তাহার নামে অভিযোগ ও তাহার বিচার হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ চাকর হইয়া চুরি করিয়াছে এই অভিযোগে বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তাহা হইলে আনন্দের নামে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া চাকরস্বরূপ চুরি করিবার কি কেবল চুরি করিবার কি অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার অন্য অভিযোগ হইতে পারিবে না।

(খ) বধ করণাভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তৎকালে দস্যুতার অভিযোগ হয় নাই। কিন্তু যে সময়ে ব্যক্তিকে বধ করা গেল সেই সময়ে আনন্দ দস্যুতাও করিয়াছিল বৃত্তান্তদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে তৎপশ্চাৎ তাঁহার নামে দস্যুতা করণাপরাধের অভিযোগ ও সেই অভিযোগমতে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(গ) আক্রমণ করিবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল। ও যে ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ করিল পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। দোষ ঘটিত নরহত্যার নিমিত্ত আনন্দের পুনশ্চ বিচার হইতে পারিবে।

(ঘ) যে ক্রিয়া দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কাজনক রোগের সঞ্চার হওয়া সম্ভাবনা ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ২৭০ ধারামতে ঈর্ষ্যাপূর্ব্বক সেই ক্রিয়া করণহেতুক আনন্দের বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। পশ্চাৎ তাহার সেই ক্রিয়ার ফলে কোন ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তি একেবারে নষ্ট হইল। এই স্থলে ৩২৫ ধারামতে ইচ্ছা করিয়া সেই ব্যক্তির গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হইতে পারিবে।

(ঙ) বলরামকে দোষঘটিত হত্যা করণাপরাধে আনন্দের নামে সেশন আদালতে অভিযোগ হইয়া ঐ অপরাধ নির্ণয় হইল। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া বলরামকে বধ করণাভিযোগে তাহার বিচার হইতে পারিবে না।

(চ) আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের পীড়া জন্মাইল বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া ৩ প্রকরণানুযায়ি মোকদ্দমা না হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইবার নিমিত্ত আনন্দের পুনশ্চ বিচার হইতে পারিবে না।

(ছ) আনন্দ বলরামের বস্ত্র হইতে দ্রব্য চুরি করিল বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের নামে পুনশ্চ দস্যুতা করণের অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(জ) আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র দীননাথের উপর দস্যুতা করিল বলিয়া প্রথম শ্রেণীর

মাজিষ্ট্রেট তাঁহারদের নামে অভিযোগ করিয়া তাহাদের অপরাধ নির্ণয় করিল। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের ও বলরামের ও চন্দ্রের নামে ডাকাইতী করিবার অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

৩৪ অধ্যায়।

নিষ্পত্তির ও আজ্ঞার ও দণ্ডাজ্ঞার কথা।

[নিষ্পত্তিপত্রে অপরাধ লিখিতে হইবার কথা।]

৪৬১ ধারা। ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমার বিচার কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ নির্ণয় হইয়া থাকে তবে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের কি অন্য আইনের যে ধারামতে যে অপরাধ নির্ণয় হইল আদালত নিষ্পত্তি জানাইবার সময়ে তাহা স্পষ্ট করিয়া কহিবেন।

[একতর অপরাধ নির্ণয়ের কথা।]

অথবা ঐ অপরাধ দুই ধারার মধ্যে কোন ধারার অন্তর্গত কিম্বা একি ধারার দুই ভাগের মধ্যে কোন্ ভাগের অন্তর্গত এই বিষয়ে সংশয় হইলে আদালত তাহাও স্পষ্ট জানাইয়া ঐ আইনের ৭২ ধারামতে উক্ত এক কিম্বা অন্য ধারাক্রমে নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

[নিষ্পত্তি যে সময়ে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার কথা।]

৪৬২ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে কাগজপত্র পাঠ করা গেলে ও সাক্ষিদের পরীক্ষা লওয়া গেলে পর ও উভয় পক্ষের নিজ২ বাক্য কিম্বা আপন২ উকীল দ্বারা তাহারদের বাক্য শুনা গেলে পর আদালত নিষ্পত্তি প্রকাশ করিবেন। সেই নিষ্পত্তি মুক্তদ্বার আদালতে অগৌণে কিম্বা অন্য কোন দিনে প্রকাশ করা যাইতে পারিবে। অন্য দিনে হইলে উভয় পক্ষকে কি তাহারদের উকীলদিগকে সেই অন্য দিনের নোটিস দিতে হইবে ইতি।

[ইংরাজী কিম্বা জিলার চলিত ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিবার কথা।]

৪৬৩ ধারা। আদালতের কর্তৃপক্ষ ইংরাজী কি জিলার চলিত ভাষায় নিষ্পত্তি কি শেষাজ্ঞা লিখিবেন।

[উপবিধি।]

ইংরাজী ভাষা বিচারপতির নিজ ভাষা না হইলে ও তিনি সেই ভাষা বিশিষ্টমতে জ্ঞাত হইয়া ঐ ভাষায় স্পষ্ট ও বোধগম্যরূপে নিষ্পত্তি লিখিতে না পারিলে ঐ নিষ্পত্তি ইংরাজী ভাষায় লেখা যাইবে না ইতি।

[নিষ্পত্তিপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।]

৪৬৪ ধারা। যে বিষয় কি যেং বিষয় নির্ণয়ার্থে উপস্থিতকরা যায় ও তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় হয় ও সেই নির্ণয়ের হেতু এই সকল কথা নিষ্পত্তি কি শেষ আজ্ঞাপত্রে লেখা যাইবে এবং বিচারপতি মুক্তদ্বার আদালতে তাহা প্রকাশ করিবার সময়ে তারিখ লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। নিষ্পত্তিপত্রে কি শেষ আজ্ঞাপত্রে তদ্রূপে স্বাক্ষর করা গেলে পর যে আদালত

ঐ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করিলেন তাঁহার দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন কি পুনর্ব্বিবেচনা হইতে পারিবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ নির্ণয় হইল ও তাহার যে দণ্ডের আজ্ঞা হইল তাহা ঐ পত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যদি নির্দ্দোষ করণরূপ নিষ্পত্তি হয় তবে ঐ পত্রে ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা থাকিবে।

সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিম্বা তাহাতে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও সাধ্যমতে ত্বরায় তাহার নিজ ভাষায় তাহাকে সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি দেওয়া যাইবে।

[নিষ্পত্তি তর্জ্জমা করিতে হইবার কথা।]

আসল নিষ্পত্তি মোকদ্দমাঘটিত কাগজপত্রের নথীতে দেওয়া যাইবে। ও সেই আসল নিষ্পত্তি জিলার চলিত ভাষায় লিখিত না হইয়া অন্য ভাষায় লেখা গেলে তাহার অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে রাখা যাইবে।

জুরির দ্বারা বিচার হইলে আদালতের নিষ্পত্তির হেতু লিখিবার আবশ্যক নাই কিন্তু জুরির নিকট উপদেশ বাক্যের মূল কথা লেখা যাইবে।

জুরির মতের সঙ্গে বিচারপতির মতের ঐক্য না হওয়াতে যদি হাই কোর্টে মোকদ্দমা অর্পণ করিতে স্থির করা যায় তবে তিনি আপন মতের কারণ লিখিয়া দিবেন।

আদালত শেষ আজ্ঞাভিন্ন অন্য আজ্ঞা অন্যথা করিতে না পারেন এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত জানিতে হইবে না।

নিষ্পত্তিতে কোন ভ্রম কি প্রমাদ থাকিলেও আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে না ইতি।

৩৫ অধ্যায়।

স্থলবিশেষে অভিযোগের কথা।

[রাজবিরুদ্ধ অপরাধের অভিযোগের কথা।]

৪৬৫ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৭ ধারাভিন্ন ৬ অধ্যায়মত দণ্ডনীয় কিম্বা উক্ত আইনের ২৯৪ক ধারামত দণ্ডনীয় অপরাধের নালিশ হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা কিম্বা তাঁহার দত্ত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের স্থানে যে কর্ত্তৃপক্ষ তদ্রূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা করিতে কি ক্ষমতা দিতে শক্তি পান তাঁহার আজ্ঞা কিম্বা তাঁহার দত্ত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা আডবোকেট জেনরল সাহেবের দ্বারা ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে কোন আদালতে তদ্রূপ অপরাধের অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

[বিচারকর্ত্তারদের ও রাজকীয় কার্য্যকারকদের নামে অভিযোগের কথা।]

৪৬৬ ধারা। বিচারকর্ত্তাস্বরূপ কোন বিচারকর্ত্তার নামে, কিম্বা রাজকীয় অন্য যে কার্য্যকারক গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা পদচ্যুত হইতে না পারেন এমত কার্য্যকারকস্বরূপ তাঁহার নামে রাজকীয় কার্য্যকারকতা পদ সম্পর্কে ঐ রাজকীয় কার্য্যকারকের কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্টের কিম্বা স্থানবিশেষের গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের অনুমতি কি আজ্ঞা ভিন্ন অথবা ঐ বিচারকর্ত্তা কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক যে আদালতের কিম্বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের অধীন থাকেন স্থান-

বিশেষের গবর্ণমেণ্ট তাঁহার তদ্রূপ অভিযোগ করিবার অনুমতি কি আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা ন্যূন কি খর্ব্ব করা বিহিত জ্ঞান না করিলে তাঁহার অনুমতি কি আজ্ঞাভিন্ন ঐ অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

উক্ত কোন বিচারপতি কি রাজকীয় কার্য্যকারক আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্তর্গত ক্রিয়া বলিয়া যে ক্রিয়া করেন তদ্দেতুক গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা তাঁহার নামে নালিশ হইতে পারিবে না।

[অনুমতি যে সময়ে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।]

মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঐ অনুমতি পাওয়া প্রয়োজন।

[স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।]

যে ব্যক্তি ও যে নিয়ম ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দ্বারা অন্য নিয়মমতে ঐ অভিযোগের অনুষ্ঠান হইতে না পারিবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই কথা নির্ণয় করিতে ও যে আদালতের সম্মুখে ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন ইতি।

[রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞা করণ অভিযোগের কথা।]

৪৬৭ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১০ অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট যে অপরাধ এই আইনের ৪৩৫ কি ৪৩৬ ধারার মধ্যে না আইসে সেই অপরাধ রাজকীয় যে কার্য্যকারকের পক্ষে হইয়া থাকে তাঁহার কিম্বা তাঁহার উপরিস্থ পদের কর্ম্মকারকের অনুমতি না হইলে কোন ফৌজদারী আদালতে ঐ অপরাধের অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

এই ধারায় যে নিষেধ হইল তাহা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৯ ও ১৯০ ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধের প্রতি বর্ত্তে না ইতি।

[ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধ কোন২ অপরাধহেতুক অভিযোগের কথা।]

৪৬৮ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, কি ২২৮ ধারায় সাধারণের ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধ যে২ অপরাধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন আদালতের সম্মুখে কি বিপক্ষে করা গেলে দেওয়ানী কি ফৌজদারী যে আদালতের সম্মুখে কি বিপক্ষে ঐ অপরাধ করা যায় তাঁহার, কিম্বা সেই আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তাঁহার অনুমতি না হইলে, ফৌজদারী আদালতে ঐ অপরাধের অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

[দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা গেলে তৎসম্পার্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।]

৪৬৯ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৩, ৪৭১, ৪৭৫, কি ৪৭৬ ধারায় যে২ দলীল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যের প্রমাণে সেই২ দলীল উপস্থিত করা গেলে যে আদালতে উপস্থিত করা যায় তাঁহার কিম্বা সেই আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তাঁহার অনুমতি না হইলে ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কোন পক্ষের নামে সেই দলীল সম্পার্কীয় কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

[যে প্রকারের অনুমতি পাওয়া আবশ্যক তাহার কথা।]

৪৭০ ধারা। ৪৬৭ ও ৪৬৮ ও ৪৬৯ ধারায় যে অনুমতির উল্লেখ হইয়াছে তাহা সাধারণ কথায় ব্যক্ত হইতে পারিবে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম লিখিবার প্রয়োজন নাই।

ঐ অনুমতি যে সময়ে হউক দেওয়া যাইতে পারিবে এবং ইহার পূর্ব্ব তিনটি ধারার অন্যতর ধারামতে অনুমতি হইলে, এক ধারামত অপরাধের বৃত্তান্ত দৃষ্টে যদি সেই অপরাধ অন্য ধারার মধ্যে আইসে তবে সেই অপরাধের অভিযোগ সংশোধন করণার্থে সেই অনুমতিই আদালতের বিশিষ্ট ক্ষমতা বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

ব্যাখ্যা।—এই অধ্যায়মত মোকদ্দমায় রাজকীয় কার্য্যকারকের কি আদালতের রিপোর্ট কি প্রার্থনা পত্র মাত্র উপযুক্ত নালিশ বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

[৪৬৭ ও ৪৬৮ ও ৪৬৯ ধারার লিখিত স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।]

৪৭১ ধারা। ৪৬৭ ও ৪৬৮ ও ৪৬৯ এই তিন ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগের তদন্ত লওয়ার বিশিষ্ট হেতু আছে, দেওয়ানী কি ফৌজদারী কোন আদালত এমত বোধ করিলে সেই আদালত প্রথম স্থলীয় আবশ্যক তদন্ত করিলে পর আপনি মোকদ্দমা সমর্পণ করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার কি বিচার হওনার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত লইবার জন্যে সেই মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে পারিবেন ইতি।

তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট আইনঅনুসারে তৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। উক্ত আদালত সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় পাঠাইতে কিম্বা তাহার স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন লইতে পারিবেন, ও সেই বিচার কি তদন্ত লওন সময়ে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন ইতি।

যে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা গ্রহণ করেন তিনি অন্যের প্রতি মোকদ্দমা সমর্পণ করিতে সক্ষম হইলে আপনি তদন্ত লওন কার্য্য সমাপ্ত না করিয়া উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের প্রতি সমর্পণ করিতে পারিবেন ইতি।

[সেশন আদাতের সম্মুখে তদ্রূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা।]

৪৭২ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে কি তাঁহার নিজ জ্ঞাপনগোচরে উক্ত প্রকারের কোন অপরাধ হইলে ও সেই অপরাধ কেবল সেশন আদাতের বিচার্য্য হইলে সেই আদালত ঐ ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ করিয়া আপনার কৃত অভিযোগপত্রক্রমে ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন ইতি।

এমন স্থলে এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেটের প্রতি বিচার কালে বাদির কি প্রতিবাদির পক্ষ কোন সাক্ষিদিগকে সমন করিবার কি বিচারকালে উপস্থিত করাইবার যে ক্ষমতা অর্পণ করা গেল ঐ সেশন আদালতেরও সেই ক্ষমতা থাকিবে ইতি।

ঐ আদালত মাজিষ্ট্রেটকে ঐ বিচার কালে ঐ সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

আদালতের অবজ্ঞাকরণরূপ অপরাধ লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।]

৪৭৩ ধারা। ৪৩৫ ও ৪৩৬ ও ৪৭২ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন যে আদালতের ক্ষমতার অবজ্ঞা হয় সেই আদালত ঐ অপরাধহেতুক ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবেন না ইতি।

[অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার কথা।]

৪৭৪ ধারা। যে অপরাধের বিচার কেবল সেশন আদালতে হইতে পারে, কোন দেওয়ানী আদালতের সম্মুখে এমত অপরাধ করা গেলে, সেই আদালত মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা ঐ তদন্ত লইবার জন্যে মোকদ্দমা প্রেরণ না করিয়া আপনি সেই তদন্ত লওনের কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারিবেন, ও সেশন আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্তে তাহার তথায় উপস্থিত হইবার হাজিরজামিন লইতে পারিবেন ইতি।

এই ধারামত তদন্ত লইবার জন্যে দেওয়ানী আদালত মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং ঐ তদন্ত লওনে আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা করা গেল এমত জ্ঞান হইবে।

দেওয়ানী আদালত তদন্ত লইবার ও সমর্পণ করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট মোকদ্দমা পাঠাইলে তাঁহার সেই মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া নিষ্পত্তি করিতেই হইবে। কিন্তু দেওয়ানী আদালত সমর্পণ করিলে আপনি তদন্ত লওনের কার্য্য সমাধা করিবেন ইতি।

[তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্যের কথা।]

৪৭৫ ধারা। দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞাক্রমে অপরাধিকে উক্ত প্রকারে সমর্পণ করা গেলে ঐ আদালত পূর্ব্ব লিখিত বিধানমতে অভিযোগপত্র লিখিয়া সমর্পণ করিবার আজ্ঞায় ও মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত সেই অভিযোগপত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। সেই মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমা এবং বাদির ও প্রতিবাদির সপক্ষ সাক্ষিদিগকে সেশন আদালতে সম্মুখে উপস্থিতর করাইবেন ইতি।

[সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার বিষয়ে, মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে আদালতের কার্য্য করিবার কথা।]

৪৭৬ ধারা। কোন সেশন কি দেওয়ানী আদালত ৪৭২ কি ৪৭৪ কি ৪৭৫ ধারানুসারে কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিলে কিম্বা তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইলে সেই আদালত কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন ও তজ্জন্যে মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

[মাজিষ্ট্রেট সমর্পণ করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে, তাঁহার সম্মুখে কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।]

৪৭৭ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে কোন মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা নাই তাঁহার সম্মুখে কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য কোন অপরাধ করা গেলে ঐ মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ মোকদ্দমা পাঠাইবেন। তিনি সেই মোকদ্দমায় যেরূপ আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন করিবেন ইতি।

[ব্যভিচারের অভিযোগের কথা।]

৪৭৮ ধারা। স্ত্রীর স্বামিভিন্ন কিম্বা পরদার গমন অপরাধ যে সময়ে করা যায় সেই সময়ে স্ত্রী যাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল সেই ব্যক্তি ভিন্ন কেহ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৭ ধারামত অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না ইতি।

[স্ত্রীকে ভুলাইয়া হরণ করিবার অভিযোগের কথা।]

৪৭৯ ধারা। স্ত্রীর স্বামী কিম্বা ঐ স্বামির পক্ষে স্ত্রীর রক্ষক ভিন্ন কেহ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৮ ধারামত অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না ইতি।

একাদশ খণ্ড।

৩৬ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদিগের নিষেধ সূচক ক্ষমতার কথা।

বেআইনীমত জনতা পৃথক করিয়া দিবার কথা।

[মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের আজ্ঞামতে জনতাভঙ্গ হইবার কথা।]

৪৮০ ধারা। বেআইনীমত জনতা হইলে কিম্বা পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তি যোট হওয়াতে সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষ সেই জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তদনুসারে ঐ জনতার লোকদের পৃথক হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য ইতি।

[জনতাভঙ্গ করিবার জন্যে বল প্রয়োগের কথা।]

৪৮১ ধারা। উক্ত প্রকারের জনতা তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে যদি ভঙ্গ হইয়া না যায়, কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না পাইলেও যদি ঐ লোকদের কর্ম্মের ভাব দৃষ্টে তাহারদের পৃথক হইয়া না যাইবার স্থির প্রতিজ্ঞা দেখা যায় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা থানার অধ্যক্ষ বলপূর্ব্বক ঐ জনতাভঙ্গ করিয়া পৃথক করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। তদর্থে এবং জনতার অন্তর্গত লোকদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্যে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ইউরোপীয় কি এদেশীয় সৈন্যস্বরূপ কর্ম্মকারি সৈন্যভিন্ন কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

[সৈন্যদলের ব্যবহারের কথা।]

৪৮২ ধারা। বেআইনীমত জনতাভঙ্গ করিয়া তদন্তর্গত লোকদিগকে অন্য প্রকারে পৃথক করা যাইতে না পারিলে ও সাধারণের নিরাপদের জন্যে ঐ জনতা ভঙ্গ করা আবশ্যক হইলে অতি উচ্চ শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন তিনি সৈন্যদলের দ্বারা ঐ জনতা ভঙ্গ করাইতে পারিবেন ইতি।

[যে স্থলে সৈন্যদলের ব্যবহার অপরাধ না হয় তাহার কথা।]

৪৮৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট সাধারণের নিরাপদের জন্যে যুক্তিসিদ্ধ কারণে ও সরল মনে আবশ্যক জ্ঞান করিলে সৈন্যদল দ্বারা জনতা ভঙ্গ হইবার আজ্ঞা করিলেও অপরাধ করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবে না ইতি।

[জনতা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।]

৪৮৪ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট সৈন্যদল দ্বারা জনতা ভঙ্গ করিতে স্থির করিলে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ইউরোপীয় কি এদেশীয় সৈন্যদলের কোন অধ্যক্ষকে সেই জনতা ভঙ্গ

করিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন। এবং সেনাপতির কর্ত্তব্য যে আপনার বিবেচনামতে যদ্রূপে করা উচিত তদ্রূপে উক্ত প্রত্যেক আদেশ মানেন। কিন্তু জনতা ভঙ্গ করিবার ও মাজিষ্ট্রেট যে ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আজ্ঞা করেন কিম্বা জনতা ভঙ্গ করণার্থে যে ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখা আবশ্যক তাহারদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্যে যত অল্প বল প্রয়োগ ও ব্যক্তির কি সম্পত্তির যত অল্প হানি করা সঙ্গত হয় তদধিক করিবেন না ইতি।

[আদেশমতে কর্ম্ম করিলে যেং কর্ম্ম অপরাধ না হয় তাহার কথা।]

৪৮৫ ধারা। সেনাপতি তদ্রূপ আদেশ পাইলে সেই আদেশমতে কর্ম্ম করণার্থে সরলমনে যে কোন কর্ম্ম করেন সেই কর্ম্ম দ্বারা কোন অপরাধ করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবে না ইতি।

[হুদ্দাদারেরা ও সিপাহিরা আজ্ঞা মানিয়া কর্ম্ম করিলে তাহা অপরাধ না হইবার কথা।]

৪৮৬ ধারা। কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী হঙ্গামা নিবারণের আইন কিম্বা ভারতবর্ষীয় যুদ্ধ বিষয়ক আইনমতে যে সকল আজ্ঞা মানিতে আবদ্ধ হয় সেই সকল আজ্ঞা মানিয়া জনতা ভঙ্গ করণার্থে যে কোন কার্য্য করে তাহাতে অপরাধ করিয়াছে এমত জ্ঞান হইবে না ইতি।

[জনতা ভঙ্গ করণার্থে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সেনাপতিদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।]

৪৮৭ ধারা। বেআইনীমত জনতা দ্বারা স্পষ্টই সাধারণের নিরাপদের আশঙ্কা হইলে ও কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখনপঠনাদি হইতে না পারিলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ইউরোপীয় কি এদেশীয় সৈন্য দলের সনদপ্রাপ্ত কোন সেনাপতি সাহেব সৈন্যদের বল দ্বারা তদ্রূপ কোন জনতা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবেন। তাহা করণে তিনি মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় অপরাধের অভিযোগহইতে রক্ষা পাইবেন ও তাঁহার আজ্ঞামতে যে সকল হুদ্দাদার ও সিপাহী কর্ম্ম করে তাহারা ৪৮৬ ধারার উল্লিখিত মতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু সনদপ্রাপ্ত সেই সেনাপতি কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে যত শীঘ্র লিখনপঠনাদি করিতে পারেন, তত শীঘ্র করিবেন ইতি।

[৪৮১, ৪৮২, ৪৮৪, ও ৪৮৭ ধারামতে কর্ম্ম হইলে অভিযোগ করণের অনুমতির আবশ্যকতার কথা।]

৪৮৮ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কি সেনাপতি কি সিপাহী ৪৮১ ও ৪৮২ ও ৪৮৪ ও ৪৮৭ ধারামতে যে কর্ম্ম করেন তদ্ধেতুক ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের কি মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের গবর্ণমেন্টের অনুমতি বিনা তাঁহারদের নামে কোন ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না ইতি।

৩৭ অধ্যায়।

শান্তি ভঙ্গ না হইবার জামীনের কথা।

[অপরাধ প্রমাণ হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার মুচলকার কথা।]

৪৮৯ ধারা। হঙ্গমা, কি আক্রমণ করণ, কি অন্য প্রকারে শান্তিভঞ্জন, কিম্বা তাহাতে

সহায়তা করন কিম্বা তাহা করিবার স্পষ্ট অভিপ্রায়ে অস্ত্রধারি লোক সংগ্রহ কি বেআইনী অন্য কার্য্য করণাপরাধে যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, সেশন আদালতের কি জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে,

ও যে আদালত কি মাজিষ্ট্রেট ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী নির্ণয় করেন কিম্বা যে আদালত কি মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমায় শেষ দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা করেন, তিনি সেই ব্যক্তির স্থানে শান্তিভঙ্গ না করিবার অর্থদণ্ডের নিয়মে মুচলকা লওয়া ন্যায্য ও আবশ্যক বোধ করিলে,

ঐ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমায় অন্য যে আজ্ঞা করেন তদতিরিক্ত উক্ত যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার সঙ্গতি ও মোকদ্দমার ভাবগতিকানুসারে অর্থদণ্ড নিরূপণ করিয়া সেই দণ্ডের নিয়মে যত কাল উচিত বোধ করেন তত কালের নিমিত্তে তাহাকে শান্তিভঙ্গ না করিবার প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঐ দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার এক বৎসরের অধিক কালের, ও সেশন আদালতের ঐ দণ্ডাজ্ঞা কি শেষ আজ্ঞা হইলে তিন বৎসরের অধিক কালের ঐ নিয়ম হইবে না। আরো ঐ আজ্ঞার মধ্যে এই বিধান থাকিবে, যে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিতে যে ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা হয় সে লিখিয়া না দিলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে এক বৎসরের অনধিক কিম্বা হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের আজ্ঞা হইলে তিন বৎসরের অনধিক কোন কালের নিমিত্ত তাহার সামান্য কারাদণ্ড হইবে ইতিমধ্যে দাঁড়ামত পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তবে যত কালের নিমিত্ত তাহার মুচলকা লিখিয়া দিতে হইবে ঐ দণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে পর তাহার মুক্ত হওনের সময়াবধি সেই মুচলকার মিয়াদ ও মুচলকা লিখিয়া না দেওয়াতে তাহার কারাদণ্ডের মিয়াদ আরম্ভ হইবে ইতি।

[যে কার্য্যকারক অপরাধ নির্ণয় করেন তিনি জিলার খণ্ডের অধ্যক্ষ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

যিনি জিলার খণ্ডের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত না হন কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট না হন এমত কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারার নির্দ্দিষ্ট অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে, যদি সেই অপরাধির স্থানে দণ্ড দিবার নিয়মে শান্তিভঙ্গ না করিবার মুচলকা লওয়া ন্যায় ও আবশ্যক জ্ঞান করেন, তবে তিনি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার নিকটে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। তাহা হইলে যাঁহার নিকটঐ রিপোর্ট করা যায় তাঁহারই সম্মুখেঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হওয়ার ন্যায় তিনি সেই বিষয় লইয়া কার্য্য করিবেন।

কোন স্থলে নিষ্পত্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবার সময়ে কিম্বা যে আদালত নিষ্পত্তিতে স্বাক্ষর করেন তাঁহার দ্বারা ঐ আজ্ঞা করা না গেলে যে মাজিষ্ট্রেট দণ্ডের প্রথম আজ্ঞাতে মুচলকা লিখিয়া দিবার আজ্ঞা সংযোগ করেন নির্ণীতাপরাধ ব্যক্তিকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে ইতি।

[শান্তিভঙ্গ না করিবার প্রতিভূর কথা।]

৪৯০ ধারা। উক্ত প্রকারে যে ব্যক্তিকে অপরাধি নির্ণয় করা গেল, সে শান্তিভঙ্গ না

করে এই নিমিত্তে দণ্ডের নিয়মযুক্ত ঐ মুচলকার অতিরিক্ত প্রতিভূ লওয়া আবশ্যক বোধ হইলে ইহার পূর্ব্বধারামতে দণ্ডের নিয়মে মুচলকা লইবার ক্ষমতাপন্ন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ঐ মুচলকার অতিরিক্ত প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও প্রতিভূ কিম্বা প্রতিভূগণ যে প্রতিভূপত্র লিখিয়া দিবেন তাহাতে কত টাকা দণ্ডের নিয়ম থাকিবে ইহা নির্দ্ধার্য্য করিবেন। আরো তন্মধ্যে এই নিয়ম থাকিবে যে প্রতিভূ না দেওয়া গেলে যে ব্যক্তির প্রতি প্রতিভূ দিবার আজ্ঞা হয় তাহাকে কারাবদ্ধ করা যাইবে অর্থাৎ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ঐ আজ্ঞা হইলে এক বৎসরের অনধিক কাল, কিম্বা হাই কোর্ট কি সেশন আদালত ঐ আজ্ঞা করিলে তিন বৎসরের অনধিক কাল কারাবদ্ধ করা যাইবে ইতি।

[কোন ব্যক্তির শান্তিভঙ্গ না করিবার প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিতে না হইবার কারণ দর্শাইতে তাহার নামে সমন হইবার কথা।]

৪৯১ ধারা। কোন ব্যক্তির দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এমত কোন কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা, জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মের সম্বাদ পাইলেই ঐ ব্যক্তির নামে সমন দিয়া তাহার প্রতি শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধনপত্র লিখিয়া দিবার ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে এক কি অধিক জন প্রতিভূ দিবার আজ্ঞা না হয় ইহার কারণ দর্শাইবার জন্যে ঐ সমনের নিরূপিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিবেন।

১ ব্যাখ্যা। যে সম্বাদ বা অন্য সন্ধান বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় ও মাজিষ্ট্রেট যাহা বিশ্বাস করেন এমত সম্বাদ কি সন্ধান পাইলে কোন ব্যক্তিকে শান্তিভঙ্গ না করিবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা যে কারণে অনুচিত হয় তাহাকে এমত কারণ দেখাইবার জন্যে সমন দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে প্রমাণ উপস্থিত হয় তিনি সেই প্রমাণানুসারে নির্ণয় না করিলে কোন ব্যক্তিকে সেই প্রকারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন না।

২ ব্যাখ্যা।—মাজিষ্ট্রেট সেই ধারামতে সমন দিলে পর উচিত বোধ করিলে ঐ সমন অন্যথা করিতে পারিবেন ইতি।

[সমনের পাঠ।]

৪৯২ ধারা। উক্ত যে সম্বাদ কি সন্ধানক্রমে সমন দেওয়া যায় তাহার মর্ম্ম ও নিবন্ধনপত্র কত টাকা দণ্ডের নিয়মে হইবে ও কত কাল বলবৎ থাকিবে, ও প্রতিভূ দিবার আজ্ঞা হইলে কত জন দিতে হইবে ও প্রত্যেক জন কত টাকা দিবার প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইবে এবং সমন করা ব্যক্তির যে সময়ে ও যে স্থানে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হয় ঐ সমনে এই সকল কথা লেখা থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—উক্ত ব্যক্তিরা আদালতে উপস্থিত থাকিলে সমন দিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু যাহাকে ঐ সমন দেওয়া যাইত তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না করিবার কারণ দেখাইবার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে ইতি।

[নিবন্ধনপত্রমতে অর্থ দণ্ডের কথা।]

৪৯৩ ধারা। নিবন্ধনপত্র দ্বিতীয় তফসীলের E চিহ্নিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লেখা যাইবে ও মোকদ্দমার ভাবগতিক ও ব্যক্তির সঙ্গতি উপযুক্তমতে বিবেচনা করিয়া ঐ দণ্ডের টাকা নির্দ্ধার্য্য হইবে।

প্রতিভূগণ ঐ নিবন্ধনপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের অধিক টাকা দিতে বদ্ধ হইবে না ইতি।

[ধরিবার ওয়ারণ্টের কথা।]

৪৯৪ ধারা। যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় সে নিরূপিত দিনে সমনের লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত না হইলে, ও সমন তাহাকে উপযুক্তমতে দেওয়া গিয়াছে মাজিষ্ট্রেট ইহা হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হইলে ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন।

কিন্তু শান্তিভঙ্গ হইবে এমত আশঙ্কা থাকার যথার্থ কারণ আছে, ও তৎকালেই কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখা গেলে তাহা নিবারণ হইতে পারিবে মাজিষ্ট্রেট পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের রিপোর্ট কি বিশ্বাস যোগ্য অন্য সম্বাদক্রমে ইহা জানিতে পাইলে, যে সময়ে হউক ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন। উক্ত রিপোর্টের কি সম্বাদের মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করা যাইবে ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিত থাকার অনুমতি হইবার কথা।]

৪৯৫ ধারা। মাজিষ্ট্রেট ৪৯১ ধারামতে যে ব্যক্তির বিপক্ষে সন্ধান পান উপযুক্ত হেতু জানিতে পাইলে, সেই ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকার অনুমতি দিতে পারিবেন, ও আপনার সপক্ষ কার্য্য করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া আজ্ঞামত জামিন দিবার কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না হয় এমত কারণ দর্শাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

[অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।]

৪৯৬ ধারা। যে ব্যক্তির বিপক্ষে সম্বাদ দেওয়া যায় সে উপস্থিত হইলে, কিম্বা মোখ্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি পাওয়াতে ঐ মোখ্তার উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তিকে শান্তিভঙ্গ না করিবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা প্রয়োজন মাজিষ্ট্রেট ইহা হৃদ্বোধমতে না জানিলে ঐ ব্যক্তির মুক্ত হইবার আজ্ঞা করিবেন ইতি।

[নিবন্ধনপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা না মানিবার কথা।]

৪৯৭ ধারা। ঐ ব্যক্তির স্থানে প্রতিভূ সহিত কিম্বা তদ্ভিন্ন শান্তি ভঙ্গ না করিবার নিবন্ধনপত্র লওয়া আবশ্যক, মাজিষ্ট্রেট ইহা হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হইলে তদনুসারে আজ্ঞা করিবেন। ও সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞামতে কার্য্য না করিলে যত কাল না করে মাজিষ্ট্রেট তাহার তত কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার কালের কথা।]

৪৯৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে প্রতিভূ সহিত কি তদ্ভিন্ন এক বৎসরের অধিক কাল শান্তিভঙ্গ না করিবার প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিতে পারিবেন না ইতি।

[৪৯৭ ধারামত কারাবন্ধনের সময়ের কথা।]

৪৯৭ ধারামতে কোন ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইলে সে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞামতে এক বৎসরের অধিক বদ্ধ থাকিবে না। সেই এক বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে ঐ আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে ইতি।

[প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার কাল বৃদ্ধির কথা।]

৪৯৯ ধারা। শান্তিরক্ষার জন্যে কোন ব্যক্তিকে এক বৎসরের অধিককাল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা আবশ্যক মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে তিনি প্রথম বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে আপনার সেই মর্ম্মের অভিমত ও হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া সেশন আদালতের আজ্ঞা পাইবার জন্যে ঐ আদালতে উক্ত বৃত্তান্ত অর্পণ করিতে পারিবেন।

সেই আদালত মাজিষ্ট্রেটের কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া অধিক যে তদন্ত লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তাহা লইয়া কারণ জানিলে ঐ মাজিষ্ট্রেটকে আর এক বৎসর ঐ কাল বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের আজ্ঞাক্রমে অধিক যত কালের আজ্ঞা করেন সেই অধিক কাল শান্তিভঙ্গ না করার নিবন্ধনপত্র ও প্রতিভূ দিবার আজ্ঞা হইলেও ঐ ব্যক্তি তাহা না দিলে সেই অধিক কাল কিম্বা ইতি মধ্যে যত কাল ঐ নিবন্ধনপত্র না দেয় তত কাল তাহার সামান্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—বিবাদের যে বিষয় ধরিয়া কিম্বা আশঙ্কার যে হেতুতে প্রথম আজ্ঞা হইয়াছিল বিবাদের সেই বিষয় কি আশঙ্কার সেই হেতু থাকিলে যদি প্রথম নিবন্ধনপত্র প্রবল থাকে তবে মাজিষ্ট্রেটের এই ধারামতে কর্ম্ম করিতে হইবে, ৪৯১ ধারামতে নয় ইতি।

[মুচলকা রহিত করিবার কথা]

৫০০ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তাঁহার পূর্ব্ব পদধারি সাহেব পূর্ব্ব কোন ধারামতে শান্তিভঙ্গ না করিবার যে মুচলকা ও জামিন লন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত হেতু দৃষ্টি করিলে ঐ মুচলকা রহিত করিতে ও প্রতিভূকে মুক্ত করিতে পারিবেন, ও সেই মুচলকা লিখিয়া দিবার কি সেই প্রতিভূ দিবার ত্রুটি প্রযুক্ত সেই ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইলে তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

[প্রতিভূদিগকে মুক্ত করিবার কথা।]

৫০১ ধারা। কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির শান্তভাবে আচরণ করিবার প্রতিভূ হইলে তিনি কোন সময়ে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রতিভূস্বরূপ আপনার সেই প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে, তিনি যাহার পক্ষে প্রতিভূ হন মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার উপস্থিত হইবার কি তাহাকে আনাইবার জন্যে সমন কি ওয়ারন্ট দিতে পারিবেন।

সেই ব্যক্তি ঐ ওয়ারন্টমতে উপস্থিত হইলে, কিম্বা আপনি ধরা দিলে, মাজিষ্ট্রেট স্বেচ্ছামতে ঐ প্রতিপ্রভূর প্রতিজ্ঞাপত্র রহিত করিবার আজ্ঞা করিয়া সেই ব্যক্তিকে অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন। না দিলে তাহার সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[মুখ্য ব্যক্তির স্থানে অর্থদণ্ড আদায় করিবার কথা]

৫০২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে মুচলকা কি অন্য নিবন্ধনপত্র লওয়া যায় তাহা ভঙ্গ হইয়াছে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই কথার প্রমাণ হইলে তিনি ঐ প্রমাণের হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া যে ব্যক্তি ঐ মুচলকাতে কি নিবন্ধনপত্রে বদ্ধ ছিল তাহাকে ঐ পত্রলিখিত দণ্ড দিতে কিম্বা না দিবার কারণ দর্শাইতে আজ্ঞা করিবেন।

উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে ও অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে মাজিষ্ট্রেট ঐ মুচলকাতে কি নিবন্ধনপত্রে বদ্ধ ব্যক্তির অস্থাবর কোন দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করিবার ওয়ারন্ট দিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন।

ওয়ারন্ট যে জিলায় দেওয়া যায় সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সাধন করা যাইবে। এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত অন্য যে

জিলায় ঐ ব্যক্তির কোন অস্থাবর দ্রব্য থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে সেই জিলায় তাহার কোন দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করা যাইবে ওয়ারন্টে এমত অনুমতি থাকিবে।

অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে ও দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারা ঐ টাকা আদায় হইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়ানী জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক-কাল বদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল সে কারণ দর্শাইবার সুযোগ না পাইলে এবং নিয়ম ভঙ্গ হইবার প্রমাণ না করা গেলে ঐ দণ্ডের আজ্ঞা প্রবল করা যাইবে না।

যে কোন স্থানে যে অপরাধ হউক না কেন, করা গেলে কি করিবার উদ্যোগ হইলে কি সহায়তা হইলে তাহাই ঐ নিবন্ধন ভঙ্গ করা হয়।

যে জিলার মধ্যে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা কিম্বা যে জিলায় নিবন্ধন ভঙ্গক্রমে অপরাধ করা যায়, কিম্বা যে ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে উদ্যোগ হয় সে যে জিলায় থাকে ইহার অন্যতর জিলায় এই অধ্যায়মত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারিবে ইতি।

[প্রতিভূর স্থানে অর্থদণ্ড আদায় করিবার কথা।]

৫০৩ ধারা। প্রতিভূসহিত যে নিবন্ধনপত্র দেওয়া যায় তাহার নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে, মাজি-ষ্ট্রেটের সম্মুখে ইহার প্রমাণ হইলে প্রতিভূ তৎপ্রযুক্ত যে অর্থদণ্ডের দায়ী মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে তাঁহাকে সেই দণ্ড দিবার অথবা না দিবার কারণ দর্শাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে অর্থদণ্ড ও দেওয়া না গেলে মাজিষ্ট্রেট মুখ্য ব্যক্তির স্থানে যেমন অর্থদণ্ড আদায় করিতে পারেন, ঐ প্রতিভূর স্থানে তেমনি দণ্ডের টাকা আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন ইতি।

৩৮ অধ্যায়।

সদাচারের প্রতিভূর বিধি।

[যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট ছয় মাসপর্য্যন্ত সদাচারের প্রতিভূ লইতে পারেন তাহার কথা।]

৫০৪ ধারা। কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচারা-ধীন স্থানে কোন ব্যক্তি লুকিয়া থাকে, কিম্বা যাহার দিনপাতের কোন প্রকার উপায় নাই কিম্বা যে আপনার সন্তোষজনক বিবরণ জানাইতে না পারে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে এমত ব্যক্তি আছে ঐ মাজিষ্ট্রেট ইহা জ্ঞাত হইলে তাঁহার বিবেচনায় ঐ ব্যক্তির ছয় মাস-পর্য্যন্ত সদাচারের যে প্রতিভূ উত্তম ও বিশিষ্ট বোধ হয় তাহাকে এমত প্রতিভূ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[যাহার দণ্ডভোগ হইতেছে তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার কথা।]

যে ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে হইবে এই ধারা কিম্বা ইহার পশ্চাৎ দুই ধারাসম্পর্কীয় স্থলে যদি সেই ব্যক্তি তৎকালে কোন অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডাধীন থাকে তবে তাহার ঐ দণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলেই বা ফুরাইলে পর তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার জন্যে উপস্থিত করিতে হইবে।

[সেশন জজ কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা নাই তিনি কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা উচিত জ্ঞান করিলে তাহার কথা।]

সেশন জজ সাহেবের কিম্বা দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখস্থ মোকদ্দমা-ঘটিত কোন কার্য্যে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তৎপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সদাচার করিবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা প্রয়োজন জ্ঞান হইলে তিনি সেই ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

[দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট হইলে তাহার তদন্ত লইবার ক্ষমতার কথা।]

যে মাজিষ্ট্রেট দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে কার্য্য করিয়া জিলার খণ্ডের কার্য্যাধ্যক্ষ হন এই অধ্যায়মতে যে তদন্ত লওয়া আবশ্যক তিনি তাহা লইয়া জিলার মাজি-ষ্ট্রেটের সম্মুখে আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিবরণ অর্পণ করিতে পারিবেন। ও যে ব্য-ক্তির আচরণের তদন্ত লওয়া হইল জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেমন বিহিত বোধ করেন তেমনি সেই ব্যক্তির জামিন দিবার বা না দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট এক বৎসর সদাচারের জামিন লইতে পারেন তাহার কথা।]

৫০৫ ধারা। উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকটে কোন ব্যক্তি সাধারণ আচার ব্যবহারের যে প্রমাণ উপস্থিত করা যায়, তদ্দ্বারা সেই ব্যক্তি প্রসিদ্ধ দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশকারী কি চোর,

কি চোরা দ্রব্য চোরা জ্ঞানে গ্রহণকারী,

কিম্বা প্রসিদ্ধমতে কুবৃত্তির কি আশঙ্কাজনক লোক দৃষ্ট হইলে,

সেই মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তমতে এক বৎসর সদাচারের জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[এক বৎসরের অধিক কালের প্রতিভূর প্রয়োজন হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৫০৬ ধারা। উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকটে কোন ব্যক্তির সাধারণ আচার ব্যবহারের যে প্রমাণ উপস্থিত করা যায়, তদ্দ্বারা সেই ব্যক্তি রীতিমতে দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশ-কারী, কি চোর,

কি চোরা দ্রব্য চোরা জ্ঞানে গ্রহণকারি লোক,

কিম্বা অত্যন্ত দুঃসাহস ও আশঙ্কাজনক ব্যক্তি হওয়া প্রযুক্ত উক্ত নিরূপিত এক বৎসর কাল গত হইলে পর তাহাকে প্রতিভূ বিনা মুক্ত করা গেলে সাধারণ লোকের আপদ সম্ভাবনা বোধ হইলে,

তিনি আপনার সেই মত লিপিবদ্ধ করিয়া স্বীয় বিবেচনামতে ঐ ব্যক্তির স্থানে যত টা-কার জামিন ও যত জন প্রতিভূ লওলা উচিত, ও তাহারদের যদ্রূপ চরিত্র ও যে শ্রেণীর লোক হওয়া আবশ্যক ও তাহার সদাচারের নিমিত্তে ঐ প্রতিভূগণের তিন বৎসরের অনধিক যত কাল দায়ী হওয়া উচিত, এইং কথার আজ্ঞা লিখিবেন। সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করিলে সেশন আদালতের আজ্ঞা না পাওনপর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার ওয়ারন্ট দিবেন ইতি।

[আনুষ্ঠানিককার্য্য সেশন আদালতে অর্পণ হইবার কথা।]

৫০৭ ধারা। ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানমতে যে ব্যক্তির প্রতি জামিন দিবার আজ্ঞা হয়,

সে তদনুসারে জামিন না দিলে কিম্বা যে প্রতিভূ দিতে চাহেন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অগ্রাহ্যকরা উপযুক্ত বোধ করিলে তদ্বিষয়ের তাবৎ কাগজপত্র সুবিধামতে ত্বরায় সেশন আদালতের সম্মুখে অর্পিত হইবে।

ঐ আদালত তাহা দৃষ্টি করিলে ও অধিক যে সন্ধান কি প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন তাহা গ্রহণ করিলে পর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা স্থিরতর করিয়া কিম্বা যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপে তাহা মতান্তর কি রহিত করিয়া সেই মোকদ্দমায় আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[সেশন আদালতের তিন বৎসরের অনধিক কালের প্রতিভূ লইতে পারিবার কথা।]

৫০৮ ধারা। সেই ব্যক্তির অগৌণে মুক্ত হইবার আজ্ঞা করা বিঘ্নজনক হইতে পারে, সেশন আদালতের এমত বিবেচনা হইলে তাহাকে যে জামিন দিতে আজ্ঞা করেন তাহা না দিলে ঐ আদালত তাহাকে আটক করিয়া রাখিবার তিন বৎসরের অনধিক কাল নিরূপণ করিবেন ইতি।

[জামিন দিবার আজ্ঞাপত্রের মর্ম্মের কথা।]

৫০৯ ধারা। সেশন আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সদাচারের জামিন দিবার আজ্ঞা করিলে যত টাকার যে রূপ জামিন ও যে প্রকারের যত জন প্রতিভূ দিতে হইবে, ও যাহার পক্ষে প্রতিভূ দিবার আজ্ঞা হয় তাহার সদাচারের নিমিত্তে ঐ প্রতিভূগণ যত কাল দায়ী হইবে, ঐ আজ্ঞাপত্রে এই সকল কথা ব্যক্ত থাকিবে।

প্রতিভূপত্র দ্বিতীয় তফসীলের G চিহ্নিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লেখা যাইবে ইতি।

[জামিন না দিলে কারাবদ্ধ হইবার কথা।]

৫১০ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধানমতে কোন ব্যক্তির প্রতি জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে ও সে ঐ আজ্ঞামত জামিন না দিলে যত কাল না দেয় তত কাল তাহাকে কারাগারে রাখা যাইবে।

[কারাবদ্ধ থাকার কালের কথা।]

কিন্তু কোন ব্যক্তির যত কালের নিমিত্তে জামিন দিবার আজ্ঞা হয়, তাহার অধিক কাল তাহাকে কারাগারে রাখিতে হইবে না।

এই ধারামতে যে কারাদণ্ড হয়, তাহা প্রত্যেক স্থলে সেশন আদালতের আজ্ঞানুসারে কঠোর কিম্বা সামান্য হইবে ইতি।

[জামিন দিবার আজ্ঞাহেতুক বন্দিদের মুক্ত হইবার কথা।]

৫১১ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা তাঁহার পূর্ব্বপদধারির কিম্বা তাঁহার অধীন কোন কর্ম্মকারকের আজ্ঞামতে সদাচারের জামিন না দেওয়াপ্রযুক্ত যে ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করা যায় সেই ব্যক্তি মুক্ত হইলে ও সাধারণ লোকদের কোন আপদ সম্ভাবনা নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত জ্ঞান করিলে, তিনি অন্য কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়া স্বীয় বিবেচনামতে ঐ ব্যক্তিকে কোন সময়ে মুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

[সেশন আদালতের আজ্ঞামতে প্রতিভূ না দেওয়াতে বন্দি হইলে রিপোর্টের কথা।]

৫১২ ধারা। সদাচারের জামিন না দেওয়াপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সেশন আদালতের আজ্ঞামতে কারাবদ্ধ করা গেলে এবং সেই ব্যক্তির স্থানে তদ্রূপ জামিন না লইয়াও তাহাকে

নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত করা যাইতে পারে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত বোধ করিলে, ঐ সেশন আদালতের আজ্ঞা পাইবার জন্যে অগৌণে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন ইতি।

[প্রতিভূকে মুক্ত করিবার কথা।]

৫১৩ ধারা। কোন ব্যক্তির সদাচারের প্রতিভূ যে সময়েই হউক উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রতিভূস্বরূপ আপনার সেই প্রতিজ্ঞাহইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবে।

করিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির উপস্থিত হইবার কিম্বা তাহাকে নিকট আনাইবার জন্যে সমন কি ওয়ারন্ট দিবেন।

সেই ব্যক্তি সমন কি ওয়ারন্টমতে উপস্থিত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে ধরা দিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রতিভূর প্রতিজ্ঞা রহিত হইবার আজ্ঞা করিয়া উপস্থিত করা বা স্বয়ং উপস্থিত সেই ব্যক্তিকে অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন। না দিলে তাহাকে হেফাজতে রাখিবেন ইতি।

[প্রতিভূদিগের স্থানে অর্থদণ্ড আদায় করিবার কথা।]

৫১৪ ধারা। যে ব্যক্তির সদাচারের জামিন দেওয়া গেল তাহার সেই জামিন দেওনের পর সে অপরাধ করিয়াছে ইহার প্রমাণ হওয়াতে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট প্রতিভূর লিখিত নিবন্ধনপত্রানুসারে কার্য্য করা উচিত বোধ করিলে তিনি প্রতিভূকে ঐ অর্থদণ্ড দিতে কিম্বা না দিবার কারণ দর্শাইতে আজ্ঞা করিবেন।

ঐ দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে ও না দিবার উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রতিভূর অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করিবার ওয়ারন্ট দিয়া ঐ প্রতিভূর স্থানে ঐ অর্থদণ্ড আদায় করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। যে জিলার ঐ ওয়ারন্ট বাহির হয় সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন স্থানে ঐ ওয়ারন্ট মতে কার্য্য হইতে পারিবে এবং ঐ প্রতিভূর কোন অস্থাবর দ্রব্য উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত অন্য জিলায় থাকিলে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে ঐ জিলার অন্তর্গত সেই দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয় করা যায় ঐ ওয়ারন্টে এই অনুমতি থাকিবে।

সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে ও ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারা ও আদায় হইতে না পারিলে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে ঐ প্রতিভূকে ছয় মাসের অনধিককাল দেওয়ানী জেলখানায় বদ্ধ করা যাইতে পারিবে ইতি।

[সমন ও ধরিবার ওয়ারন্ট দিবার কথা।]

৫১৫ ধারা। যে ব্যক্তির বিপক্ষ সম্বাদ দেওয়া যায় সে হেফাজতে না থাকিলে তাহাকে উপস্থিত করিবার সমন ও ধরিবার ওয়ারন্ট দেওন বিষয়ে ৪৯২ ও ৪৯৪ ধারার যে বিধান আছে যে ব্যক্তিদের প্রতি সদাচারের প্রতিভূ দিবার আজ্ঞা হয় এই অধ্যায়মতে তাহাদের বিপক্ষ কার্য্যানুষ্ঠান হইলে সেই২ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

[যে স্থানে কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারে তাহার কথা।]

এই অধ্যায়ের বিধানমতে যে ব্যক্তিদিগকে লইয়া কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারে সেই ব্যক্তিরা যে জিলায় থাকুক তন্মধ্যে তাহারদের বিপক্ষ কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে।

[৩৭ অধ্যায় বা এই অধ্যায়মতে প্রমাণ লইবার নিয়মের কথা।]

মাজিষ্ট্রেট সাম্মনীতিঃ সমনমতে যে মোকদ্দমা শ্রবণ করেন তাহাতে প্রমাণ লইবার যে বিধি আছে ৩৭ অধ্যায় কিম্বা এই অধ্যায় মতে প্রমাণ লইবার সেই বিধি খাটিবে।

[পূর্ব্ব নির্ণীত অপরাধের প্রমাণ করা যাইতে পারিবার কথা।]

যে ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে হইবে এই অধ্যায়মতে কার্য্যানুষ্ঠান হইলে তাহার বিপক্ষে পূর্ব্ব নির্ণীত অপরাধের প্রমাণ করা যাইতে পারিবে ইতি।

[চরিত্রহেতুক প্রতিভূ অগ্রাহ্য করিবার কথা।]

৫১৬ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তিকে প্রতিভূ দিবার প্রস্তাব হয় মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন ইতি।

[ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের প্রতি এই অধ্যায় না খাটিবার কথা]

৫১৭ ধারা। এই অধ্যায়ের বিধান ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের প্রতি খাটিবে না ইতি।

৩৯ অধ্যায়।

স্থানবিশেষে অনিষ্টজনক বিষয়ের কথা।

[অবরোধ বা প্রাণাশঙ্কাজনক ব্যাপার বা দাঙ্গা নিবারণার্থে
মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার কথা।]

৫১৮ ধারা। কোন ব্যক্তি বৈধমতে কর্ম্ম করিতেছেন এমন সময়ে অন্য ব্যক্তির কোন ক্রিয়াদ্বারা কিম্বা তাহার অধিকারগত বা তত্ত্বাধীন কোন দ্রব্যাদি নিয়মিতরূপে রক্ষা না করণদ্বারা সেই ব্যক্তির বাধা কি ক্লেশ বা অপকার হয় বা হইবার আশঙ্কা থাকে,

বা মনুষ্যের প্রাণহানির বা স্বাস্থ্যের বা নিরাপদের বিঘ্ন হয়,

বা দাঙ্গা বা হঙ্গামা হইতে পারে,

কিন্তু জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট বা বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট আজ্ঞা করিলে তাহা নিবারণ হইবার সম্ভাবনা কিম্বা নিবারণের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে তিনি এমত বোধ করিতে লিখিত আজ্ঞাদ্বারা ঐ ব্যক্তিকে সেই কর্ম্ম না করিতে অথবা সেই দ্রব্যাদি সুনিয়মতে রাখিতে আজ্ঞা দিতে পারিবেন ইতি।

১ ব্যাখ্যা।—যে স্থলে ত্বরায় আপদের প্রতিবিধান করা প্রয়োজন এবং যে ব্যক্তির প্রতি উক্ত আজ্ঞা করা যায় তদ্দ্বারা যদিও তাহার হানি হইতে পারে তথাপি মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় ৫২১ ধারার ও তাহার পশ্চাৎ কএক ধারার উল্লিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিলে যে বিলম্ব সম্ভাবনা তদ্দ্বারা অধিক হানি হইতে পারিবে কিম্বা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইতে পারিবে এই ধারায় কেবল সেই স্থলের প্রতিবিধান করা উদ্দেশ্য।

২ ব্যাখ্যা।—অত্যাবশ্যক স্থলে ও যে স্থলের ভাবগতিক বিবেচনায় নোটিস দেওয়ার অবকাশ না হয় এমত স্থলে কেবল এক পক্ষের কথা শুনিয়া আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে। ও যে সন্ধানের দ্বারা মাজিষ্ট্রের হৃদ্বোধ জন্মায় এমত সন্ধান পাওয়া গেলেই ঐ আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে।

৩ ব্যাখ্যা।—বিশেষ ব্যক্তির নামে আজ্ঞা লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে কিম্বা সাধারণ লোক কোন বিশেষ স্থানে নিয়ত গমনাগমন করিলে তাহারদের নামে সাধারণ আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে।

৪ ব্যাখ্যা।—কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তাঁহার পূর্ব্বে সেই পদধারী এই ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তিনি তাহা রহিত কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন ইতি।

[সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য বারম্বার না হইবার ও না চলিবার বারণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা]

৫১৯ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৬৮ ধারায় কিম্বা স্থানীয় কি বিশেষ কোন আইনমতে সাধারণের অনিষ্টজনক বলিয়া যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট থাকে কোন ব্যক্তি অনিষ্টনক সেই কার্য্য পুনশ্চ না করে বা করিতে না থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জিলার কোন খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট কিম্বা বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে এমত নিষেধ করিতে পারিবেন ইতি।

[উক্ত আজ্ঞা মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য না হইবার কথা।]

৫২০ ধারা। ৫১৮ ও ৫১৯ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা মোকদ্দমার বিচার ঘটিত কার্য্য নয় ইতি।

[অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।]

৫২১ ধারা। সাধারণের গমনীয় কোন পথ কি স্থান হইতে অবৈধ বাধা কি অনিষ্টজনক কোন বিষয় স্থানান্তর করা,

কিম্বা কোন ব্যবসায় কি কর্ম্ম সাধারণের স্বাস্থ্যের কি স্বচ্ছন্দতার বিঘ্নজনক হওয়াপ্রযুক্ত রহিত কি স্থানান্তর করা,

কিম্বা কোন গৃহ নির্ম্মাণ কিম্বা আশুজ্বলনীয় কোন দ্রব্য যে নিয়মে রাখা যায়, তদ্দ্বারা গৃহাদির দাহ সম্ভাবনাপ্রযুক্ত তাহা নিবারণ করা উচিত,

কিম্বা কোন গৃহাদির জীর্ণাবস্থাপ্রযুক্ত পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ও তদ্দ্বারা নিকট গমনশীল লোকদের হানি হইবার শঙ্কট প্রযুক্ত তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা আবশ্যক,

কিম্বা সাধারণ লোকদের গমনীয় পথের নিকটস্থ পুষ্করিণী কি কূপদ্বারা সাধারণের সঙ্কট নিবারণার্থে তাহা উপযুক্তমতে ঘেরিয়া রাখা উচিত, জিলার মাজিষ্টেট সাহেব কিম্বা জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে,

যে ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় হয়, কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ ব্যবসায় কি বৃত্তি করে কিম্বা ঐ ঘর কি আশুজ্বলনীয় দ্রব্য কি পুষ্করিণী কি কূপ যে ব্যক্তির হয় কি যাহার অধিকারে কি কর্ত্তৃত্বে থাকে তাহার নামে তিনি আজ্ঞা লিখিয়া সেই আজ্ঞাতে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাকে সেই সময়ের মধ্যে

ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা বিষয় বিশেষে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম রহিত কি স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা ঐ গৃহাদি নির্ম্মাণ রহিত করিতে,

কি তাহা স্থানান্তর করিতে,

কি ঐ জ্বলনীয় দ্রব্যের নিয়মান্তর করিতে,

কি ঐ পুষ্করিণী কি কূপ ঘেরিয়া দিতে,

অথবা ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনার কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞা প্রবল করা না যাইবার কারণ দর্শাইতে আজ্ঞা করিবেন।

[এই আজ্ঞা মোকদ্দমার বিচার ঘটিত কার্য্য হইবার কথা।]

এই ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায় তৎসম্পর্কে সাক্ষ্য লওয়া যাউক কি না যাউক সেই আজ্ঞা প্রচার করা মোকদ্দমার বিচারঘটিত কার্য্য হইবে।

[আজ্ঞা অনুকম্পে হইবার কথা।]

রিপোর্টমতে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট অন্য যে সন্ধানে বিশ্বাস করেন সেই সন্ধানমতে ঐ আজ্ঞা প্রচার করা যাইতে পারিবে। ও যে ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া যায় তাহার প্রতি, হয় সেই আজ্ঞা মানিতে অথবা সেই আজ্ঞা না মানিবার কারণ দর্শাইতে আদেশ থাকিবে। এই বিষয়ে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাহাকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ না দেওয়া গেলে, পশ্চাৎলিখিত স্থল ভিন্ন সেই আজ্ঞা নিরপেক্ষরূপে স্থির হইবে না।

ব্যাখ্যা।—"সাধারণের গমনীয় স্থান" এই কথার মধ্যে রাজকীয় সম্পত্তি কিম্বা ছাউনী করিবার জমী বা স্বাস্থ্যের কিম্বা আমোদের জন্যে যে ভূমিখণ্ড খালি রাখা যায় এমত জমীও গণ্য ইতি।

[আজ্ঞা কি তাহার জ্ঞাপনপত্র দিবার কথা।]

৫২২ ধারা। ৫২১ ধারার উল্লিখিত আজ্ঞাপত্র যে ব্যক্তির নামে লেখা যায় তাহাকেই দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে।

কিন্তু তাহাকেই দেওয়া অসাধ্য দেখা গেলে ঘোষণা করিয়া সেই আজ্ঞার নোটিস দেওয়া যাইবে, ও সেই ব্যক্তির ঐ আজ্ঞার কথা জানিতে পাইবার যাহাতে সুবিধা হয় এই মত কোন এক কি অধিক স্থানে ঐ আজ্ঞার লিখিত নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যাইবে ইতি।

[যাহাকে আজ্ঞা করা যায় তাহার সেই আজ্ঞা মানিবার কিম্বা পঞ্চায়ত নিযুক্ত হইবার দাওয়ার কথা।]

৫২৩ ধারা। যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার সেই আজ্ঞা মানিতেই হইবে, অথবা ঐ আজ্ঞাপত্রে যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকে তাঁহার সম্মুখে তাহার উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত কারণ দর্শাইতে হইবে। অথবা সেই আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না, এই কথার বিচার করণার্থে জুরি (অর্থাৎ পঞ্চায়ৎ) নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা হয়, ঐ ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে পারিবে।

[যাহাদিগকে লইয়া পঞ্চায়ত হইবে তাহার কথা।]

মাজিষ্ট্রেট সেই প্রার্থনাপত্র পাইলে অগৌণে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিবেন। সেই পঞ্চায়তে পাঁচের অন্যূন বিষম সংখ্যক ব্যক্তি থাকিবে। মাজিষ্ট্রেট ঐ পঞ্চায়তের প্রধান ব্যক্তিকে ও তাঁহাদের অর্দ্ধাংশ লোককে মনোনীত করিবেন অন্য অর্দ্ধাংশ প্রার্থক মনোনীত করিবেন।

[আজ্ঞা স্থগিত রাখিবার কথা।]

উক্ত অনুসন্ধানের কার্য্য যত কাল উপস্থিত থাকে তত কাল ঐ আজ্ঞা সাধনের কার্য্য স্থগিত থাকিবে। ঐ পঞ্চায়তের অধিকাংশ ব্যক্তির যে মীমাংসা হয় তাহাই স্থির থাকিবে, ও যে মাজিষ্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা দিলেন কিম্বা প্রার্থক যাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয় তিনি সেই মীমাংসামতে কার্য্য করিবেন।

[আজ্ঞা যে স্থলে নিরপেক্ষরূপে স্থির করা যাইবে তাহার কথা।]

প্রার্থক যদি তাচ্ছল্য করিয়া কি প্রকারান্তরে পঞ্চায়তের নিযুক্ত হওয়া নিবারণ করে, কিম্বা নিযুক্ত হওয়ার দাওয়া না করে কিম্বা যে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হন তাঁহারা যদি কোন কারণে যুক্তিসিদ্ধ সময়ের মধ্যে মীমাংসা করিয়া রিপোর্ট না করেন, তবে মাজিষ্ট্রেট যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন। সেই আজ্ঞা পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে প্রবল করা যাইবে।

[পঞ্চায়তের রিপোর্ট ও তৎসংক্রান্ত আজ্ঞার কথা।]

যে সময়ের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হইবে মাজিষ্ট্রেট পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিবার আজ্ঞাপত্রে সেই সময় নিরূপণ করিবেন এবং সময়ান্তরে সেই সময় বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারিবেন। পঞ্চায়ত রিপোর্ট করিলে ৫২৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন সকল স্থলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা সেই রিপোর্টমূলক হইবে ইতি।

[পঞ্চায়তের উপস্থিত হইবার কথা।]

৫২৪ ধারা। যত জনকে লইয়া পঞ্চায়ত করা আবশ্যক মাজিষ্ট্রেট ততজনকে সমন করিতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তিদের উপস্থিত হইতে ও তদন্ত লইয়া রিপোর্ট করিতেই হইবে।

পঞ্চায়তের কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে কি পঞ্চায়তের ব্যক্তিস্বরূপ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে তাচ্ছল্য করিলে তাঁহাকে লইয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৪ ধারার বিধানমতে কার্য্য হইতে পারিবে ইতি।

[যাহাকে আজ্ঞা করা যায় সে অমান্য কি তাচ্ছল্য করিলে যাহা কর্ত্তব্য
তাহার কথা।]

৫২৫ ধারা। ৫২১ ধারার উল্লিখিত আজ্ঞা যাহাকে দেওয়া যায় সে পশ্চাৎ লিখিত বিধানমতে ঐ আজ্ঞার বিপরীত কারণ দর্শাইবার জন্যে উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য লইবেন কিন্তু উপস্থিত না হইলে এবং ঐ আজ্ঞা না মানিলে,

অথবা ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পঞ্চায়ৎ প্রার্থনা না করিলে,

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারায় তদ্বিষয়ের যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ ব্যক্তি সেই দণ্ডের যোগ্য হইবে।

ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ আজ্ঞা করিলেন তিনি সেই ব্যক্তির খরচে ঐ আজ্ঞা প্রবল করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন, ও তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যে গৃহ কি মাল কি অন্য সম্পত্তি স্থানান্তর করা যায় তাহা বিক্রয় করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অস্থাবর যে সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কি বাহিরে থাকে তাহা ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ঐ খরচের টাকা আদায় করিতে পারিবেন। ঐ সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বাহিরে থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ঐ দ্রব্য ক্রোক করা যাইবে তিনি ঐ আজ্ঞাপত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহা ক্রোক ও নীলাম হইবে ঐ আজ্ঞাপত্রে এই মর্ম্মের অনুমতি থাকিবে।

এই ধারার বিধান প্রবল করিবার জন্যে আবশ্যক কি যুক্তিমত যে কোন ক্রিয়া করা যায় তদ্বিষয়ের কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না ইতি।

[পঞ্চায়ৎ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত নির্ণয় করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৫২৬ ধারা। পঞ্চায়তের প্রতি অর্পিত কোন বিষয়ে যদি তাঁহারা মাজিষ্ট্রেটের প্রথম আজ্ঞা

যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন কিম্বা তাহান্তর হওয়া উচিত বোধ করিলে যদি মাজিস্ট্রেট সেই অভিমত গ্রাহ্য করেন তবে যে মাজিষ্ট্রেট ঐ আজ্ঞা প্রচার করিলেন কিম্বা যাঁহার সম্মুখে কারণ দর্শান গেল, যে ব্যক্তির প্রতি ঐ আজ্ঞা করা যায় মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে উক্ত মীমাংসার নোটিস দিয়া ঐ নোটিসে সময় নিরূপণ করিয়া সেই সময়ের মধ্যে প্রথমোক্ত আজ্ঞা মানিবার অন্য আজ্ঞা দিবেন ও না মানিলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারার বিধানমতে তাহার দণ্ড সম্ভাবনা এই কথা জানাইবেন।

এই শেষ আজ্ঞাও অমান্য হইলে মাজিষ্ট্রেট ৫২৫ ধারামতে কার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

[যাঁহার প্রতি আজ্ঞা করা যায় তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধমতে ঐ আজ্ঞা অযুক্ত জানাইতে পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৫২৭ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের ৫২১ ধারামত আজ্ঞা যাঁহাকে দেওয়া যায় তিনি উপস্থিত ঐ আজ্ঞার বিপক্ষ কারণ দর্শাইয়া সেই আজ্ঞা যুক্তিসিদ্ধ নয় ও অনুপযুক্ত, ঐ মাজিষ্ট্রেটের হৃদ্বোধ মতে ইহা জানাইলে সেই বিষয়ে অন্য কোন কার্য্য চলিবে না ইতি।

[পঞ্চায়তের অনুসন্ধান কার্য্য চলনকালে আজ্ঞার কথা।]

৫২৮ ধারা। সাধারণ লোকদের আসন্ন সঙ্কট ও গুরুতর হানি নিবারণের জন্যে অগৌণে কোন কার্য্য করা আবশ্যক, যে মাজিষ্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা করিলেন তাঁহার এইরূপ বিবেচনা থাকিলে পঞ্চায়তকে নিযুক্ত করিতে হইলে বা নিযুক্ত করা গেলে বা না গেলেও ঐ সঙ্কট কি হানি না হইবার জন্যে কি তন্নিবারণার্থে নিষেধসূচক যদ্রূপ আজ্ঞা করা আবশ্যক হয় ৫২১ ধারামতে যে ব্যক্তিকে আজ্ঞা দেওয়া গেল তাহাকে মাজিষ্ট্রেট নিষেধসূচক তদ্রূপ আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সেই আজ্ঞাক্রমে যে সকল কর্ম্ম করা আবশ্যক যদি উক্ত ব্যক্তি তৎকালেই তাহা না করে তবে ঐ সঙ্কট না হইবার নিমিত্তে কিম্বা ঐ হানি নিবারণার্থে যে কার্য্য আবশ্যক হয় মাজিষ্ট্রেট আপনি তাহা করিবেন কি করাইবেন।

তদর্থে আবশ্যক কি যুক্তিমত যে কোন কার্য্য করা যায় তদ্বিষয়ের কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না ইতি।

[কোন২ আইনের বিধান প্রবল রাখিবার কথা।]

৫২৯ ধারা। মান্দ্রাজ প্রসীডেন্সীর অধীন দেশে পোলীসের আরো উত্তম বিধান করণার্থ ১৮৫৯ সালের ২৪ আইনের ৪৮ ধারার, ও পোলীসের বিধান করণার্থ ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধানের সঙ্গেও বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর সাহেবের প্রণীত বোম্বাই প্রসীডেন্সীর প্রদেশীয় পোলীসের বিধান করণার্থ ১৮৬৭ সালের ৮ আইনের ১৬ ধারার বিধানের সঙ্গে এই অধ্যায়ের কোন কথার সম্পর্ক নাই ইতি।

৪০ অধ্যায়।

অধিকারের কথা।

[ভূম্যাদিবিষয়ক কোন বিবাদে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

৫৩০ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট আপন বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমি কি ভূমির সীমা কি বাটী কি জল কি মৎস্যমহাল কি ফসল কি ভূমি হইতে উৎপন্ন অন্যদ্রব্য লইয়া বিবাদ হইতেছে তৎপ্রযুক্ত শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে,

আপন হৃদ্বোধমতে তদ্রূপ জ্ঞান থাকার হেতুর রুবকারী লিখিয়া ঐ বিবাদে যাহারা লিপ্ত থাকে সেই সকল ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিরূপিত সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইয়া ঐ বিবাদীয় ভূম্যাদির প্রকৃত অধিকার বিষয়ে আপন২ দাওয়ার বৃত্তান্ত লিখিয়া অর্পণ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

[ভূমি যাহার দখলে থাকে তাহাকে আইনমতে বেদখল না করা গেলে তাহার দখলে থাকিবার কথা।]

উক্ত মাজিষ্ট্রেট অধিকারিত্ব স্বত্ব বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার দোষগুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া বিবাদীয় বিষয় কাহার দখলে আছে এই কথার অনুসন্ধান লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

তাহা হৃদ্বোধমতে জ্ঞাত হইলে, তিনি যাহাকে দখিলকার জ্ঞান করেন, আইনের নিয়মিত ধারামতে সেই ব্যক্তিকে যত কাল বেদখল না করা যায়, তত কাল ঐ বিষয় তাহার দখলে থাকিবে, ও তত কাল তাহার দখলের কোন ব্যাঘাত না হয় এমত আজ্ঞা করিবেন।

ব্যাখ্যা।—যে বিবাদদ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা উক্ত মাজিষ্ট্রেট কোন রিপোর্ট কিম্বা অন্য সন্ধান পাইয়া সেই বিবাদ থাকার বিষয়ে হৃদ্বোধ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে সাক্ষ্য লওনক্রমে দখলের কথা নিষ্পত্তি করা যাইবে ইতি।

[দখিলকারকে নিশ্চিতরূপে না জানা গেলে বিবাদের বিষয় ক্রোক করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা।]

৫৩১ ধারা। বিবাদীয় বিষয় উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও দখলে নাই মাজিষ্ট্রেট ইহা নির্দ্ধার্য্য করিলে কিম্বা কাহার দখলে থাকে সেই কথা হৃদ্বোধমতে নিশ্চয় করিতে না পারিলে, ঐ ব্যক্তিদের অধিকার কিম্বা ঐ বিষয় কাহার দখলে থাকা উচিত এই কথা যত কাল উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না করা যায় তত কাল তিনি ঐ বিষয় ক্রোক করিয়া রাখিতে পারিবেন ইতি।

[ভূমি কি জল ব্যবহারের অধিকার বিষয়ি বিবাদের কথা।]

৫৩২ ধারা। কোন ভূমির কি জলের ব্যবহার করিবার অধিকার কিম্বা পথ স্বত্ব বিষয়ে বিবাদ হইলে বিবাদীয় বিষয় যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে থাকে তিনি ঐ কথার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন ও সেই বিবাদীয় বিষয় সর্ব্বসাধারণের কি ব্যক্তিবিশেষের কি কোন

লোক সম্প্রদায়ের ব্যবহার্য্য বোধ করিলে, ঐ বিষয় দখল করিবার অন্য ব্যক্তি ছাড়া কেবল দাওয়াদার সেই বিষয়ের দখল পাইবার স্বত্ববান, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতের এইরূপ নিষ্পত্তি যত কাল না হয় তত কাল কোন ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণ লোককে কিম্বা (বিষয়-বিশেষে) উক্ত ব্যক্তিকে কি উক্ত লোক সম্প্রদায়কে বহির্ভূত করিয়া ঐ বিষয় দখল না করে ও স্বীয় দখলে না রাখে ঐ মাজিষ্ট্রেট এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

কিন্তু যদি সেই ভূম্যাদির ব্যবহার করিবার অধিকারমতে বারো মাসই কার্য্য হইতে পারে, তবে সেই অনুসন্ধানের কার্য্য উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ অধিকারক্রমে ঐ বিষয়ের সামান্যতঃ ব্যবহার না হইলে, অথবা যদি বৎসরের কালবিশেষে ব্যবহারের অধিকার হইয়া থাকে, তবে নালিশ হইবার পূর্ব্ব সেই কালে ঐ অধিকারক্রমে ঐ ব্যবহার না হইলে, মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা করিবেন না ইতি।

[সীমাবিবাদ নির্ণয় করিবার জন্যে স্থানীয় তদন্ত লওয়ার কথা।]

৫৩৩ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে স্থানবিশেষে তদন্ত লইবার আবশ্যক হইলে, প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে ঐ তদন্ত লইবার জন্যে পাঠাইতে পারিবেন। ও তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার জন্যে যৎকালীন প্রচলিত যে আইনমতে যে উপদেশ সঙ্গত হয় তাঁহাকে সেই উপদেশ দিতে পারিবেন ও সেই তদন্ত লওয়ার সমস্ত খরচ কিম্বা তাহার কোন অংশ কাহার দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন ইতি।

[স্থাবর দ্রব্যের অধিকার ফিরিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।]

৫৩৪ ধারা। ফৌজদারী কোন আদালতে কোন ব্যক্তির অপরাধঘটিত বলসহিত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে, ও সেই অপরাধঘটিত বলদ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্থাবর দ্রব্যের অধিকার চ্যুত করা গেল উক্ত আদালত ইহা দেখিতে পাইলে ঐ ব্যক্তির পুনরায় অধিকার পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে সেই স্থাবর দ্রব্য আপনার অধিকার আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা দ্বারা ঐ অধিকারের বিঘ্ন হইবে না ইতি।

[কালেক্টর সাহেবের ও রাজসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা।]

৫৩৫ ধারা। কালেক্টর সাহেবের কিম্বা কালেক্টরের ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকারি অন্য কর্ম্মকারকেরা কিম্বা রাজসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতা এই অধ্যায়ের কোন কথাতে খর্ব্ব হইবে না ইতি।

৪১ অধ্যায়।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

[স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের আজ্ঞার কথা।]

৫৩৬ ধারা। কোন ব্যক্তির উপযুক্ত সঙ্গতি থাকিতেও সে আপন স্ত্রীর কিম্বা নিজ প্রতিপালনে অক্ষম কোন ঔরস কি জারজ সন্তানের ভরণপোষণ করিতে তাচ্ছল্য কি অস্বীকার

করে ইহার উপযুক্ত প্রমাণ হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ঐ স্ত্রীর কি সন্তানের ভরণপোষণের নিমিত্তে মাসে২ সর্ব্বসুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন ঐ ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ভরণপোষণের ঐ টাকা দিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ঐ টাকা দেওয়া যাইবে।

[সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।]

যদি সেই ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ আজ্ঞামত কার্য্য করিতে তাচ্ছল্য করে, তবে যত বার ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় তত বার ঐ মাজিষ্ট্রেট ওয়ারণ্ট দিয়া অর্থদণ্ড আদায়ের নিয়মমতে ঐ দেনা টাকা আদায় করিবার ও যে মাসে ঐ টাকা না দিয়া থাকে সেই মাসের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির এক মাসের অনধিক কাল পরিশ্রম সহিত কি বিনা পরিশ্রমে কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[উপবিধি।]

কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি কহে যে, স্ত্রী আমার সঙ্গে বাস করিলে আমি তাহার ভরণপোষণ করিতে প্রস্তুত আছি স্ত্রী যদি তাহার সঙ্গে বাস করিতে স্বীকার না করে, তবে ঐ স্ত্রী অস্বীকার করিবার যে কারণ জানায় ঐ মাজিষ্ট্রেট সেই কারণ বিবেচনা করিতে পারিবেন। ও সেই পুরুষ উপপত্নী রাখে কি আপন স্ত্রীর প্রতি নিয়ত নির্দ্দয়াচার করিয়াছে ইহা যদি হৃদ্বোধমতে জানিতে পান, তবে পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিলেও মাজিষ্ট্রেট এই ধারার অনুমতিমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

স্ত্রী যদি উপপতির সঙ্গে বাস করে, কিম্বা যদি অনুপযুক্ত কারণে আপন স্বামির সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে, কিম্বা যদি উভয়ের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে তবে এই ধারামতে স্বামীর স্থানে তাহার বৃত্তি পাইবার অধিকার নাই ইতি।

[ঐ টাকা ন্যূন করিবার প্রার্থনার কথা।]

৫৩৭ ধারা। ৫৩৬ ধারামতে যে ব্যক্তি মাসিক বৃত্তি পায় কি যাহার প্রতি ঐ বৃত্তি দিবার আজ্ঞা হয় ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিয়া আপনার কিম্বা স্ত্রীর কি সন্তানের সঙ্গতি পরিবর্ত্তন হওয়া প্রমাণ করিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট স্বীয় আজ্ঞামত উক্ত বৃত্তি যদ্রূপ পরিবর্ত্তন করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন কিন্তু মাসে মোটে পঞ্চাশ টাকার অধিক দিবার আজ্ঞা করিবেন না ইতি।

[আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।]

৫৩৮ ধারা। যে ব্যক্তির ভরণপোষণের নিমিত্ত ঐ আজ্ঞা করা যায় তাহাকে কিম্বা তাহার অভিভাবককে ঐ আজ্ঞার নকল দেওয়া যাইবে। ও যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি কোন স্থানে থাকুক সেই স্থানের কোন মাজিষ্ট্রেট উভয়পক্ষের অনন্যতা বিষয়ে ও যে টাকার দাওয়া হয় তাহা দেওয়া যায় নাই এই বিষয় হৃদ্বোধমতে জানিলে ঐ আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন ইতি।

দ্বাদশ খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

---

৪২ অধ্যায়।

বিবিধ বিষয়ের কথা।

[বিবিধপ্রকারের ফৌজদারী মোকদ্দমায় ও কার্য্যেতে কার্য্যপ্রণালীর কথা।]

৫৩৯ ধারা। কোন আদালতে বিবিধ প্রকারের যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা ও মোকদ্দমা ঘটিত যে কার্য্য উপস্থিত করা যায়, তাহাতে যতদূর হইয়া উঠিতে পারে ততদূর এই আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিতে হইবে ইতি।

[রাজধানীর পোলীস মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা রক্ষার কথা।]

৫৪০ ধারা। এই আইনে যে স্থলের বিশেষ বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে, নানা রাজধানীর পোলীসের মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেবেদের কি পোলীসের যে বিচারাধিপত্য ও যে কার্য্য প্রণালী থাকে এই আইনের কোন কথাদ্বারা তাহার মতান্তর কি হ্রাসবৃদ্ধি হইল, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

[ভূম্যধিকারিদের ও গ্রামের প্রধান লোকদের ও গ্রাম্য পোলীসের কর্ম্ম কারকদের ও সেনানিবাস স্থানে মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা ও কার্য্যবিধান রক্ষা করিবার কথা।]

৫৪১ ধারা। (ক) বোম্বাই প্রসীডেন্সীতে যে ভূম্যধিকারিরা আইনমতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তাঁহারদের বিচারাধিপত্য কি কার্য্যবিধান

(খ) ও মান্দ্রাজ প্রসীডেন্সীতে গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের বিচারাধিপত্য ও কার্য্যবিধান

(গ) ও বোম্বাই প্রসীডেন্সীতে গ্রাম্য পোলীসের কর্ম্মকারকদের বিচারাধিপত্য ও কার্য্যবিধান,

(ঘ) ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রসীডেন্সীর অন্তর্গত সেনানিবেশে ও মোকাকে পল্টনীর যে বাজার থাকে তন্মধ্যে ঐ২ প্রসীডেন্সীর চলিত আইনক্রমে যে কোন কর্ম্মকারক ক্ষুদ্র২ অপরাধের বিচার করণার্থে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া নিযুক্ত হন তাঁহারদের কোন বিচারাধিপত্য কি কার্য্যবিধান এই আইনের কোন কথাতে পরিবর্ত্তন কি হ্রাসবৃদ্ধি হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

প্রথম তফসীল।

যে যে আইন রহিত করা গেল তাহার।

প্রথম ভাগ।—ইঙ্গলণ্ডীয় আইন।

সাল ও অধ্যায়।	নাম।	যত দূর রহিত হইল।
তৃতীয় জর্জের ৫৩ বৎসরের ১৫৫ অধ্যায় ...	ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়দের অধিকৃত যে দেশ আছে বিশেষ ক্ষমতা প্রদানপূর্ব্বক সেই দেশ আর কতক কাল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে রাখিবার, এবং উক্ত দেশ শাসনের ও তম্মধ্যে ন্যায় বিচার সাধনের আর কএক বিধান করিবার এবং উক্ত কোম্পানির চার্টর অনুসারে তাঁহাদের সীমার অন্তর্গত স্থানেং বাণিজ্যের সুবিধান করিবার আইন।	১০৫ ধারা।

দ্বিতীয় ভাগ।—আক্ট।

সাল ও নম্বর।	নাম।	যত দূর রহিত হইল।
১৮৪১ সালের ৫ আইন। ...	রাজ্যের বিরুদ্ধ অপরাধের মোকদ্দমার নিয়ম পূর্ব্বাপেক্ষা একি প্রকার করণের এবং কোনং গতিকে ঐ নিয়ম শুধরণের আইন ...	সম্পূর্ণ।
১৮৪৩ সালে[illegible]৫ আইন। ...	আদালত সম্পর্কীয় কার্য্যে অচিহ্নিত কার্য্যকারকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে নিযুক্ত করণের বিষয়ি আইন	৩, ৪, ৫, ও ৬ ধারা।
১৮৪৫ সালের ১৫ আইন। ...	আদালতের এবং রাজস্বের কার্য্যের বিষয়ি তিন রাজধানীর সৈন্যেদলের এদেশীয় সুদ্দাদার ও সিপাহীরদের অধিকার নির্দ্দিষ্ট এবং ধার্য্য করণ বিষয়ক আইন	যত দূর পুর্ব্বে রহিত হয় নাই।
১৮৪৫ সালের ২৯ আইন। ...	জিলার জাইন্ট জজ কি জাইন্ট সেশন জজদিগকে নিযুক্ত করণার্থে বোম্বাইয়ের গবর্ণমেন্টের প্রতি ক্ষমতা দানার্থ আইন	ঐ

প্রথম তফসীল॥

দ্বিতীয় ভাগ।—আক্ট।—পূর্ব্বপৃষ্ঠাহইতে চলিতেছে।

সাল ও নম্বর।	নাম	যত দূর রহিত হইল।
১৮৫৩ সালের ৭ আইন ...	চড়াউ করণ এবং বলপূর্ব্বক প্রবেশকরণ ও বলপূর্ব্বক যে ক্ষতি ফেলোনি না হয় এমত অন্য প্রকার অপরাধ করণের মোকদ্দমায় তৃতীয় জর্জ বাদশাহের ৫৩ বৎসরীর আইনের ১৫৫অধ্যায়ের ১০৫ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যে ক্ষমতা আছে তাহা বৃদ্ধি করণের আইন...	সম্পূর্ণ।
১৮৫৪ সালের ১০ আইন ...	মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের আসিষ্টান্টদিগের এবং ১৮৪৩ সালের ১৫ আইনক্রমে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের ক্ষমতা নিরূপণ করণের আইন	যত দূর পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।
১৮৬৫ সালের ২০ আইন ...	বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি শহরে ও নগরে ও সদর মোকামে ও শহরতলীতে ও বাজারে পোলীসের চৌকীদারদিগকে নিযুক্ত ও প্রতিপালন করিবার আরো উত্তম বিধান করিবার আইন	৫৮ ধারা।
১৮৬১ সালের ২৫ আইন ...	ফৌজদারী যে সকল আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই সকল আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সুগম করণের আইন ...	যত দূর পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।
১৮৬২ সালের ১৭ আইন ...	ফৌজদারী মোকদ্দমার আইন ও কার্য্যবিধানসম্পর্কীয় কএক আইন ও আক্ট রহিত করণের আইন	যত দূর পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।
১৮৬৪ সালের ৬ আইন ...	স্থলবিশেষে প্রহার দণ্ডের অনুমতি দেওনার্থ আইন	৮, ১১, ও ১২ ধারা।
১৮৬৭ সালের ২৮ আইন ...	উত্তর পশ্চিম দেশের ক্ষুদ্র সেশন আদালত নামে খ্যাত আদালতের প্রচারিত কোন২ দণ্ডাজ্ঞা আইনসিদ্ধ কি না এই বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জন করণার্থ আইন	সম্পূর্ণ।
১৮৬৭ সালের ৩৬ আইন ...	১৮৬২ সালের ১৭ আইনের ভ্রম সংশোধনার্থ আইন ...	সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় ভাগ। — আক্ট সমাপ্তি।

সাল ও নম্বর।	নাম।	যত দূর রহিত হইল।
১৮৬৯ সালের ৮ আইন …	ফৌজদারী মোদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন আরো সংশোধন করিবার আইন …	সম্পূর্ণ
১৮৭০ সালের ২৭ আইন …	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করিবার আইন…	১৬ ও ১৭ ধারা এবং দুই তফসীল।
১৮৭১ সালের ১৯ আইন। …	বঙ্গদেশে ও উত্তরপশ্চিম দেশে সেশন জজদিগকে নিযুক্ত করিবার বিধান করণার্থ আইন …	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ধারা।
বোম্বাইয়ের ১৮৬৭ সালের ৭ আইন। …	বোম্বাই প্রেসীডেনসীতে প্রদেশীয় পোলীষের বিধান করণার্থ আইন …	৫০ ধারা

তৃতীয় ভাগ। — আইন।

বঙ্গদেশের আইন।

সাল ও নম্বর।	নাম।	যত দূর রহিত হইল।
১৭৯৩ সালের ৯ আইন …	শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সলের হজুর হইতে ইংরেজী ১৭৯০ সালের ৩ ডিসেম্বর ও অন্য যে যে তারিখে অপরাধিদিগেরে ধরিবার ও তাহারদিগের সমস্ত মোকদ্দমার বিচারার্থে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার লিখিত মর্ম্ম বিশেষের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার আইন …	৩৩৪ ধারা।
১৮০৪ সালের ৯ আইন …	শ্রীমৎ কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারকে শ্রীযুত নওয়াব উজীরের দেওয়া দেশের এলাকার দায়ের সায়েরী আদালতের এবং মফঃসল কোর্ট আপীলের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তের আর যুদ্ধক্রমে এ সরকারের পাওয়া দোআবের মধ্যস্থলের রাজ্যের এবং যমুনা নদীর দক্ষিণ পার্শ্বের তথা এ সরকারকে পেশওয়ার দত্ত বুন্দেল খণ্ডের ভিতরী অধিকারের ফৌজদারী আদালতের কার্য্য সম্পন্নের বিষয়ি আইন …	যে অংশ পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।

প্রথম তফসীল॥

তৃতীয় ভাগ। — আক্ট। — বঙ্গদেশের আইন।

সাল ও নম্বর।	নাম	যত দূর রহিত হইল।
১৮১০ সালের ৬ আইন ...	জমীদার প্রভৃতি লোকেরা ডাকাইতীর সঠীক সমাচার না দিলে ও তাহা দিতে তাচ্ছল্য করিলে ও ডাকাইতদিগকে আশ্রয় দিলে তাহারদিগের প্রতি যে শাস্তি ও প্রতিফল উপযুক্ত হইবে তাহার নিরূপণ ও বিবরণের নিমিত্ত আইন ...	যত দূর পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।
১৮১০ সালের ১৬ আইন ...	জিলার ও শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিযুক্ত হওনের বিষয়ে চলিত আইনে যে যে নিয়ম আছে তাহা শুধরিবার এবং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিযুক্ত করিবার এবং অপরাধি লোকের অপরাধ প্রমাণ হইলে যে পুরস্কার দেওয়া নিশ্চয় করা গিয়াছে তাহা দিবার নিমিত্তে যে হুকুম চলিতেছে তাহা মতান্তর করিবার আইন ...	যত দূর পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।
১৮১১ সালের ১ আইন।	বাটীঘর ও ডেরা ও নৌকাতে সিঁধ দেওন অপরাধের বিষয়ে ও যে সকল লোকেরা চুরির কিম্বা লুটের দ্রব্য সামগ্রী লয় কিম্বা ক্রয় করে তাহারদিগের শাস্ত্যার্থে এবং সেকরা ও কাঁসারী ও কামার ও বন্ধক লওনিয়া ও তামা কি পিত্তলের খুজরা জিনিস বিক্রয় করনিয়া ও ব্যবহার করা জিনিস বিক্রয় করনিয়া পাইকার লোকদিগকে সনন্দ দিবার বিষয়ে বিহিত ও সুন্দর দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করণার্থ আইন ...	ঐ
১৮১২ সালের ৩ আইন ...	ফৌজদারী সাহেবলোকের হজুরে নালিশের যে সকল আরজী দাখিল হয় তাহার সত্যতার সন্ধানানুসন্ধানের বিষয়ে এক্ষণে যে যে দাঁড়া চলন আছে তাহা শুধরিবার ও পরিবর্ত্ত করিবার ও অপরাধিরা পূর্ব্বাপেক্ষা অতি সুগতিকেতে ধরা যাইবার মনস্থে এক্ষণকার চলিত দাঁড়া সকল ব্যতিরিক্ত নূতন কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিবার আইন ...	৪ ধাধার যে অংশ পূর্ব্বে রহিত হয় নাই।

১৮১৪ সালের ৮ আইন ...	ইঙ্গ্রেজী ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম জ্ঞানকৃত বধের ও গৃহদাহের ও চুরির মোকদ্দমাতে খাটিবার নিমিত্ত আইন ...	যে অংশ পুর্ব্বে রহিত হয় নাই।
১৮১৭ সালের ২০ আইন ...	পোলীসের দারোগাদিগকে ও তাহাদিগের তাবে অন্য কার্য্যকারকদিগকে কার্য্যের দাঁড়া জানাইবার নিমিত্ত যে যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা শুধরিয়া ও পরিবর্ত্ত করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে ও ফৌজারী আদালতের হুকুম না মাননের প্রতিফলের অর্থে ও পোলীসের আমলা লোক কোন কোন প্রকারেতে ভূমির অধিকারী ও ইজারাদারদিগের ও তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহকারদিগের ও গ্রামের মণ্ডল ও অন্য প্রধানদিগের স্থানে সহায়তা চাহিবার অর্থে যে২ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া এক্ষণে চলিতেছে সেই২ দাঁড়া শুধরা যাইবার নিমিত্ত আইন ...	৩৩ ধারার ১ ও ২ প্রকরণ।
	মান্দ্রাজের আইন।	
১৮১৬ সালের ৯ আইন ...	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পদের বিষয়ে যে সকল বিধি প্রণয়ন হইয়াছে তাহা একি আইনে সংগ্রহ করণার্থ ও তাঁহার ক্ষমতা মতান্তর করণার্থ ও সেই ক্ষমতার সীমা নিরূপণ করণার্থ এবং জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদ জিলার জজ হইতে পৃথক করিয়া জিলার কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ করণার্থ আইন ...	৩, ৪, ৫ ধারা।
১৮২৭ সালের ২ আইন ...	১৮২৭ সালের ১ আইনমতে যে আসিষ্টান্ট জজেরা নিযুক্ত হন তাঁহারা যে২ জিলায় অবস্থিত হন তাঁহার দিগকে সেই২ জিলার জাইণ্ট ফৌজদারী জজ করণার্থ এবং সবর্ডিনেট কালেক্টরেরা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে যত দূর কর্ম্ম করিবেন তাহা নিরূপণ করণার্থ আইন...	যে অংশ পুর্ব্বে রহিত হয় নাই।
১৮২৭ সালের ৮ আইন ...	ফৌজদারী মোকদ্দমায় এদেশীয় জজদের প্রতি বিচারাধিপত্য প্রদান করণার্থ আইন...	যে অংশ পুর্ব্বে রহিত করা যায় নাই।

প্রথম তফসীল।

তৃতীয়ভাগ আইন সমাপ্তি।—বোম্বাইয়ের আইন।

সাল ও অধ্যায়।	নাম।	যত দূর রহিত হইল।
	বোম্বাইয়ের আইন।	
২৮২৭ সালের ১২ আইন ...	বোম্বাইয়ের অধীন সমস্ত জিলায় পোলীসের নিয়ম সংস্থাপন করণার্থ ও পোলীসের কার্য্যসম্পাদনের বিধি নির্ণয় করণার্থ ও পোলীসসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যকারকের ও চাকরের কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও ক্ষমতা নিরূপণ করণার্থ আইন...	১০ ধারার ৪ প্রকরণ ও ১৩ ধারার যে অংশ পূর্ব্বে রহিত করা যায় নাই তাহা এবং ৩১ ধারার ৩ প্রকরণ।
১৮২৭ সালের ১৩ আইন ...	ফৌজদারী আদালতের সংস্থিতি নির্দ্দেশ করণার্থে এবং তদীয় কর্ম্ম ও আনুষ্ঠানিক কার্য্য নিরূপণ করণার্থ আইন...	১, ২, ৩, ৭, ৮, ৯, ১৪ ও ১৫ ও ২৭ ও ২৮ ধারা।
১৮৩০ সালের ৩ আইন ...	১৮২৮ সালের ৮ ও ১২ আইন রহিত করণার্থ এবং ফৌজদারী জজদিগকে সেশন জজের ক্ষমতা ও কার্য্য প্রদানার্থ আইন...	২ ও ৬ ধারা
১৮৩০ সালের ৪ আইন ...	১৮২৭ সালের ১২ আইনের যে অংশ দ্বারা ফৌজদারী জজের প্রতি মাজিষ্ট্রেটের ও তদীয় আসিষ্টান্টদের পোলীসসংক্রান্ত বিচারাধিপত্য প্রদান করা যায় তাহা রহিত করণার্থ আইন...	২ ধারা।
১৮৩১ সালের ৮ আইন ...	সেশন জজ ও জুডিশ্যাল কমিশ্যনরদের বিচারাধিপত্যান্তর করণার্থ আইন...	সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় তফশীল।

সমন ও ওয়ারন্ট ও নিবন্ধনপত্র ও মুচলকা লিখিবার পাঠ।

A

সমন লিখিবার পাঠ। (৫২ ধারা)

অমুক স্থাননিবাসি শ্রী অমুক সমীপেষু।

তোমার নামে অমুক (অপরাধের সংক্ষেপ মর্ম্ম এই স্থলে লিখিতে হইবে) অপরাধের নালিশ হওয়াতে তাহার উত্তর দিবার জন্যে তোমার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল তুমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনি কিম্বা বিষয়বিশেষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্তারের দ্বারা অমুক স্থানের (মাজিষ্ট্রেটের) সম্মুখে উপস্থিত হও। ইহাতে ত্রুটি না হয়।

(স্বাক্ষর ও মোহর)

সাল তাং।

ওয়ারন্ট লিখিবার পাঠ। (১৫৯ ধারা)

শ্রী অমুক সমীপেষু। (যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা এই ওয়ারন্ট জারী করিবে তাহার কি তাহারদের নাম ও পদপ্রভৃতি লিখিতে হইবে)

অমুক স্থাননিবাসি অমুকের নামে অমুক অপরাধের নালিশ হইয়াছে, অতএব উক্ত অমুককে ধরিয়া আমার নিকটে উপস্থিত কর তোমার প্রতি এই আদেশ হইতেছে। ইহাতে ত্রুটি না হয়।

(স্বাক্ষর ও মোহর)

পৃষ্ঠে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারিবে।

উক্ত অমুক যদি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন অর্থাৎ আপনি এত টাকার, ও এক জন প্রতিভূ এত টাকার, (অথবা দুই জন প্রতিভূ প্রত্যেকে এত টাকার) জামিন দেয় তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(স্বাক্ষর।)

তাং

C

বিচারের পূর্ব্বে হেফাজতে রাখিবার ওয়ারন্ট লিখিবার পাঠ।

(১৯৬, ১৯৭ ও ৩০৩ ধারা।)

অমুক স্থানের জেলর শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসি অমুকের নামে (আসামীর নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহা এই স্থানে লিখিতে হইবে) এই অপরাধের অভিযোগ হইয়া অমুক স্থানের অমুক আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার নিমিত্ত তাহাকে সমর্পণ করা গেল অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা যে তুমি উক্ত অমুককে তোমার হেফাজতে লইয়া রাখ ও আজ্ঞা পাইলেই তাহাকে সেই আদালতে উপস্থিত কর।

স্বাক্ষর।

(পদ ও ক্ষমতা।)

সাল তাং

D

কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্ট লিখিবার পাঠ।

(৩০৩ ধারা।)

অমুক স্থানের জেলর শ্রী অমুক সমীপেষু।

(বিচারপতির নাম ও পদের খ্যাতি লিখিয়া) আমার সম্মুখে অমুক স্থাননিবাসি শ্রীঅমুকের অমুক (এইস্থলে আইন ও ধারা উল্লেখ করিয়া অপরাধ লিখিতে হইবে) অপরাধ নির্ণয় হওয়াতে তাহার অমুক (এই স্থলে দণ্ড সংপূর্ণমতে ও স্পষ্টরূপে লিখিয়া তাহার সীমা ও ভাব জানাইতে হইবে) দণ্ডের আজ্ঞা হইল। অতএব তুমি এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে উক্ত জেলখানায় তোমার হেফাজতে লইয়া আইনঅনুসারে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের আজ্ঞা সাধন কর তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল।

স্বাক্ষর

সাল

তাং।

E

শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধনপত্র লিখিবার পাঠ।

(৪৯৩ ধারা।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক আমার প্রতি এতকাল শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধনপত্র লিখিবার আজ্ঞা হইয়াছে, এই হেতুক আমি উক্ত কালপর্য্যন্ত শান্তিভঙ্গ করিব না কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এমত কোন কার্য্য করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিলাম ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মে নিবন্ধনপত্র লিখিয়া দিলাম।

(স্বাক্ষর)

তাং

মুখ্য ব্যক্তির নিবন্ধনপত্রের নিম্নভাগে যে প্রতিভূপত্র লিখিতে হইবে তাহা লিখিবার পাঠ এই।

উক্ত অমুক উক্ত কালপর্য্যন্ত শান্তিভঙ্গ করিবে না কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এমত কোন কার্য্য করিবে না এই বিষয়ে আমি আপনাকে উক্ত অমুকের প্রতিভূ স্বীকার করিলাম। ইহাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মে নিবন্ধনপত্র লিখিয়া দিলাম।

(স্বাক্ষর)

তাং

মোকদ্দমা করিবার ও সাক্ষ্য দিবার মুচলকা লিখিবার পাঠ

(১৩০ ও ৩৬০ ধারা)

অমুকের নামে অমুক অপরাধের যে অভিযোগ হইয়াছে তদ্বিষয়ে অমুক স্থাননিবাসি শ্রীঅমুক আমি আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইয়া তৎকালে তাহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালাইব (অথবা বিষয় বিশেষে মোকদ্দমা চালাইব ও স্বাক্ষ্য দিব, অথবা সাক্ষ্য দিব) এবং প্রত্যহ কিম্বা বিচারপতি অন্য যে আজ্ঞা করেন তদনুসারে উক্ত আদালতে উপস্থিত হইব ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিলাম।

(স্বাক্ষর)

সাল তাং

G

সদাচার করিবার নিঙ্কনপত্র লিখিবার পাঠ।

(৫০৯ ধারা)

অমুক স্থাননিবাসি শ্রীঅমুক আমাকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি এত কাল সদাচার করিবার নিবন্ধনপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইয়াছে। অতএব আমি উক্ত কালপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিব ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মে নিবন্ধনপত্র লিখিয়া দিলাম।

(স্বাক্ষর)

সাল তাং

মুখ্য ব্যক্তির নিঙ্কনপত্রের নিম্নভাগে যে প্রতিভূপত্র লিখিতে হইবে তাহার পাঠ এই।

উক্ত অমুক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি উক্ত কালপর্য্যন্ত সদাচারণ করিবে এই বিষয়ে আমি আপনাকে উক্ত অমুকের প্রতিভূ স্বীকার করিলাম। ইহাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মে নিবন্ধনপত্র লিখিয়া দিলাম

তৃতীয় তফসীল।

অভিযোগ।

(১)—অভিযোগপত্রের একমাত্র দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

[দণ্ডবিধির আইনের ১২১ ধারা।]

(খ) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(গ) অতএব উক্ত আদালতে উক্ত অভিযোগমতে তোমার বিচার হয় এই আদেশ করিলাম

[মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর।]

[(খ) চিহ্নিত কথার পরিবর্ত্তে পশ্চাৎ লিখিত অন্যতর প্রকারের কথা লেখা যাইতে পারিবে।]

১২৪ ধারা।

(২) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার সভ্য মানাবর অমুক সাহেব উক্ত সভ্য স্বরূপে বৈধ ক্ষমতামতে কার্য্য না করেন এই নিমিত্তে তুমি অমুক স্থানে অমুকসালে অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে কি পরে, ঐ সভ্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১৬১ ধারা।

(৩) তুমি অমুক কর্ম্মবিভাগের রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া স্বীয় পদসম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম না করিবার প্রবৃত্তিস্বরূপে আপনার আইনমত বেতনভিন্ন অমুক (নামক ব্যক্তির) নিমিত্তে অমুক (নামক) ব্যক্তির স্থানে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৬১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩০৪ ধারা।

(৪) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়া অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছ ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

[৩০৬ ধারা।]

(৫) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, আনন্দ মত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিলে তুমি তাহার আত্মঘাতী হইবার সহায়তা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

[৩২৫ ধারা।

(৬) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ইচ্ছাপূর্ব্বক অমুকের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

[৩৯২ ধারা।]

(৭) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে দস্যুতা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য করিয়াছ।

[৩৯৫ ধারা।]

(৮) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ডাকাইতী করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

[১৬৬ ধারা।]

(৯) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুক কর্ম্ম করিয়াছিলা (কিম্বা বিষয় বিশেষ অমুক কর্ম্ম কর নাই) ও তোমার সেই কর্ম্ম অমুক সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানের বিপক্ষে অমুকের বিঘ্নজনক ছিল ইহা জানিতা ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

[১৯৩ ধারা।]

(১০) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওনকালে এই কথা কহিয়াছিলা যে"

"আর তুমি সেই কথা মিথ্যা জানিয়া কিম্বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া কহিলা ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

মাজিষ্ট্রেটেরদ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে "সেশন আদালতের বিচার্য্য" এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে। (গ) প্রকরণে "উক্ত আদালতেরদ্বারা" এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

(২)—অভিযোগের দুই কি তদধিক দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রী অমুক আমি শ্রী অমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

[দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ও ২৪২ ধারা।]

(খ) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম বলিয়া অমুক (নামক) ব্যক্তিকে দিয়াছিলা। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া তাহা অকৃত্রিমরূপে গ্রহণ করিতে অমুকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলা। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(গ) অতএব উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয় আমার এই আদেশ
[মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর।]

[৩০২ ও ৩০৪ ধারা।]

(খ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে এই রূপ কথা লেখা যাইতে পারিবে। প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

[৩৭৯ ও ৩৮২ ধারা।]

(খ) প্রকরণের পরিবর্ত্ত এই কথা। প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুখ তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলা। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

তৃতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করণের পর পলায়ন করিতে পারিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলা ইহাতে ভারতবর্ষেরর দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

চতুর্থ। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, চৌর্য্যক্রমে অপহৃত দ্রব্য রাখিতে পার এই নিমিত্তে কোন ব্যক্তির পীড়া দিবার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছ ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

[১৯৩ ধারামতে অনুকল্পে অভিযোগ।]

(খ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে এই কথা।—অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুক ব্যাপারের তদন্ত লওনসময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিলা যে "

" এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার করণ সময়ে সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিলা যে" "ইহার মধ্যে এক কথা তুমি মিথ্যা জানিতা কিম্বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতা কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতা না। ও ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে বিচার হইলে, "সেশন আদালতের বিচার্য্য" এই কথা ত্যাগ করিয়া "আমার বিচার্য্য" এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে এবং "উক্ত আদালতের দ্বারা" এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

চতুর্থ তফসীল।

অর্থ করিবার মন্তব্য কথা।—১ প্রথম। এই তফসীলের ২ ও ৬ ঘরে অর্থাৎ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত "অপরাধের" ও "দণ্ডের" ঘরে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ভিন্ন২ ধারার লিখিত অপরাধের ও দণ্ডের অর্থ করা, কিম্বা ঐ২ ধারার চুম্বক লেখা অভিপ্রায় নহে। কেবল প্রথম ঘরে যে ধারার নম্বর দেওয়া গেল সেই ধারার লিখিত কথার উল্লেখ করা অভিপ্রায়।

২ দ্বিতীয়। ৫ ঘরে "হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না" এই কথা এই আইনের ৩৮৮ ও ৩৮৯ ধারার বিধানের সঙ্গে ধরিতে হইবে।

৩ তৃতীয়। ৭ ঘরে যে আদালত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদপেক্ষা উচ্চ আদালতেও অপরাধের বিচার হইতে পারিবে। যথা ৭ ঘরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচার্য্য বলিয়া যে অপরাধ লেখা হইয়াছে, সেশন আদালতেও তাহার বিচার হইতে পারিবে।

৪ চতুর্থ। ৭ ঘরে "কোন মাজিষ্ট্রেট" এই শব্দ থাকিলে তন্মধ্যে প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট গণ্য।

৫ পঞ্চম। বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশের সাধারণ আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে২ দেশে প্রচলিত নয়, সেই২ দেশের স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করেন তাঁহারা তত্তদ্দেশে এই আইনের দত্ত ক্ষমতাতে কার্য্য করিবেন।

৬ ষষ্ঠ। এই তফসীলের শেষ ভাগে "অন্যান্য আইনের বিপক্ষ অপরাধ" এই শীর্ষকের নিম্নে যে অপরাধের যে দণ্ড নিরূপণ হইয়াছে, ঐ২ আইনে সেই অপরাধের মোকদ্দমায় যে কার্য্যপ্রণালী নিরূপণ হইল এই তফসীলের সেই শেষ ভাগের দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন কি ব্যতিক্রম হইবে না।

৭। সপ্তম। ১৮৪ ও ১৪৯ ও ১৫০ ধারায় মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি স্বীয় বিবেচনাধীনে কর্ম্ম করিবার যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাঁহারা সাধারণে সেই ক্ষমতানুসারে যে রূপে কার্য্য করিবেন তাহা নির্দ্দেশ করণার্থে ৪ ঘরের কথা লেখা হইয়াছে কিন্তু আইনের ৪ ধারায় সমনের মোকদ্দমার ও ওয়ারন্টের মোকদ্দমার যে অর্থ নিরূপণ হইয়াছে এই তফসীলের ৪ ঘরের কথায় তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।

৫ পঞ্চম অধ্যায় অপরাধের সহায়তার কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
১০৯	কোন অপরাধের সহায়তা হওয়া প্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে ও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধি না থাকিলে, সেই সহায়তা।	সাহায্যকরা অপরাধহেতুক ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধহেতুক ওয়ারন্ট কিম্বা সমন, যাহা হইতেপারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে।	সাহায্য করা অপরাধেরনিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে, সহায়তারও তেমনি।	অপরাধের যে দণ্ড সহায়তারও সেই দণ্ড	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
১১০	যে ব্যক্তির সাহায্য হয় সে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায়ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে ক্রিয়া করিলে অপরাধের সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১১১	উপবিধি দৃষ্টে, এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া অন্য ক্রিয়া হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধের সহায়তা করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই অপরাধের দণ্ড।	ঐ
১১৩	যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় তাহাতে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায়মত ফল না হইয়া ভিন্ন ফল হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধ হইল তাহার দণ্ড।	ঐ
১১৪	অপরাধ হইবার সময়ে সহায়ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১১৫	প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তা। ঐ সহায়তাপ্রযুক্ত সেই অপরাধ না করা গেলে	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধহেতুক ওয়ারণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ
	ঐ সহায়তাপ্রযুক্ত অপকারজনক ক্রিয়া করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড।	ঐ
১১৬	যে অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড হইতে পারে, তাহার সহায়তা। ঐ সহায়তাপ্রযুক্ত ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশকাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	অপরাধ যাহার নিবারণ করা উচিত এমত রাজকীয় কার্য্যকারক সহায় হইলে কি তাহার সহায়তা করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ
১১৭	সাধারণ লোকদের কি দশ জনের অধিকের কৃত কোন অপরাধের সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৪ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য।
১১৮	যে অপরাধের প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গোপনে রাখন। ঐ অপরাধ করা গেলে	সাহায্য করা অপরাধহেতুক ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধহেতুক ওয়ারন্ট কিম্বা সমন, যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে।	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
	ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১১৯	রাজকীয় যে কার্য্যকারকের যে অপরাধ নিবারণ করা কর্ত্তব্য তাহা করিবার কল্পনা তাঁহার গুপ্ত রাখন। ঐ অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কালপর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	ঐ অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ

	অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজিরজামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়।	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১২০	যে অপরাধের নিমিত্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখণ। ঐ অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কালপর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারা দণ্ড হইতে পারে তাহার অষ্টমাংশ কালপর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়। রাজবিদ্রোহ অপরাধের বিধি।

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বিনা বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
১২১	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকরণ কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করণ কি যুদ্ধের সহায়তা করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড	সেশন আদালত।
১২১ক	রাজদ্রোহসূচক কোন২ অপরাধ করিবার ষড়যন্ত্র করণ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কি তাহার ন্যূন কাল দ্বীপান্তরপ্রেরণ দণ্ড কিম্বা দশবৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ
১২২	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা দশবৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড	ঐ
১২৩	যুদ্ধ করিবার কল্পনা সুগম করিবার মানসে তাহা গুপ্ত রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ
১২৪	আইনমত ক্ষমতাক্রমে কোন কার্য্য বলপূর্ব্বক করাইবার কি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণর জেনেরল সাহেবের কি গবর্ণর সাহেব প্রভৃতির উপর আক্রমণ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ

১২৪ক	রাজ্যের প্রতি অভক্তির উৎসাহ দেওন কিম্বা দিবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড কিম্বা তিন বৎসরপর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড	ঐ
১২৫	আশিয়া দেশীয় যে রাজা মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন হন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধকরণ কি ঐ যুদ্ধের সাহায্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড, কিম্বা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড, কিম্বা অর্থদণ্ড	ঐ
১২৬	মহারাণীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন কোন রাজার দেশে উপদ্রব করণ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড, ও কোন২ প্রকারের সম্পত্তি দণ্ড	ঐ
১২৭	১২৫ ও ১২৬ ধারার লিখিতমতে যুদ্ধ কি উপদ্রবদ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১২৮	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধধৃত কয়েদী রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকিলে তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১২৯	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধধৃত বন্দী রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকিলে তাঁহাকে অনবধানে পলাইতে দেওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	৩ বৎসরপর্য্যন্ত সামান্য কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশনআদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৩০	তদ্রূপ বন্দির পলায়নের সাহায্য বা তাহাকে রক্ষাকরণ কি আশ্রয় দেওন কিম্বা পুনরায় ধৃত করণের বাধাকরণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশনআদালত

৭ সপ্তম অধ্যায় — সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজ সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বিনা বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
১৩১	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহিতা করিবার সহায়তা কি তাহাকে রাজবাধ্যতাহইতে কি কর্ত্তব্য কর্ম্মহইতে বিমুখ করাইবার উদ্যোগ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশনআদালত
১৩২	রাজদ্রোহের সহায়তাপ্রযুক্ত রাজদ্রোহ হইলে সেই সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ, কিম্বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১৩৩	উপরিস্থ কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্ম করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের আক্রমণ করিবার সহায়তা ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড...	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৩৪	উক্ত আক্রমণ হইলে তাহার সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশনআদালত
১৩৫	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিকের পলায়নের সহায়তা	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১৩৬	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক পলাতক হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৭	বাণিজ্যজাহাজের স্বামির কিম্বা অধ্যক্ষের অমোনযোগেতে ঐ জাহাজে পলাতকের লুকাইয়া থাকন	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	৫০০ টাকা অর্থদণ্ড	ঐ
১৩৮	সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের অবাধ্য ভাবের কোন ক্রিয়ার সহায়তা। তৎপ্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৪০	কোন ব্যক্তি আপনাকে সিপাহী বলিয়া জানাইবার অভিপ্রায়ে সিপাহীর পোসাক পরিধান কি কোন চিহ্ন ধারণ করণ	ঐ	সমন	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোনমাজিষ্ট্রেট
	৮ অষ্টম অধ্যায়। — সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তিভঞ্জনাপরাধের বিধি।					
১৪৩	বেআইনীমত জনতাতে মিলিত হওন	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	৬ মাসপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	কোনমাজিষ্ট্রেট
১৪৪	প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনীমত জনতার সহিত মিলিত হওন	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কম্বিা অর্থ দণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
১৪৫	বেআইনীমত জনতার লোকদিগকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার সহিত মিলিত হওন কি তন্মধ্যে থাকন	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	কোনমাজিষ্ট্রেট
১৪৭	হুঙ্গমা করণ	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৮	প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হুঙ্গমা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৪৯	বেআইনীমত জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে ঐ জনতার অন্য প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের অপরাধী হয়	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারন্টক্রমে কিম্বা ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে তদনুসারে	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ধৃত করিবার ওয়ারন্ট কি সমন, ইহার মধ্যে যাহা হইতে পারে তাহা	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে	অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ড সেই দণ্ড	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

১৫০	বেআইনীমত জনতায় মিলিত হইবার জন্যে কোন লোকদিগকে ঠিকা করিয়া রাখণ কি তাহাদের সঙ্গে করার করণ কি তাহাদিগকে নিযুক্ত করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঠিকা রাখা কি করার করা কি নিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করে তাহার নিমিত্তে সমন বা ওয়ারন্ট হইতে পারে	ঐ	ঐ জনতার লোক হওয়ার দণ্ডের তুল্য, ও সেই জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে সেই অপরাধের দণ্ড	ঐ
১৫১	পাঁচ কি তদধিক লোকের জনতাকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইলে পর জানিয়া শুনিয়া সে জনতায় মিলিত হওন কি থাকন	ঐ	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোনমাজিষ্ট্রেট
১৫২	রাজকীয় কার্য্যকারক হঙ্গমাপ্রভৃতি নিবারণ করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করণ কি তাঁহার বাধা দেওন	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	সেশন অদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৫৩	হঙ্গমা করাইবার অভিপ্রায়ে অকারণে রাগ জন্মাওন হঙ্গমা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
	হঙ্গমা না হইলে	ঐ	সমন	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৫৪	হঙ্গমা প্রভৃতির সম্বাদ ভূমির স্বামির কি দখীলকারেরনা দেওন	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
১৫৫	যাহার উপকারার্থে কি সপক্ষে হঙ্গমা হয় তাহার ঐ হঙ্গমা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায় মতে কার্য্য না করণ	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	অর্থদণ্ড	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৫৬	যে স্বামির কি দখীলকারের উপকারার্থে হঙ্গমা হয় তাহার গোমাস্তার তাহা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৭	বেআইনীমত জনতার নিমিত্তে যাহাদিগকে ঠিকা করিয়া রাখা যায় তাহাদিগকে আশ্রয় দেওন	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৫৮	বেআইনীমত জনতাতে কি হঙ্গমাতে সাহায্য করিবার জন্যে ঠিকারূপে নিযুক্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	কিম্বা অস্ত্র লইয়া গমন করণ	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৬০	দাঙ্গা করণ	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	একমাসপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা এক শতটাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	কোনমাজিষ্ট্রেট

৯ নবম অধ্যায়। — রাজকীয় কার্য্যকারকদ্বারা কি তৎসম্পার্কীয় অপরাধের বিধি।

১৬১	রাজকীয় কর্ম্মকারক হইয়া কি হইবার অপেক্ষা করিয়া স্বীয় পদ সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করণার্থে আইনমত বেতনভিন্ন পারিতোষিক গ্রহণ করণ	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৬২	দূষণীয় কি বেআইনীমত উপায়ে রাজকীয় কার্য্যকারককে লওয়াইবার জন্যে পারিতোষিক গ্রহণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৬৩	রাজকীয় কর্ম্মকারকের নিকটে স্বীয় প্রতিপত্তিক্রমে কোন কার্য্য করাইবার জন্যে পারিতোষিক গ্রহণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৬৪	রাজকীয় কর্ম্মকারকের সম্পার্কে ইহার পূর্ব্ব দুই ধারার অপরাধ হইলে নিজ দ্বারা তাহার সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৬৫	রাজকীয় কার্য্যকারক যে মোকদ্দমা শুনেন কি যে কার্য্য করেন তাহার সম্পার্কযুক্ত ব্যক্তির স্থানে বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসরপর্য্যন্ত সামান্য কারা দণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৬৬	কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে আইনের বিধি রাজকীয় কার্য্যকারকের না মানন	ঐ	ঐ	ঐ	১বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
১৬৭	হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কর্ম্মকারকের অশুদ্ধ দলীল করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৮	রাজকীয় কার্য্যকারকের বেআইনী মতে বাণিজ্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের, বেআইনী মতে সম্পত্তি ক্রয় করণ কি নীলামে ডাকন	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড। এবং সম্পত্তি ক্রয় করা গেলে ঐ সম্পত্তিদণ্ড	ঐ
১৭০	কোন ব্যক্তি আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাওন	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
১৭১	প্রতারণাভাবে রাজকীয় কর্ম্মকারকের পোসাক কি চিহ্ন পরিধান করণ কি ধারণ	ঐ	সমন	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১০ দশম অধ্যায়। — রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞার কথা।

১৭২	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্থানে সমন কি অন্য পরওয়ানা না পাইবার জন্যে পলায়ন করণ	ওয়ারেন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	১ মাসপর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	সমনে কি নোটিসে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৩	কোন সমন কি নোটিস দেওয়া কি লটকাইয়া দেওয়া নিবারণ করণ কিম্বা লটকাইয়া দেওয়া গেলে তাহা উঠাইয়া দেওন কি ঘোষণা নিবারণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	ঐ সমন প্রভৃতিতে ব্যক্তির স্বয়ং অদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৪	স্থানবিশেষে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইনমত আজ্ঞা অমান্য করণ, কিম্বা অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যাওন	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হওন প্রভৃতি আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পালীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বচার্য্য।
১৭৫	আইনমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে দলীল উপস্থিত কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩২ অধ্যায়ের বিধানমতে সেই আদালত কিম্বা অপরাধ আদালতে না হইলে প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	সেই দলীল আদালতে উপস্থিত কি অর্পণ করিবার আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে নোটিস কি সম্বাদ দিতে আইন মতে বদ্ধ হইয়া তাহা দেওনে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	সেই নোটিস কি সম্বাদ অপরাধ প্রভৃতি করণ বিষয়ের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১৭৭	রাজকীয় কার্য্যকারককে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সম্বাদ দেওন।	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লইয়া যাইতে পারে	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	প্রয়োজনীয় সম্বাদ অপরাধপ্রভৃতি করণ বিষয়ের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৮	রাজকীয় কার্য্যকারক নিয়মিত রূপে শপথ করিতে আজ্ঞা করিলে শপথ করিতে অস্বীকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	যে আদালতে অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩২ অধ্যায়ের বিধানমতে সেই আদালত কিম্বা আদালতে অপরাধ না হইলে প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৭৯	সত্য কহিতে আইনমতে বদ্ধহইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮০	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে যে কথার বর্ণনা করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইলেও অস্বীকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮১	রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে শপথ করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক সত্য বলিয়া মিথ্যা কথা কহন	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশনআদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়া-রন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্র-থমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদাল-তের বচার্য্য।
১৮২	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমত ক্ষমতাক্রমে অন্য ব্যক্তিকে হানি কি ক্লেশ দেন এই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে মিথ্যা সম্বাদ দেওন	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্র-কারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম কি দ্বি-দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৮৩	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাতে সম্পত্তি লইতে গেলে বলপূর্ব্বক তাঁহার বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতা-ক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্যে প্রকাশ হয় তাহা বিক্রয়ের বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্র-কারের কারা দণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮৫	আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তির নীলাম হওনকালে আইনক্রমে অক্ষম ব্যক্তির তাহা ক্রয় করিবার মূল্য ডাকন কিম্বা ডাকিলে যে দায় ঘটে তাহা সফল করিবার মা-নস বিনা ডাকন	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্র-কারের কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্বীয় প-দের কর্ম্মকরণকালে তাঁহাকে বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্র-কারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১৮৭	রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করিতে আইনমতে আবদ্ধ হইয়া তাহা না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারা দণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	পরওয়ানামতে কার্য্য করণার্থে কি অপরাধ প্রভৃতি নিবারণার্থে রাজকীয় কার্য্যকারক সাহায্য চাহিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সাহায্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারা দণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮৮	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে যে আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা অমান্য করণ, সেই অমাননে ন্যায্য কর্ম্মে প্রবর্ত্ত ব্যক্তিদের বাধা কি ক্লেশ কি হানি হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারা দণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড।	ঐ
	সেই অমাননে মনুষ্যের প্রাণের কি স্বাস্থ্যের কি নিরাপদ প্রভৃতির আশঙ্কা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের পদসংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিবার কি না করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যে তাঁহার, কিম্বা যে ব্যক্তির লাভালাভেতে তাঁহার সম্পর্ক থাকে তাঁহার হানি করিবার ভয়দর্শাওন	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৯০	কোন ব্যক্তি হানী হইতে রক্ষা পাইবার জন্যে আইনমতে দরখাস্ত না করে এই কারণে তাহাকে ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১১একাদশ অধ্যায়। — মিথ্যা প্রমাণের ও সাধারণের যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক অপরাধের বিধান।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
১৯৩	মোকদ্দমাপ্রভৃতি কার্য্যেতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	অন্য কোন স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ
১৯৪	কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের অপরাধ নির্ণয় হয় এই মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা কঠিন পরিশ্রম সহিত ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশন আদালত।
	তদ্দ্বারা নির্দ্দোষি ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া প্রাণদণ্ড হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কিম্বা উক্তদণ্ড	ঐ
১৯৫	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি সাত বৎসরের অধিককাল কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ নির্ণয় হইবার মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের যে দণ্ড সেই	ঐ

১৯৬	প্রমাণ মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিয়া মোকদ্দমাপ্রভৃতি কার্য্যে তাহার ব্যবহার করণ	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	ঐ প্রমাণ দেওনাপরাধের জন্যে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের কি প্রস্তুত করণের যে দণ্ড সেই	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৯৭	যে বৃত্তান্ত বিষয়ে আইনমতে সর্টিফিকট প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হয় জ্ঞানপূর্ব্বক সেই বৃত্তান্তের মিথ্যা সর্টিফিকট দেওন কি তাহাতে স্বাক্ষর করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের যে দণ্ড সেই	ঐ
১৯৮	কোন সর্টিফিকট গুরুতর অংশে মিথ্যা জানিয়া প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৯৯	যে নির্দ্দেশ বাক্য আইনমতে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হয় তন্মধ্যে মিথ্যা উক্তি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০০	সেইরূপ নির্দ্দেশবাক্য মিথ্যা জানিয়া সত্য বলিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০১	অপরাধিকে রক্ষা করণার্থে অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য করণ কিম্বা তাহার মিথ্যা সন্ধান দেওন। প্রাণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পালীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
	দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসরের ন্যূন] কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের জন্যে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হয় তাহার চতুর্থাংশকাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম শ্রেণীর জিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২০২	যে ব্যক্তি আইনমতে অপরাধের সম্বাদ দিতে আবদ্ধ তাহার জ্ঞান পূর্ব্বক সম্বাদ না দেওন	ঐ	সমন	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২০৩	যে অপরাধ করা গিয়াছে তাহার মিথ্যা সম্বাদ দেওন	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২০৪	কোন দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহা গুপ্ত কি নষ্ট করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২০৫	কোন মোকদ্দমায় কি ফৌজদারী নালিশে কোন কর্ম্মের কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কিম্বা হাজিরজামিন কি প্রতিভূহইবার জন্যে আপনাকে অন্য ব্যক্তিরূপে পরিচয় দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

২০৬	দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থ দণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে তাহা প্রতারণাভাবে স্থানান্তর কি গোপন করণ প্রভৃতি	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৭	দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয়, এই নিমিত্তে স্বত্ব না থাকিলে সেই সম্পত্তির দাওয়া করণ কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় কোন সত্ব বিষয়ে প্রতারণার কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০৮	যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রীহইতে দেওন কিম্বা ডিক্রীরটাকা দেওয়া গেলে পর তাহা জারী হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২০৯	আদালতে মিথ্যা দাওয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ
২১০	যে টাকা পাওনা নয় তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী পাওন কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্য হইলে পর তাহা জারী করাওন	ঐ	ঐ	ঐ	২বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২১১	হানি করিবার মানসে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
	যে অপরাধের অভিযোগ হইল তদর্থে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কিম্বা ৭বৎসর কি তদধিক কোন কারাদণ্ডহইতেপারিলে	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
২১২	অপরাধিকে আশ্রয় দেওন, প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৩	অপরাধিকে দণ্ডহইতে রক্ষা করণার্থে দানাদি গ্রহণ। প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশন আদালত।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ কি ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৪	অপরাধী রক্ষা হয় এই জন্যে সম্পত্তি ফিরিয়া দেওয়াইবার নিমিত্ত দানকরণ। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশন আদালত।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশকাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৫	অপরাধদ্বারা কোন ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি হরণ হইয়াছে অপরাধিকে ধৃত না করাইয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবার সাহায্যার্থে দান গ্রহণকরণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
২১৬	অপরাধী কয়েদ হইতে পলাইলে কি তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা বাহির হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৭	ব্যক্তিদের দণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক আইনের আজ্ঞা অমান্য করণ	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	২বৎসর পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২১৮	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারকের অশুদ্ধ রিকার্ড কি লিপি করণ	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ কি ঐ দুই দণ্ড ...	সেশন আদালত

২১৯	মোকদ্দমাপ্রভৃতিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের কোন আজ্ঞা কি রিপোর্ট কি ফয়সলা কি নিষ্পত্তি আইনবিরুদ্ধ জানিয়া করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২২০	কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে কিম্বা কারাগারে সমর্পণ করা আইনবিরুদ্ধ জানিয়া ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সেই কার্য্য করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২২১	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে অপরাধিকে ধরিতে বদ্ধ হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ধরিবার ক্রটি করণ। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ...	ঐ
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ...	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	১০ বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২২	আদালতের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধরিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহাকে ধরিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রটিকরণ। ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ...	সেশন আদালত।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কি তদধিককাল কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করিবার আজ্ঞা হইলে ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড। ...	সেশন অদালত।
	১০ বৎসরের ন্যুন কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের অনবধানতায় কোন ব্যক্তিকে কারাহইতে পলাইতে দেওন ...	ঐ	সমন	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২৪	আইনমতে ধৃত না হওনের জন্যে কোন ব্যক্তির বলপূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	ঐ
২২৫	আইনমতে অন্য ব্যক্তির ধৃত না হওনের জন্যে বলপূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন কিম্বা তাহাকে আইনমত আসেধ হইতে ছাড়াইয়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগহইলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশনআদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

	প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	সেশন আদালত।
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর কি তদধিক কাল দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করণ দণ্ডের কি কারা দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ
২২৫ক	সদাচারের প্রতিভূ না দেওন প্রযুক্ত আসিদ্ধ হইয়া পলায়নকরণ কিম্বা। পলাইবার উদ্যোগ করণ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	এক বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২৬	দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়া বেআইনীমতে প্রত্যাগমন ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও তৎপূর্ব্বে অর্থদণ্ড ও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ...	সেশন আদালত।
২২৭	দণ্ড ক্ষমা হইবার নিয়ম লঙ্ঘন ...	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	প্রথম আজ্ঞামত দণ্ড। তাহার কিঞ্চিৎ ভোগ হইয়া থাকিলে অবশিষ্টকাল ভোগ	প্রথম অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদলত।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বচার্য্য।
২২৮	মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচার কালে জ্ঞানপূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যকারকের অপমান করণ কি বাধা দেওন ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	এই আইনের ৩২ অধ্যায়ের বিধানবশে যে আদালতে অপরাধ হয় সেই আদালত।
২২৯	আপনাকে জুরির কি আসেসরের ন্যায় দেখান	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব।
	১২ দ্বাদশ অধ্যায়। মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাপ সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।					
২৩১	মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিমকরণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	সেশন আদালত।
২৩২	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ

২৩৩	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৩৪	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার নিমিত্তে যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	সেশন আদালত।
২৩৫	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার জন্যে কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	মহারাণীর মুদ্রা হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশন আদালত।
২৩৬	ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করণের সাহায্য করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে তদ্রূপ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তার যে দণ্ড সেই ...	ঐ
২৩৭	মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৩৮	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পালীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
২৩৯	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা নিকটে রাখণ ও অন্য ব্যক্তিকে দেওন প্রভৃতি ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৪০	মহারাণীর মুদ্রা সম্পর্কে ঐ অপরাধ ...	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ
২৪১	মুদ্রা প্রাপ্তিকালীন কৃত্রিম না জানিয়া পরে তাহা কৃত্রিম জ্ঞানে অকৃত্রিম বলিয়া অন্যকে দেওন...	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা কৃত্রিম মুদ্রার মূল্যের দশগুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৪২	কৃত্রিম মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট
২৪৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ
২৪৪	মুদ্রা যে ওজনের ও যে ধাতুর মত দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে তদন্যথায় টাকশালে কর্ম্মকারি ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত।

২৪৫	মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন যন্ত্র টাকশালহইতে বেআইনীমতে বাহির করিয়া লওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৪৬	মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত থাকা উচিত তাহা শঠতাক্রমে ন্যূন করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৪৭	মহারাণীর মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত থাকিতে হয় তাহা শঠতাক্রমে ন্যূন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ
২৪৮	কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ
২৪৯	মহারাণীর মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ
২৫০	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর জানিয়া অন্যকে দেওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ
২৫১	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
২৫২	রূপান্তর করা মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখণ ...	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৫৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৫৪	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে রূপান্তর করা না জানিয়া, পরে অকৃত্রিম বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে দেওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা মুদ্রার মূল্যের দশগুণ অর্থদণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট্।
২৫৫	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্পা কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	সেশন আদালত
২৫৬	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্পা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ
২৫৭	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্পা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৫৮	গবর্ণমেণ্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্পা বিক্রয় করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

২৫৯	গবর্ণমেণ্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প নিকটে করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৬০	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিমমতে ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড ...	ঐ
২৬১	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প যাহাতে থাকে এমত পত্রাদি হইতে কোন লিখন উঠাইয়া দেওন কিম্বা দলীলে যে ইষ্টাম্প দেওয়া গেল গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহা উঠাইয়া লওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	ঐ
২৬২	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা ব্যবহার করণ। ...	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৬৩	ইষ্টাম্প ব্যবহার হইল ইহার চিহ্ন উঠাইয়া দেওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	সেশনআদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।—ওজন ও পরিমাণ সম্পর্কীয় অপরাধের কথা।						
২৬৪	ওজন করিবার অপ্রকৃত যন্ত্রের শঠতাক্রমে ব্যবহার ...	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধারা	অপরাধ	পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য
২৬৫	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৬৬	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রতারণার কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্যে নিকটে রাখণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৭	প্রতারণার কার্য্যের নিমিত্তে অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি নির্ম্মাণ কি বিক্রয় করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।— সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের কি স্বচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির ব্যাঘাতজনক অপরাধের বিধি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬৯	যে কর্ম্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া অনবধানে সেই কর্ম্ম করণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৭০	যে কর্ম্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া দ্বেষপূর্ব্বক ঐ কর্ম্ম করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	ঐ

২৭১	ক্কারাণ্টাইন বিধি জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করণ	বিনা পরওয়ানাতে ধৃত করিবে না ...	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	ঐ
২৭২	মনুষ্যের আহারীয় কি পানীয় যে দ্রব্য বিক্রয়ার্থে হয় তাহাতে দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অস্বাস্থ্যজনক করণ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৭৩	আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য পীড়াজনক জানিয়া মনুষ্যের আহার কি পানার্থে বিক্রয় করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৪	বিক্রয়ার্থ কোন্ বণিক কি ঔষধীয় দ্রব্যের গুণ খর্ব্ব করণার্থে কি তাহার ফল পরিবর্ত্তনার্থে কি তাহা পীড়াজনক করণার্থে তাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৫	যাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইয়াছে জানিয়া এমত কোন বণিক কি ঔষধের প্রস্তুত করা ঔষধালয়হইতে বিক্রয়ার্থে দেওন কি বাহির হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৬	কোন বণিক কি ঔষধ দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক অন্য বণিক কি ঔষধীয় দ্রব্যস্বরূপে ঔষধালয়হইতে বিক্রয় করণ কি বাহির হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পালীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে, ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
২৭৭	সাধারণের ব্যবহার্য্য উমুইর কি জলাশয়ের জল ময়লা করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
২৭৮	বায়ু পীড়াজনক করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড ...	ঐ
২৭৯	রাজপথে মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনকরূপে অতিবেগে কি অমনোযোগে গাড়ি ঘোড়াপ্রভৃতি চালাওন	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৮০	মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনকরূপে দুসাহসে কি অমনোযোগে নৌকাদি চালাওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮১	মিথ্যা আলো কি চিহ্ন কি বয়া দেখান	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	সেশন আদালত।
২৮২	নৌকাদির অবস্থা কি বোঝাই বুঝিয়া প্রাণের আশঙ্কা হইতে পারিলেও ভাড়া লইয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ নৌকাদিতে লওন ...	ঐ	সমন	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথমকি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

২৮৩	রাজপথে কি নৌকার পথে শঙ্কট কি বাধা কি হানিজনক কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড ...	ঐ
২৮৪	বিষ্ফল দ্রব্য লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কার্য্য করণ	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৮৫	অগ্নি কি আশু জ্বলনীয় বস্তু লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কর্ম্ম করণ ...	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	কোন মাজিষ্ট্রেট।
২৮৬	যাহা শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমন দ্রব্যেতে তদ্রূপ কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৭	কোন কলেতে তদ্রূপ কার্য্য করণ	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮৮	কোন ঘর ভাঙ্গিতে কি সারাইয়া দিতে যাহার অধিকার থাকে তাঁহার ঐ ঘর পতনে মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা সম্ভাবনা নিবারণের কার্য্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৯	কোন জন্তুর দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি ভারি পীড়া নিবারণার্থে ঐ জন্তুকে উপযুক্ত মতে না রাখণ	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	কোন মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৯০	সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম করণ	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড ...	কোন মাজিষ্ট্রেট।
২৯১	অনিষ্টজনক কর্ম্ম নিবৃত্ত করিবার আজ্ঞা হইলেও নিবৃত্ত না করণ	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৯২	শৃঙ্গাররস ঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয়াদি করণ ...	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৯৩	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয় করণ কি দর্শনার্থে নিকটে রাখণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪	শৃঙ্গারস ঘটিত কুৎসিত গীত গান করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪ক	শর্ত্তি খেলিবার কার্য্যালয় রাখণ	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	ছয়মাস পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	শর্ত্তি খেলা কম্পার্কীয় প্রসঙ্গ প্রকাশ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড ...	ঐ

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়। — ধর্ম্মসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

২৯৫	কোন জাতীয় লোকদের ধর্ম্ম অবহেলা করণাভিপ্রায়ে ভজনালয় কি পবিত্র বস্তু নষ্ট কি ক্ষতি কি অশুচি করণ ...	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৯৬	ঈশ্বর ভজনার্থে সংগৃহীত লোকদিগকে বাধা দেওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	ঐ
২৯৭	কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার কিম্বা ধর্ম্ম অবহেলা করিবার কিম্বা শবের প্রতি অবজ্ঞাভাবে কর্ম্ম করিবার জন্যে ভজনালয়ে কি সমাধিস্থানে প্রবেশ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৮	ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার জন্যে তাহার শ্রুতিগোচরে কোন কথা কহন কি শব্দ করণ কিম্বা তাহার সাক্ষাতে অঙ্গভঙ্গি করণ কি কোন দ্রব্য রাখণ	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৬ ষোড়শ অধ্যায়। — মনুষ্যের শরীর সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

প্রাণের হানিজনক অপরাধ।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
৩০২	জ্ঞান কৃত বধ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড ...	সেশন আদালত।
৩০৩	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক জ্ঞানকৃত বধ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড ...	ঐ
৩০৪	জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা যে কার্য্যদ্বারা মৃত্যু হয় তাহা প্রাণনাশাদির অভিপ্রায়ে করা গেলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ
	প্রাণনাশাদির সম্ভাবনা জানিয়া কিন্তু তদভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড ...	ঐ
৩০৪ক	দুঃশাহসে কিম্বা অনবধানতাতে কোন কার্য্য করিয়া মৃত্যুর কারণ হওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	দুই বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৩০৫	বালকের কি ক্ষিপ্তচিত্ত কি বিকৃত মনা কি জড় কি উন্মত্ত ব্যক্তির আত্মঘাতের সহায়তা ...	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩০৬	আত্মঘাতের সহায়তা ...	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ
৩০৭	বধ করিবার উদ্যোগ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ...	ঐ
৩০৮	অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিবার উদ্যোগ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড ...	ঐ
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	৭বৎসর পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	ঐ
৩০৯	আঘাতের উদ্যোগ ...	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩১১	ঠগ হওন ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড ...	সেশন আদালত।

গর্ব্ভপাত করণ ও অজাত অপত্যের হানি করণ ও শিশু পরিত্যাগ করণ ও জন্ম গুপ্ত রাখণের কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে, ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
৩১২	গর্ব্ভপাত করণ ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড ...	সেশন আদালত।
	গর্ব্ভে জীবসঞ্চার হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ
৩১৩	গর্ব্ভিণীর অনুমতি বিনা গর্ব্ভপাত করাওন ...	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩১৪	গর্ব্ভপাত করণাভিপ্রায়ে যে ক্রিয়া করা যায় তদ্দ্বারা মৃত্যু হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ-দণ্ড	ঐ
	গর্ব্ভিণীর অনুমতি বিনা ঐ ক্রিয়া করা গেলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ
৩১৫	অপত্য জীবিত না জন্মিবার কি ভূমিষ্ঠ হইলে মরিবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩১৬	অপরাধযুক্ত হত্যার তুল্যকার্য্য-দ্বারা জীবসঞ্চারিত গর্ব্ভ নষ্ট করণ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

৩১৭	১২ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে পরিত্যাগ করণাভিপ্রায়ে তাহাকে পিতামাতার কি রক্ষকের ফেলিয়া যাওন	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	ঐ
৩১৮	শিশুর মৃত দেহ গুপ্তকরণদ্বারা জন্ম গুপ্ত করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড...	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	পীড়ার কথা।					
৩২৩	ইচ্ছাপুর্ব্বক পীড়া জন্মাওন ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	কোন মাজিষ্ট্রেট
৩২৪	সঙ্কট জনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ের ইচ্ছাপুর্ব্বক পীড়া জন্মাওন ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	সেসনআদালত কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩২৫	ইচ্ছাপুর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩২৬	সঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপুর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বচার্য্য।
৩২৭	দ্রব্য কি মূল্যবান নির্শনপত্রহরণ করণার্থে কি বেআইনীমত যে কার্য্যদ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	সেশন আদালত।
৩২৮	পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে চেতনকারক বণিক দ্রব্য সেবন করাণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩২৯	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কিম্বা বেআইনীমত যে কার্য্যদ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিং১০বৎসর পর্য্যন্ত কোনএক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ
৩৩০	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ
৩৩১	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ

৩৩২	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণের জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশনআদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশন আদালত।
৩৩৪	গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তির দ্বারা রাগ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন ...	ঐ	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৫	গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তির দ্বারা রাগ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে গুরুতর পীড়া জন্মাওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	সেশন আদালত কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৬	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি অন্যদের নিরাপদের ব্যাঘাতজনক কোন কার্য্য করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৭	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়াদ্বারা পীড়া জন্মাওন...	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৮	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনকক্রিয়াদ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ

অন্যায়মতে অবরোধের ও অন্যায়মতে বদ্ধ করণের কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
৩৪১	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	১ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড...	কোনমাজিষ্ট্রেট
৩৪২	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৩৪৩	তিন কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩৪৪	দশ কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৩৪৫	কোন ব্যক্তির মুক্তির জন্যে পরওয়ানা বাহির হইয়াছে জানিয়া তাহাকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখন ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও তদতিরিক্ত অন্য কোন ধারামত কারাদণ্ড ...	ঐ

৩৪৬	গোপনে অন্যায়মতে বন্ধকরণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৪৭	কোন দ্রব্য হরণ করিবার কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম প্রভৃতি করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ
৩৪৮	অপরাধ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার জন্যে কি সম্পত্তি প্রভৃতি উদ্ধার করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশের ও আক্রমণের কথা।					
৩৫২	গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলেও আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
৩৫৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারন্ট	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৪	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৫৫	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলে কোন ব্যক্তির অপমান করণার্থে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
৩৫৬	কোন ব্যক্তি পরিহিত কি বহিত দ্রব্য চুরী করণের উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড...	কোন মাজিস্ট্রেট।
৩৫৭	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিবার উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	ঐ
৩৫৮	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইলে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবেনা	সমন	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ২০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড...	ঐ

মনুষ্য চুরী ও বলপূর্ব্বক হরণ করণের ও দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক শ্রম করাইবার কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৬৩	মনুষ্য চুরী করণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৬৪	বধ করণার্থে মনুষ্য চুরী কি হরণ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ

৩৬৫	কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়মতে কয়েদ রাখিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	৭বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৬৬	কোন স্ত্রীর বিবাহ দেওন কি পুরুষের সঙ্গে অবিধিমতে সংসর্গ করাণ প্রভৃতির জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ
৩৬৭	কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাস প্রভৃতি করিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬৮	চুরি করা ব্যক্তিকে গুপ্ত কি বদ্ধ করিয়া রাখণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	চুরী কি হরণ করণের দণ্ড ...	ঐ
৩৬৯	বালকের গাত্রহইতে দ্রব্য হরণ করণার্থে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ
৩৭০	কোন ব্যক্তিকে দাসস্বরূপে ক্রয় কি হস্তান্তর করণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	ঐ
৩৭১	দাসদিগকে লইয়া নিত্য ব্যবসায় করণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বচার্য্য।
৩৭২	ব্যভিচারের জন্যে বালিকাকে বিক্রয় করণ কি ভাড়া দেওন ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	সেসনআদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৩৭৩	সেই কার্য্যের নিমিত্তে বালিকাকে ক্রয় করণ কি প্রাপ্ত হওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭৪	বেআইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাওণ ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড ...	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	বলাৎকারের কথা।					
৩৭৬	বলাৎকারকরণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি১০বৎসর পর্য্যন্ত কোনএক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	সেশন আদালত।
	অস্বাভাবিক অভিগমনের কথা।					
৩৭৭	অস্বাভাবিক অভিগমন ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড ...	সেশন আদালত।

১৭ অধ্যায়।—সম্পাত্তি উপর অপরাধের বিধি।—চৌর্য্যের কথা।

৩৭৯	চৌর্য্য ...	ওয়ারেন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৮০	গৃহে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে চৌর্য্য ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ
৩৮১	কেরাণী কি চাকরদ্বারা কর্ত্তার কি প্রভুর অধিকারস্থ সম্পত্তি চৌর্য্য...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৮২	চুরী করণার্থে কিম্বা তাহা করিবার পরে পলায়নার্থে কিম্বা অপহৃত সম্পত্তি রাখিবার জন্যে প্রাণনাশ করিবার কি পীড়া দিবার কি অবরোধ করিবার কিম্বা প্রাণনাশের কি পীড়ার কি অবরোধের আশঙ্কা জন্মাইবার উদ্যোগ করণপূর্ব্বক চৌর্য্য ...	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	সেশন আদালত।

অপহরণের কথা।

৩৮৪	অপহরণ করণ ...	ওয়ারেন্টবিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড ...	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
৩৮৫	অপহরণ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির হানি করিবার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	সেসনআদালত কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৮৬	প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করণ ...	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩৮৭	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ
৩৮৮	প্রাণদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় দর্শাইয়া অপহরণ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	যে অপরাধের ভয় দেখান যায় তাহা অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড	ঐ

৩৮৯	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ
	সেই অপরাধ অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড	ঐ
	দস্যুতা ও ডাকাইতীর কথা।					
৩৯২	দস্যুতা করণ ...	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিনপরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	সূর্য্যাস্ত হওনাবধি উদয় হওন পর্য্যন্ত কোন কালের মধ্যে রাজপথে দস্যুতা হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ
৩৯৩	দস্যুতা করণের উদ্যোগ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ
৩৯৪	দস্যুতা করণে কি করিবার উদ্যোগে কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন কিম্বা সেই দস্যুতার কার্য্যে সাধারণমতে অন্য ব্যক্তির লিপ্ত হওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
৩৯৫	ডাকইতী ...	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩৯৬	ডাকাইতী করণ সময়ে জ্ঞানকৃত বধ ...	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ
৩৯৭	হত্যার কি গুরুতর পীড়ার উদ্যোগ সহিত দস্যুতা কি ডাকাইতী ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসরের অন্যূন কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ...	ঐ
৩৯৮	সংঘাতিক অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯৯	ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	১০বৎসরপর্য্যন্ত কঠিনপরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড...	ঐ
৪০০	নিয়ত ডাকাইতী করণার্থে দলবদ্ধ ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ...	ঐ
৪০১	নিয়ত চুরী করণার্থ বলবদ্ধ ভ্রমণকারি ব্যক্তিদের দলভুক্তহওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসরপর্য্যন্ত কঠিনপরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ
৪০২	ডাকাইতী করণার্থে পাঁচ কি তদধিক জনের দলের মধ্যে থাকন...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

অপরাধভাবে সম্পাত্তর আবাহত ব্যবহার করণের কথা।

৪০৩	অস্থাবর দ্রব্যশঠতাক্রমে অবিহিতরূপে কি স্বীয় কর্ম্মে ব্যবহারকরণ	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৪০৪	কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকৃত সম্পত্তি আইনমতে যে ব্যক্তি পাইবে তাহার হস্তগত হয় নাই জানিয়া সেই সম্পত্তি শঠতাভাবে অবিহিতরূপে ব্যবহার করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	সেশন আদালত কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	মৃত ব্যক্তিকর্ত্তৃক নিযুক্ত কেরাণী কি চাকরদ্বারা হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ

অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কথা।

৪০৬	অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪০৭	বাহক কি ঘাটরক্ষকপ্রভৃতিকর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৮	কেরাণী কি চাকরকর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কি প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
৪০৯	রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা বণিক কি বাণিজ্য ব্যবসায়ি কি গোমস্তা প্রভৃতিকর্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করা যাইবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কথা।					
৪১১	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড...	সেশনআদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কি দ্বিতীয়মাজিষ্ট্রেট
৪১২	চোরা দ্রব্য ডাকাইতীদ্বারা প্রাপ্ত জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪১৩	চোরা দ্রব্য লইয়া নিয়ত ব্যবসায় করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪১৪	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গোপন কি হস্তান্তর করণে সাহায্য করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

বঞ্চনা করণের কথা।

৪১৭	বঞ্চনা করণ …	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড …	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১৮	অপরাধী আইনমতে কি আইনসিদ্ধ চুক্তিক্রমে যাহার স্বত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধ তাহাকে বঞ্চনা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড …	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১৯	ছদ্মবেশ ধরিয়া বঞ্চনা করণ …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২০	বঞ্চনা করিয়া শঠতাক্রমে সম্পত্তি দেওয়াইবার কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র পরিবর্ত্তন কি নষ্ট করণের প্রবৃত্তি দেওন …	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড …	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

প্রতারণাভাবে দলীল প্রস্তুত ও সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কথা।

৪২১	উত্তমর্ণদের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ না হয়, এই নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে তাহা গোপন কি স্থানান্তর করণ …	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিবেনা	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড …	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪২২	অপরাধির পাওনা অথবা কোন দাওয়ার টাকা উত্তমর্ণেরা না পায় প্রতারণাপূর্ব্বক এমত কর্ম্ম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বচার্য্য।
৪২৩	মূল্যের টাকা যাহাতে অযথার্থরূপে লেখা থাকে এমত কোন হস্তান্তর করণপত্র প্রতারণাপূর্ব্বক সম্পাদন করণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪২৪	প্রতারণাক্রমে স্বীয় কি পরের সম্পত্তি হস্তান্তর কি গোপন করণ কি তাহা করিতে সাহায্য করণ কি যে বিষয়ের দাওয়া করিবার অধিকার থাকে তাহা শঠতাক্রমে ত্যাগ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

অপকারের কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বচার্য্য।
৪২৬	অপকার করণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৪২৭	অপকার করিয়া ৫০ টাকা কি তদধিক অপচয় করণ ...	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪২৮	১০ টাকা কি তদধিক মূল্যের কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৪২৯	হস্তীর কি উটের কি ঘোড়াপ্রভৃতির যে মূল্য হউক তাহাকে কি ৫০ টাকা কি তদধিক মূল্যের অন্য জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড...	সেসনআদালত কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩০	কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতির জল হ্রাস করণদ্বারা অপকার করণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩১	রাজপথ কি সাঁকো কি নদী কি নৌকাদির গমনোপযুক্ত জলপথের হানি করিয়া তাহা দিয়া নিরাপদে যাইবার কি দ্রব্যাদি চালাইবার অসাধ্য কি ব্যাঘাত করণদ্বারা অপকার করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩২	অপচয় সহিত বন্যা কি রাজকীয় নরদমা অবরোধ করাইয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩৩	দ্বীপগৃহ কি সমুদ্রে জলের নিশানী নষ্ট কি স্থানান্তর কি পূর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য করিয়া কি মিথ্যা আলো দেখাইয়া অপকার করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড ...	সেশন আদালত।
৩৩৪	রাজকীয় কার্য্যকারক ভূমির সীমার চিহ্ন দিলে তাহা নষ্ট কি স্থানান্তরাদি করিয়া অপকার করণ ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	১ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
৪৩৫	অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা ১০০৲ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতেপারিবে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৭বৎসর পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৩৬	ঘরপ্রভৃতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা অপকার করণ	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি১০বৎসর পর্য্যন্ত কোনএক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ
৪৩৭	তুতকযুক্ত কি ২০টন বোঝাইধারি নৌকাদি নষ্ট কি বিঘ্নজনক করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ...	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৩৮	অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া এমত দ্রব্যের দ্বারা পুর্ব্ব ধারার লিখিত অপকার করণ। ...	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড ...	ঐ
৪৩৯	চৌর্য্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে নৌকাদি চড়ায় কি ডাঙ্গায় ঠেকাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৪০	প্রাণনাশের কি পাড়াপ্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ

অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণের কথা।

৪৪৭	অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
৪৪৮	পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ ...	ঐ	ওয়ারন্ট	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড...	ঐ
৪৪৯	প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	সেশন আদালত।
৪৫০	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ ...	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ
৪৫১	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	চুরী করণার্থে হইলে ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫২	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণপ্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
৪৫৩	লুক্কায়িতরূপে কিম্বা দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ওয়ারেণ্টবিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৪	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে লুক্কায়িতরূপে কিম্বা দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	চুরী করণার্থে হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৫৫	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ-প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া লুক্কায়িতরূপে কিম্বা দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৬	রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে কি দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৪৫৭	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে কি দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	চুরীকরণার্থে হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ
৪৫৮	পীড়াপ্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে কি দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৯	লুক্কায়িতরূপে কিম্বা দোষভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশকালে গুরুতর পীড়া জন্মাওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	সেশন আদালত।
৪৬০	রাত্রিযোগে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ প্রভৃতি দোষে মিলিত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন কর্ত্তৃক প্রাণনাশ কি গুরুতর পীড়া জন্মাওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬১	বদ্ধ বাক্সপ্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া শঠতাক্রমে তাহা ভাঙ্গন কি খুলন ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৬২	বদ্ধ বাক্সপ্রভৃতি কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখা গেলে তাহাতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া তৎকর্ত্তৃক তাহা প্রতারণাক্রমে খুলন ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	সেসন আদালত কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১৮অষ্টাদশ অধ্যায়।—দলীল সম্পর্কীয় ও শিল্প ব্যবসায়ীর কি সামিত্বসূচক চিহ্নবিষয়ক অপরাধের বিধি।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্ততঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
৪৬৫	কৃত্রিম করণ ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	সেশন আদালত।
৪৬৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষিত আদালত সম্পর্কীয় কোন রিকার্ড কিম্বা জন্মপ্রভৃতির রেজিষ্টর কৃত্রিম করণ ...	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ
৪৬৭	কোন মূল্যবান নিদর্শনপত্র কি উইল কিম্বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র প্রস্তুত কি হস্তান্তর করণের কিম্বা টাকাগ্রহণের ক্ষমতাপত্র কৃত্রিমকরণ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি১০বৎসর পর্য্যন্ত কোনএক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	সেই মূল্যবান নিদর্শনপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের প্রমিসরি নোট হইলে ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬৮	বঞ্চনা করণার্থে কৃত্রিম করণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবেনা	ঐ	ঐ	৭বৎসর পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড ওঅর্থদণ্ড	ঐ
৪৬৯	কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করণার্থে কিম্বা তদভিপ্রায়ে ব্যবহার হইবে জানিয়া কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ

৪৭১	কৃত্রিম দলীল জানিয়া তাহা প্রকৃত দলীলের মত ব্যবহার করণ ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	কৃত্রিমকরণের যে দণ্ড সেই দণ্ড ...	ঐ
	ঐ কৃত্রিমপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের প্রমিসরি নোট হইলে ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতেপারিবে	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	ঐ
৪৭২	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারামতে দণ্ডনীয় জাল করণ অপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পট্টপ্রভৃতি করণ কি কৃত্রিমকরণ, কিম্বা কোন মোহর কি পট্ট কৃত্রিম জ্ঞানে সেই মানসে নিকটে রাখণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে না	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭৩	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারাভিন্ন অন্য ধারামত দণ্ডনীয় জাল করণাপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পট্টপ্রভৃতি করণ কি কৃত্রিম করণ, কি তদ্রূপ মানসে তদ্রূপ কোন মোহরপ্রভৃতি নিকটে রাখণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ...	ঐ
৪৭৪	কোন পত্র কৃত্রিম জানিয়া প্রকৃতের ন্যায় ব্যবহার করণার্থে নিকটে রাখণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	ঐ দলীল মূল্যবান নিদর্শপত্র কি উইল হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ...	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
৪৭৫	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল সিদ্ধ করণার্থে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখণ ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	সেশন আদালত।
৪৭৬	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীলভিন্ন অন্য দলীল সিদ্ধ করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ, কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	ঐ
৪৭৭	উইলপ্রভৃতি প্রতারণা করিয়া নষ্ট কি বিকৃত করণ, কিম্বা নষ্ট কি বিকৃত করিবার উদ্যোগ করণ কি গোপণ করণ ..	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ৭বৎসর পর্য্যন্ত কোন কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ...	ঐ
	ব্যবসায়ী কি স্বামিত্বের চিহ্ন।					
৪৮২	কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কি তাহার হানিকরণার্থে ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করণ	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৪৮৩	অপচয় কি হানি করিবার মানসে অন্যের ব্যবহৃত ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের চিহ্ন কৃত্রিম করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড...	ঐ
৪৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারক স্বামিত্বের চিহ্ন কিম্বা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করণের স্থান গুণাদি জন্মাইবার জন্যে যে চিহ্ন ব্যবহার করেন, তাহা কৃত্রিম করণ ...	ঐ	সমন	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৫	সাধারণ কি ব্যক্তিবিশেষের স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের চিহ্নকৃত্রিম করণার্থে কোন ছেনি কি পট্ট কি অন্য দ্রব্য প্রতারণা করিয়া প্রস্তুত করণ কি নিকটে রাখণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	ঐ
৪৮৬	স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের কৃত্রিম চিহ্নিত কোন দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক বিক্রয় করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৭	যে বস্তাতে কি আধারে যে দ্রব্য না থাকে তাহাতে সেই দ্রব্য আছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়াতাহাতে মিথ্যা চিহ্ন দেওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড...	সেশন আদালত কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৮	ঐ রূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮৯	হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্বামিত্বের চিহ্ন লোপ কি নষ্ট কি বিকৃত করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১৯ ঊনবিংশ অধ্যায়। — অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গের কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
৪৯০	জলপথে কি স্থলপথে গমন সময়ে কি কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কি কোন ব্যক্তিকে লইয়া যাইতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ …	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৯১	অল্পবয়স কি বিকৃতমনা কি রোগগ্রযুক্ত অক্ষম ব্যক্তির সেবা করিতে বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিতে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে কি দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ …	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাসপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড …	ঐ
৪৯২	চুক্তিক্রমে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কতক কালের নিমিত্তে চাকরী করণার্থে নিয়োগ কর্ত্তার ব্যয়ে দূরদেশে নীত হইয়া তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক চাকরী পরিত্যাগ করণ কম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করণ …	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা যত টাকা ব্যয় হইল তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড …	ঐ

২০ বিংশ অধ্যায়। — বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

৪৯৩	বৈধ বিবাহ না হইলেও কোন পুরুষ বঞ্চনাদ্বারা বৈধ বিবাহ হইয়াছে স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সহবাস করাওন …	য়ারণ্টবিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৯৪	স্বামির কি ভার্য্যার জীবদ্দশায় পুনশ্চ বিবাহ করণ …	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড …	ঐ
৪৯৫	যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে তাহার নিকটে পূর্ব্ব বিবাহের বৃত্তান্ত প্রকাশ না করিয়া ঐ অপরাধ করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড … …	ঐ
৪৯৬	বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হয় নাই জানিয়াও প্রতারণাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির বিবাহের অনুষ্ঠান করণ …	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড …	ঐ
৪৯৭	পর স্ত্রী গমন …	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	৫ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড …	ঐ
৪৯৮	বিবাহিতা স্ত্রীকে অপরাধভাবে ভুলাইয়া লওন কি হরণ করণ কি আটক করিয়া রাখণ …	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড …	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

২১ একবিংশ অধ্যায়।—অপবাদের কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বচার্য্য।
৫০০	অপবাদ করণ ...	ওয়ারণ্ট ভিন্ন ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	বিনা পরিশ্রমে ২বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	সেশন আদালত কিপ্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৫০১	কোন বিষয় অপবাদজনক জানিয়া মুদ্রিত কি খোদিত করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫০২	কোন খোদিত কি মুদ্রিত দ্রব্য অপবাদজনক বিষয় আছে জানিয়া তাহা বিক্রয় করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।—অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার, ও অপমান করিবার ক্লেশ দিবার কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩	৪	৫	৬	৭
৫০৪	শান্তিভঙ্গ করওণাভিপ্রায়ে অপমান করণ ...	ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৫০৫	সৈন্যের অবাধ্যতা কি সাধারণের শান্তিভঙ্গক অপরাধ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা বৃত্তান্ত কি জনরব রাষ্ট্র করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রথমকিদ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৬	অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

	যদি মৃত্যু কি গুরুতর পীড়াপ্রভৃতি জন্মাইবার ভয় দর্শান যায় ...	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড...	সেশন আদালত কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৭	অনামক পত্রাদিদ্বারা কিম্বা যে ব্যক্তি ভয় দর্শায় তাহাকে সতর্কতাপূর্ব্বক অপ্রকাশ রাখিয়া অপরাধ ভাবে ভয় দর্শাওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	পূর্ব্ব ধারার দণ্ডের অতিরিক্ত ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ...	ঐ
৫০৮	ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইবে কোন ব্যক্তির এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া কার্য্য করাওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কিম্বা ঐ দুইদণ্ড ...	প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৯	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহন কি অঙ্গভঙ্গী করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সমান কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫১০	মত্ত হইয়া কোন প্রকাশ স্থানাঃ দিতে গিয়া কোন ব্যক্তির ক্লেশ জন্মাওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	চব্বিশ ঘন্টা পর্য্যন্ত সমান কারাদণ্ড কি ১০ টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	কোন মাজিষ্ট্রেট।

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। — অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা।

৫১১	দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের বা কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করিবার উদ্যোগ ও সেই উদ্যোগে সেই অপরাধ হইবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ ...	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারন্ট ভিন্ন ধৃত করিতে কি না করিতে পারিলে তদনুসারে	অপরাধের জন্যে সামান্যতঃ সমন কিম্বা ওয়ারন্ট যাহা বাহির হইতে পারে তাহা	অপরাধির কল্পিত অপরাধের জন্যে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল দ্বীপান্তরপ্রেরণ দণ্ড কিম্বা যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেকের অনধিককাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ...	যে অপরাধের উদ্যোগ হয়, তাহা যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

অন্যান্য আইন বিরুদ্ধ অপরাধ।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৭ যে আদালতের বিচার্য্য
	প্রাণদণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কিম্বা সাত বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারন্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না		এই আইনের ৮ ধারার বিধান মতে।
	তিন বৎসরের অধিক ও সাত বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ		
	তিন বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে ...	ওয়ারন্টবিনা ধৃত করিবেনা	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে		
	কেবল অর্থদণ্ডের যোগ্য হইলে	ঐ	ঐ	ঐ		

পঞ্চম তফসীল।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল সাহেবের আইন।

যে আইনের যে ধারায়।	পূর্ব্বকার্য্যবিধানের আইনের ধারার কি অধ্যায়ের উল্লেখ হয়।	তৎপরিবর্ত্তে এই আইনের যে ধারা কি যে অধ্যায় পাঠ্য।
১৮৬৪ সালের, ১৮ আ, ১৯ধা,…	৬১ ধারা …	… ৩০৭ ধারা
১৮৬৪ সালের ২১ আ, ২ধা,…	৬২ ধারা …	… ৫১৮ ধারা
	৬৩ ধারা …	… ৫১৯ ধারা
	৩০৮ ধারা …	… ৫২১ ধারা
	৩০৯ ধারা …	… ৫২২ ধারা
	৩১০ ধারা …	… ৫২৩ ধারা
	৩১১ ধারা …	… ৫২৫ ধারা
	৩১২ ধারা …	… ৫২৬ ধারা
	৩১৩ ধারা …	… ৫২৭ ধারা
	৩১৪ ধারা …	… ৫২৮ ধারা
১৮৬৪ সালের, ২২ আ, ৩,৫ধা…	২৩ ধারা …	… ৩৭ ধারা
১৮৬৫ সালের, ১৩ আ, ২৯ধা,…	১৩ অধ্যায় …	… ৩৩ অধ্যায়।
৩৫ ধা,…	৩৩৬ অবধি ৩৪০ পর্য্যন্ত …	… ৪০৭,৪০৯,৪১০,৪১১,৪১২ধ
৩৯ ধা, …	৩৮০ ধারা …	… ২৮৭ ধারা
৪০ ধা, …	২৬ অধ্যায় …	… ৩৪ অধ্যায়।
৪১ ধা, …	৩৮৩ ধারা …	… ৩০১ ধারা
১৮৬৫ সালের, ১৯ আ, ৯ধা,…	২৩ ধারা …	… ৩৭ ধা
১৮৬৬ সালের, ৪ আ, ৩০ধা,…	৩২৬অবধি৩৪০পর্য্যন্ত সমস্ত ধারা	… ৪০৭,৪০৯,৪১০,৪১১,৪১২ ধ
৩৩ ধা, …	৩৮০ ধারা …	… ২৮৭ ধারা
৩৪ ধা, …	২৬ অধ্যায় …	… ৩৪ অধ্যায়।
৩৫ ধা, …	৩৮৫ ধারা …	… ৩০৫ ধারা
১৭৬৬ সালের, ২৪ আ, ১১ধা,…	৩৩৬অবধি৩৪০পর্য্যন্ত সমস্তধারা	… ৪০৭,৪০৯,৪১০,৪১১,৪১২ধা
১৪ ধা, …	৩৮০ ধারা…	… ২৮৭ ধারা
১৫ ধা, …	২৬ অধ্যায় …	… ৩৪ অধ্যায়।
১৬ ধা, …	৩৮৫ ধারা …	… ৩০৫ ধারা
১৮৬৭ সালের, ৩ আ, ১৭ধা…	৬১ ধারা …	… ৩০৭ ধারা
১৮৬৭ সালের, ১৫ আ, ১৯ধা…	৬১ ধারা …	… ৩০৭ ধারা
১৮৬৭ সালের, ২২ আ, ১৪ধা,…	৬১ ধারা …	… ৩০৭ ধারা
১৮৬৭ সালের, ২৩ আ, ৫ধা, …	২৪৮অবধি২৫৫পর্য্যন্ত সমস্তধারা	… ১৭ অধ্যায়ের ১৪৯ধা, এবং ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় যেং বিধান বর্ত্তে তাহা

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল সাহেবের আইন।

পূর্ব্বপৃষ্ঠাহইতে চলিতেছে।

যে আইনের যে ধারায়।	পূর্ব্বকার্য্যবিধানের আইনের ধারার কি অধ্যায়ের উল্লেখ হয়।	তৎপরিবর্ত্তে এই আইনের যে ধারা কি যে অধ্যায় পাঠ্য।
৬ ধা, …	৩৩৪ ও ৩৩৫ ধারা …	… ৪০৫, ও ৪০৬ ধারা
১৮৬৮ সালের, ১ আ, ৫ ধা, …	৬১ ধারা …	… ৩৫৭ ধারা
১৮৬৮ সালের, ৬ আ, ১৯ ধা, …	৩৩৮ ধারা …	… ৫২১ ধারা
	ও ২০ অধ্যায় …	… ৫২১ অবধি৫২০পর্য্যন্ত সমস্ত ধারা।
৩১ ধা, …	৬১ ধারা …	… ৩০৭ ধারা
১৮৬৯ সালের, ১১ আ, ২ধা, …	১৯৮ ধারা …	… ৩৩৮ ও ৩৩৯ ধারা
	ও ৩৬৪ ধারা …	… ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯ ও ৩৪০ ধারা।
১৮৬৯ সালের, ১৮ আ, ১৮ধা… (খ) প্রকরণ	২২ অধ্যায় …	… ৪০ অধ্যায়।
১৮৬৯ সালের, ২১ আ, ৩০ধা, …	১৯ অধ্যায় …	… ৩৮ অধ্যায়।
১৮৭০ সালের, ৮ আ, ৬ ধা, …	৬১ ধারা …	… ৩০৭ ধারা।
১৮৭১ সালের, ৯ আ, তফসীল- ৪৬ নং…	ও ৩১৬ ধারা …	… ৫৩ ধারা।
	২২ অধ্যায় … …	… ৪০ অধ্যায়।

মান্দ্রাজের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর সাহেবের আইন।

যে আইনের যে ধারায়	পূর্ব্বকার্য্যবিধানের আইনের যে ধারার কি অধ্যায়ের উল্লেখ হয়।	তৎপরিবর্ত্তে এই আইনের যে ধারা কি যে অধ্যায় পাঠ্য।
১৮৬৪ সালের ৩ আ ২৩ ধা …	৮ অধ্যায় …	২৭ অধ্যায় ও৪১৫অবধি ৪২০ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারা
১৮৬৫ সালের ১০ আ ১১৬ধা…	২০ অধ্যায় …	৫২১অবধি৫২৯পর্য্যন্ত সমস্ত ধা,
১৮৬৬ সালের ১ আ ৩৩৫ধা …	২৩ ধারা …	৩৭ ধারা
১৮৬৭ সালের ১ আ ১ ধা …	১ অধ্যায় …	১ অধ্যায়।
১৮৬৭ সালের ৮ আ ৪ ধা …	৬৮ ধারা …	১৪২ ধারা
	৯৭ ধারা …	১৮৩ ধারা
	১২৭ ধারা …	৩৭৭ ধারা
	১২৮ ধারা …	৩৭৮ ধারা
	১২৯ ধারা …	৩৮১ ধারা
	১৩০ ধারা …	৪১৫ ধারা
	১৩১ ধারা …	৪১৬ ধারা

মান্দ্রাজের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর সাহেবের আইন।

যে আইনের যে ধারায়।	পূর্ব্বকার্য্যবিধানের আইনের যে ধারার কি অধ্যায়ের উল্লেখ হয়।	তৎপরিবর্ত্তে এই আইনের যে ধারা কি যে অধ্যায় পাঠ্য।
	১৩২ ধারা ...	৪১৭ ধারা
	১৩৩ ধারা ...	১০৯ ও ১১০ ধারা
	১৩৭ ধারা ...	১১৭ ধারার (প্রথমপ্রকরণ)
	১৫২ ধারা ...	১২৪ ধারা
	১৫৩ ধারা ...	১২৫ ধারা
	৯৭ ধারা ...	১৮৩ ধারা
৯ ধারা ...	৪ অধ্যায়। ...	১৩৯, ১৪০, ১৪৪, ১৪১, ১৪৭, ১৪২ ধারা ও ১২ অধ্যায়।
	৫ অধ্যায়। ...	১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ৯১, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ও ১৮৫ ধারা।
	৬ অধ্যায়। ...	৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ৯৩, ১০১, ১০৮, ও ৪৮০ ধারা।
	৭ অধ্যায়। ...	৯২ ধারার ৬ প্রকরণের শেষ ভাগ
	৮ অধ্যায়। ...	২৭ অধ্যায় ও ৪১৫ অবধি ৪২০ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারা
	৯ অধ্যায়। ...	১০৯, ১১০, ১১১, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ধারার প্রথম ভাগ, ৮৯, ১১২, ১০২, ১০৩, ৩৭৯, ৩৮০, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ও ১৩৬ ধারা।

কিন্তু তন্মধ্যে এই এই ধারা ধরা যায় নাই।

	১২৫ ধারা	...	৩৮৫ ধারা
	১৪৭ ধারা	...	২২১ ধারা
	১৪৮ ধারা	...	প্রমাণ বিষক ১৮৭২সালের ১আইনে পুনর্ব্বার প্রণীত হইয়াছে।
	১৪৯ ধারা	...	
	১৫০ ধারা	...	
	১৫৪ ধারা	...	১২৬ ধারা
	১৫৮ ধারা	...	১৩০ ধারা
	১৬০ ধারা	...	১৩২ ধারা
	১৬১ ধারা	...	১৩৩ ধারা
	১৫১ ধারা	...	১২৩ ধারা
১৮৭১ সালের ৩আ, ১৩২ধা	২০ অধ্যায়	...	৫২১ অবধি ৫২৯ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারা

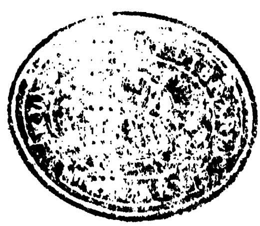
বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর সাহেবের আইন।

যে আইনের যে ধারা	পূর্ব্বকার্য্যবিধানের আইনের যে ধারা কি অধ্যায়ের উল্লেখ হয়।	তৎপরিবর্ত্তে এই আইনের যে ধারা কি যে অধ্যায় পাঠ্য।
১৮৬২ সালের ৬ আ ১৮ধা ...	৬১ ধারা ...	৩০৭ ধারা
১৮৬৭ সালের ৩ আ ৪৩৬ধা...	২৩ ধারা ...	৩৭ ধারা
১৮৬৮ সালের ২ আ ১৫ধা...	৬১ ধারা ...	৩০৭ ধারা

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টনেণ্ট গবরনর সাহেবের আইন।

যে আইনের যে ধারায়।	পূর্ব্বকার্য্যবিধানের আইনের ধারার কি অধ্যায়ের উল্লেখ হয়।	তৎপরিবর্ত্তে এই আইনের যে ধারা কি যে অধ্যায় পাঠ্য।
১৮৬৩ সালের ২ আ ৭ ধা…	৬১ ধারা …	৩০৭ ধারা
১৮৬৩ সালের ৬ আ ২৩৮ ধা…	৬১ ধারা …	৩০৭ ধারা
১৮৬৪ সালের ৩ আ ৬ ধা…	২৩ ধারা …	৩৭ ধারা
৮১ ধারা …	৬১ ধারা …	৩০৭ ধারা
১৮৬৪ সালের ৭ আ ২৮ ধা…	৮ অধ্যায়। …	২৭ অধ্যায় ও ৪১৫ অবধি ৪২০ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারা
১৮৬৫ সালের ৪ আ ৪ ধা…	১৫ অধ্যায় …	১৬ অধ্যায় ও সমনের মোকদ্দমায় যেং বিধান বর্ত্তে তাহা
১৮৬৬ সালের ২ আ ৪৮ ধা …	৬১ ধারা …	৩০৭ ধারা
১৮৬৬ সালের ৫ আ ৫১ ধা…	৬১ ধারা …	৩০৭ ধারা
১৮৬৭ সালের ২ আ ১৪ ধা…	৬১ ধারা …	৩০৭ ধারা
১৮৬৭ সালের ৩ আ ১৭ ধা …	৬১ ধারা …	৩০৭ ধারা
১৮৬৭ সালের ৫ আ ৪ ধা …	৬১ ধারা …	৩০৭ ধারা
১৮৭১ সালের ৪ আ ১৯ ধা…	১৫ অধ্যায় … …	১৬ অধ্যায় ও সমনের মোকদ্দমায় যেং বিধান বর্ত্তে তাহা।

এচ, এস, কনিংহাম,
আইন ও ব্যবস্থাপ্রণয়নার্থ শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার একটিং সেক্রেটরী।



সূচীপত্র

নির্ঘন্ট। পত্রাঙ্ক।

অনুবাদ। ১

প্রথম খণ্ড।

১ অধ্যায়।

পারিভাষিক কথা ও অন্য আইন রহিত হওয়ার ও এই আইনের ব্যাপকতার ও নানা শব্দের অর্থের কথা।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নামের কথা। ঐ

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা। ঐ

যে অবধি আরম্ভ হইবে তাহার কথা। ২

২। যে২ বিধান রহিত হইল তাহার কথা। ঐ

বিশেষ কার্য্যপ্রণালী প্রবল থাকার কথা। ঐ

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের উল্লেখ হইলে তাহার কথা। ঐ

পূর্ব্ব২ আইনে উল্লেখ হওয়ার কথা। ঐ

নির্দ্দিষ্ট কোন২ ধারা উল্লেখ হওয়ার কথা। ঐ

৩। উপস্থিত মোকদ্দমার কথা। ঐ

৪। অর্থ করণের ধারা। ঐ

দ্বিতীয়খণ্ড।

ফৌজদারী আদালত সংস্থাপনের ও তাহার ক্ষমতার বিধি।

২ অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের কথা।

৫। ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণীর কথা। ৫

৬। যে২ কার্য্যকারক তদন্ত লইতে পারিবেন তাঁহারদের কথা। ঐ

ধারা। ঐ

৭। যে২ আদালত অপরাধের বিচার করিবেন তাহার কথা। ঐ

৮। স্থানীয় ও বিশেষ আইনমত অপরাধের কথা। ঐ

৯। জজদের ও মাজিষ্ট্রেটদের নিযুক্ত ও অবসর হওনের কথা। ঐ

১০। যাঁহারা এইক্ষণে পদস্থ আছেন তাঁহারদের থাকিবার কথা। ঐ

১১। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের মোকদ্দমার তদন্ত ও বিচার করণের কথা। ৬

৩ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কথা।

১২। সেশন এলাকার কথা। ঐ

১৩। এলাকা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ

১৪। এইক্ষণে যে২ স্থানে সেশন আদালতের বিচারাধিপত্য থাকে তাহাই সেশন এলাকা হইবার কথা। ঐ

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।

ধারা।

১৫। একং এলাকায় একং আদালত থাকার কথা। ৬

১৬। সেশন জজদিগের নিযুক্ত হওনের ও ক্ষমতার কথা। ঐ

১৭। এডিশ্যনল ও জাইন্ট সেশন জজদের নিযুক্ত হওনের ও ক্ষমতার কথা। ঐ

১৮। আসিষ্টান্ট সেশন জজদের নিযুক্ত হওনের ও ক্ষমতার কথা। ঐ

৪ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের ও তাঁহারদের ক্ষমতার কথা।

১৯। তিন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট থাকিবার কথা। ৭

২০। মাজিষ্ট্রেটেরা যেং দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা। ঐ

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতার কথা। ঐ

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতার কথা। ঐ

তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতার কথা। ঐ

২১। মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ করা গেল তাহার কথা। ৮

২২। মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি সাধারণ্যে যেং ক্ষমতা বর্ত্তে তাহার কথা। ৯

২৩। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি যেং ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন তাহার কথা। ১০

২৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতার কথা। ঐ

২৫। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যেং ক্ষমতা অর্পণ করা যাইতে পারে তাহার কথা। ঐ

২৬। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতার কথা। ১১

২৭। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ করা যাইতে পারিবে তাহার কথা। ঐ

২৮। জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতার কথা। ১২

২৯। জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যেং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন তাহার কথা। ঐ

৩০। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের ক্ষমতার কথা। ১৩

৩১। অন্যং ক্ষমতা প্রবল রাখিবার কথা। ঐ

৩২। অনিয়মিত ক্রিয়াহেতুক আনুষ্ঠানিক কার্য্য ব্যর্থ না হইলে তাহার কথা। ঐ

৩৩। অনিয়মিতরূপে ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে তাহা যে স্থলে সিদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার কথা। ঐ

৩৪। অনিয়মিত যে কার্য্যদ্বারা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হয় তাহার কথা। ১৪

জিলার মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

৩৫। জিলার মাজিষ্ট্রেটের কথা। ঐ

৩৬। ডেপুটী কমিশ্যনরদের প্রতি এবং জিলার কার্য্যনির্ব্বাহক প্রধান কর্ম্মকারকের প্রতি যেং ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা। ১৫

নিম্নশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

৩৭। নিম্নশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের কথা। ঐ

নির্ঘন্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।
উপবিধি। ১৫
৩৮। জিলার মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য যত দূর ব্যাপ্ত হয় তাহা নিরূপণ করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
৩৯। জিলা খণ্ড২ করিয়া বিভাগ করিবার কথা।
এইক্ষণকার খণ্ড থাকিবার কথা ১৬
৪০। মাজিষ্ট্রেটের প্রতি খণ্ডের অধ্যক্ষতা ভার দিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা। ঐ
জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ক্ষমতার্পণের কথা। ঐ
৪১। কর্ম্মকারকদের জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকিবার কথা। ঐ
৪২। বিশেষ মাজিষ্ট্রেটদের কথা। ঐ
৪৩। ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়মের কথা। ঐ
৪৪। নিম্নশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি ফৌজদারী মোকদ্দমা অর্পণ করিবার কথা। ঐ
৪৫। মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ১৭
৪৬। মাজিষ্ট্রেট উচিতমতে কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ঐ ১৮
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রথমেই সেশন আদালতের বিচারার্থে সমর্পণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা ঐ
৪৭। মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
৪৮। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা। ঐ
৪৯। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেন স্থান লক্ষ করিয়া কার্য্য বিলি করিয়া দেন তাঁহার প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা। ১৯

অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

৫০। মাজিষ্ট্রেটেরা একত্র বসিলে তাঁহারদের প্রতি বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
৫১। বিশেষ আদেশ না থাকিলে অধিবিষ্ট সেই মাজিষ্ট্রেরা যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা। ঐ
৫২। অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রণয়নকরিবার কথা। ঐ
৫৩। ৫২ ধারামতে যে বিধি প্রণীত হয় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাহা মতান্তর কি অন্যথা করিবার ক্ষমতার কথা। ২০

ক্ষমতা থাকনের ও পরিবর্ত্তন হওয়ার কথা।

৫৪। ক্ষমতা মতান্তর কি রহিত হইতে পারিবার কথা। ঐ
৫৫। জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হইলে যে ব্যক্তি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই পদে থাকেন তাহার ক্ষমতার কথা। ঐ
৫৬। কর্ম্মকারকেরা স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তাঁহারদের ক্ষমতা প্রবল থাকিবার কথা। ঐ

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।
ধারা।

৫ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোগকর্ত্তাদের কথা।

৫৭। রাজকীয় অভিযোক্তার নিয়োগের কথা। ২০
৫৮। বিশেষ মোকদ্দমার নিমিত্ত কিম্বা সাধারণমতে ঐ নিয়োগ হইবার কথা। ২১
৫৯। আদালতের অনুমতি না হইলে সাধারণ ব্যক্তিদের অভিযোক্তাস্বরূপ কর্ম্ম না করিবার কি কৌন্সুলে নিযুক্ত না করিবার কথা। ঐ
৬০। যেং মোকদ্দমা চালাবার ভারপ্রাপ্ত হন সেইং মোকদ্দমার সকল আদালতে তাঁহার সওয়াল জওয়াব করিতে পারিবার কথা। ঐ
সাধারণ ব্যক্তির বারিষ্টর প্রভৃতি তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা। ঐ
৬১। রাজকীয় অভিযোক্তা অভিযোগ উঠাইয়া দিলে তাহার ফলের কথা। ঐ
৬২। রাজকীয় অভিযোক্তা যে মোকদ্দমা চালান সেই মোকদ্দমার আপীল হইলে তাঁহাকে নোটিস দিবার কথা। ঐ

৬ অধ্যায়।

তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা।

৬৩। অপরাধের তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা। ২২
৬৪। যে জিলায় অপরাধ হইল তদ্ভিন্ন কোন জিলায় মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে কিম্বা তাহার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে হাই কোর্টের ক্ষমতার কথা। ঐ
৬৫। যে জিলায় ক্রিয়া করা যায় ও যে জিলায় ক্রিয়ার ফল প্রকাশ হয় ইহার একতর জিলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবার কথা। ঐ
৬৬। অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা। ২৩
৬৭। তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা। অপরাধ যে স্থানে করা গেল তাহা নিশ্চয় না হইলে, ঐ
কিম্বা কেবল এক জিলায় না করা গেলে ঐ
কিম্বা অপরাধ নিয়ত করা গেলে, ২৪
কিম্বা অনেক কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে,
৬৮। ঠগ হইয়া হত্যাকরণের কি দস্যুতার কি হত্যাসহিত দস্যুতার কথা। ঐ
৬৯। কোন জিলায় তদন্ত লওয়া যাইবে ইহার সন্দেহ হইলে হাই কোর্টের দ্বারা তাহা নির্ণয় হইবার কথা। ঐ
৭০। অনুপযুক্ত জিলায় অনুসন্ধান কি তদন্ত লওয়া গেলে কি বিচার হইলে দণ্ডাজ্ঞা পক্ষে তাহার ফলের কথা। ২৫

৭ অধ্যায়।

ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের অপরাধের বিচারাধিপত্যের কথা। ঐ
৭১। ইউরোপী ব্রিটনীয় প্রজার কথা। ঐ
৭২। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজারা অপরাধ করিলে যে কার্য্যকারকেরা সেই অপরাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন তদ্বিষয়ের কথা। ঐ

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।
৭৩। নালিশ শ্রবণ করিয়া পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা যাঁহার থাকিবে তাঁহার কথা। ২৫
৭৪। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা ও শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস হইলে ইউরো-পীয় ব্রিটনীয় প্রজারদের নামে নালিশের অনুসন্ধান লইতে পারিবার কথা। ২৬
ঐ মাজিষ্ট্রেট যে স্থলে বিচার করিতে পারেন ও তাঁহার বিচারাধিপত্য যত দূর ব্যাপ্ত হয় তাহার কথা। ঐ
৭৫। যে স্থলে সেশন আদালতে সমর্পণ করিবেন, তাহার কথা। ঐ
যে স্থলে হাই কোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা। ঐ
৭৬। সেশন আদালতের বিচারাধিপত্যের কথা। ঐ
সেশন জজ আপনার ক্ষমতা ন্যূন জ্ঞান করিলে সেই স্থলের কথা। ঐ
৭৭। সেশন জজ ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ঐ
৭৮। সেশন আদালতের দ্বারা বিচার হইবার বিধানের কথা। ২৭
৭৯। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে তাঁহার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা। ঐ
৮০। সেশন আদালতকর্ত্তৃক অপরাধ নির্ণয় হইলে আপীলের কথা। ঐ
৮১। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাকে আটক করিয়া রাখা গেলে আপনাকে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকারের কথা। ঐ
তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা। ঐ
৮২। হাই কোর্টের রিট অর্থাৎ পরওয়ানা দিবার ক্ষমতার কথা। ২৮
৮৩। কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাস্বরূপ কার্য্য হইবার দা-ওয়া করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা। ঐ
৮৪। উক্ত অবস্থার দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেলে জ্ঞান হওয়ার কথা। ঐ
৮৫। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা না হইয়া এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে তাহার কথা। ঐ
৮৬। হাই কোর্টের কার্য্য প্রণালীর কথা। ঐ
৮৭। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের বিপক্ষে এই আইনমতে কার্য্যানুষ্ঠান হইবার কথা। ২৯
৮৮। বদ্ধ করিবার স্থানের কথা। ঐ

তৃতীয় খণ্ড।

পোলীসের বিধি।

৮ অধ্যায়।

যে২ অপরাধের সন্ধান পোলীসকে দিতে হইবে তদ্বিষয়ের ও সাধারণ লোকদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

৮৯। কোন২ অপরাধের সন্ধান সকল লোকের দিতে হইবার কথা। ঐ
৯০। ভূম্যধিকারি প্রভৃতির কোন২ বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবার কথা। ঐ
৯১। কোন২ স্থলে সকল লোকের মাজিষ্ট্রেটের ও পোলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা। ৩০

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।

ধারা।

৯ অধ্যায়।

ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি।

৯২। যে স্থলে পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন তাহার কথা। ৩০
৯৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি নাম ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা। ৩১
৯৪। ভ্রমণকারি ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা। ঐ
৯৫। কোন২ অপরাধ পোলীসের নিবারণ করিতে হইবার কথা। ঐ
৯৬। ঐ অপরাধ করিবার কল্পনার সম্বাদ পাইলে তাহার কথা। ঐ
৯৭। ঐ অপরাধ নিবারণার্থে ধৃত করিবার কথা। ঐ
৯৮। রাজকীয় সম্পত্তির হানি করণের কথা। ৩২
৯৯। পোলীসের কর্ম্মকারক যাহাকে অন্বেষণ করিতেছে সেই ব্যক্তি কোন গৃহে প্রবেশ করিলে ঐ কর্ম্মকারকের তম্মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিবার কথা। ঐ
১০০। প্রবেশ করিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ঐ
১০১। ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা। ঐ
১০২। পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার নিমিত্তে আপন অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণ করিলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা। ঐ
১০৩। অপরাধিকে ধরিবার জন্যে পোলীসের অন্য থানার অধীন স্থানে যাইবার কথা। ৩৩
১০৪। অপরাধিরা আদালতে আইলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা। ঐ

সাধারণ ব্যক্তিদেরদ্বারা ধৃত হওয়ার কথা।

১০৫। সাধারণ ব্যক্তিদেরদ্বারা ধৃত হওয়ার কথা। ঐ
১০৬। ব্রিটনীয় জাহাজহইতে পালাতক ব্যক্তিদিগকে ধরিবার কথা। ঐ
১০৭। ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা। ৩৪
১০৮। মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ করা যায় তাহার কথা। ঐ

১০ অধ্যায়।

পোলীসের অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।

১০৯। পোলীসের কর্ম্মকারক যে২ অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারেন তাহার কথা। ঐ
১১০। পোলীস যে২ অপরাধের অনুসন্ধান লইতে না পারেন তাহার কথা। ঐ
১১১। বিশেষ কি স্থানবিশেষের আইনক্রমে পোলীসের কর্ম্মকারকদের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হয় তাহা প্রবল থাকিবার কথা। ঐ
১১২। লিখনক্রমে পোলীসে নালিশ করিবার কথা। ৩৫
১১৩। অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার নালিশের কথা। ঐ
১১৪। সন্ধান দেওয়া গেলে পোলীস থানার অধ্যক্ষের স্বয়ং যাইবার কিম্বা কোন কর্ম্মকারকে পাঠাইবার কথা। ঐ
১১৫। প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধানের কথা। ঐ
১১৬। স্থানীয় অনুসন্ধান না হইবার স্থলের কথা। ঐ
১১৭। পোলীসথানার অধ্যক্ষ অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু না জানিলে তাহার কথা। ৩৬

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।
১১৮। সাক্ষিদিগকে সমন করিতে পোলীসের কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা। ৩৬
১১৯। পোলীসের দ্বারা সাক্ষিদের বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণের কথা। ঐ
উপবিধি। ঐ
১২০। দোষ স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা। ঐ
১২১। উক্তি বা স্বীকৃত কথা পোলীসের কর্ম্মকারকের লিপিবদ্ধ করিতে না হইবার কথা। ৩৭
উপবিধি। ঐ
১২২। উক্তি ও স্বীকার বাক্য মাজিষ্ট্রেটদের লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
১২৩। পোলীসের দ্বারা অনুসন্ধানের কথা।
১২৪। বিশেষ আজ্ঞা না হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পোলীসের কর্ম্মকারকদের ২৪ ঘণ্টার অধিক আটক করিয়া না রাখিবার কথা। ৩৮
১২৫। প্রমাণের ন্যূনতা হইলে, পোলীসের ইতিকর্ত্তব্যতার কথা। ঐ
১২৬। কার্য্যের রোজনামার কথা। ঐ
১২৭। পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্টের কথা। ৩৯
১২৮। হাজিরজামিন লওনের কথা। ঐ
১২৯। অতিরিক্ত জামিন না লইবার কথা ও প্রতিভূর নিয়মের কথা। ঐ
১৩০। অভিযোক্তাদের ও সাক্ষিদের উপস্থিত হইবার কথা। ঐ
১৩১। বাদিদিগকে ও সাক্ষিদিগকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা। ৪০
বাদী বা সাক্ষী স্বীকার না করিলে প্রহরির জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা। ঐ
১৩২। ধৃত করণবিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা। ঐ
ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা। ঐ
১৩৩। অপঘাত ও অকস্মাৎ মৃত্যুর অনুসন্ধান করিয়া পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা। ৪১
১৩৪। ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
১৩৫। অতিনিকট মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তদ্রূপ মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবার কথা। ঐ
১৩৬। পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুপস্থিত কি পীড়িত হইলে তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহকের কথা। ৪২
১৩৭। পোলীসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা। ঐ
১৩৮। পোলীসের ডিষ্ট্রিক্‌ট সুপারিন্টেণ্ডেটের ক্ষমতানুসারে আসিষ্টান্ট ডিষ্ট্রিক্‌ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কার্য্য করিতে পারিবার কথা। ঐ

চতুর্থ দণ্ড।

ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার কার্য্যপ্রণালী।

১১ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশের কথা।

১৩৯। পরওয়ানার কথা। ঐ

নির্ঘন্ট। পত্রাঙ্ক।

ধারা।

১৪০। সমন কিম্বা ওয়ারন্ট যেং স্থলে দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা। ৪২

১৪১। কে নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন তাহার কথা। ৪৩

অর্পণ করিবার ফলের কথা। ঐ

নালিশের কিম্বা পোলীসের রিপোর্টের ফলের কথা। ঐ

১৪২। নালিশ না হইলেও যাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে তাহার কথা। ঐ

স্থলবিশেষে নালিশের কি অনুমতি পাইবার প্রয়োজনের কথা। ঐ

১৪৩। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা কাহার থাকে তাহার কথা। ৪৪

১৪৪। বাদির পরীক্ষা লওনের কথা ঐ

অনিয়মিত কার্য্যের ফলের কথা। ঐ

১৪৫। মাজিষ্ট্রেট নালিশ শুনিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা। ঐ

১৪৬। পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করণের কথা। ঐ

১৪৭। নালিশ ডিসমিস করিবার কথা। ৪৫

পরওয়ানা দিবার কথা। ঐ

১৪৮। যেং স্থলে সমন দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা। ঐ

১৪৯। নালিশ হইলেই যে স্থলে ওয়ারন্ট বাহির হইতে পারিবে তাহার কথা। ঐ

১৫০। সমনমতে না আইলে ধরিবার ওয়ারেন্টের কথা। ঐ

১৫১। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা ৪৬

---

১২ অধ্যায়।

সমনের বিধি।

১৫২। সমন লিখিবার পাঠ। ঐ

১৫৩। সমন যাহার দিতে হইবে তাহার কথা। ঐ

১৫৪। সমন যে প্রকারে জারী করিতে হইবে তাহার কথা। ঐ

১৫৫। অভিযুক্ত ব্যক্তির সমন জারি করিবার কথা। ঐ

১৫৬। সমন বাহির হইলেও ওয়ারন্ট দিবার কথা। ৪৭

১৫৭। এলাকার বহির্ভূত স্থানে অপরাধ হইলে সমন কি ওয়ারন্ট দিবার কথা। ঐ

১৫৮। এই অধ্যায়ে সমনের পাঠের ও সমন জারী করিবার ও দিবার যে বিধান আছে সকল সমনের প্রতি তাহা খাটিবার কথা। ঐ

১৩ অধ্যায়।

ওয়ারন্টের বিধি।

১৫৯। ওয়ারন্ট লিখিবার পাঠের কথা। ঐ

ধৃত করিবার ওয়ারন্টের ফলের কথা। ঐ

১৬০। হাজিরজামিন লইতে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার কথা। ৪৮

জামিনীপত্র পাঠাইবার কথা। ঐ

১৬১। যাহার নামে ওয়ারন্ট দিতে হইবে তাহার কথা। ঐ

১৬২। ভূম্যধিকারি প্রভৃতির নামে ওয়ারন্ট লিখিয়া দিবার কথা। ঐ

নির্ঘন্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।
১৬৩। পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে ওয়ারন্ট দেওয়া গেলে তাহার কথা। ৪৮
১৬৪। সংযুক্ত ভাবে অনেক লোককে ওয়ারন্ট দিবার কথা। ঐ
১৬৫। পোলীসের কর্ম্মকারককে যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় তাহার কথা। ৪৯
১৬৬। যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারন্ট দেন তাঁহার ঐ ওয়ারন্ট জারীর কার্য্য স্বয়ং তত্বাবধারণ করিবার কথা। ঐ
মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে ধরিবার কথা। ঐ
১৬৭। ওয়ারন্ট যে স্থানে জারী হইতে পারিবে তাহার কথা। ঐ
১৬৮। মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থ ওয়ারন্ট দিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
১৬৯। যাহার নামে ওয়ারন্ট বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে পর যাহা করিতে হইবে তাহার কথা। ঐ
১৭০। ধৃত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনা যায় তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা। ৫০
১৭১। পলাতক ব্যক্তির নিমিত্ত ঘোষণার কথা। ঐ
১৭২। পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা। ঐ
১৭৩। রাজাহৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কথা। ৫১
১৭৪। কোন মাজিষ্ট্রেটের এলাকার বাহিরে অপরাধ হইয়া তাঁহার ওয়ারন্টক্রমে অপরাধী ধৃত হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা। ঐ
১৭৫। অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারন্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা। ঐ
১৭৬। ওয়ারন্টের মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা। ৫২
১৭৭। ওয়ারন্ট যেরূপে জারী করিতে হইবে তাহার কথা। ঐ
১৭৮। ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা। ঐ
১৭৯। যাহার নামে ওয়ারন্ট বাহির হয় সে গৃহে প্রবেশ করিলে সেই গৃহ অন্বেষণ করিবার কথা। ঐ
১৮০। দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা। ঐ
১৮১। অন্তঃপুরে দ্বার ভাঙ্গিবার কথা। ৫৩
১৮২। অনাবশ্যকমতে বদ্ধ না করিবার কথা। ঐ
১৮৩। ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনিবার কথা। ঐ
১৮৪। কোন কথা প্রকাশ কি স্বীকার করণার্থে প্রবৃত্তি দেওনের কথা। ঐ
১৮৫। ওয়ারন্টের ও ওয়ারন্ট জারী ও বাহির হইবার যে বিধি আছে সকল ওয়ারন্টের প্রতি তাহা খাটিবার কথা। ঐ

পঞ্চম খণ্ড।

তদন্ত লওনের ও বিচারের বিধি।

১৪ অধ্যায়।

প্রথম স্থলীয় কার্য্যের কথা।

১৮৬। অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল নিযুক্ত করিবার অধিকার কথা। ৫৪

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিতে না পারিলে তদ্বিষয়ের কথা। ঐ
১৮৭। ফৌজদারী আদালত মুক্তদ্বার হওয়ার কথা। ঐ
১৮৮। অপরাধের রক্ষা করিবার কথা।

১৫ অধ্যায়।
সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত লওয়ার কথা। ৫৫
১৮৯। প্রথমে তদন্ত লওয়ার কার্য্য প্রণালীর কথা। ঐ
১৯০। বাদির ও তৎপক্ষ সাক্ষিদের পরীক্ষা করণের কথা। ঐ
১৯১। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে পরীক্ষা হইবার কথা। ঐ
অভিযুক্ত ব্যক্তির কূটপরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
১৯২। কোন ব্যক্তিকে সমন করিয়া পরীক্ষা লইতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা। ঐ
১৯৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষার কথা। ঐ
১৯৪। তদন্তের কার্য্য স্থগিত করিবার ও ব্যক্তিকে ফিরিয়া পাঠাইবার কথা। ঐ
১৯৫। যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা। ৫৬
১৯৬। যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা। ঐ
১৯৭। যে স্থলে হাই কোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা। ঐ
১৯৮। অভিযোগপত্রে যাহা লিখিতে হইবে তাহার কথা। ৫৭
অভিযোগপত্রের প্রতিলিপির কথা। ঐ
১৯৯। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি দিবার কথা। ঐ
২০০। বিচারকালে প্রতিবাদিদের সপক্ষ সাক্ষিদের কথা। ঐ
অন্য ব্যক্তিদের নাম নির্ঘণ্টের কথা। ঐ
২০১। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষ্যের প্রতিলিপি দিবার কথা। ৫৮
২০২। মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে, গবর্ণমেণ্টের উকীলকে মাজিষ্ট্রেটের জ্ঞাত করিবার কথা। ঐ

১৬ অধ্যায়।
মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি
২০৩। সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা। ঐ
নালিশ করিবার অভিপ্রায়ের ফলের কথা।
জ্ঞাপনপত্র দোষযুক্ত হইলে তাহার কথা। ঐ
২০৪। অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির জামিন কিম্বা মুচলকা লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা ৫৯
২০৫। বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা। ঐ
২০৬। অভিযোগের মর্ম্ম জানাইবার কথা। ঐ
অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে তাহার কথা। ঐ
২০৭। তদ্রূপ স্বীকার না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ঐ
২০৮। বিচার স্থগিত রাখিবার কথা। ঐ

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।

ধারা।

২০৯। তুচ্ছ ও দুঃখদায়ক মাত্র অভিযোগ হইলে ক্ষতিপূরণের কথা। ৬০
ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিবার কথা। ঐ
২১০। নালিশ উঠাইয়া লইবার কথা। ঐ
২১১। নির্দ্দোষী নির্ণয়ের কথা। ৬০
দণ্ডাজ্ঞার কথা। ঐ
২১২। ডিসমিস করিবার ফলের কথা। ৬১

১৭ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা। ঐ
২১৩। যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় তদ্বিষয়ের কার্য্য প্রণালীর কথা। ঐ
২১৪। ১৯০ অবধি ১৯৪ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবার কথা। ঐ
২১৫। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা। ঐ
২১৬। আপাততঃ অপরাধের প্রমাণ হইলে অভিযোগপত্র লিখিবার কথা। ঐ
২১৭। উত্তরের কথা। ৬২
২১৮। প্রতিবাদের কথা। ঐ
২১৯। প্রতিবাদির সপক্ষ সাক্ষ্যের কথা। ঐ
২২০। নির্দ্দোষ নির্ণয়ের কথা। ঐ
দোষী নির্ণয় করণের কথা। ঐ
২২১। বিচারকার্য্য আরম্ভ হইবার পরে তাঁহার সেই মোকদ্দমা বিচার করিবার ক্ষমতা ঐ
নাই মাজিষ্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা। ঐ
ঐ

১৮ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

২২২। যেং অপরাধের সরাসরী বিচার হইতে পারে তাহার কথা। ৬৩
২২৩। মাজিষ্ট্রেটদিগকে সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদানের কথা। ঐ
২২৪। প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি ক্ষমতা
প্রদান করিবার কথা। ৬৪
২২৫। ন্যূন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা। ঐ
২২৬। যেং মোকদ্দমায় সমন ও ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইতে পারে কোনং স্থল ছাড়া
সেইং মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী খাটিবার কথা। ঐ
২২৭। যে মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা। ঐ
২২৮। যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা। ৬৫
২২৯। নিষ্পত্তি যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা। ঐ
২৩০। মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কেরানী রাখিতে পারিবার কথা। ঐ

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।

১৯ অধ্যায়।

সেশন আদালতের বিচারের কথা।

২৩১। সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধের কথা।
২৩২। জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহকারিতায় বিচার হইবার কথা।
২৩৩। সেশন আদালতে জুরিরদ্বারা বিচার হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
২৩৪। ইউরোপ কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।
জুরিভিন্ন বিচার হইতে চাহিলে তাহার কথা।
২৩৫। সেশন আদালতের রাজকীয় অভিযোক্তার বা গবর্ণমেণ্টের উকীলদ্বারা বিচারে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার কথা।
২৩৬। কত জন লইয়া জুরি হইবে তাহার কথা।
২৩৭। বিচার আরম্ভ করণের কথা।
অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার কথা।
২৩৮। অপরাধ স্বীকার না করিবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা।
২৩৯। আসেসরদিগকে যেরূপে মনোনীত করা যাইবে তাহার কথা।
২৪০। গুলিবাট দ্বারা জুরি মনোনীত হইবার কথা।
২৪১। ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্যদের বিচারার্থ জুরির কথা।
২৪২। ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোক সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা।
২৪৩। জুরির নাম ডাকনের কথা।
জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তির কথা।
২৪৪। আপত্তির হেতুর কথা।
২৪৫। যে ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া যায় কি অনুবাদ হয় তাহা ঐ জুরির বুঝিতে পারিবার কথা।
২৪৬। জুরির প্রধান ব্যক্তির কথা।
২৪৭। সাক্ষীদের পরীক্ষা লইবার কথা।
২৪৮। মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবার কথা। ঐ
২৪৯। প্রথম স্থলীয় তদন্ত লওন সময়ে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা গ্রাহ্যইবার কথা। ঐ
২৫০। অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লইবার কথা। ঐ
২৫১। প্রতিবাদের কথা। ঐ
২৫২। অভিযোক্তার উত্তর দিবার অধিকারের কথা। ৭০
২৫৩। জুরির কি আসেসরদের দ্বারা স্থানাদি দৃষ্ট হইবার কথা। ঐ
২৫৪। জুরর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ঐ
২৫৫। আসেসরদের অভিমতের এবং জুরির প্রতি উপদেশের কথা। ঐ
২৫৬। জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা। ঐ
২৫৭। জুরির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা। ৭১

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।

ধারা।

২৫৮। জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের পরীক্ষা যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা। ৭২
২৫৯। আসেসর থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ঐ
২৬০। অধিবেশন করিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে জুরির কি আসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা। ঐ
২৬১। আসেসরদের সহকারিতায় যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কথা। ঐ
২৬২। নিষ্পত্তি করিবার ভার জজ সাহেবের প্রতি বর্ত্তিবার কথা। ঐ
২৬৩। জুরিরদ্বারা বিচারিত মোকদ্দমার কথা। ঐ
প্রত্যেক অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা করিবার কথা। ৭৩
জুরিকে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করিতে পারিবার কথা। ঐ
জুরির ঐক্যবাক্য না হইলে তাহার কথা। ঐ
২৬৪। মোকদ্দমা স্থগিত রাখিবার কথা। ঐ
গৌণে বিচার করিবার কথা। ঐ
২৬৫। জুরির কি আসেসরদের পরিবর্ত্তন না হইয়া ক্রমশঃ বহু অপরাধির বিচার হইতে পারিবার কথা। ঐ

ষষ্ঠ খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

১০ অধ্যায়।

আপীলের কথা।

২৬৬। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা উপেক্ষা ন্যূন ক্ষমতাপন্ন কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা। ৭৪
২৬৭। দুর্ব্বৃত্তির নিমিত্ত মোকদ্দমায় আপীল করিবার কথা। ঐ
২৬৮। অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা। ঐ
২৬৯। মাজিষ্ট্রেটদের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা। ঐ
২৭০। ৩৬ ধারামতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের দ্বারা অপরাধ নির্ণয় হইলে আপীল হইবার কথা। ঐ
আসিষ্টান্ট সেশন জজ অপরাধ নির্ণয় করিলে তাঁহার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা। ৭৫
২৭১। সেশন আদালতে যাহারদের অপরাধ নির্ণয় হয় তাহারদের আপীলের কথা। ঐ
২৭২। নির্দ্দোষ হইলে কেবল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল না হইবার নতুবা আপীল না হইবার কথা। ৭৬
২৭৩। ক্ষুদ্রং মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা। ঐ
২৭৪। সরাসরীমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা। ঐ
ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা বর্জিত হইবার কথা। ঐ
২৭৫। দরখাস্তের সঙ্গে দণ্ডাজ্ঞার প্রতিলিপি থাকার কথা। ঐ
২৭৬। দণ্ডের কি অন্য আজ্ঞার নকল দিবার কথা। ৭৭

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।
২৭৭। আপেলান্ট কারাবদ্ধ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা। ৭৭
২৭৮। আপীল অগ্রাহ্য করিবার কথা। ঐ
২৭৯। আপীলের নোটিসের কথা। ঐ
২৮০। আপীল আদালতের নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
২৮১। আপীল উপস্থিত থাকিলে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত হইবার কথা। ৭৮
হাজিরজামিন দিলে আপেলান্টকে মুক্ত করিবার কথা। ঐ
২৮২। অধিক তদন্ত লইতে কি লইবার আজ্ঞা করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা। ঐ
২৮৩। অভিযোগপত্রে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ভ্রম কি প্রমাদ প্রযুক্ত নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন হইবার কথা। ঐ
আপীল আদালতের দণ্ড ন্যূন করিবার ক্ষমতার কথা। ৮৯
২৮৪। যাঁহার উপযুক্ত ক্ষমতা নাই এমত আদালতের দ্বারা অপরাধ নির্ণয় হইলে ইতি কর্ত্তব্য তার কথা। ঐ
২৮৫। আপীল হইয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা। ঐ
২৮৬। প্রকারান্তরে বিধান না থাকিলে ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার কি দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীল না হইবার কথা। ঐ

২১ অধ্যায়।

অর্পণ করণের বিধি।

২৮৭। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা। ৮০
২৮৮। দাণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর কি অন্যথা করিতে হাই কোর্টের ক্ষমতার কথা। ঐ
২৮৯। অধিক তদন্ত লইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
২৯০। দণ্ড স্থির রাখিবার কিম্বা নূতন দণ্ডের আজ্ঞাতে দুই জন জজের স্বাক্ষর করিবার কথা। ৮১
২৯১। হাই কোর্টের এক জন জজের উপবিষ্ট হইবার কথা। ঐ

---

২২ অধ্যায়।

তত্ত্বাবধারণের ও সংশোধনের বিধি।

২৯২। হাই কোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
২৯৩। অধীন আদালতের বিচার কার্য্যের কালেণ্ডরের কথা। ৮২
২৯৪। মধ্যস্থ আদালতের কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা। ঐ
২৯৫। মধ্যস্থ আদালতের কাগজপত্র আনাইতে সেশন আদালতের ও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা। ঐ
২৯৬। হাই কোর্টে রিপোর্ট করিবার কথা। ঐ
২৯৭। সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা। ৮৩
সমর্পণ করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।
নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা। ৮৩
নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা বিষয়ক উপবিধি। ঐ
অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
অনুচিত দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
দণ্ডের আজ্ঞা স্থগিত রাখিবার কথা। ঐ
সংশোধন করিতে কেবল হাই কোর্টের ক্ষমতা থাকার কথা। ৮৪
হাই কোর্টের স্বেচ্ছাধীনে উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিবার কথা। ঐ
২৯৮। তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা। ঐ
২৯৯। সংশোধনক্রমে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা অধস্থ আদালতে বা জিলার মাজি-
ষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করিবার কথা। ঐ
৩০০। ২৮৩ ধারার বিধান বর্জ্জিবার কথা। ঐ

সপ্তম খণ্ড।

আজ্ঞা সাধন করিবার বিধি।

২৩ অধ্যায়।

৩০১। দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর হইবার জন্যে হাই কোর্টে অর্পিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ৮৫
৩০২। সেশন আদালতের নির্ণয়ের ও দণ্ডাজ্ঞাপত্রের প্রতিলিপি জিলার মাজিষ্ট্রেট
সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা। ঐ
আজ্ঞামতে কার্য্য হইবার ওয়ারেন্টের কথা। ঐ
সেশন আদালতের নিম্ন আদালত কর্ত্তৃক দণ্ডের আজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য
তাহার কথা। ঐ
৩০৩। সমর্পণ করিবার ওয়ারেন্ট লিখিবার পাঠের ও শিরোনামার কথা। ঐ
৩০৪। ওয়ারেন্ট যাহাকে দিতে হইবে তাহার কথা। ৮৬
৩০৫। ৩০১ কি ৩০২ ধারামতে দণ্ড দিবার কথা। ঐ
৩০৬। অন্তরাপত্যার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা গৌণে সাধন করিবার কথা। ঐ
৩০৭। অর্থদণ্ড আদায়ের কথা। ঐ
এই ধারা যেং স্থলে বর্জ্জিবে তাহার কথা। ঐ
কে ওয়ারেন্ট দিতে পারেন তাঁহার কথা। ৮৭
৩০৮। অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিবার কথা। ঐ
৩০৯। অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে কারাদণ্ডের কথা। ঐ
মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলে তাহার উপবিধি। ঐ
৩১০। কারাদণ্ডের সহিত প্রহারের আজ্ঞা হইলে প্রহার করিবার সময়ের কথা। ৮৮
৩১১। ঐ দণ্ড যে রূপে সাধন হইবে তাহার কথা। ঐ
৩১২। অপরাধির শরীর অসুস্থ থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার কথা। ঐ
স্থগিত হইবার কথা। ঐ
থামিয়াং না মারিবার কথা। ঐ
৩১৩। উক্ত ধারামতে দণ্ড হইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ঐ
৩১৪। একিকালে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা। ৮৯

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।

ধারা।

অত্যধিক যত কাল কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা। ৮৯

৩১১। পূর্ব্বে যাহারদের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহারদের বিচারের কথা। ঐ

উপবিধি। ঐ

৩১৬। পলাতক বন্দির দণ্ড চলনের কথা। ঐ

৩১৭। এক অপরাধের দণ্ডভোগ করণকালে অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা। ঐ

উপবিধি। ঐ

৩১৮। অল্পবয়স্ক অপরাধিদিগকে চরিত্র সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা। ৯০

৩১৯। যাহাদের দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডাজ্ঞা হয় তাহাদিগকে যে স্থানে পাঠাইতে হইবে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের ঐ স্থান নিরূপণ করিবার কথা। ঐ

তৎস্থানে তাহাদিগকে পাঠাইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা দিবার কথা। ঐ

৩২০। দণ্ডাজ্ঞাক্রমে দ্বীপান্তরে প্রেরিত ব্যক্তিদিগের দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে স্থানান্তরে না পাঠাইবার কথা। ঐ

৩২১। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা। ঐ

৩২২। দণ্ড ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ

দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা। ৯১

অষ্টম খণ্ড।

সাক্ষ্যের কথা।

২৪ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় সাক্ষ্যবিষয়ক বিশেষ বিধি।

৩২৩। চিকিৎসক সাক্ষির সাক্ষ্যের কথা। ঐ

চিকিৎসা কর্ম্মকারি সাক্ষিকে আদালতের সমন করিতে পারিবার কথা। ঐ

৩২৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করিলে তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিবার কথা। ঐ

৩২৫। কিমীয় দ্রব্য পরীক্ষকের রিপোর্টের কথা। ৯২

স্বাক্ষর প্রকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর বলিয়া অনুমান করিবার কথা। ঐ

৩২৬। পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় বা নির্দ্দোষ হওনের প্রমাণ যেরূপে করা যাইবে তাহার কথা। ঐ

৩২৭। অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থানে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হওয়ার কথা। ঐ

৩২৮। সাক্ষ্যের এক অংশ এক মাজিষ্ট্রেটের ও অন্য অংশ অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যক্রমে অপরাধ নির্ণয় হইবার কথা। ঐ

৩২৯। যে সাক্ষ্যের একাংশ এক কর্ত্তৃপক্ষের অন্য অংশ অন্য কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয় তদনুসারে ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে তাহা সিদ্ধ হইবার কথা। ৯৩

৩৩০। যে স্থলে কমিশ্যান দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা। ঐ

কমিশ্যান দিবার নিয়মের কথা। ঐ

সাক্ষির পরীক্ষা লইতে ও বাদির ও প্রতিবাদির ক্ষমতার কথা। ঐ

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।

ধারা।

মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য মোকদ্দমায় কমিশ্যন্‌ দিবার প্রয়োজন হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা। ৯৪

২৫ অধ্যায়।

সাক্ষ্য যেরূপে লইতে হইবে তাহার কথা।

৩৩১। বাদিদের ও সাক্ষিদের পরীক্ষা লইবার কথা। ঐ

৩৩২। সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা। ঐ

৩৩৩। সমনের মোকদ্দমায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন অপরাধির বিচারকালে উক্ত কথা। ঐ

৩৩৪। মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অন্য সকল মোকদ্দমায় ও সেশন আদালতের আনুষ্ঠানিক সকল কার্য্যের উক্ত কথা। ঐ

ইংরেজী ভাষায় সাক্ষ্য। ৯৫

সাক্ষ্য লিখিত না হইলে মর্ম্মাত্মক লিপির কথা। ঐ

৩৩৫। সেশন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের স্বদেশীয় ভাষায় নিজে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা। ঐ

অথবা ইংরাজী কি জিলার চলিত ভাষায়। ঐ

৩৩৬। ৩৩৩ ধারার উল্লিখিত স্থলে মাজিষ্ট্রেটের ৩৩৪ কি ৩৩৫ ধারার বিধানমতে লিখিতে পারিবার কথা। ঐ

৩৩৭। যে ভাষা চলিত জ্ঞান হইবে স্থান বিশেষের গবর্ণমেন্টের ইহা নিরূপণ করিবার কথা। ৯৬

৩৩৮। সাক্ষ্য যে পাঠে লিখিতে হইবে তাহার কথা। ঐ

৩৩৯। সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ঐ

৩৪০। সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কি তাহার মোক্তারের নিকটে ব্যক্ত হইবার কথা। ঐ

৩৪১। সাক্ষির আচরণ বিষয়ে মন্তব্য কথা। ঐ

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষার কথা।

৩৪২। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রশ্ন হইবার কথা। ৯৭

৩৪৩। উত্তর না দেওয়া প্রযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ডনীয় না হওয়ার কথা। ঐ

৩৪৪। কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা। ঐ

৩৪৫। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ না করাইবার কথা। ঐ

৩৪৬। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা। ঐ

৩৪৭। সহায়ের ক্ষমা করিতে মাজিষ্ট্রেটের প্রস্তাব করিবার কথা। ৯৮

৩৪৮। হাই কোর্ট কি সেশন আদালত সেং স্থলে ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারেন তাহার কথা। ঐ

৩৪৯। যাহাদিগকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয় তাহাদিগকেও হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা। ঐ

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক
ধারা।

২৬ অধ্যায়।

সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইবার বিধি।

৩৫০। সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইবার কার্য্য প্রণালী।

৩৫১। গুরুতর সাক্ষিকে সমন করিবার কিম্বা উপস্থিত ব্যক্তির পরীক্ষা লইবার ক্ষমতার কথা।

৩৫২। যে স্থলে প্রথমেই ধরিবার ওয়ারন্ট বাহির হইতে পারে তাহার কথা।

৩৫৩। ওয়ারন্ট তাহাকে দেওয়া যাইতে না পারিলে তাহার কথা।

৩৫৪। সাক্ষী উপস্থিত হইয়া আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের হৃদ্বোধ জন্মাইলে ঐ সম্পত্তির ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।
সাক্ষী উপস্থিত না হইলে কিম্বা আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের হৃদ্বোধ জন্মাইতে না পারিলে দ্রব্য নীলাম হইবার কথা।

৩৫৫। সমন না মানিলে ধরিবার কথা।

৩৫৬। উত্তর দিতে স্বীকার না করিলে হেফাজতে রাখিবার কথা।

তদন্ত লওনের কথা।

৩৫৭। সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে তদন্ত লওনের কথা।
অবশিষ্ট সাক্ষিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৫৮। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে হইলে তাহার কথা।

৩৫৯। অনাবশ্যক সাক্ষির খরচা আমানৎ না হইলে তাহাকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার কথা।

৩৬০। বাদির ও সাক্ষিদের মুচলকার কথা।
উপস্থিত হইতে কি মুচলকা লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে হেফাজতে থাকিবার কথা।

সমনের মোকদ্দমার কথা।

৩৬১। সমনের মোকদ্দমায়।

ওয়ারন্টের মোকদ্দমার কথা।

৩৬২। ওয়ারন্টক্রমে যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কথা।

সেশনের বিচারের কথা।

৩৬৩। সাক্ষিদের পরীক্ষা লইতে ও তাহারদিগকে সমন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের কথা।

৩৬৪। সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

লিখিত প্রমাণ আনাইবার কথা।

৩৬৫। সাক্ষ্যস্বরূপ দলীলের প্রয়োজন হইলে তাহা আনাইবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৬৬। দলীল তলাশ করিবার ওয়ারন্ট যে স্থলে বাহির হইতে পারে তাহার কথা।

৩৬৭। দলীল উপস্থিত করা গেলে তাহা রাখিবার ক্ষমতার কথা।

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।

২৭ অধ্যায়।

তলাশী পরওয়ানার বিধি।

৩৬৮। যেং স্থলে তলাসী পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা। ঐ
৩৬৯। ডাকঘরে কর্ম্মবিভাগের জিম্মায় পত্র থাকিলে কার্য্য প্রণালীর কথা। ১১৪
৩৭০। তলাসী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তাহার কথা। ঐ
৩৭১। পোলীসের কর্ম্মকারককে পরওয়ানা দেওয়া গেলে অধীন কর্ম্মকারকেরদ্বারা সাধন হইবার কথা। ঐ
পৃষ্ঠলিপির কথা। ঐ
৩৭২। তলাশী পরওয়ানা যে জিলায় বাহির হয় তাহার বহির্ভূত স্থানে জারী করিবার কথা। ঐ
৩৭৩। অত্যাবশ্যক স্থলে তলাশী পরওয়ানার পৃষ্ঠলিপি না থাকিলেও তদনুসারে কার্য্য হইবার কথা। ১০৫
প্রাপ্ত দ্রব্য যাঁহার অধীন স্থানে পাওয়া যায় সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লইয়া যাইবার কথা। ঐ
তদ্বিষয়ের আজ্ঞার কথা। ঐ
৩৭৪। তদ্রূপ স্থলে রাজধানীর মধ্যে কার্য্য প্রণালীর কথা। ঐ
৩৭৫। এক মাজিষ্ট্রেটের অধীন স্থানে অন্য মাজিষ্ট্রেটের তলাশী পরওয়ানা জারী করিবার কথা। ঐ
৩৭৬। অন্য জিলার কি জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তলাশী পরওয়ানা ডাক-যোগে পাঠাইবার কথা। ১০৬
ঐ মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা পৃষ্ঠেলিখিবার ও সাধন হইবার কথা। ঐ
রাজধানীতে যে পরওয়ানা জারী করিতে হইবে তাহার শিরোনামার কথা। ঐ
৩৭৭। যে গৃহাদিতে চোরা দ্রব্য কি কৃত্রিম লিপি থাকার অনুভব হয় তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা। ঐ
৩৭৮। মাজিষ্ট্রেটের স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিবার কথা। ঐ
আপনার সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার আজ্ঞার কথা। ঐ
৩৭৯। পোলীস থানার অধ্যক্ষের দ্বারা তলাশের কথা। ১০৭
৩৮০। যে স্থলে পোলীস থানার এক অধ্যক্ষ অন্য অধ্যক্ষকে তলাশী পরয়ানা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা। ঐ
৩৮১। বাটখারা ও মাপিবার যন্ত্রাদি দৃষ্টি করিবার কথা। ঐ
৩৮২। বদ্ধ ঘর প্রভৃতির রক্ষকের অন্বেষণ করিবার অনুমতি দিবার কথা। ১০৮
৩৮৩। যে স্থানে অন্বেষণ করিতে হইবে তাহা ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা। ঐ
৩৮৪। অন্তঃপুরের দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা। ঐ
৩৮৫। সাক্ষিদের সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার কথা। ঐ
ঐ স্থান নিবাসির উপস্থিত থাকিতে পারিবার কথা। ঐ
৩৮৬। স্ত্রীর গা তলাশ করিবার কথা। ১০৯

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।

৩৮৭। মৃতব্যক্তির গত মালের কথা। ঐ

নবম খণ্ড।

অনুসন্ধান ও বিচারঘটিত কার্য্যের প্রণালী।

২৮ অধ্যায়।

হাজির জামিনের কথা।

৩৮৮। যে স্থলে হাজির জামিন লইতে হইবে তাহার কথা। ঐ
৩৮৯। কোনং অপরাধ হইলে হাজির জামিন না লওয়ার কথা। ঐ
যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা। ঐ
৩৯০। হাজির জামিন লইবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা। ১১০
৩৯১। অভিযুক্ত ব্যক্তির ও প্রতিভূদের মুচলকার কথা। ঐ
৩৯২। হাজির জামিন উপযুক্ত হইলে তাহার কথা। ঐ
৩৯৩। অপরাধ নির্ণয় হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে জামিন লইতে পারিবার কথা। ঐ
৩৯৪। জামিন দিলে মুক্ত হওয়ার কথা। ঐ
৩৯৫। প্রতিভূদিগকে মুক্ত করিবার কথা। ঐ
৩৯৬। অভিযুক্ত ব্যক্তির দণ্ড দেওয়াইবার কার্য্যের কথা। ১১১
৩৯৭। প্রতিভূদের দণ্ড দেওয়াইবার কার্য্য প্রণালীর কথা। ঐ
৩৯৮। ৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারায় দত্ত ক্ষমতাক্রমে যেং স্থলে কার্য্য হইতে পারে তাহার কথা। ঐ
দণ্ডের একাংশ ক্ষমা করিবার কথা। ১১২
আজ্ঞা সংশোধনের কথা। ঐ
মাজিষ্ট্রেটের প্রতি হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের ঐ অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞাদিতে পারিবার কথা। ঐ
৩৯৯। হাজির জামিনের পরিবর্ত্তে টাকা দিবার কথা। ঐ

২৯ অধ্যায়।

জুররদের ও আসেসরদের নামনির্ঘণ্ট করিবার ও তাঁহারদের উপস্থিত হইবার কথা। ঐ
৪০০। জুরির ও আসেসরদের নামনির্ঘণ্টের কথা। ঐ
৪০১। নির্ঘণ্ট প্রচার করিবার কথা। ঐ
৪০২। ঐ নির্ঘণ্ট সংশোধনের কথা। ১১৩
৪০৩। বৎসরং ঐ পত্র সংশোধনের কথা। ঐ
৪০৪। জুরর ও আসেসরদের কথা। ঐ
৪০৫। অযোগ্যতার কথা। ঐ
৪০৬। বর্জিত ব্যক্তিদের কথা। ১১৪
বর্জিত ব্যক্তিদের ঐ কার্য্য না করা স্বেচ্ছাধীন থাকার কথা। ঐ

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।
৪০৭। জুররদিগকে আদালতের সমন করিবার কথা। ১১৫
৪০৮। ২৩৪ ধারামতে সমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা। ঐ
৪০৯। সমনের পাঠের ও তাহা জারী করিবার কথা। ঐ
৪১০। অন্য জুররদিগকে কি আসেসরিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
৪১১। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকের নামে সমন দেওয়ার কথা। ১১৬
৪১২। জুরির কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অনুমতির কথা। ঐ
৪১৩। জুরির যে ব্যক্তিরা কি অসেসরা উপস্থিত হন তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্টের কথা। ঐ
৪১৪। জুরর কি আসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা। ঐ

৩০ অধ্যায়।

বিবিধ বিধান।

৪১৫। চোরা দ্রব্য ধৃত হইলে পোলীসের কার্য্যপ্রণালীর কথা। ঐ
আশু ক্ষয়ণীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার কথা। ১১৭
৪১৬। দ্রব্যের স্বামী অপরিচিত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ঐ
৪১৭। ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ঐ
৪১৮। যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞার কথা। ঐ
৪১৯। সেই আজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা। ঐ
৪২০। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি দ্রব্য অর্পণ করণসূচক আজ্ঞা হইবার কথা। ঐ
৪২১। বাদিদের ও সাক্ষিদের খরচের কথা। ১১৮
৪২২। দোভাসির যথার্থই অর্থ করিতে হইবার কথা। ঐ

৩১ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের কথা।

৪২৩। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ঐ
৪২৪। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত দেখা গেলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ঐ
৪২৫। সেশন আদালতে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ১১৯
৪২৬। উক্ত অনুসন্ধান বা বিচার না হওন পর্য্যন্ত ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা। ঐ
তাহার রক্ষার কথা। ঐ
৪২৭। তদন্ত কি বিচারকার্য্যের পুনশ্চ প্রবর্ত্ত হইবার কথা। ঐ
৪২৮। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা। ঐ
৪২৯। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হওয়াপ্রযুক্ত নিরপরাধী হইলে নির্ণয়ের কথা। ১২০
৪৩০। উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধী করা গেল তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে আটক রাখিবার কথা। ঐ
৪৩১। ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে ইনস্পেক্টর জেনরলের দৃষ্টি করিবার ও রিপোর্ট করিবার কথা। ঐ
৪৩২। বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তির অভিযোগের উত্তর দিতে সক্ষম রিপোর্ট হইলে তাহার কথা। ঐ

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।
৪৩৩। ৪০০ ধারামতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার কথা। ১২১
৫৩৪। আত্মীয়ের তত্ত্বাবধারণে ক্ষিপ্তকে অর্পণ করিবার কথা। ঐ

৩২ অধ্যায়।
আদালতের অবজ্ঞার কথা।
৩৩৫। কোন কোন স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ঐ
৪৩৬। অভিযুক্ত ব্যক্তির কারাদণ্ড কিম্বা ২০০ টাকার অধিক অর্থদণ্ড হওয়া উচিত আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ১২২
৪৩৭। অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা। ঐ
৫৩৮। অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হইলে যে কার্য্য কর্ত্তব্য তাহার কথা। ১২৩

দশম খণ্ড।

অভিযোগ ও নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞার বিধি।
৩৩ অধ্যায়।

অভিযোগের কথা।
অভিযোগ লিখিবার পাঠের কথা।
৪৩৯। অভিযোগপত্রে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা। ঐ
অপরাধের বিশেষ নাম বিশিষ্ট বর্ণনা হওয়ার কথা। ঐ
অপরাধের নাম নিরূপণ না হইলে যেরূপে বর্ণনা হইবে তাহার কথা। ঐ
অভিযোগপত্রে যে অনুভব হইবে তাহার কথা। ১২৪
অভিযোগ পত্র যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা। ঐ
পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগপত্রে তাহা লিখিবার কথা। ঐ
৪৪০। সময়ের ও স্থানের ও ব্যক্তির বিশেষ কথা। ১২৫
৪৪১। অপরাধ কি প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথা যে স্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা। ঐ
৪৪২। তফসীলের নির্দ্ধারিত পাঠের কথা। ঐ
৪৪৩। ভ্রমের ফলের কথা। ঐ
৪৪৪। সংশোধন করিবার প্রার্থনা করিতে প্রতিবাদির ক্ষমতার কথা। ১২৬
৪৪৫। অভিযোগপত্র সংশোধন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা। ১২৭
৪৪৬। অভিযোগ লইয়া সেশন আদালতের যদ্রূপ কার্য্য হইতে পারে তাহার কথা। ঐ
৪৪৭। যে যে স্থলে সংশোধন হইলেই বিচারের কার্য্য চলিতে পারে তাহার কথা। ঐ
৪৪৮। যে স্থলে নূতন বিচারের আজ্ঞা কিম্বা বিচার স্থগিত হইতে পারিবে তাহার কথা। ঐ

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

ধারা।

৪৪৯। সাক্ষিদিগকে অভিযোক্তার ও অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা। ১২৭

৪৫০। নূতন অভিযোগপত্রের লিখিত অপরাধ হেতুক প্রয়োজন হইলে অনুমতি পাইবার কথা। ১২৮

৪৫১। গুরুতর ভ্রম হইলে তাহার ফলের কথা। ঐ

অভিযোগ সংযোগ করিবার কথা

৪৫২। ভিন্নং অপরাধের ভিন্নং অভিযোগ হওয়ার কথা। ঐ

৪৫৩। একি প্রকারের অপরাধ দুই কি অধিকবার অভিযোগ এক বৎসরান্তে হইতে পারিবার কথা। ঐ

৪৫৪। ১। দুই কি তদধিক অপরাধের বিচারের কথা। ১২৯

২। একি অপরাধ দুই সংজ্ঞার মধ্যে আইলে তাহার কথা। ১২৯

৩। নানা ক্রিয়ারদ্বারা দুই কি তদধিক অপরাধ হইলে কিন্তু ঐ অপরাধ সমষ্টি একি সংজ্ঞার মধ্যে আইলে তাহার কথা। ঐ

৪৫৫। কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ের সন্দেহ স্থলের কথা। ১৩১

৪৫৬। কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে তাহার কথা। ১৩২

৪৫৭। যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা অভিযোগের মধ্যে ধরা গেলে তাহার কথা। ঐ

৪৫৮। যেং ব্যক্তিদের অভিযোগ একত্র ধরা যাইতে পারে তাহারদের কথা। ঐ

৪৫৯। অনেক অভিযোগ হইয়া একের প্রমাণ হইলে অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা। ১৩৩

পূর্ব্বনির্দ্দোষকরণ কি অপরাধ নির্ণয়ের কথা।

৪৬০। যে ব্যক্তিকে একবার নির্দ্দোষী কি অপরাধী বলিয়া নির্ণয় হইল তাহার সেই অপরাধে বিচার না হইবার কথা। ঐ

---

৩৪ অধ্যায়।

নিষ্পত্তির ও আজ্ঞার দণ্ডাজ্ঞার কথা।

৪৬১। নিষ্পত্তিপত্রে অপরাধ লিখিতে হইবার কথা। ১৩৫

একতর অপরাধ নির্ণয়ের কথা। ঐ

৪৬২। নিষ্পত্তি যে সময়ে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার কথা। ঐ

৪৬৩। ইংরাজী কিম্বা জিলার চলিত ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিবার কথা। ঐ

উপবিধি। ঐ

৪৬৪। নিষ্পত্তিপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা। ঐ

নিষ্পত্তি তর্জ্জমা করিতে হইবার কথা। ১৩৬

---

৩৫ অধ্যায়।

স্থলবিশেষের অভিযোগের কথা।

৪৬৫। রাজবিরুদ্ধ অপরাধের অভিযোগের কথা।

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।
৪৬৬। বিচারকর্ত্তারদের ও রাজকীয় কার্য্যকারকদের নামে অভিযোগের কথা। ১৩৬
অনুমতি যে সময়ে দেওয়া যাইবে তাহার কথা। ১৩৭
স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা। ঐ
৪৬৭। রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞা করণ অভিযোগের কথা। ঐ
৪৬৮। ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধ কোন২ অপরাধহেতুক অভিযোগের কথা। ঐ
৪৬৯। দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা গেলে তৎসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা। ঐ
৪৭০। যে প্রকারের অনুমতি পাওয়া আবশ্যক তাহার কথা। ঐ
৪৭১। ৪৬৭ ও ৪৬৮ ও ৪৬৯ ধারার লিখিত স্থলে কার্য্য প্রণালীর কথা। ১৩৮
৪৭২। সেশন আদালতের সম্মুখে তদ্রূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা। ঐ
৪৭৩। আদালতের অবজ্ঞকরণরূপ অপরাধ লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা। ঐ
৪৭৪। অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার কথা। ১৩৯
৪৭৫। তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্যের কথা।
৪৭৬। সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার বিষয়ে, মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামতে আদালতের কার্য্য করিবার কথা। ঐ
৪৭৭। মাজিষ্ট্রেট সমর্পণ করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে, তাঁহার সম্মুখে কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ঐ
৪৭৮। ব্যভিচারের অভিযোগের কথা। ঐ
৪৭৯। স্ত্রীকে ভুলাইয়া হরণ করিবার অভিযোগের কথা। ১৪০

একাদশ খণ্ড।

৩৬ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদিগের নিষেধ সূচক ক্ষমতার কথা।

বেআনীমত জনতাকে পৃথক করিয়া দিবার কথা।

৪৮০। মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের আজ্ঞামতে জনতাভঙ্গ হইবার কথা। ঐ
৪৮১। জনতা ভঙ্গ করিবার জন্যে বল প্রয়োগের কথা। ঐ
৪৮২। সৈন্যদলের ব্যবহারের কথা। ঐ
৪৮৩। যে স্থলে সৈন্যদলের ব্যবহার অপরাধ না হয় তাহার কথা। ঐ
৪৮৪। জনতা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা। ঐ
৪৮৫। আদেশমতে কর্ম্ম করিলে যেং কর্ম্ম অপরাধ না হয় তাহার কথা। ১৪১
৪৮৬। হুদ্দাদারেরা ও সিংপাহিরা আজ্ঞা মানিয়া কর্ম্ম করিলে তাহা অপরাধ না হইবার কথা। ঐ
৪৮৭। জনতাভঙ্গকরণার্থ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সেনাপতিদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা। ঐ

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।

ধারা।

৪৮৮। ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৪ ও ৪৮৭ ধারামতে কর্ম্ম হইলে অভিযোগ করণের অনুমতির আবশ্যকতার কথা। ১৪১

৩৭ অধ্যায়।

শান্তিভঙ্গ না হইবার জামীনের কথা।

৪৮৯। অপরাধ প্রমাণ হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবায় মুচলকার কথা। ঐ

যে কার্য্যকারক অপরাধ নির্ণয় করেন তিনি জিলার খণ্ডের অধ্যক্ষ কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ১৪২

৪৯০। শান্তিভঙ্গ না করিবার প্রতিভূর কথা। ঐ

৪৯১। কোন ব্যক্তির শান্তিভঙ্গ না করিবার প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিতে না হইবার কারণ দর্শাইতে তাহার নামে সমন হইবার কথা। ১৪৩

৪৯২। সমনের পাঠ। ঐ

৪৯৩। নিবন্ধনপত্রমতে অর্থদণ্ডের কথা। ঐ

৪৯৪। ধরিবার ওয়ারন্টের কথা। ১৪৪

৪৯৫। অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিত থাকার অনুমতি হইবার কথা। ঐ

৪৯৬। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা। ঐ

৪৯৭। নিবন্ধনপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা না মানিবার কথা। ঐ

৪৯৮। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার কালের কথা। ঐ

৪৯৭ ধারামত কারাবন্ধনের সময়ের কথা। ঐ

৪৯৯। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার কাল বৃদ্ধির কথা। ঐ

৫০০। মুচলকা রহিত করিবার কথা। ঐ

৫০১। প্রতিভূদিগকে মুক্ত করিবার কথা। ১৪৫

৫০২। মুখ্য ব্যক্তির স্থানে অর্থদণ্ড আদায় করিবার কথা। ঐ

৫০৩। প্রতিভূর স্থানে অর্থ দণ্ড আদায় করিবার কথা। ১৪৬

৩৮ অধ্যায়।

সদাচারের প্রতিভূর বিধি।

৫০৪। যেস্থলে মাজিষ্ট্রেট ছয় মাস পর্য্যন্ত সদাচারের প্রতিভূ লইতে পারেন তাহার কথা। ১৪৬

যাহার দণ্ডভোগ হইতেছে তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার কথা। ঐ

সেশন জজ কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা নাই তিনি কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা উচিত জ্ঞান করিলে তাহার কথা। ১৪৭

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট হইলে তাহার তদন্ত লইবার ক্ষমতার কথা। ঐ

৫০৫। যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট এক বৎসর সদাচারে জামিন লইতে পারেন তাহার কথা। ঐ

৫০৬। এক বৎসরের অধিক কালের প্রতিভূর প্রয়োজন হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ঐ

৫০৭। আনুষ্ঠানিক কার্য্য শেসন আদালতে অর্পণ হইবার কথা। ঐ

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।
৫০৮। সেশন আদালতের তিন বৎসরের অনধিক কালের প্রতিভূ লইতে পারিবার কথা। ১৪৮
৫০৯। জামিন দিবার আজ্ঞাপত্রের মর্ম্মের কথা। ঐ
৫১০। জামিন না দিলে কারাবদ্ধ হইবার কথা। ঐ
কারাবদ্ধ থাকার কালের কথা। ঐ
৫১১। জামিন দিবার আজ্ঞাহেতু বন্দিদের মুক্ত হইবার কথা। ঐ
৫১২। সেশন আদালতের আজ্ঞামতে প্রতিভূ না দেওয়াতে বন্দি হইলে রিপোর্টের কথা। ঐ
৫১৩। প্রতিভূকে মুক্ত করিবার কথা। ১৪৯
৫১৪। প্রতিভূদিগের স্থানে অর্থদণ্ড আদায় করিবার কথা। ঐ
৫১৫। সমন ও ধরিবার ওয়ারণ্ট দিবার কথা। ঐ
যে স্থানে কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারে তাহার কথা। ঐ
৩৭ অধ্যায় বা এই অধ্যায়মতে প্রমাণ লইবার নিয়মের কথা। ১৫০
পূর্ব্ব নির্ণীত অপরাধের প্রমাণ করা যাইতে পারিবার কথা। ঐ
৫১৬। চরিত্রহেতুক প্রতিভূ অগ্রাহ্য করিবার কথা। ঐ
৫১৭। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজাদের প্রতি এই অধ্যায় না খাটিবার কথা। ঐ

---

৩৯ অধ্যায়।

স্থানবিশেষে অনিষ্টজনক বিষয়ের কথা।

৫১৮। অবরোধ বা প্রাণাশঙ্কাজনক ব্যাপার বা দাঙ্গা নিবারণার্থে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার কথা। ঐ
৫১৯। সাধারণের অনিষ্টক জনক কার্য্য বারম্বার না হইবার ও না চলিবার বারণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা। ১৫১
৫২০। উক্ত আজ্ঞা মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য না হইবার কথা। ঐ
৫২১। অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
এই আজ্ঞা মোকদ্দমার বিচার ঘটিত কার্য্য হইবার কথা। ১৫২
আজ্ঞা অনুকল্পে হইবার কথা। ঐ
৫২২। আজ্ঞা কি তাহার জ্ঞাপনপত্র দিবার কথা। ঐ
৫২৩। যাহাকে আজ্ঞা করা যায় তাহার সেই আজ্ঞা মানিবার কিম্বা পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার দাওয়ার কথা। ঐ
যাহাদিগকে লইয়া পঞ্চায়ৎ হইবে তাহার কথা। ঐ
আজ্ঞা স্থগিত রাখিবার কথা। ঐ
আজ্ঞা যে স্থলে নিরপেক্ষরূপে স্থির করা যাইবে তাহার কথা। ১৫৩
পঞ্চায়তের রিপোর্ট ও তৎসংক্রান্ত আজ্ঞার কথা। ঐ
৫২৪। পঞ্চায়তের উপস্থিত হইবার কথা। ঐ

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।
ধারা।
৫২৫। যাহাকে আজ্ঞা করা যায় সে অমান্য কি তাচ্ছল্য করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ১৫৩
৫২৬। পঞ্চায়েৎ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত নির্ণয় করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ঐ
৫২৭। যাঁহার প্রতি আজ্ঞা করা যায় তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ্বোধমতে ঐ আজ্ঞা অযুক্ত জানাইতে পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ১৫৪
৫২৮। পঞ্চায়তের অনুসন্ধান কার্য্য চলনকালে আজ্ঞার কথা। ঐ
৫২৯। কোন২ আইনের বিধান রাখিবার কথা। ঐ

৪০ অধ্যায়।—অধিকারের কথা।
৫৩০। ভূম্যাদিবিষয়ক কোন বিবাদে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা। ১৫৫
ভূমি যাহার দখলে থাকে তাহাকে আইনমতে বেদখল না করা গেলে তাহার দখলে থাকিবার কথা। ঐ
৫৩১। দখলিকারকে নিশ্চিতরূপে না জানা গেলে বিবাদের বিষয় ক্রোক করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার কথা ঐ
৫৩২। ভূমি কি জল ব্যবহারের অধিকার বিষয়ি বিবাদের কথা। ঐ
৫৩৩। সীমাবিবাদ নির্ণয় করিবার জন্যে স্থানীয় তদন্ত লওয়ার কথা। ১৫৬
৫৩৪। স্থাবর দ্রব্যের অধিকার ফিরিয়া দিবার ক্ষমতার কথা। ঐ
৫৩৫। কালেক্টর সাহেবের ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা। ঐ

৪১ অধ্যায়।
স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।
৫৩৬। স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের আজ্ঞার কথা। ঐ
সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা। ১৫৭
উপবিধি। ঐ
৫৩৭। ঐ টাকা ন্যূন করিবার প্রার্থনার কথা। ঐ
৫৩৮। আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা। ঐ

দ্বাদশ খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

৪২ অধ্যায়।
বিবিধ বিষয়ের কথা।
৫৩৯। বিবিধ প্রকারে ফৌজদারী মোকদ্দমায় ও কার্য্যেতে কার্য্যপ্রণালীর কথা। ১৫৮
৫৪০। রাজধানীর পোলীস মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা রক্ষার কথা। ঐ

নির্ঘণ্ট। পত্রাঙ্ক।

ধারা।

৫৪১। ভূম্যাধিকারিদের ও গ্রামের প্রধান লোকদের ও গ্রাম্য পোলীসের কর্ম্মকারকদের ও সেনানিবাসি স্থানে মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা ও কার্য্যবিধান রক্ষা করিবার কথা। ১৫৮

প্রথম তফসীল।—যে আইন রহিত করা গেল। ১৫৯

দ্বিতীয় তফসীল।—সমন ও ওয়ারণ্ট ও নিবন্ধনপত্র ও মুচলকা লিখিবার পাঠ। ১৬৫

তৃতীয় তফসীল—অভিযোগ লিখিবার পাঠ। ১৬৮

চতুর্থ তফসীল—অপারাধের নির্ঘণ্টপত্র। দ্বিতীয় ১

পঞ্চম তফসীল। যেং আইনে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের উল্লেখ হইয়াছে তাহা। ৭৫

ফৌজদারী মোকদ্দমার

কার্য্যবিধানের নূতন আইন।

অর্থাৎ

ইং ১৮৭২ সালের ১০ আইন।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট হইতে বহুযত্নসহকারে উদ্ধৃত

করিয়া অবিকল

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষের দ্বারা

কলিকাতা।

সুধানিধি যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

চিৎপুর রোড ৩১৭ নং আলয়।

সন ১২৭৯ সাল।

[মূল্য ১।০ ডেড় টাকা মাত্র।